# শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ

( ভারত বিভাগের পূর্ব্বে লিখিত )



শ্রীহট্ট জিলা বৈদ্য সমিতির সহকারী সভাপতি

**শ্রীনরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী**

**প্রণীত**

অস্মদ্ সমাজে সর্ব্বজনমান্য অশেষ প্রতিভাদীপ্ত
শ্রীহট্ট জিলা বৈদ্য সমিতির স্থায়ী সভাপতি

**শ্রীবিদিতচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী**

কর্ত্তৃক সংশোধিত

**প্রাপ্তিস্থান :**

**ওরিয়েণ্টাল বুক কোং**
৫৬, মির্জ্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
পানবাজার, গৌহাটী : নাজিরপট্টি, শিলচর

**চপলা বুক স্টল**
শিলং



মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র

# উৎসর্গ পত্র

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীবিনোদচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, ভক্তিরত্ন মহাশয়ের পুণ্য করকমলে।

আমার লিখিত "শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ" গ্রন্থের প্রতি আপনার প্রীতি ও সহানুভূতি দর্শনে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আপনি শ্রীমন্মহাপ্রভুভক্ত, শ্রীশ্রীগৌরকথা শুনিতে আপনার নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে ভরিয়া যায়; আপনার গৌরপ্রেমটি উপভোগ্য। আপনার গুরুভক্তি, বৈষ্ণব প্রীতি ও সেবা এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ অর্চ্চনা সকলই অতুলনীয়। আপনার নম্রতাদি সদ্‌গুণ এবং সকলের প্রতি মধুর প্রীতি, এমন একপ্রাণতা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। আপনার অকৈতব ব্যবহারে আমি একান্ত মুগ্ধ। আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আপনি আমাকে একান্ত স্নেহ করেন। আপনার স্নেহঋণ অপরিশোধ্য; তাই আমার একান্ত প্রাণের বস্তু "শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ" গ্রন্থখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ আপনার পুণ্যকরকমলে উৎসর্গ করিলাম। ইতি সন ১৩৬২ বাং, ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি।

প্রণত:

শ্রীনরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
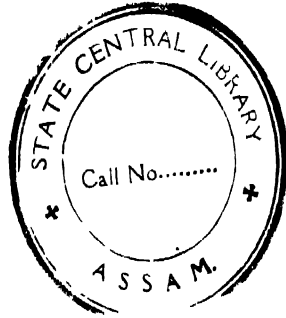
# প্রকাশকের নিবেদন

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে একটি ঐতিহাসিক রাষ্ট্রবিপ্লবের ভিতর দিয়া। উহার ঋণ শোধ করিতে হইয়াছে পাঞ্জাব ও বাংলা দেশকে। বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ আজ ভারতবর্ষ হইতে খণ্ডিত হইয়া বর্ত্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াছে। এই দেশ বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ বাঙালী পরিবার পিতৃভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়া ছিন্নমূল অবস্থায় নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। রাষ্ট্র বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে বাঙ্গালী হিন্দুরা এক অভূতপূর্ব্ব সমাজ বিপ্লবের ঘূর্ণিচক্রের মধ্যেও পড়িয়াছেন। এই উভয়মুখী বিপ্লবের ভিতর হইতেই বাঙালী হিন্দুকে নূতন সমাজ ব্যবস্থা, নূতন পথ ও নূতন সংস্কৃতির সন্ধান করিতে হইবে। এই নূতন সমাজ গঠনের উদ্যমে পুরাতনকে আমরা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু ভুলিয়া যাইতে পারি না। তার ঐতিহাসিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন হইতে হইবে।

শ্রীহট্ট জেলার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই আজ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। এই ভূখণ্ডে বাঙালী হিন্দুরা পুরুষানুক্রমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে ঐতিহ্যকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, শিক্ষায়তন, দেবালয় ও নানাবিধ কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের ব্যক্তিত্বের যে স্বাক্ষর উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই গৌরব কাহিনীর প্রামাণিক তথ্য সংকলন বাঙালী জাতির ইতিহাস রচনার পক্ষে নিঃসন্দেহ একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে আবার বৈদ্যসমাজ চিরদিনই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীনরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী মহাশয় বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের বাঙালী অধ্যুষিত এই প্রত্যন্ত দেশের বৈদ্যসমাজ সম্বন্ধে যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, উহার একটি বিশেষ মূল্য আছে মনে করিয়াই এই গ্রন্থ প্রকাশে আমরা উদ্‌যোগী হইয়াছি। রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজ বিপ্লবের ফলে কালের পরিবর্ত্তনে এই ঐতিহাসিক তথ্যরাশি ক্রমেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে, সুতরাং সময় থাকিতে এখনই উহা সংকলন করিয়া রাখা উচিত। এই গ্রন্থপ্রকাশে ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থে নানা প্রকারের ভ্রম প্রমাদ থাকিয়া যাইতে পারে। তজ্জন্য সুধী পাঠকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট মহানুভব ব্যক্তিবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

বিনীত
শ্রীবিজয়মাধব গুপ্ত

# অবতরণিকা

সুধী পাঠকবৃন্দ,

এই গ্রন্থখানার নাম "শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ" দেখিয়া কেহ যেন এই কথা মনে না করেন যে কোনও সম্প্রদায় বিশেষকে একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা এই গ্রন্থের নামকরণের উদ্দেশ্য। তবে "শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ" গ্রন্থের নাম দেওয়া হইল কেন? তাহার কারণ এই যে ভারত বিভাগের পূর্ব্বে যখন গ্রন্থখানা লিখা হয়, তখন অতীতকাল হইতে শ্রীহট্ট জিলার বিশিষ্ট বংশীয়গণের মধ্যে অধিকাংশই বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং ইঁহাদিগের মধ্যে অনুলোম বিবাহও প্রচলিত ছিল। যুগধর্ম্মের প্রভাব স্বভাবতই আমাদের সকলের উপর অল্পবিস্তর আসে। সামাজিক শ্রেণী সংঘাতের ঊর্দ্ধে যে সাম্য আজ প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার প্রয়াস পাই নাই, বরং গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে উহার সহিত আমাকে খাপ খাওয়াইয়া নিতেই চাহিয়াছি। সুতরাং অপর কোনও বংশকে উপেক্ষা করা এই গ্রন্থের নামকরণের উদ্দেশ্য নহে, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থানুসারেই গ্রন্থখানার নামকরণ হইয়াছিল। যাহা হউক, এতজ্জনিত ত্রুটী অবশ্যই ক্ষমার্হ।

প্রাচীন কুলগ্রন্থাদিতে বৈদ্যজাতির বর্ণ মধ্যে দেব, ধর, কর, সোম, নাগ, নন্দী ও আদিত্যগণও বৈদ্যসম্প্রদায়-ভুক্ত লিপিবদ্ধ আছে :—

সেনো দাশোশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ
রাজ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥

( চন্দ্রপ্রভা ৪র্থ পৃষ্ঠা )

"বৈদ্যানাং পদ্ধতি তেষাং কথয়স্মি বিশেষতঃ।
সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ দেবো দত্তো ধরঃ করঃ॥
কুণ্ডশ্চন্দ্রো রক্ষিতাশ্চ রাজ সোমৌ তথৈবচঃ।
নন্দী পদ্ধতয়াঃ সর্ব্বা কথিতাশ্চ ত্রয়োদশ॥

( স্কন্দপুরাণ )

শ্রীহট্টদেশে দেব, ধর, কর, সোম, নাগ, নন্দী ও আদিত্য বংশীয়গণের মধ্যে সমগোত্র ও পদবীতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃষ্ণাত্রেয় দেব বংশের কথা আলোচনা করা যাক—

তরফ পরগণার সুঘর গ্রামের দেব মজুমদার ও দেবরায় বংশীয়গণ বৈদ্যাচারনিষ্ঠ, পক্ষান্তরে ছোট-লিখার দেবপুরকায়স্থ ও মৌরাপুর পরগণার কায়স্থগ্রাম নিবাসী দেবচৌধুরীগণ কায়স্থ সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেছেন। গোত্র পরিচয়ে তথাকথিত কায়স্থগণ মূলতঃ বৈদ্যসন্তান, বিভেদ থাকা উচিত নহে, বিভেদ সৃষ্টি সমাজ সংগঠনে সহায়ক হইতে পারে না।

বর্ত্তমানে চাকুরী ব্যবসা ও অন্যান্য অনিবার্য্য কারণে শ্রীহট্টবাসী সমাজবদ্ধ জনগণ যেভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ও যোগাযোগ রক্ষার্থ এবম্বিধ গ্রন্থের প্রয়োজন স্বীকৃত হইবে বলিয়া মনে করি। কারণ কে কাহার সন্তান, পূর্ব্বপুরুষগণ কে কোন্ মহৎ কার্য করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের বাসস্থান কোথায় ছিল, এই সমস্ত জ্ঞাত থাকিলে কাহারও আত্মগৌরব, আত্মাভিমান এবং চরিত্রগঠন কখনই বিনষ্ট হইবে না।

শ্রীহট্টের সমস্ত বিশিষ্ট বংশের ও বিখ্যাত ব্যক্তির কাহিনী যত পারি প্রচারিত করিব এই সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কোন কোন স্থলে একাধিকবার চিঠি লিখিয়া এবং মৌখিক অনুরোধ করিয়াও তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি। দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধার হইবে ইহা কার না সাধ! এই জন্যই তো এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়।

আমরা যে সকল বংশকথা প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎসমস্ত যে একেবারে নির্ভুল তাহা বলিতে পারি না। যাঁহারা বিবরণ দিয়াছেন তাঁহাদের কেহ যে বংশকথা লিখিতে গিয়া অত্যুক্তি করেন নাই তাহাও বলা যায় না। আমরা এই গ্রন্থে যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত ঐ সকল অংশ বর্জ্জন করিয়াছি। তবে সর্ব্বত্রই এতাদৃশ ভ্রান্তি অপনোদনে যে কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি তাহা বলা সম্ভব নয়। যদি কোন বংশ বা জাতির উপর কোনরূপ অন্যায় উক্তি প্রয়োগ হইয়া থাকে তবে তাহা অজ্ঞতা বশতঃ হইয়াছে। এতদবস্থায় আমাদের উদ্দেশ্য বিবেচনায় মহানুভববর্গ ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া তাহা জ্ঞাপন করিলে কৃতার্থ হইব।

বংশ কাহিনী লিখিতে গিয়া আমরা ইচ্ছা করিয়া কাহারও কোন পীড়াজনক কথা ছাপাইব ইহা যেন কেহ মনে না করেন। সামাজিক উচ্চ নীচ বিবেচনা না করিয়া প্রত্যেক পদ্ধতির গোত্রানুসারে একদিক হইতে বংশাবলী সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। যদি কোন বংশ কিংবা কীর্ত্তিমান পুরুষের বিষয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ না হইয়া থাকে তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সহৃদয় পাঠক সমাজের কেহ তাহা জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা সন্নিবেশিত হইবে।

গ্রন্থখানিকে সহজবোধ্য এবং ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া নূতন ও প্রাচীন নিম্ন-লিখিত কুলগ্রন্থরাজি হইতে এবং ব্যক্তিগত তদন্ত হইতে অনেক বংশের তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, সময়াভাবে এবং বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গ্রন্থখানা প্রণয়ন করিতে হইয়াছে বলিয়া সেই সব গ্রন্থকার বা প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট বংশীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে উপযুক্ত অনুমতি গ্রহণ করিতে পারি নাই; তজ্জন্য উক্ত মহানুভবগণ ও বৃহত্তর সমাজ এ দীন বৃদ্ধ গ্রন্থকারের কথা চিন্তা করিয়া সর্ব্বপ্রকার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীযুক্ত বিদিতচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কৃত "বৈদ্যজাতির চিন্তনীয় কয়টি কথা" গ্রন্থের ২য় পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই যে ১৯৩৬ ইং ১৮ই মার্চ্চ তারিখের "এডভান্সে" লিখিত একটি প্রবন্ধ তথায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে লিখা আছে—বৈদ্যজাতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন শর্ম্মা আমার উপযুক্ত শিষ্য। তাহার সহিত আলোচনা সূত্রে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে বৈদ্যরা উত্তম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। অধ্যাপনা, গুরুতা ও দান গ্রহণ (প্রতিগ্রহ) করার সর্ব্বপ্রকার অধিকার বৈদ্যদের আছে। উক্ত প্রমাণ এবং পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যজাতির পূর্ণ ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহার দর্শনে এই বিষয়ে সকল রকমের সন্দেহ আমার মন হইতে দূরীভূত হইয়াছে। আমি এই অভিমত আনন্দের সহিত স্বেচ্ছায় ব্যক্ত করিতেছি। আমি রায়বাহাদুর কালীচরণ সেন মহাশয়ের পুস্তকে যে মূল মত জ্ঞাপন করিয়াছিলাম তাহা প্রত্যাহার করিতেছি, কারণ আমার সেই মত নিতান্ত ভ্রান্তিবশতঃই দিয়াছিলাম। নবদ্বীপ, ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৪০ বাংলা।"

# সূচীপত্র

# শুদ্ধিপত্র

## নিবেদন

আমার জীবনের প্রথম পাঠকগণ সমীপে এই গ্রন্থখানা নিয়া উপস্থিত হইলাম। এই গ্রন্থমধ্যে যাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের অনেক ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে। কারণ প্রেস হইতে অনেক দূরে থাকিয়া ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ গ্রন্থকার মহাশয় প্রুফ দেখায় মুদ্রণে ভুল রহিয়া গিয়াছে। যতটুকু দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে শুদ্ধিপত্র তৈয়ার ক্রমে দেওয়া গেল। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত ত্রুটী মার্জ্জনা ক্রমে শুদ্ধিপত্রানুসারে গ্রন্থখানা সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে আমরা অনুগৃহীত ও উৎসাহিত হইব। ইতি সন ১৩৬৩ বাং আশ্বিন দুর্গাপঞ্চমী।

নিবেদক

প্রকাশক

| পৃষ্ঠা | লাইন | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৯ | কহলারাদি | কহলবাদি |
| ৩ | ৩১ | ভীষণক | ভীম্রক |
| ৭ | ২১ | কুলী | শ্রমিক |
| ৯ | ১৪ | হিণুদের | হিন্দুদের |
| ১৮ | ৩২ | ১৩৪৩ বাং | ১৩৪১ বাং |
| ২৪ | ২৯ | ধলহস্ত | ধলহস্ত |
| ২৮ | ২০ | রূপসা | ঝপসা |
| ২৯ | ২১ | পাঘের | পাথের |
| ৩২ | ১৩ | জহ্নকর | জহ্নু কর |
| ৩৩ | ১০ | সৈঞ্রব | নৈয়ঞ্রব |
| ,, | ২১ | "যাজ্ঞিকানাঞ্চ কর্ত্তৃত্বে কর" | যাজ্ঞিকানাঞ্চ কর্ত্তৃত্বে "কর" |
| ,, | ২৪ | পুরোধনে | পুরোধসে |
| ৩৪ | ২৪ | কলিঙ্গস্য সুতাঃ | কলিঙ্গস্য সুতাঃ সুতাঃ |
| ,, | ২৫ | মানরামায় | মানবরামায় |
| ৩৮ | ১৮ | "রোগাহার্য্য গদস্কায় | "রোগোহার্য্য সদাচারো |
| ৪০ | ২৯ | ব্রাহ্ম | ব্রাহ্মং |
| ৪১ | ৩ | বর্ত্তলঃ | বর্ত্তুলঃ |

| পৃষ্ঠা | লাইন | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৪২ | ২০ | advanced farther | advanced further |
| ৪৭ | ১৫ | of offered | if offered. |
| ,, | ৩৪ | it is contended | It is contended. |
| ,, | ৩৮ | in | is |
| ৪৮ | ৩ | affilation | affiliation. |
| ,, | ১৪ | clearness | cleanliness. |
| ,, | ২০ | Archeological | Archaeological. |
| ৪৯ | ১ | Suddhitatvas | Suddhitatvam. |
| ৫০ | ২৮ | আরম্ভ করেন | আরম্ভ করেন নাই |
| ৫২ | ১৮ | প্রধান প্রধান বৈদ্য | ইহার কারণ প্রধান প্রধান বৈদ্য |
| ৫৫ | ১৬ | ইলামপুর | ইলাসপুর |
| ৫৬ | ৫ | ঘাস্তটিয়া | ঘাগুটিয়া |
| ৫৮ | ৩৫ | দাস | দাশ |
| ৬২ | ১ | ভাবনাইয়া | জানাইয়া |
| ,, | ৩১ | ধর্মঘর পরগণার মৌজা ও পোঃ আঃ কাশিমনগর | কাশিমনগর পরগণার মৌজা ও পোঃ আঃ ধর্মঘর |

| পৃষ্ঠা | লাইন | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৬৫ | ২৩ | জ্যৈষ্ঠ পুত্র | জ্যেষ্ঠ পুত্র |
| ৭৫ | বংশলতা | ৬। রাসমোহন | ৬। রামমোহন |
| ৭৬ | „ | ৬। রাসমোহন | ৬। রামমোহন |
| ৭৭ | „ | ৯। বিধু | ৯। বিশ্বজ্যোতি |
| „ | „ | মানস | মাখন, দিলীপ, সুবীর |
| ৮২ | ১২ | ৮৫০ | ১৮৫।০ |
| ৮৪ | বংশলতা | ৫। নরহরি → রাঘবানন্দ (তুঙ্গেশ্বর), হৃদয়ানন্দ, পূর্ণানন্দ; কাশীনাথ (জয়পুর) → • | ৫। নরহরি → রাঘবানন্দ (তুঙ্গেশ্বর); কাশীনাথ → হৃদয়ানন্দ (তুঙ্গেশ্বর), পূর্ণানন্দ (জয়পুর) |
| ৯৬ | ১৪ | ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন | ফাল্গুন সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। |
| ৯৬ | ৩৮ | কাছাড় নেটিভ জয়েণ্ট ষ্টক | সিলেট ইলেকট্রিক সাপ্লাই |
| ১০২ | বংশলতা | অরুণ উদয় | অরুণোদয় |
| ১০৯ | ১ | সেন প্রকরণ | গুপ্ত প্রকরণ |
| ১১৮ | ৬ | বঙ্গীয় | বংশীয় |
| ১২০ | ২৭ | বাতীত | ব্যতীত |
| ১২১ | ৩৪ | পুত্র | পৌত্র |
| বংশলতা | | | |
| ১২৯ | শেষ লাইন | সুধীররঞ্জন | সুধাংশুরঞ্জন |
| ১৩৩ | ৪ | সন্ন্যাস | সন্ন্যাসী |
| „ | „ | ধৰ্ম্মগ্রহণ করিয়া | ধৰ্ম্মত্যাগক্রমে |
| ১৩৯ | ১৪ | আপোষে প্রাপ্ত হন। | করিতে থাকেন। |
| ১৪৮ | বংশলতা | রাজকৃষ্ণ → নলিনীমোহন | রাজকৃষ্ণ → আনন্দকিশোর → নলিনীমোহন |
| ১৫১ | ১৬ | বিরাজকান্ত | বিরজাকান্ত |
| „ | ২২ | তিনি হইতে | হইতে তিনি |
| ১৫২ | বংশলতা | ধরকণীন্ত → ধনধীরকৃষ্ণ, সত্যধীরকৃষ্ণ | ধরণীকান্ত → ধ্যানধীরকৃষ্ণ, সত্যধীরকৃষ্ণ |
| ১৫৩ | ১০ | কৃষ্ণত্রেয় | কৃষ্ণাত্রেয়. |
| ১৫৪ | ১২ | রাজনৈতিক চিন্তানায়ক | রাজনৈতিক চিন্তানায়ক |
| ১৬২ | ১৫ | হন | হই |
| ১৭১ | ৯ | রহস্যাবৃত | অজ্ঞাত |
| ১৭২ | বংশলতা | নন্দকুমার → নৃপেন্দ্র | নন্দকুমার → নগেন্দ্র |
| ১৭৩ | „ | গোপনচন্দ্র → খগেন্দ্র | গোপনচন্দ্র → গোপেন্দ্র |
| ২০১ ভরদ্বাজ দত্ত | বংশ ৩ | রনী | ধরণী |
| ২০৮ | বংশলতা | আনন্দ | অনিন্দ |
| ২০৯ | ১৬ | আক্রমণ | আগমন |
| ২১৬ | ৮ | বন্দোবস্ত হন | বন্দোবস্ত হয় |
| „ | ২৭ | অভিজত | অভিজাত |
| ২১৭ | ১৫ | শংকরপুর | লস্করপুর |
| ২১৮ | ২৩ | সেনহাটী | সেনহাটী চ |
| ২২৩ | ৮ | গিরীশকুমার | গিরীশচন্দ্র |
| ২২৪ | ২১ | মনভাগ | বনভাগ |
| ২৩১ | ১১ | সুনামলব্ধ ব্যদসা | — ব্যবসা |
| ২৩২ | ১৬ | লাকড়িপাড়া তরফের প্রথম | প্রথম তরফের লাকড়িপাড়া |
| ২৩৯ | ৩৩ | ব্রহ্মণডুরা | ব্রাহ্মণডুরা |

# গ্রন্থের নামের তালিকা

১। ভট্টিকাব্যের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় ভরতচন্দ্র মল্লিক কৃত ১৬৭৬ খৃঃ "চন্দ্রপ্রভা" ও "রত্নপ্রভা" নাম্নী রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা।

২। বৈদ্যকুলতিলক রামকান্ত দাশ কবি কণ্ঠহার বিরচিত ১৬৫৩ খৃঃ "বঙ্গীয় সদ্‌বৈদ্য কুলপঞ্জিকা"। (গ্রন্থখানা উইপোকায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে)।

৩। অশেষ শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "জাতিতত্ত্ব বারিধি"।

৪। বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা কৃত "বৈদ্যজাতির ইতিহাস"।

৫। „ „ "চক্রদত্ত" „

৬। রসিকলাল গুপ্ত কৃত "রাজা রাজবল্লভ"। ৭। নিখিলনাথ রায় কৃত "মুর্শিদাবাদ কাহিনী"। ৮। শ্যামলাল সেন কৃত "অম্বষ্ঠতত্ত্ব কৌমুদী"। ৯। অম্বষ্ঠকুল চন্দ্রিকা। ১০। বৈদ্যকুলাচার্য্য ত্রিভঙ্গ মোহন সেনশর্ম্মা বিরচিত "কুলদর্পণ"। ১১। রামলাল কবিরত্ন কৃত "বৈদ্য সৎকর্ম্ম পদ্ধতি"। ১২। জাতিকথা। ১৩। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। ১৪। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। ১৫। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। ১৬। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত। ১৭। স্কন্দপুরাণ। ১৮। শ্রীচৈতন্য ভাগবত। ১৯। হস্তলিখিত হাস্তনাথের পাঁচালী। ২০। শ্রীহট্ট গৌরব। ২১। পাইলগাঁয়ের ধর বংশ। ২২। প্রাচীন পুথি। ২৩। চক্রপাণি বংশ। ২৪। বৈদ্যজাতির চিন্তনীয় কয়েকটি কথা। ইত্যাদি বহু গ্রন্থরাজি এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা।

অবসরপ্রাপ্ত জীবনের বিগত ১৪ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে আজ যে গ্রন্থ আপনাদের হস্তে সমর্পণ করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে তাহাতে কৃতিত্বের দাবী যদি কাহারো থাকে তবে তাহা সেই সব সহৃদয় মহানুভব ব্যক্তিদেরই প্রাপ্য যাঁহারা আমাকে আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়নে বহুবিধ সংবাদ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের মূল্যবান সাহায্য ও শুভেচ্ছার জন্য কৃতজ্ঞতাভরে নিম্নে তাহাদের নামের তালিকা প্রকাশ করিতেছি।

১। শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত মজুমদার সাং ধর্ম্মঘর পং কাশিমনগর। ২। ত্রৈলোক্য নাথ দেব চৌধুরী সাং সুরমা পং বেজুড়া। ৩। ধরণীনাথ দত্ত চৌধুরী বি. এল, সাং জগদীশপুর পং বেজুড়া। ৪। রবীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী মোক্তার সাং মুড়াকরি। ৫। নিরাপদ দাশ সাং ব্রাহ্মণভুরা পং উচাইল। ৬। নৃপেন্দ্রনাথ সেন সাং ব্রাহ্মণভুরা পং উচাইল। ৭। নরেশরঞ্জন দত্ত সাং দত্তপাড়া পং তরফ। ৮। হরেন্দ্রচন্দ্র সেন উকিল সাং চারিনাও পং উচাইল। ৯। নগেন্দ্রচন্দ্র সেন সাং সেনের পাড়া পং বানিয়াচঙ্গ। ১০। কামিনীকুমার কর উকিল সাং সাটিয়াজুরি পং তরফ। ১১। শ্রীনিবাস সেন মজুমদার এম এ ম্যাজিষ্ট্রেট সাং তুঙ্গেশ্বর পং তরফ। ১২। উমেশচন্দ্র দাশ উকিল সাং দামোদরপুর প্রঃ বগাডুবি পং তরফ। ১৩। মনোরঞ্জন দত্তরায় সাং হরিহরপুর পং তরফ। ১৪। হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত সাং ভীমসি পং সাতগাঁও। ১৫। বিমলাচরণ করচৌধুরী সাং ভীমসি পং সাতগাঁও। ১৬। ঈশানচন্দ্র সেনচৌধুরী সাং বনগাঁও পং বালিশিরা। ১৭। নরেন্দ্রনাথ দত্ত সাং জামসী পং বালিশিরা। ১৮। অমরচন্দ্র দত্ত পুরকায়স্থ সাং মাজডিহি পং চৌতুলী। ১৯। শৈলেশচন্দ্র কর পুরকায়স্থ বি. এল. মৌলবীবাজার। ২০। হরেন্দ্রনারায়ণ কর চৌধুরী সাং সন্তোষপুর পং পুটিজুরি। ২১। প্রবোধচন্দ্র সেন বি. এ. দিনারপুর। ২২। কৃষ্ণকেশব সেন অধিকারী কবিরত্ন সাং আদপাশা পং চৌয়ালিশ। ২৩। কামিনীকুমার গুপ্ত চৌধুরী সাং নয়াপাড়া পং চৌয়ালিশ। ২৪। কুমুদচন্দ্র গুপ্তচৌধুরী ডাক্তার মুটুকপুর পং চৌয়ালিশ। ২৫। প্রিয়নাথ গুপ্ত চৌধুরী এম. এ. বি. টি. সাং আটগাঁও। ২৬। যামিনীকুমার গুপ্ত চৌধুরী সাং বায়হাল পং চৌয়ালিশ। ২৭। বিপিনচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী সাং দলিয়া পং চৌয়ালিশ।

২৮। দেবেন্দ্রনাথ গুপ্তচৌধুরী উকিল মৌলবীবাজার। ২৯। দক্ষিণাচরণ সেন মোক্তার সাং বারহাল পং চৌয়ালিশ। ৩০। নরেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী সাং চাড়িয়া পং চৈতন্যনগর। ৩১। তরণীনাথ দত্ত কানুনগো বি. এল. শ্রীহট্ট। ৩২। সূর্য্যকুমার দত্ত কানুনগো সাং মহাসহস্র পং ইটা। ৩৩। হেমচন্দ্র সেন সাং মহাসহস্র পং ইটা। ৩৪। কামিনীমোহন দত্ত সাং দত্তগ্রাম পং ইটা। ৩৫। মহেন্দ্রচন্দ্র সেন সাং পঞ্চেশ্বর পং ইটা। ৩৬। রবীন্দ্রকুমার দাশ সাং গয়ঘড় পং ইটা। ৩৭। দীনেশচন্দ্র দত্ত কানুনগো সাং মঙ্গলপুর পং ভানুগাছ। ৩৮। উমেশচন্দ্র সেন উকিল মৌলবীবাজার। ৩৯। গিরিজাচন্দ্র গুপ্তচৌধুরী সাং দাশপাড়া পং ইটা। ৪০। দীনেশচন্দ্র দাশ শিলং। ৪১। ভারতচন্দ্র সেন সাং সুপাতলা পং পঞ্চখণ্ডকালা। ৪২। যোগেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী সাং সুপাতলা পং পঞ্চখণ্ডকালা। ৪৩। উমেশচন্দ্র দাশ উকিল করিমগঞ্জ। ৪৪। বিনয়কিশোর গুপ্ত চৌধুরী সাং হাসানপুর পং চাপঘাট। ৪৫। দক্ষিণারঞ্জন সেন ডাক্তার রায়নগর শ্রীহট্ট। ৪৬। বৈদ্যনাথ সেন সাং রায়নগর শ্রীহট্ট। ৪৭। রাকেশরঞ্জন সেনগুপ্ত সাং ইলাশপুর পং ঢুলালী। ৪৮। ব্রজেন্দ্রকুমার গুপ্ত পুরকায়স্থ সাং পুরকায়স্থপাড়া পং ঢুলালী। ৪৯। বরদামোহন দাশ পুরকায়স্থ বি. এল. সাং দাশপাড়া পং হরিনগর। ৫০। রসিকচন্দ্র দাশ চৌধুরী সাং লালকৈলাশ পং ঢুলালী। ৫১। গিরিজাপ্রসন্ন দাশ চৌধুরী সাং লালকৈলাশ পং ঢুলালী। ৫২। দিগিন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ. সাং সুঘর পং তরফ। ৫৩। রায়সাহেব প্রমোদচন্দ্র রায় সাং সুঘর পং তরফ। ৫৪। শ্রীদ্বিজেন্দ্রমোহন দাশ সাং ফলাউন্দ পং চৌয়ালিশ। ৫৫। হরেন্দ্রমোহন দাশ মজুমদার এম. এ. বি. এল, শ্রীহট্ট। ৫৬। বিদিতচন্দ্র পাল চৌধুরী খুবাদিয়া পঞ্চখণ্ড।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সর্ব্বসময়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীবিদিতচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে তাঁহার মূল্যবান উপদেশ ও সাহায্য দান করিয়া চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন। তজ্জন্য আন্তরিক ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার জানাইতেছি।

যে সকল সরলপ্রাণ বন্ধুবর্গ প্রথম হইতেই আমাদিগকে এই গ্রন্থ রচনার কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ জীবনের পরপারে। যাহারা এখনও জীবিত আছেন তাঁহাদেরে কৃতজ্ঞতাভরে অসীম ধন্যবাদ জানাইতেছি।

স্নেহভাজন শ্রীমান বিজয়মাধব গুপ্ত চৌধুরী আমার সাধনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন ও মুদ্রণের ব্যয় ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া অকৃত্রিম মহত্বের পরিচয় দিয়া গ্রন্থখানা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান তাহার সৎপ্রবৃত্তিকে বিকশিত করিয়া জগতের কল্যাণে নিয়োগ করুন।

এই গ্রন্থখানি মুদ্রণ করিতে প্রেস কর্ত্তৃপক্ষ যে আন্তরিকতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার বিনিময়ে শ্রীভগবানের নিকট তাহাদের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ কামনা করি।

ভ্রম প্রমাদ বিবর্জ্জিত গ্রন্থ প্রণয়ন করা মাদৃশ অকৃতী জরাগ্রস্তবৃদ্ধের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির এরূপ প্রয়াস দুঃসাহস মাত্র। গ্রন্থে যে সকল ভ্রম প্রমাদ এ বৃদ্ধের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে তজ্জন্য শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক শুদ্ধিপত্রানুসারে গ্রন্থখানা সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে আমরা অনুগৃহীত হইব।

পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে এই গ্রন্থে অনেক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থাকিয়া যাইতে পারে। আশা করি পাঠক ও সংশ্লিষ্ট মহানুভবগণ এই সপ্ততিপর বৃদ্ধকে নিজ উদারতায় ক্ষমা করিবেন। ইতি—

বিনীত<br>
শ্রীনরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সাং, কাশীপাড়া<br>
পং হরিনগর ( ঢুলালী )<br>
জিলা শ্রীহট্ট

## শ্রীহট্ট মদনমোহন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র গোস্বামী এম. এ. মহাশয়ের অভিমত :—

"শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ" নামক একখানা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিলাম। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে নানা স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।

সময় এবং সুযোগের অভাবে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিতে পারি নাই। যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় এই গ্রন্থখানি লিখিয়া গুপ্ত মহাশয় একটি বিশেষ অভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের অন্যান্য বৈদ্যদের ন্যায় ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত শ্রীহট্টের বৈদ্যসমাজ কোন একটি সুস্পষ্ট ভেদ রেখা দ্বারা আপনাদিগকে কায়স্থ সমাজ হইতে একেবারে পৃথক করিয়া রাখেন নাই। তথাপি শিক্ষায়, গুণে এবং সামাজিক প্রতিপত্তিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। শ্রীহট্টের বহু কৃতী সন্তান এই বৈদ্য সমাজে জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীহট্টের তথা বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বহু সাধক মহাপুরুষ এই সমাজে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশিষ্ট পার্ষদ পরম শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীমুরারি গুপ্ত, সেন শিবানন্দ এই স[illegible]ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমাজেই সিদ্ধ তিলকচাঁদ শিরোমণি সাধন জগতে অতিশয় উচ্চাবস্থা লাভ করিয়া বহু [illegible] প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "সহজচরিত্র" একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের খুব ভাল একখানি টীকা করিয়াছিলেন বলিয়াও শুনিয়াছি। সাধক কবি রাধারমণ দত্ত, রামকুমার নন্দী, ষষ্ঠীবর দত্ত ইঁহারা সকলেই এই সমাজের লোক। ইঁহারা সকলেই আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ এই কারণে আপনাদিগকে বাস্তবিকই গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারে

কালের এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস করিয়া একটি মিলিত সামাজিক জীবন যাপন করা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। সমাজের কথা দূরে থাক যৌথ পরিবারের আদর্শটি পর্য্যন্ত ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। একই পরিবারের লোক বাধ্য হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। দেখা সাক্ষাতের অভাবে কেবল চিঠিপত্রের সাহায্যে পরিচয়ের একটি ক্ষীণ সূত্র রক্ষিত হইতেছে। কালক্রমে এই সূত্রটিও হয়ত ছিন্ন হইয়া পড়িবে। হয়ত একটি নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু পুরাতন হইতেই নূতনের উদ্ভব। পুরাতনের স্মৃতি হইতেই নূতন তাহার ভবিষ্যৎ পথের সন্ধান লাভ করে। সুতরাং এই পুস্তকখানি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। ভবিষ্যতে অনেকেই এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাহাদের নিজ নিজ বংশ পরিচয় লাভ করিবেন এবং তদনুসারে আপনাদের জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইবেন।

গুপ্ত মহাশয় এই পুস্তকখানিতে শ্রীহট্টের ভৌগোলিক অবস্থান এবং শ্রীহট্টের দেবালয়গুলিরও একটি সুন্দর বিবরণ দান করিয়াছেন। ইহাতে এই পুস্তকের মূল্য অনেকখানি বাড়িয়াছে বলিয়া মনে করি। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ইহা পড়িয়া নানাভাবে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

গুপ্ত মহাশয় তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া যেরূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে তাঁহার রচনা কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা অর্জ্জন করিবেন। আশা করি তাঁহার এই পুস্তকখানি যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীহট্ট
১৩ই ভাদ্র ১৩৬০ সাল

## শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহোদয়ের অভিমত :—

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয়ের "শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি দেখিলাম, পড়িবার অবসর পাওয়া গেল না; তবে সূচী দৃষ্টে লেখকের বহু বৎসরের অক্লান্ত সাধনা বিপুল সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলিয়াই মনে হইল। ভূগোল আর ইতিহাসের গোলোক ধাঁধাঁকে যাহারা ছাত্রজীবনে ধিকার দিয়া অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন আমি তাহাদেরই একজন, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীহট্টের শতধা বিচ্ছিন্ন বংশগুলির আমূল পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আজ আমি নিজেও যখন তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি ঠিক এমন সময় 'শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ' দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিলাম।

ভবিষ্যতের সামাজিক রূপ এখন আমাদের নিকট অজ্ঞাত, কিন্তু অতীতের নিকট মানুষের জিজ্ঞাসা তো কোনকালে শেষ হওয়ার নয়। তাই শ্রীহট্টের ইতিহাসে 'শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ' যে নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছে তাহাই গ্রন্থখানিকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে। আর যে সব বংশধর এই গ্রন্থ হইতে স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষের প্রাচীন আবাসভূমি, শাখা প্রশাখা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য জ্ঞাত হইয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং গোববের নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবেন তাহাদের নিকট এই গ্রন্থখানি এক বিশেষ সম্পদ রূপে পরিগণিত হইবে। গ্রন্থকার শ্রীহট্টের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রকৃতি, তীর্থ, জাতি, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি এই সকলের সমবায়ে শ্রীহট্টের এক বিশিষ্ট চিত্র পাঠকের মানসচক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন—যে চিত্র এই যুগসন্ধিক্ষণে ঘটনা বৈচিত্র্যে দ্রুত রূপান্তরিত হইয়াছে এবং হইতেছে আর সেই চিত্রপটে সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত বৈদ্যসমাজের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার ক্রম পরিণতি প্রদর্শন করিয়াছেন। যখন চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা জাগিয়া উঠে তখনই যাহা প্রিয় তাহার স্মৃতিটুকু অমূল্য সম্পদ হিসাবে ধরা দেয়, স্মৃতির কাঙ্গাল চিত্ত তখন তুচ্ছকেও মহতের মর্য্যাদা দেয়। শ্রীহট্টের রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে গ্রন্থকার উহাকে অঙ্কিত করিয়া ভাবী যুগের সুদূর প্রবাসী বিস্মৃত-পরিচয় শ্রীহট্টের সন্তানদের মহদুপকার সাধন করিলেন। বংশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা দুরূহ কার্য্য। * * * গ্রন্থকার যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই তাহার জন্য ক্ষুব্ধ না হইয়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ থাকিব।

লেখক দশ বৎসর যাবৎ এই সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জীবনের অপরাহ্নে গ্রাম্যজীবন যাপন করিয়াও তিনি যে উৎসাহ উদ্দীপনায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছেন তাহা শিক্ষিত সমাজের অনুকরণযোগ্য। এই গ্রন্থখানি সকলের সহানুভূতিতে মুদ্রিত হউক এবং উহার সমালোচনার উত্তর দিবার জন্য তিনি নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করুন ইহাই কামনা করি। ইতি। শ্রীহট্ট, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৬০ বাং।

# শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ

## শ্রীহট্টের বিবরণ

**( শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত অবলম্বনে )**

**দেশের প্রকৃতি :—**শ্রীহট্ট জিলার অধিকাংশ ভূমিই সমতল প্রান্তর। স্থানে স্থানে জঙ্গলাচ্ছাদিত বালুকাময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টীলা আছে। প্রান্তরে বহুতর নদী প্রবাহিত। সাধারণতঃ নদীগুলির তীরেই ঘন বসতি দৃষ্ট হয়। শ্রীহট্টে হাওরের সংখ্যাও কম নহে। বর্ষাকালে হাওরগুলিতে অনেক জল হয়। শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিক ক্রমোন্নত এবং পশ্চিমাংশ নিম্ন। শ্রীহট্টের ভূমি অতি উর্ব্বরা, বৃষ্টিপাতে মাটি কৃষ্ণবর্ণ আকার ধারণ করে।

**শোভা :—**শ্রীহট্ট ঘন বসতিপূর্ণ জনপদ হইলেও ইহার অনেক স্থান জল ও জঙ্গলাবৃত। উত্তরে খাসিয়া ও জৈন্তা পাহাড় এবং দক্ষিণে ত্রিপুরা পাহাড় উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয় দিক রক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বদিকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড দণ্ডায়মান। বরাক নদীর শাখা সুরমা ও কুশিয়ারা নদী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে শ্রীহট্ট জেলার সুরম্য প্রান্তর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উত্তর-পশ্চিমাংশে জলাভূমির বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীহট্টের প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়ন-মনোমুগ্ধকর। পাহাড়ের নীরব গভীর ভাবের বর্ণনা সহজসাধ্য নহে। বনে বৃক্ষের সারি—বৃক্ষের পর বৃক্ষ, সরল সতেজ সুদীর্ঘ,—শাখায় শাখায় আকাশ সমাচ্ছন্ন। কোন কোন পুষ্টাঙ্গ বৃক্ষে স্থূলাঙ্গীলতা; লতায় লতায় ফুল, সুন্দর দৃশ্য।

পাহাড়ের যে অংশে বাঁশ বন, তথাকার শোভা অবর্ণনীয়, শুধু অনুভবগম্য ; ঈষৎ হরিদ্রাভ নবীন নধর শ্যামল পত্রাবলী বিশোভিত বংশদণ্ডশ্রেণী সজীবতা ও সৌন্দর্য্যের জীবন্ত ছবি। ক্রোশের পর ক্রোশ দৃষ্টি যতদুর চলে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় চলিয়াছে। পার নাই, সীমা নাই, দেখিতে দেখিতে দশকের চিত্ত অজ্ঞাতে অভিভূত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। দর্শককে আত্মহারা হইতে হয়। উৰ্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে আর একরূপ দৃশ্য, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, তারপর আরো উন্নত শৃঙ্গ, তদুপরি বিশাল বৃক্ষরাজির মহিমাময় দৃশ্য! বর্ষাকালে হাওরের দৃশ্য তদ্রূপই গাম্ভীর্য্যময়। বহু যোজন ব্যাপী অনন্ত জলের রাশি, কুল নাই, কিনারা নাই, যেন বিশাল সমুদ্র। সুনীল সলিলরাশি টলমল করিতেছে, বায়ুবেগে ঢলঢল করিতেছে। কখন বা হুঙ্কার করিয়া সুশুভ্র ফুৎকার ছাড়িয়া ঊর্ম্মিরাজি প্রধাবিত হইতেছে। কোথাও বা স্থির সলিলে নীলাস্তরণে কুমুদ কহ্লারাদি ও জলজ পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। যেন নীল আকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ। হেমন্ত ঋতুতে শ্যামল দুর্ব্বাদল বিকশিত মাঠগুলির মাধুর্য্যময় দৃশ্যই বা কি মনোরম! কিন্তু সর্ব্বোপরি যখন শস্যশ্যামল ক্ষেত্রগুলি বায়ু তরঙ্গে লহরে লহরে খেলিতে থাকে, জলের সুষমা যখন স্থলে প্রতিভাসিত হয়, তখন লক্ষ্মীর স্নেহামৃতবিভবা, গৌরবশালিনী সেই ক্ষেত্রগুলির মাধুর্য্যে মন মোহিত না হইয়া যায় না। তখন কবির ভাবে মন যেন গাইতে থাকে—

শ্রীহট্ট লক্ষ্মীর হাট আনন্দের ধাম,
স্বর্গাপেক্ষা প্রিয়তর এ ভূমির নাম।" ( পদ্যপুস্তক )

**জলবায়ু :—**শ্রীহট্টের জলবায়ু কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইলেও ইহা স্বাস্থ্যকর। শ্রীহট্টে গ্রীষ্মাপেক্ষা শীতের প্রভাবই বেশী। এ জেলায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পরিমাণ গড় পড়তা বার্ষিক ১০০" ইঞ্চির কম নহে। ইহার কারণ শ্রীহট্ট চেরাপুঞ্জির নিকটবর্ত্তী, চেরাপুঞ্জি অতি-বৃষ্টির জন্য পৃথিবী-খ্যাত। এই জন্যই শ্রীহট্টের জলবায়ু কথঞ্চিত

আর্দ্রভাবাপন্ন। বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্তই সাধারণত বৃষ্টি হয়। কার্ত্তিক হইতেই শীত অনুভূত হইতে থাকে। এবং পৌষ মাসে শীতের প্রাচুর্য্য উপলব্ধ হয়। ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে রৌদ্রের তাপ তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীহট্ট জিলায় রোগের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু বর্ত্তমানে নানা প্রকার নূতন রকমের রোগ পরিলক্ষিত হইতেছে।

**পাহাড় :**—শ্রীহট্টের পাহাড়গুলিতে চা বাগানসকল অবস্থিত।

**নদী :**—(১) বরবক্র বা বরাক ক্রমশঃ কুশিয়ারা ও বিবিয়ানা নাম ধারণ পূর্ব্বক কালনী সহ মিলিয়া ধলেশ্বরী নদীতে পড়িতেছে।

(২) সুরমা ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৩) ধলেশ্বরী বা ভেড়া মোহনা—ইহা মূল নদী নহে, কালনী, বিবিয়ানা প্রভৃতির সংমিশ্রণে আজমিরিগঞ্জ হইতে এক বিশাল জলপ্রবাহ প্রায় ৪০ মাইলের উপর ধাবিত হইয়া পরে মেঘনা নদীতে পরিণত হইয়াছে।

**উপনদী :**—উপনদী গুলির নাম লঙ্গাই, মনু, ধলাই, খোয়াই, গোয়াইন, পিয়াইন, বোলাই, কংশ ও ধনু নদী। এই উপনদীগুলি ব্যতীত শ্রীহট্টে আরোও বহুতর নদী আছে তন্মধ্যে সারি, লোভা, বার, কুই, লুলা, জুরি, গোপলা, করঙ্গী, সুতাং, ধামালিয়া, পীপী, মহাসিং ; এই সকলই প্রসিদ্ধ।

**হাওর** বা **প্রান্তর :**—শ্রীহট্টে বহুতর হাওর আছে, তন্মধ্যে দেখার হাওর, ঘুঙ্গিজুরী, হাইল, হাকালুকী, কাউয়াদীঘীর হাওর ও শনির হাওরই প্রসিদ্ধ।

**হ্রদ :**—শ্রীহট্টে প্রকৃত হ্রদ নাই।

**উৎস** ও **প্রস্রবণ :**—(১) লাউড়ে "পণা" (২) দিনার পুরে "ফুলতলীর প্রস্রবণ" (৩) বার পাড়ার "ঠাণ্ডা কূয়া" (৪) শ্রীহট্ট টাউনের দরগা মহলার উৎসটি বিশেষ বিখ্যাত। সকলেই ইহার জল পবিত্র মনে করেন। (৫) শ্রীহট্টের নয়া সড়কের উৎসের জল ঈষৎ উষ্ণ।

**মরুভূমি :**—প্রকৃতির লীলা নিকেতন শ্রীহট্টে মরুভূমিরও একটা নমুনা ক্ষেত্র আছে। লাউড় পরগণার যাদুকাটা নদীর পার্শ্বদেশে কিয়ৎ পরিমাণ স্থানব্যাপী একখণ্ড বালুকাময় ভূমি আছে, তাহাতে বৃক্ষাদি কিছুই জন্মে না, মানুষও সহজে হাটিয়া যাইতে পারে না। শ্রীহট্টে এইরূপ বালুকাময় স্থান আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাকে ক্ষুদ্রায়তন মরুভূমি বলা যাইতে পারে।

## প্রাচীন তত্ত্ব

বঙ্গদেশ কত প্রাচীন ? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বেদে বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায় না, অথর্ব্ব বেদে (৫।২২।৪) অঙ্গদেশের নাম উল্লিখিত হইলেও বঙ্গদেশের প্রসঙ্গ নাই। মনু সংহিতাতেও বঙ্গভূমির নাম পাওয়া যায় না। তবে পুণ্ড্র দেশের নাম উল্লেখ আছে। উত্তর বঙ্গই পুণ্ড্র দেশ বলিয়া আখ্যাত ছিল এবং বর্ত্তমান ভাগলপুর অঞ্চলই পূর্ব্বকালে অঙ্গদেশ নামে খ্যাত ছিল। যখন রামায়ণ রচিত হয়, তখন বঙ্গভূমি যে আর্য্যগণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল এমন নহে। রামায়ণে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ আছে। যদিও তখন এদেশে জনবসতি স্থাপনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি তখন ইহা একটি দেশ রূপে খ্যাত হইয়াছে। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিতেছেন সূর্য্যের রথচক্র যতদূর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করে, ততদূর পর্য্যন্ত পৃথিবী আমার অধীন ; দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবির, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য এবং অতি সমৃদ্ধশালী কোশলরাজ্য এ সকলই আমার অধিকারে আছে।

এই সময় বঙ্গদেশ আর্য্যসমাজে পরিজ্ঞাত ও দশরথের অধিকারভুক্ত থাকিলেও এখন আমরা যাহাকে বাঙ্গলাদেশ বলি, প্রাচীন বঙ্গ তাহা নহে, পূর্ব্ববঙ্গ তখন বঙ্গদেশ নামে খ্যাত ছিল। রামায়ণের বঙ্গ তাহারও সামান্য একটু অংশ মাত্র ছিল এবং তাহাও তখন মনুষ্যবাসের অযোগ্য ছিল। তবে ইহার পরে মহাভারতে বর্ণিত সময়ে

বঙ্গদেশের অনেক পরিমাণে উন্নতি হইয়াছিল, ইহা অবগত হওয়া যায়। তবে আমাদের শ্রীহট্ট যে বাঙ্গলাদেশ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের ভূতত্ত্ব বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে শ্রীহট্ট অতি প্রাচীন দেশ। শ্রীহট্টের উত্তর দিগবর্ত্তী অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা কত যুগযুগান্তর হইতে এদেশের মেরুদণ্ডরূপে দণ্ডায়মান তাহা কে বলিবে? বরবক্র ও সুরমা এ জিলার প্রধান নদী, মনু ও ক্ষমা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণাঙ্গিনী স্রোতস্বতী বরবক্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। শেষোক্ত নদীদ্বয় পুণ্যসলিলা নদী বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনুনদী সম্বন্ধে তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, সত্যযুগে ভগবান মনু এই নদী তীরে "শিবপূজা" করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম মনুনদী হইয়াছে। (সংস্কৃত রাজমালায় একথা উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা:—পুরাকৃত যুগে রাজন্ মনুনা পূজিতং শিবং, তত্রৈব বিরলে স্থানে মনুনাম নদী তটে।" ইত্যাদি এবং বরবক্র নদ সর্ব্বপাপ প্রণাশক বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত। "রূপেশ্বরস্য দিগ্‌ভাগে দক্ষিণে মুনিসত্তমঃ, বরবক্র ইতি খ্যাত সর্ব্বপাপ প্রণাশকঃ। (তীর্থ চিন্তামণি গ্রন্থ)। এবং বিন্ধ্যপাদ সমুদ্ভুতো বরবক্র সুপুণ্যদঃ, যত্র স্নাত্বা জলং পিত্বা নর সদ্‌গতিমাপ্নুয়াৎ)" (বায়ু পুরাণ)। এই নদীগুলিই শ্রীহট্টের ভূ-বিস্তৃতির প্রধান কারণ। পূর্ব্বকালে শ্রীহট্টের সমস্ত পশ্চিমার্দ্ধভাগ গভীর জলতলে নিমজ্জিত ছিল, এই নদীগুলি দ্বারা প্রবাহিত মৃত্তিকায় কত কালে তাহা উচ্চভূমিতে পরিণত হইয়াছে কে জানে? সেই সময়ে শ্রীহট্টের পর্ব্বত ও পর্ব্বতকল্প উচ্চস্থানগুলি জনশূন্য ও কেবলমাত্র ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদির বিস্তৃত বিচরণক্ষেত্র মাত্র ছিল তাহা নহে, তখন অনার্য্য বংশীয়গণই দেশের অধিকারী ছিল। বর্ত্তমান কুকি, খাসিয়া প্রভৃতি জাতি অপরিবর্ত্তিতাবস্থায় তাহাদেরই বংশধর। কিন্তু সে অনার্য্য যুগ বহুপূর্ব্বে অতীত গর্ভে বিলীন হইয়াছে। আর্য্যযুগ হিসাবেও শ্রীহট্ট অতি প্রাচীন দেশ। যখন বঙ্গভূমির অধিকাংশ স্থান ব্যাঘ্র ভল্লুকের বিচরণক্ষেত্র মাত্র ছিল, যখন বঙ্গদেশ অনার্য্যজাতির বাসভূমি রূপে পরিগণিত ছিল, তখনও শ্রীহট্টে আর্য্য নিবাসের প্রমাণ একেবারে অপ্রাপ্য হয় নাই। যখন রামায়ণ রচিত হয়, তখন বঙ্গভূমে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হয় নাই। সম্ভবতঃ তখন ইহার অধিকাংশ স্থল সমুদ্রগর্ভোত্থিত জলাভূমি ও জঙ্গলাভূমি ছিল। হিমালয়ের পাদদেশে সামুদ্রিক জীবকঙ্কাল দৃষ্টে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, পুরাকালে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল না। তখন সাগরোর্ম্মি হিমালয়ের পাদতটে প্রহত হইত। পর্ব্বতধৌত মৃত্তিকা ও গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের পলি দ্বারা ক্রমে বঙ্গভূমি গঠিত হইয়াছে। বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যেরূপ বঙ্গদেশের উৎপত্তি হইয়াছিল, বর্ত্তমানে সুন্দরবন ও গঙ্গাসাগরে তদ্রূপ ক্রিয়া চলিতেছে। নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, খড়দহ এবং এড়েদহ প্রভৃতি দ্বীপ ও দহান্তক নামগুলি ও পূর্ব্বস্মৃতির পরিচয় দিতেছে। রামায়ণ বর্ণিত সময়ে আর্য্যগণ বঙ্গদেশকে বাসের উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন নাই। রামায়ণে উত্তরবঙ্গ পুণ্ড্রভূমির নাম পাওয়া যায় কিন্তু আর্য নিবাসের প্রসঙ্গ নাই; তৎপ্রতিকূলে বরং বর্ণিত হইয়াছে যে, বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পিতৃশাপে অনার্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুণ্ড্রভূমিতে বাস করেন। রামায়ণেই বর্ণিত আছে যে, চন্দ্রবংশীয় রাজা অমূর্ত্তরজা পুণ্ড্রভূমি অতিক্রম করতঃ কামরূপে ধর্ম্মারণ্য সমীপে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে এক আর্য্য রাজ্য স্থাপন করেন। এই কামরূপের পূর্ব্বদিকে তৎপরেই কৌণ্ডিল্য নামে দ্বিতীয় আর্য্য রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ভীষণক ইহার রাজা ছিলেন। (আসামে সদিয়ার কুণ্ডল নদীর তীরে কৌণ্ডিল্য নগরী ছিল)।

তাহার পরে মহাভারতের সময়েও প্রায় তদ্রূপ। তবে রামায়ণের কাল হইতে এই সময়ে সাগর বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল। এবং দেশের ভূভাগও অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে কৌশকী তীর্থে, কৌশকী নদী গঙ্গার সহিত সম্মিলিতা হইয়াছেন। তাহারই কিছুদূরে পঞ্চশত নদী-যুক্ত গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম (সংস্কৃত মহাভারতের বনপর্ব্ব, ১১৪ অঃ)। কৌশকী বর্ত্তমান কুশী নদী; কুশী-সঙ্গম ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত। সুতরাং তৎকালে ভাগলপুর পর্য্যন্ত সাগর বিস্তৃত ছিল। মহাভারতের সভাপর্ব্বে আছে যে ভীম, পুণ্ড্র, বঙ্গাদি জয় করিয়া তাম্রলিপ্ত এবং সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছদিগকে জয় করেন। অতএব তৎকালে এদেশ

সমুদ্রজলাকীর্ণ ছিল, কিন্তু তথায় যে আর্য্যজাতির বাস ছিল, এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই। বঙ্গদেশ গঠিত হইবার কথা ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যেরূপ বলেন তাহাতে সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে উত্তর বঙ্গই বয়োধিক। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভাধিষ্ঠিত গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সময় পাটুলীপুত্র ( পাটনা ) হইতে সাগর সঙ্গম প্রায় তিনশত মাইল দূরে ছিল। সাগর ক্রমশঃই দূরে চলিয়া যাইতেছে। রামায়ণের সময়ে পুণ্ড্রভূমি অমৃত্তরজার নিকট বাসের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হয় নাই এবং তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া কামরূপে পূর্বদিকের প্রথম আর্য্যনিবাস স্থাপন করেন। এক সময়ে কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল। আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রংপুর ও জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী কামরূপ রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল প্রায় দ্বি সহস্র মাইল। আসাম, মণিপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলা প্রভৃতি লইয়া কামরূপ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্তের "জাতিতত্ত্ব বারিধি" গ্রন্থের ২৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :— ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশের এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি কিরাত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এইক্ষণে ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, শ্রীহট্ট কামরূপেরই অন্তগত এবং শ্রীহট্টের যে সীমা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তৎকালে শ্রীহট্ট যে স্বল্পায়ত ছিল, এমত বলা যায় না। "পূর্ব্বে স্বর্ণনদীশ্চৈব, দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ, লোহিত্য পশ্চিমভাগে, উত্তরেচ নীলাচলঃ, এতন্মধ্যে মহাদেবী শ্রীহট্টনামো নামতঃ।" ( যোগিনীতন্ত্র )। অতএব শ্রীহট্ট পুরাকালে প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি ভগদত্ত এই বিশাল দেশ শাসন করিতেন। যুগ বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভগদত্ত রাজার নাম আজও শ্রীহট্টে জনশ্রুতি মুখে শ্রুত হওয়া যায়। শ্রীহট্টের লাউড পরগণায় পাহাড়ের মধ্যে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই রাজার রাজত্বকালে লাউড হইতে দিনারপুর পরগণার সদরঘাট পর্য্যন্ত জলাভূমিতে এক খেওয়া ছিল। ভগদত্ত দুর্য্যোধন পক্ষে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। সুতরাং এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় শ্রীহট্ট দেশ যে প্রাচীন আর্য্যস্থান তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকে না। শ্রীহট্ট যে পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ নহে তাহা অভ্রান্ত।

শ্রীহট্টের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, দৈত্য উপাসক প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে। কয়েক সম্প্রদায় পার্ব্বত্য জাতি ভিন্ন সকলেই বাঙ্গালী জাতি। নিম্নে প্রধান জাতি সমূহের সংক্ষেপ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল :—

## হিন্দু :—

**কায়স্থ :**—কায়স্থ জাতি সন্মানীয় ভদ্রলোক, লিপি বিদ্যা এবং জমিদারী ইত্যাদি তাঁহাদের প্রধান ব্যবসায়।

**কামার :**—কামার নবশায়ক জাতির অন্তর্গত। লৌহদ্রব্য প্রস্তুত করা ইঁহাদের ব্যবসায়।

"গোপ তিলি চ মালী চ তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুশালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"

**কুমার :**—ইহারাও নবশায়ক শ্রেণীভুক্ত। উপরোক্ত শ্লোকের কুশালই কুমার নামে প্রসিদ্ধ। মাটির বাসন তৈয়ার করা তাহাদের ব্যবসায়।

**কাহার :**—চাষ ও পালকী বহন করাই তাহাদের ব্যবসায়।

**কুশিয়ারী :**—ইহারা "রাঢ" নামেও কথিত হয়। বর্ত্তমানে তাহারা দাস পদবী ব্যবহার করে। ইহারা ইক্ষু অর্থাৎ কুশিয়ারের চাষ করিয়া থাকে। জলঢুপ তাহাদের বাসস্থান। তথায় আনারস, কাঁঠাল ও কমলালেবু উৎপন্ন করিয়া তাহারা বেশ লাভবান হয়। ইহারা বলবান ও সাহসী এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী।

**কেওয়ালী বা কপালী :**—বস্ত্রবয়নই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়।

**কৈবর্ত্ত :** মিঃ রিজলী সাহেবের মতে ইহারাই বাঙ্গলার আদিম অধিবাসী। ইহারা জালিক দাস। "ক্ষত্রবীর্য্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্ত পরিকীর্ত্তিতঃ (ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ)। বটতলায় মুদ্রিত জাতিমালায় লিখিত আছে :—

"তার কেহ তীবর সঙ্গেতে সঙ্গ করি। কলিতে পতিত হলো মৎস্য আদি ধরি।"

**গণক :**—গ্রহ নক্ষত্রাদির আলোচনা ও মাটির দেবতা গঠন ইঁহাদের ব্যবসায়। ভবিষ্যপুরাণে ইঁহাদের বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে।

**গণ্ডপাল বা গাড়ওয়াল:**— পূর্ব্বে ইহারা পার্ব্বত্য জাতীয় ছিল বলিয়া মনে হয়। নৌকা সংরক্ষণ ও নৌকা-চালনে ইহারা অদ্বিতীয়।

**গন্ধবণিক :**—প্রাচীন গন্ধবণিক জাতির ব্যবসায় সুগন্ধি দ্রব্যের বিক্রয়। বৈশ্য সম্ভূত বণিকগণ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার—গন্ধ বণিক, শঙ্খ বণিক, কাংস্য বণিক, সুবর্ণ বণিক, মণি বণিক (গন্ধিক, শঙ্খিকশ্চৈব কাংস্যক মণি কারক। সুবর্ণ জীবিকাশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিজঃ স্মৃতাঃ—পরশুরাম সংহিতা।)

**গোয়ালা :**—শ্রীহট্টে গোয়ালাদের সংখ্যা অধিক নহে। ইহাদের জল চল আছে।

**চুনার**—চুন পোড়ানো ও বিক্রয় ইহাদের ব্যবসায়। ইহাদেব সংখ্যা অতি অল্প।

**চামার**—চর্ম্মের কাজ ও বিক্রয়ই ইহাদের ব্যবসায়।

**ঢোলি বা বাদ্যকর :**—ডোম, পাটনী বা কৈবর্ত্ত হইতে ইহাদের উদ্ভব বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। বিবাহাদিতে বাদ্যকরা ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। 'ইহাদের সংখ্যা অধিক নহে।

**তাঁতি**—তন্তুবায়গণ নবশায়ক শ্রেণীর মধ্যে পবিগণিত হয়। ইহাদের ব্যবসায় বস্ত্রবয়ন।

**তেলী :**—তেলী বা তিলীও নবশায়ক শ্রেণীর মধ্যে। তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয় ইহাদের ব্যবসায়।

**দাস :**—দাসজাতি অনেক প্রকার—শূদ্রদাস, হালুয়াদাস, জালুয়াদাস, মাহিষ্যদাস, করাতিদাস, কুশিয়ারী দাস, মালুয়াদাস, ও কৈবর্ত্তদাস। ইহাদের ব্যবসায় চাষ আবাদ ইত্যাদি।

**ধোপা**—কাপড় ধোলাই করা ইহাদের ব্যবসায়।

**ডোম ও পাটনী**—মৎস্য ধরা, ডাম, চাটি, ধাড়া, জাল ইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় করা ইহাদের ব্যবসায়। তাহারা এক্ষণে নামের পেছনে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

**নমঃশূদ্র :**—নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল এক জাতি বলিয়াই খ্যাত। কিন্তু মূলতঃ ইহারা এক জাতীয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। চণ্ডাল অপেক্ষা নমঃশূদ্র জাতীয়গণ আচার ব্যবহারে অনেকাংশে 'উন্নত ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। বিষ্ণু সংহিতায় :—"বধ্য ঘাতিত্বং চণ্ডালানাম্" বলিয়া উল্লেখ আছে, অর্থাৎ রাজাজ্ঞায় ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে বধ করাই চণ্ডালের কার্য্য ছিল। ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে চণ্ডালের উৎপত্তি হয় বলিয়া পরশুরাম সংহিতায় বর্ণিত আছে :—

ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেন পতিতো জার দোষতঃ।
সদ্যো বভূব চণ্ডাল সর্ব্বস্যামেবঅশুচিঃ
ব্রহ্মণ্যাং মুষি বীর্য্যেন ঋতে প্রথম বাসরে।

কুৎসিতশ্চোদরে জাতঃ কুদয়ন্তেন কীর্ত্তিতঃ। তদা শৌচং বিপ্র তুল্যং পতিত ঋতুদোষতঃ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে)। প্রথমেহহসি চণ্ডালা দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী। তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেহহসি শুদ্ধতি। (পরাশর সংহিতা)।

নমঃশূদ্র জাতি অতি পরিশ্রমী, কার্য্যতৎপর ও সহিষ্ণু জাতি। মৎস্য শিকার এবং নৌকা চালনাদি ইহাদের ব্যবসায় ছিল।

**নাপিত**—ইহারা নবশায়ক শ্রেণীর অন্তর্গত। ক্ষৌর কর্ম্মই ইহাদের ব্যবসায়।

**ব্রাহ্মণ** - শ্রীহট্টে অতি প্রাচীন কালাবধি ব্রাহ্মণগণের অবস্থিতির প্রমাণ থাকিলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সম্মানিত সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণ আগমন করেন। ইঁহাদের আগমনের ফলে শ্রীহট্টে মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের মত বিশেষরূপে প্রচলিত হয়। সাম্প্রদায়িকগণের পরে, পশ্চিম দেশ হইতে আরও বহুতর উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করেন। অবস্থা ভেদে গুরুতা, পৌরোহিত্য ও জমিদারী ইহাদের জীবনোপায়ের প্রধান পন্থা।

**ভাট বা ভট্টকবি :**—কবিতা রচনা ও কবিতা গানই ইঁহাদের ব্যবসায়। ইঁহারা উপবীত ধারণ করে ও ক্ষত্রিয় জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

**ভুঁইমালী :**—ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ মতে লেট জাতির ঔরসে চণ্ডালিনীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

**ময়রা :**—মোদক বা ময়রাদের ব্যবসায় সন্দেশাদি মিষ্টান্ন প্রস্তুত ও বিক্রয়। ইহারা নবশায়ক শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

**মাহারা :**—পালকী বহন ইহাদের কার্য্য। সম্প্রতি চাষ আবাদ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে অনেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া "দে" উপাধি ধারণ করিতেছে।

**মালো :** ইহারা মৎস্যজীবী জাতি। হিন্দু সমাজে কৈবর্ত্তের পরেই ইহাদেব স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মনু সংহিতায় ঝল্লো, মল্লর উল্লেখ আছে—ঝালো ও মালো একই জাতি।

**যোগী :**—গঙ্গাপুত্রের কন্যার গর্ভে বেশধারীর পুত্ররূপে যোগী জাতির উৎপত্তি হয়। ("গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেন বেশধারীণঃ। বভূব বেশধারীচ পুত্রো যোগী প্রকীর্ত্তিতঃ (ব্রহ্মাবৈবর্ত্ত পুরাণ)। যোগীগণ আপনাদের আদি পুরুষের নাম গোরক্ষনাথ বলিয়া উল্লেখ করে এবং নিজেরা "নাথ" উপাধি ধারণ করে। তাহারা যোগীর সন্তান বলিয়া মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসীর ন্যায় দেহ সমাহিত করে। ইহাদের পুরোহিত নাই, স্বজাতির কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যজ্ঞসূত্র ধারণ করতঃ পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা মোহান্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। বর্ত্তমানে ইহাদের মধ্যে "শর্ম্মা" ও "গোস্বামী" পদবী ব্যবহার করিতে দেখা যায়। বস্ত্র বয়ন যোগীদের ব্যবসায়। বর্ত্তমানে চাষ আবাদ মিরাসদারী ও নানা ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষা পাইয়া কেহ কেহ সরকারী চাকরি, ওকালতী ও মোক্তারী ব্যবসাও করিতেছে।

**বারুই :**—বারুজীগণ বর প্রস্তুত করতঃ পানের ব্যবসায় করেন বলিয়া "বরজ" বা "বারুই" নামে কথিত হন। বারুজীগণ নবশায়ক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে ভদ্র, মিত্র, দত্ত, নন্দী, দে, কর, ধর, পাল, নাগ, গোণ ইত্যাদি উপাধির প্রচলন দৃষ্ট হয়।

**বৈদ্য :**—শ্রীহট্টের বৈদ্যগণ অতি সম্মানিত। ইঁহাদের জাতিগত ব্যবসায় ব্রাহ্মণের চিকিৎসা। পরাশর সংহিতায় বর্ণিত আছে "ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ।" শব্দকল্পদ্রুমেও বৈদ্যগণের ব্যবসায় চিকিৎসা বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রীহট্টে অতি প্রাচীন কালাবধি বৈদ্যজাতির বাস ছিল। ভাটেরার তাম্রফলকে বৈদ্যবংশীয় রাজমন্ত্রী বনমালী করের নাম পাওয়া যায়। এই তাম্রফলকের কাল ১৭ সম্বৎ বলিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্থির করিয়াছেন।

**শাঁখারী :**—পরশুরাম সংহিতায় যে পঞ্চবণিকের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে শাঙ্খিক বণিকগণই শাঁখারী নামে কথিত হয়। শঙ্খ বিক্রয় করা ইহাদের ব্যবসায়।

**শুঁড়ী**—শুঁড়ী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের মতে বৈশ্য পুরুষ ও তীবর কন্যার যোগে শুঁড়ী জাতির উৎপত্তি :—

"বৈশ্য তীবর কন্যায়াং মত্তঃ শুণ্ডী বভূবহ"। পরশুরাম সংহিতা মতে কৈবর্ত্ত পিতা ও গণিক মাতার যোগে শুঁড়ীর উদ্ভব হয় :—"ততো গণিক কন্যায়াং কৈবর্ত্তাদেব শৌণ্ডিকঃ।

শুণ্ডা বা সুরা প্রস্তুত ও বিক্রয় করা ইহাদের ব্যবসায়।

**সাহা বা সাহু :**—শ্রীহট্টে সাহা শ্রেণীর বহুতর লোক আছেন। ইহারা ধনে, মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, আচারে, ব্যবহারে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, অপর বিশিষ্ট হিন্দুগণ অপেক্ষা নিন্দনীয় নহেন।

**সুবর্ণ বণিক বা সোনারু :**—ইহারা বৈশ্যবর্ণ সম্ভূত পঞ্চবণিকের একতম। স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত ও বিক্রয় ইহাদের ব্যবসায়।

## পার্ব্বত্য জাতি

**কুকি :**—কুকিগণ পাহাড়ে বাস করে। অনেকে বলেন যে, ইহারাই অতি প্রাচীন কালে দেশের মালিক ছিল, আর্য্যজাতি ইহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী।

**খাসিয়া :**—ইহারা খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসী। ইহাদেরও অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী।

**গারো :**—পাহাড়ের দৈত্যাদি ও পশু উপাসকদিগের নাম গারো। ইহাদের অল্প সংখ্যাই হিন্দুমতাবলম্বী ও শ্রীহট্টবাসী।

**তিপরা :**—ত্রিপুরা বা তিপরাগণ হিন্দু। তিপরারা বাঙ্গালী সংশ্রবে অনেকটা উন্নত হইয়াছে। মণিপুরীদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করতঃ তাহাদের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করে।

**মণিপুরী :**- মণিপুরীরা শ্রীহট্টের উপনিবেশিক জাতি। ইহারা অর্জ্জুনপুত্র বভ্রুবাহনকে আদিপুরুষ বলিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করে ও উপবীত ধারণ করে। মণিপুররাজ চিংতোম খোম্বার শাসনকালে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ গোস্বামীগণ তাহাদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উপবীত প্রদান করেন। বিষ্ণুপুরিয়া ও কালাচাঁই ভেদে ইহারা দ্বিবিধ। বিষ্ণুপুরীয়ারা কৃষ্ণবর্ণ এবং পার্ব্বত্য জাতীয় বলিয়া সহজেই বোধ হয়। মণিপুরীরা পূর্ব্বে যে পার্ব্বত্যজাতীয় ছিল তাহার বহুতর প্রমাণ আছে, কিন্তু শ্রীহট্ট অঞ্চলের মণিপুরীরা বহুদিন বাঙ্গালী সংশ্রবে থাকায় অনেক পরিমাণে বাঙ্গালী স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। মণিপুরীদের পৃথক এক কথ্য ভাষা আছে।

**লালুং :**—ইহারা খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় হইতে শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া বসবাস করে। ইহারা বিবাহান্তে স্ত্রীর পিতৃবংশভুক্ত হয়, কিন্তু স্ত্রীর মরণান্তে আবার নিজ পিতৃ বংশত্ব প্রাপ্ত হয়।

**কুলী :**—চা বাগানের কাজে ছোটনাগপুর, হাজারীবাগ অঞ্চল হইতে বহুতর বিভিন্ন জাতীয় লোক শ্রীহট্টে আসিয়াছে।

## ধর্ম্ম

**মুসলমান :**—শ্রীহট্টীয় মুসলমানদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নি, এই দুই সম্প্রদায়ের লোকই প্রধান।

**হিন্দু :**—শ্রীহট্টে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রধান। শ্রীহট্ট জিলায় শক্তি উপাসক অপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা দ্বিগুণ এবং শৈবের সংখ্যা শক্তি উপাসকের সংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ হইবে।

যাহারা বৃক্ষ, পশু বা দৈত্য দানবের উপাসনা করে তাহাদের সংখ্যা অল্প।

**শাক্ত :**—শাক্তদিগের মধ্যে পশ্বাচার ও বামাচার উভয় মতই প্রচলিত আছে। বামাচারী মতে মদ্যপান দোষণীয় নহে।

**শৈব :**—শৈবদের মধ্যে শ্রীহট্টে যোগী ও মালী জাতীয় লোকের সংখ্যাই অধিক। ত্রিনাথ দেবতার অর্চ্চনা বা সেবা ইহাদের মধ্যে অধিক প্রচলিত। ত্রিনাথ সেবায় গাঁজা ভোগই প্রধান। উপাসকগণ রাত্রে শিবের লীলাত্মক গান গাইয়া শেষে গাজার ধূম পান ও প্রসাদ ভক্ষণ করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা উপলক্ষে কান-ফোঁড়া প্রভৃতি ইহাদের ক্রীড়া।

**বৈষ্ণব :**—বৈষ্ণবেরা শাস্ত ও মদ্য মাংসাহার বিরত। অনেক উপধর্ম্মীয় ব্যক্তি আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে। তাঁহাদের সংখ্যা লইয়া বৈষ্ণব সংখ্যা পুষ্ট হইয়াছে। এই উপধর্ম্মীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে

"কিশোরী ভজন" মতাবলম্বীদের সংখ্যা অধিক। শুদ্ধ বৈষ্ণব মতের সহিত সহজীয়া বা কিশোরী ভজনের মতের ঐক্য নাই। ইহারা পঞ্চরসিকের মতে চলে বলিয়া কথিত হয়। প্রত্যেকেই উপাসনার জন্য এক এক জন সঙ্গিনীর সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহাকেই প্রেমশিক্ষার গুরুরূপে কল্পনা করা হয়। এই ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন প্রেম। ইহারা উপাসনা কালে জাতি বিচার করে না; নিম্নশ্রেণীর সহিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাও আহারাদি করিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক সঙ্গীতাদি সহ একত্রে একে অপরের সহিত প্রসাদ ভক্ষণই ইহাদের উপাসনা। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে জগন্মোহিনী বৈষ্ণবগণও ভুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্পূর্ণ নূতন একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়। এই ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান শ্রীহট্ট জিলা। সুতরাং ইহা বিশেষত্ব জ্ঞাপক ঘটনার অন্যতম। প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর হইল এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। গোপীনাথের শিষ্য বাঘাসুরা মৌজাবাসী জগন্মোহন গোসাঞি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। "ভারতীয় উপাসক সপ্রদায়" গ্রন্থে ইহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক উপসম্প্রদায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা ব্রহ্মবাদী, প্রতিমা পূজায় তাঁহাদের স্পৃহা নাই। গুরু সত্য এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া, গুরুকেই ইঁহারা প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করে। ইঁহারা স্ত্রীত্যাগী, ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই তাঁহাদের ধর্ম্মসঙ্গত বিধি। ইঁহারা তুলসী ও গোময়ের ব্যবহার করে না এবং সম্প্রদায়ের নির্ব্বাণ-সঙ্গীত গান করাই উপাসনার অঙ্গ মনে করে। জগন্মোহন গোসাঞির শিষ্যের প্রশিষ্য রামকৃষ্ণ গোসাঞি হইতে এই ধর্ম্ম বহুলপ্রচারিত হয়। বিথঙ্গলের আখড়াই ইঁহাদের প্রধান তীর্থস্থান। তদ্ব্যতীত মাছুলিয়া ও ঢাকার ফরিদাবাদে ইহাদের আরো দুইটি আখড়া আছে।

চাপঘাট পরগণার কচুয়ার পার নামক স্থান নিবাসী ব্রহ্মানন্দ বৈষ্ণব তদঞ্চলে এইরূপ মত প্রচার করেন; তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় তথায় "ব্রহ্মানন্দী" নামে কথিত হয়। জগন্মোহিনীর মতের সহিত এ মতের বিশেষ অনৈক্য নাই। ইঁহারা জাতি ভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখে না।

মণিপুরীরা বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্ধবিশ্বাসী। ঝুলন যাত্রা ও রাসযাত্রা উপলক্ষে তাঁহারা আগ্রহ সহকারে "লাইচাবী" অর্থাৎ কুমারীদের সহায়ে নৃত্যগীত সহকারে গান করে। মণিপুরী নৃত্য অত্যন্ত সুন্দর বটে। ইঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের গাঢ় অনুরাগী হইলেও হিন্দুসমাজের অজ্ঞাত একটি দেবতার পূজা প্রত্যেক বংশে প্রচলিত আছে। ইনি মৎস্যপ্রিয় বলিয়া এই দেবতাকে বোয়াল মৎস্যাদি উপহার দেওয়া হয় এবং তিনি বংশের প্রধান ব্যক্তির জিম্মায় বাড়ীর পশ্চাৎভাগে অনাদৃত ভাবে বাস করেন। মণিপুরীদের এই দেবতা তাঁহাদের ভূতপূর্ব্ব পার্ব্বত্য যুগের উপাস্য দেবতার ভগ্নাবশেষ বিশেষ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের পর চিতোম খোম্বা রাজার সময়ে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক মণিপুরীরা বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। যৌবন বিবাহ ইঁহারা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ মনে করে না। কাজেই বাল্য বিবাহের প্রচলন এবং অবরোধ প্রথা ইহাদের মধ্যে নাই।

**কুকিদের বৃক্ষাদি পূজা:**- কুকি, তিপ্‌রা, প্রভৃতির জাতীয় দেবতা মণিপুরীদের মৎস্যাশী দেবতা অপেক্ষা আরো একপদ অগ্রসর। তিনি শূকর মাংস পর্য্যন্ত খাইতে পারেন। পূর্ব্বে কুক্কুট মাংস যথেষ্টরূপে আহার করিতেন। কুকিদের বাঁশপূজা অতি আশ্চর্য্য। কথিত আছে তাহাদের পূজার মন্ত্রবলে উদ্দিষ্ট বংশদণ্ডের অগ্রভাগ ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে। কুকিদের পূজার মন্ত্র এই:— আ থানে ফান্দয়ই সাং যোয়ঙর কান্নুয়ই যেই চেকো যেই মানয়জ" অর্থাৎ "হে শ্বেতবর্ণা দেবী মাত, শূন্যপথে পিচ্ছিল গতিতে এখানে আসিয়া এস্থান পূর্ণ কর।" কুকিরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেও পরকাল বুঝে না।

কুকিরা পাহাড়ের উপর বংশনির্ম্মিত মাচা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করে, বংশপত্রাদি দ্বারাই মাচার ছাউনি দেওয়া হয়। ইহারা অত্যন্ত মাংসপ্রিয় জাতি। কোন জাতীয় উৎসবে মদ্যপান ও মাংসাহারই উৎসবের প্রধান অঙ্গ বিবেচিত হয়।

**খ্রীষ্টীয়ান :**—শ্রীহট্ট জিলায় অল্প সংখ্যক খ্রীষ্টীয়ান অধিবাসী আছে। ইহারা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত। অল্প সংখ্যক প্রটেস্‌টান্ট খ্রীষ্টানও আছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে প্রটেস্‌টান্ট মিশন স্থাপিত হয়। শ্রীহট্ট সদর এবং মহকুমাগুলিতে ওয়েলিস্ মিশনের এক এক আড্ডা ছিল।

**ব্রাহ্ম :**—শ্রীহট্টে জন কতক শহরবাসী ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ইঁহারা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনুমত উপাসনাদি করেন। শ্রীহট্টে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম ব্রাহ্মসমাজগৃহ স্থাপিত হয়।

## ধর্ম্মোৎসব

**মুসলমান :**—মুসলমানদের মধ্যে সিয়া শ্রেণীর লোকেদের আস্থরা পর্ব্বে "তাবুজ" বাহির করার যথেষ্ট উৎসাহ আছে। শ্রীহট্টের আস্থরা অতি বিখ্যাত। এখনও আস্থরা পর্ব্বে ঈদ্‌গার ময়দানে লাঠিখেলা, বালুটিখেলা (বংশ দণ্ডের উভয়দিকে নেকড়া জড়াইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া লাঠিখেলার ন্যায় বালুটি খেলা হয়) ইত্যাদি হইয়া থাকে এবং অনেক তাবুজ আসিয়া জমা হয়। ঐ সময়ে ঈদ্‌গার ময়দানে এক মেলা বসে। এই মেলায় হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকই যোগদান করিয়া থাকেন।

মুসলমানগণ ঈদ্ পর্ব্বোপলক্ষেও বিশেষ ধুমধাম করিয়া থাকেন।

**হিন্দুগণ :**—হিন্দুদের দুর্গোৎসব পর্ব্বেই বিশেষ আড়ম্বর হয়। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সব সম্প্রদায়ই দুর্গাপূজায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। শৈবদের মধ্যে চড়কপূজা এবং বৈষ্ণবদের ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা, রাসযাত্রা, পুষ্পযাত্রা ও দোলযাত্রায় বিশেষ বিশেষ স্থানে বহু জনতার সমাবেশ হয়।

শ্রীহট্টে মনসাপূজা ইতর ভদ্র সকলেই করে। মনসাপূজা, কার্ত্তিকপূজা ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তি প্রতিপালন বিষয়ে দরিদ্রব্যক্তিরাও অবহেলা করে না।

**নৌকাপূজা :**—নৌকাপূজা শ্রীহট্টের একটী বিশেষ ধর্ম্মোৎসব। ইহা ২।১ বৎসর পর জিলার কোনও স্থানে হইয়া থাকে। কোনও মাঠে গৃহ প্রস্তুতক্রমে তাহাতে নৌকাকৃতি কাঠাম প্রস্তুত করা হয়। নৌকার কাঠামে মনসা মূর্ত্তিই প্রধান। তদ্ব্যতীত অপর বহুতর দেবতা মূর্ত্তি গঠন করতঃ নৌকা গৃহ পূর্ণ করা হয়। নৌকাপূজার মনসা পূজাই উদ্দেশ্যস্বরূপ থাকে। বহুতর দেব-দেবী মূর্ত্তি সমন্বিত নৌকা গঠন ও সেবা-পূজা ইত্যাদিতে বহুতর অর্থ ব্যয়িত হয়।

**গোবিন্দ কীর্ত্তন :**—গোবিন্দ কীর্ত্তনও ধর্ম্মোৎসবের আরেকটি বিশেষ অঙ্গ। এই কীর্ত্তন সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত গাইতে হয়। ন্যূনাধিক দুইশত দেড়শত লোক দলে দলে বিভক্ত হইয়া আসরে উপস্থিত হয়। লতাপুষ্পমণ্ডিত একটি কুঞ্জগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ রাখা হয় ও তৎসম্মুখে পর্য্যায়ক্রমে অবিরামভাবে গান করা হয়। গান শেষ হইলে প্রভাতে মঙ্গল আরতি গীত হইয়া উৎসব শেষ হয় ও প্রসাদ বিতরণ হয়। গোবিন্দ কীর্ত্তনের সঙ্গীত গৌরচন্দ্রিকা, জলসংবাদ, রূপ খেদ, দূতীসংবাদ, অভিসার বা চলন এবং মিলন পর্য্যায়ক্রমে গীত হয়।

**কবিগান :**—কবিগান ও ঘাটুর নাচ শ্রীহট্টে একসময় প্রচলিত ছিল। বালকগণ বালিকাবেশে নৃত্য সহকারে ঘাটুগান গাইত। মান, মাথুর ইত্যাদি ভেদে এই গান গাইতে হয়। এই সকল সঙ্গীত শ্রীহট্টের কবিগণ রচনা করিতেন।

**পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল গান :**—"ভাষাপদ্মাপুরাণ" সঙ্গীত যোগে শ্রাবণ মাসে পঠিত হইত, এ প্রথা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। ইটা গয়গড় নিবাসী কবি ষষ্ঠিবর দত্তের এবং নারায়ণ দেবের রচিত পদ্মাপুরাণই পঠিত হইত। এই উভয় কবিই শ্রীহট্টবাসী।

শ্রীহট্টে অন্যান্য দেবদেবীর পূজায়, পশ্চিম বঙ্গের সহিত প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। বার মাসে স্ত্রীলোকের ব্রতাদি হইয়া থাকে।

জন্মাহের ষষ্ঠদিবসে ষষ্ঠীপূজা, অবিবাহিত বালিকাদের মাঘব্রত এবং রমণীদিগের সূর্য্যব্রত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**অবিবাহিত বালিকাদের মাঘব্রত :**—মাঘব্রতে সমস্ত মাস ভরিয়া অবিবাহিতা বালিকাদিগকে ভোরে স্নানান্তে ব্রতের নির্দ্দিষ্ট বেদিকা সম্মুখে বসিয়া কথা বলিতে হয়। এই কথা অভিভাবিকারা সাক্ষাতে থাকিয়া বলিয়া দেন। বেদীর সম্মুখে জলপূর্ণ দুইটি গর্ত থাকে ও অভিভাবিকাগণ তণ্ডুল, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ এবং আবির দ্বারা প্রত্যহ বেদী ও ব্রতস্থান চিত্রিত করিয়া দেন। ব্রত সমাপ্তিদিন "দেউল" বিসর্জ্জন করিতে হয়। ব্রতের দিন নির্দ্দেশান্তে এক একটি মৃন্ময় গোলক তুলসী বেদীর নিম্নে রক্ষিত হয় তাহাই "দেউল"। উত্তম স্বামী, ধন, জন, বস্ত্রালঙ্কার ইত্যাদি লাভ করাই এই ব্রতের উদ্দেশ্য। এই ব্রতে পিতামাতা আনন্দোচ্ছাসে বেশ অর্থব্যয়ও করিয়া থাকেন।

**রমণীগণের সূর্য্যব্রত :**—শ্রীহট্টে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সূর্য্যব্রতও বিশেষ প্রচলিত, মাঘ মাসের কোনও এক রবিবারে অভুক্তাবস্থায় প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই ব্রত করিতে হয়। কদলীবৃক্ষ গাঁদাফুলে মণ্ডিত করিয়া প্রাঙ্গণে প্রোথিত করিতে হয়। তাহার সম্মুখে দুইটি গর্ত্তে জল ও দুগ্ধ রক্ষিত হয় ও রঙ্গিন চূর্ণে চন্দ্র সূর্য্যের চিত্র ভূমিতে অঙ্কিত করা হয়। ব্রতধারিণীকে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘৃতের বাতি রক্ষা ও পরিচর্য্যা করিতে হয়। ব্রাহ্মণই পূজা করেন। স্ত্রীলোকেরা করতাল বাজাইয়া কৃষ্ণলীলার গীত পর্য্যায় ক্রমে গাহিয়া থাকেন। সূর্য্যাস্ত হইলে ব্রতধারিণী উপবেশন করেন ও প্রসাদ ভক্ষণ করেন।

**শ্রীহট্টে নগর সংকীর্ত্তন ও বাঁশের বংশীবাদন অতি প্রসিদ্ধ।**

## তীর্থস্থান

শ্রীহট্ট জিলার সীমাদেশে প্রায় চারিদিকেই দেবতাদের অবস্থান দৃষ্টে এ জিলাকে দেবরক্ষিত দেশ বলিলে অসঙ্গত হয় না। উত্তরে পণাতীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাদেব রূপনাথ, ঊনকোটী, ভুবননাথ, ব্রহ্মকুণ্ড, মাধবকুণ্ড পর্য্যন্ত জিলার তিনদিকেই বৃত্তাকারে দেবস্থান রহিয়াছে। এসকল স্থান কেবল শ্রীহট্টবাসীরই পরিচিত এমন নহে, পার্শ্ববর্ত্তী জিলার লোকও ঐ সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

শ্রীহট্ট বাসীগণ তীর্থসেবাপরায়ণ। কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা, প্রয়াগ, গয়া, গঙ্গা, জগন্নাথ, নবদ্বীপ যেখানেই যাওয়া যায়, শ্রীহট্টের বহু বহু নরনারী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট জিলাতেও ধর্মপ্রাণ অধিবাসীদের বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য বহু দেবস্থান বিদ্যমান। ঐ সকল তীর্থস্থানের মধ্যে প্রথমেই আমরা শ্রীশ্রীগ্রীবা মহাপীঠ ও বামজঙ্ঘা মহাপীঠের নাম উল্লেখ করিতেছি।

**শ্রীশ্রীগ্রীবা মহাপীঠ :**—ভারতীয় ৫১ পীঠস্থানের ১৭ নং পীঠস্থান শ্রীশ্রীগ্রীবা মহাপীঠ প্রায় ছয় শত বৎসর প্রচ্ছন্ন থাকার পর শ্রীহট্ট শহরের উত্তর দিকবর্ত্তী বরশালা মৌজা হইতে প্রায় চারি মাইল পূর্ব্বদিকে প্রাচীন রাজধানীর ঈশান কোণে অথবা বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহর হইতে ৭।৮ মাইল দূরে কালাগোল চা বাগানের অন্তর্গত "কালীথান" নামক স্থানে বিগত ১৯৪০ ইংরাজীতে পুনঃ প্রকাশ পাইয়াছেন। প্রায় চারিহাত দৈর্ঘ্য ও তিনহাত প্রস্থ এবং দুই হাত গভীর একটি উৎসের কুণ্ড মধ্যে দুই হাত লম্বা উত্তরাভিমুখে শায়িত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ গ্রীবাকৃতি চমৎকার নীলা উৎস বারিধারা সিঞ্চিত হইতেছেন। পীঠস্থান পরিষ্কার ও স্নিগ্ধ রাখার জন্য অনবরত জল গমনের নিমিত্ত দক্ষিণস্থ পাহাড় হইতে উত্তরাভিমুখী পীঠনালা বর্ত্তমান আছে।

পীঠ স্থান হইতে ঈশান কোণাভিমুখী ২০।২৫ হাত দূরে টীলার পাদদেশে তিনহাত উচ্চ পীঠরক্ষক ভৈরব সর্ব্বানন্দ মতান্তরে সম্বরানন্দ অথবা হাটকেশ্বর শিব দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই গ্রীবা মহাপীঠ ও পীঠ-ভৈরব বহু বৎসর অরণ্য মধ্যে থাকিলেও পাথর জাতীয় পাহাড়ী লোকেরা "কালীমাতা" নামে নিত্য পূজা করিয়া

আসিতেছিল। মহালিঙ্গের তন্ত্রোক্তশিবের শতনামে লিখিত আছে :—"নকুলেশঃ কালীপীঠে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বর।" দেবী পুরাণোক্ত পীঠ পূজায় আছে যে—"শ্রীহট্ট হট্টবাসিন্যৈ নমঃ।" অর্থাৎ এই মন্ত্রে শ্রীহট্টের দেবী পূজিত হন। শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দ গ্রীবাপীঠে ভৈরব হাটকেশ্বর শিবের পূজা করিতেন। মিনারের টীলা অথবা অন্য কোন টীলাতে হাটকেশ্বর স্থাপিত ছিলেন। গৌড় গোবিন্দের রাজ্য পতনের সময়ে যখন প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীগ্রীবা মহাপীঠ সংগোপন করা হয়, সম্ভবতঃ তখন পীঠভৈরব সর্ব্বানন্দ বা হাটকেশ্বর শিব জৈন্তার এই কালাগোল নামক স্থানে নীত হইয়া থাকিবেন।

সন ১৯৬০ ইংরেজীতে শ্রীশ্রীগ্রীবাপীঠ পুনঃ প্রকাশ পাওয়ায় শ্রীহট্টবাসী হিন্দু সাধারণ মহোল্লাসে শ্রীশ্রীমায়ের গ্রীবা ধৌত পরম পবিত্র জল মস্তকে তুলিয়া নিয়াছে। সেই সময় হইতে কালাগোলে প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগ্রীবা পীঠের নিত্য সেবাপূজা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ দ্বারা চলিয়া আসিতেছে। এই মহাপীঠ প্রকাশের সময় পীঠস্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ চা বাগানের ইংরাজ ম্যানেজারগণ অনেক সাহায্য করেন ও যাত্রিগণের যাতায়াতের জন্য রাস্তা তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে মানব জাতির প্রথম সভ্যতার যুগে ( সত্যযুগে ) দক্ষ প্রজাপতি এক শিব অনাহুত যজ্ঞ করেন এবং আহুত সর্ব্বদেব সমক্ষে মহাদেবের নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। দক্ষতনয়া সতী পিতার মুখে পতি নিন্দা শ্রবণে অপমানে ও দুঃখে দেহত্যাগ করেন। সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ভারতের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করেন। ভগবান বিষ্ণু তখন চক্রাগ্রে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ করেন। যে যে স্থানে সতীর ছেদিত অঙ্গ পতিত হয় তাহা এক একটি তীর্থে পরিণত ও মহাপীঠ নামে খ্যাত হইয়াছে। যে যে স্থানে সতীর অঙ্গুষ্ঠ বা অলঙ্কার পতিত হয় তাহার নাম উপপীঠ। প্রত্যেক পীঠের অধিষ্ঠাত্রী এক একজন ভৈরবী ও তাঁহার রক্ষক স্বরূপ এক একজন ভৈরব ( শিব ) আছেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীহট্টে দুইটি মহাপীঠ অবস্থিত আছে।

## বামজঙ্ঘা মহাপীঠ

ভারতীয় ৫১ পীঠ স্থানের ৩৭নং বামজঙ্ঘা মহাপীঠ সাধারণত "ফালজোরের কালীবাড়ী" নামেই কথিত হয়। শ্রীশ্রীবামজঙ্ঘা মহাপীঠ জয়ন্তিয়ার বাউরভাগ পরগণায় অবস্থিত। পীঠাধিষ্ঠাত্রী জয়ন্তী দেবীর নামেই সে অঞ্চল জয়ন্তিয়া রাজ্য ও তদুত্তরবর্ত্তী পর্ব্বত জয়ন্তিয়া পর্ব্বত নামে খ্যাত হইয়াছে।

বিশ্বকোষ ১২ ভাগ ৫৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "ফালজোর একটি প্রধান ( তীর্থস্থান ) পীঠস্থান। এখানে দেবীর বামজঙ্ঘা পতিত হয়। এজন্য ইহাকে বামজঙ্ঘা পীঠও বলে।" বামজঙ্ঘা পীঠের সাধারণ নাম ফালজোরের কালীবাড়ী। তন্ত্রচূড়ামণি মতে "জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘাচ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বর।" এখানকার দেবীর নাম জয়ন্তী।

ইঁহারই নামানুসারে এই স্থান জয়ন্তিয়া নামে পরিচিত। এখানকার ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর—তন্ত্র বলেন "কৈলাসে দশ লক্ষেণ জয়ন্ত্যাং পঞ্চ লক্ষতঃ।" অর্থাৎ পঞ্চ লক্ষ বার মন্ত্র জপেই এখানে সিদ্ধি হয়। এই মহাপীঠ শ্রীহট্ট নগরী হইতে ২৮ মাইল উত্তর পূর্ব্বে পর্ব্বত পাদদেশে একখণ্ড সমতল ভূমে ইষ্টক নির্মিত প্রকাণ্ড এক ভিত্তির মধ্যস্থিত চতুষ্কোণ অগভীর এক গর্ত্ত মধ্যে একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তরোপরি অবস্থিত। ভৈরবও প্রস্তররূপী হইয়া দেবীর সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে বহুতর নরবলি হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ রাজ এই নৃশংস প্রথা রহিত করার জন্য জয়ন্তিয়া রাজ্যও দখল করিয়া লন। তদবধি নরবলি বন্ধ হইয়াছে।

দেবীর মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি অতি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। ইহা প্রায় বুজিয়া গেলেও জল অতি পরিষ্কার থাকে এবং কম বেশী হয় না, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। জয়ন্তিয়ার স্বাধীনতার সময় রাজোচিত ভাবেই দেবীর সেবা হইত। রাজারা বলিতেন সমস্ত রাজ্যই মায়ের, তাঁহার জন্য আবার পৃথক দেবোত্তর কি ?

বস্তুতঃ সেইজন্যই কোন দেবোত্তর নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। জয়ন্তিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই পীঠের দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এখন দেবী এক জীর্ণ কুটিরে বাস করিতেছেন।

জয়ন্তিয়ার বড় গোসাঞির রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ১৫৪৮-১৬৬৪ শতাব্দীর মধ্যে এই পীঠস্থান প্রকাশ পান। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে প্রায় সেই সময়েই কোচরাজ বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক ৺কামাখ্যা মহাপীঠ আবিষ্কৃত হয়। যখন জগতে শুভ যুগের আবির্ভাব ঘটে, তখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক সময়ে এইরূপেই শুভ প্রকাশও হইতে থাকে। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

**ক্রমদীশ্বর বা রূপনাথঃ** বামজঙ্ঘা পীঠ আঁকড়িয় থাকা মূর্ত্তিকে কেহ কেহ ক্রমদীশ্বর ভৈরব বলেন। মতান্তরে রূপনাথ শিবই উক্ত ক্রমদীশ্বর। রূপনাথ, মহাপীঠ হইতে অল্প উত্তরে আবিষ্কৃত হইলে জয়ন্তিয়া রাজা রূপ নাথের দক্ষিণে এক পাকা মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। কথিত আছে যে নিষেধ সূচক স্বপ্নাদেশ হওয়ায় মহাদেবকে আর সেই মন্দিরে নেওয়া হয় নাই। তাঁহার জন্য খাসিয়া রমণীগণ বাঁশ ও পাতা দ্বারা কুটির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। তদবধি আজ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর খাসিয়া রমণীগণ বাঁশ ও পাতা দ্বারা শিবের কুটির নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

রূপনাথের সন্নিকটেই প্রসিদ্ধ রূপনাথ গুহা। ইহা পূর্ব্বাঞ্চলের এক অত্যাশ্চয্য দর্শনীয় স্থান। দর্শনার্থীকে চিহ্নিত রাজকীয় পথে পর্ব্বতমূল হইতে ক্রমোর্দ্ধ বক্রগতিতে প্রায় দুই মাইল উপরে উঠিতে হয়। অদ্ধ পথেই রূপনাথের কুটির, তদুপরি গুহা। গুহাভ্যন্তর গাঢ় অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। আলোক ব্যতীত গুহাদর্শনার্থীর পাদার্দ্ধ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই। খাসিয়ারা আলোক ও পথ প্রদর্শন কার্য্যে যাত্রীদের সহায়তা করে। (এখানে পাণ্ডার কোনও উৎপাত নাই। কিছু পারিশ্রমিক দিলে খাসিয়ারাই দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া দেয়।) প্রতি সোমবারে জয়ন্তীপুর হইতে ব্রাহ্মণ গিয়া রূপনাথের পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। গুহাটি এতো অন্ধকার যে গুহাটীকে অন্ধকারের বিশ্রামাগার বলা যাইতে পারে। ভূগর্ভের সে চিরসঞ্চিত অন্ধকার মানব কল্পনার অতীত। প্রদীপ্ত আলোকযোগে অল্প একটু অগ্রসর হইলেই দর্শকের দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে একটি বিস্তৃত ঝালরের উপর হঠাৎ পতিত হয়। অতি সুরম্য প্রজ্বলৎকিংখাপের ঝালরের মত তাহা শূন্যে ঝুলিতেছে। আসলে এ ঝালর প্রস্তর ব্যতীত আর কিছু নয়। অকৃত্রিম আদ্র প্রস্তর খণ্ড বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার উপর আলোকের প্রভা প্রতিফলিত হইলে নয়নরঞ্জন বস্ত্রঝালরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ঝালর পার হইয়া গুহাভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে চতুষ্পার্শে শিবলিঙ্গাকার অগণ্য প্রস্তররাজি বিরাজমান রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। কত যে শিবলিঙ্গ তার সংখ্যা নাই। এই শিবলিঙ্গ সমূহ ভক্তিভাবোদ্দীপক। এত অগণ্য শিবলিঙ্গ কে জানে কখন কি উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল। এমন অনেক শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয় যাহার শীর্ষদেশ হইতে অনবরত অল্প অল্প জলকণা নিঃসৃত হইতেছে। হাত দিয়া মুছিয়া দিলে দেখা যায় আবার জল নির্গত হইতেছে। আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে "নক্ষত্র মণ্ডল" দৃষ্টি গোচর হয়। নক্ষত্রমণ্ডল প্রকৃতই শোভার ভাণ্ডার। এমন মনোরঞ্জন, এমন তৃপ্তিপ্রদ ও সুখদ দৃশ্যে কাহার না বিস্ময় উৎপাদিত হয়? মস্তক উত্তোলন করিলেই সহস্র সহস্র নক্ষত্র উর্দ্ধে জ্বলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে চন্দ্রাতপের ন্যায় প্রস্তরের অঙ্গসমুজ্জ্বল বিন্দুগুলি দর্শনে বুদ্ধিমানেরও ভ্রম উৎপাদিত হয়। কিন্তু এ হেন শোভার আধার তারকাবলি জলবিন্দু মাত্র। বিন্দুজল চোয়াইয়া উপরের প্রস্তর ছাদে ঝুলিতে থাকে। যাত্রিগণের দীপালোক তদুপরি নিপতিত হইয়া বিচিত্র প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রবৎ অনুভূত হয়।

স্থানান্তরে স্থূলাকার এক অপূর্ব্ব শিবলিঙ্গ, তাহাতে অগণ্য স্বর্ণরেণু ঝিকিমিকি করিতেছে। এক স্থানে স্তম্ভাকার পাঁচটি শিবলিঙ্গ, ইহারই নাম পঞ্চপাণ্ডব। (এই শিব ক্ষেত্রে পঞ্চপাণ্ডব প্রস্তর দেহে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়।)। স্থলান্তরে বটগাছের রোয়ার মত (শিকড়ের মত) চারিটি বৃহত্তম প্রস্তর নামিয়াছে—ইহাকে চারিযুগের খাম্বা বলে। এরূপ আর এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের "ভৈরব" আখ্যা। অতঃপর একটি গভীর গর্ত্ত দৃষ্ট হয়, ইহা লক্ষীর ভাণ্ডার। তৎপর স্বর্গদ্বার। স্বর্গদ্বার স্থানটি শান্তভাবোদ্দীপক, অতি মনোরম ও তৃপ্তিপ্রদ, বহুক্ষণ

অন্ধতমোময় ভূগর্ভে শ্রান্ত দেহে, ক্লান্ত মনে ভ্রমণ করতঃ হঠাৎ যখন স্বর্গীয় শুভ্রজ্যোতিরেখা নয়ন পথে পতিত হয়, তখন মন যেন এক উদাসভাবে কোন্ অজানা দেশে চলিয়া যায়। নিবিড়তম অন্ধকারে গুহাভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধ হইতে অতি সামান্য মিটিমিটি আলোক ভিতরে আসিতেছে; সেই আলোক গুহার ঊর্দ্ধদিকে অল্প কিছুটা স্থান ঈষৎ আলোকিত হইতেছে; তাহাতে তথায় যেন কত শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহাই স্বর্গদ্বার। লোকের বিশ্বাস যে স্বর্গদ্বার দেখিলে স্বর্গ গমনের আর বাধা থাকে না।

এস্থান হইতে কিছুদূরে, আর একটি অন্তগহ্বর বা গর্ত্ত দৃষ্ট হয়। অতি সতর্ক না হইলে সে গর্ত্তপথে প্রবেশের সাধ্য নাই। ইহার ভিতরে কয়েকটি প্রস্তরের "ত্রিশূল" প্রোথিত রহিয়াছে। এ স্থানের নাম যোগনিদ্রা। সাধারণতঃ যোগনিদ্রা হইতেই দর্শকগণ প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহার পর "পাতালপুরী বা নাগপুরী"। ভীষণ সর্পগণের আবাসস্থান বলিয়া ব্যাখ্যাত। এ কথা বড় অসম্ভব নহে।

প্রবেশ দ্বার হইতে যোগনিদ্রা পর্য্যন্ত যাইতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় লাগে। এই গুহাটি এত বৃহৎ যে এককালে দুই তিন শত লোক প্রবেশ করিলেও পরস্পরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। প্রবাদ এই যে, দেবাসুর যুদ্ধে পরাভূত দেবগণ অসুরের ভয়ে এই নির্জ্জন গুহায় লুকাইয়া আত্মরক্ষা করেন। পূর্ব্বে এই স্থানে মধ্যে মধ্যে অনেক মহাপুরুষকে বসিয়া সাধন করিতে দেখা যাইত। গুহাদ্বারে বঙ্গাক্ষরে রাজা রামসিংহের নাম ক্ষোদিত আছে। গহ্বর হইতে বাহির হইয়া ইহার নিকটবর্ত্তী "সাত হাত পানী" নামক এক নির্ম্মল সলিলকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। এই কুণ্ডের গভীরতার পরিমাণ হইতেই ইহার নাম করণ হইয়াছে। সাতহাত পানীর অল্প উত্তরে "পাতাল গঙ্গায়"ও তর্পণাদি করিতে হয়। তাহার উত্তরে একটা অতি বৃহৎ ও উচ্চ পাথর আছে, ঐ পাথরের নীচে একটা গভীর কূপ। এক গুপ্ত জলস্রোত সোঁ সোঁ শব্দে অদৃশ্যভাবে ঐ কূপে পতিত হইয়া অন্য এক দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। ইহারই নাম "গুপ্তগঙ্গা"। এস্থানে স্নান করা যায় না, ঘটি দ্বারা জল লইয়া লোকে মাথায় দেয়।

শিবের বাড়ীর দক্ষিণে একটা পুষ্করিণী আছে। জয়ন্তিয়ার জনৈক রাজা একরাত্রে ঐ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। পুকুরের উত্তরে কৃষ্ণ প্রস্তরের একটা হাতী রহিয়াছে, ঠিক জীবন্ত বন্য হস্তী জলপান করিতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নিম্নপ্রবাহী "ভুবন ছড়ার" পশ্চিমাংশে ঐরূপ আরেকটি প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তী মূর্ত্তি আছে। প্রস্তর শিল্পে এক সময়ে জয়ন্তিয়াবাসীরা উন্নত ছিল। শিবের বাড়ীর পথে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরে বৃহৎকায় একদন্ত গণেশের এক মূর্ত্তি আছে, কিন্তু তাঁহার কোনরূপ পূজার্চ্চনা নাই।

রূপনাথ শিব পূজার্থী যাত্রিগণকে অর্চ্চনার দ্রব্য ও নিজের পুরোহিত সঙ্গে নিতে হয়। গুহাভ্যন্তরে কোন দেবতা পূজার প্রথা নাই। শিবরাত্রি ও বারুণী যোগে এই স্থানে বহু লোক সমাগম হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট শিলং রাস্তায় জৈন্তাপুর অতিক্রম করার পর পাহাড়ে উঠিতে হাতের দক্ষিণ দিকে অল্পদূরে উক্ত রূপনাথ শিবের বাড়ী অবস্থিত।

## ঠাকুরবাড়ী ও গোপেশ্বর শিব

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের নিকট ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজিত। তাঁহার প্রেমের পরিচয় পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পিতৃবাসভূমি শ্রীহট্টের বুরুঙ্গায় এবং ঢাকাদক্ষিণ পরগণার দত্তরালী গ্রামে তাঁহার মাতামহ বাড়ী। তথায় জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রদ্যুম্ন মিশ্রের রচিত "কৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী" গ্রন্থে লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর তদীয় পিতামহীর আগ্রহে ১৪৩১ শকে ঢাকাদক্ষিণে আগমন করতঃ তাঁহার বাসনা পূর্ণ করেন। আগমন কালে বুরুঙ্গায় তিনি একরাত্র ছিলেন। তথায় যে বকুলতলে তিনি প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন সে স্থান এখনও লোকের নিকট বন্দনীয়। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে প্রতি রবিবারে তথায় মেলা হইয়া থাকে।

ঢাকাদক্ষিণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতামহী তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই মহাপ্রভু-মূর্ত্তি ও এক কৃষ্ণমূর্ত্তি হইতেই এস্থান তীর্থ পরিণত হইয়াছে। ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুরবাড়ী শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ তীর্থ-স্থান বলিয়া পরিচিত ও গুপ্তবৃন্দাবন নামে খ্যাত। এই স্থান শ্রীহট্ট শহর হইতে সাত ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। শহর হইতে ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা আছে। মটর বাসে ও নৌকাযোগে তথায় যাওয়া যায়। ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুরবাড়ী এখন বৈষ্ণব তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে, প্রতি বৎসর বহু যাত্রী এ তীর্থ দর্শনে আসিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকাদক্ষিণে প্রসিদ্ধ গোপেশ্বর শিব আছেন। ঠাকুরবাড়ী হইতে তাহা প্রায় দুইক্রোশ দূরে। কৈলাস নামক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়, ইহার পার্শ্বেই অমৃত কুণ্ড ছিল। বর্ত্তমানে ঐ কুণ্ডের চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

## পণাতীর্থ ও শ্রীঅদ্বৈতের আখড়া

যে অদ্বৈতাচার্য্যের বাসস্থান বলিয়া শান্তিপুর বৈষ্ণবগণের কাছে এক দর্শনীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে, সে মহাত্মার বাসস্থান লাউডের সন্নিধানেই "পণাতীর্থ" বিরাজিত। ষ্টীমারে সুনামগঞ্জে অবতরণপূর্ব্বক পণাতীর্থ যাওয়া সুবিধাজনক। পণাতীর্থে বারুণী যোগে বহু লোকের সমাগম হয়। বারুণী ব্যতীত অন্য সময়ে পণাতীর্থ দর্শনে যাওয়ার সুবিধা অল্প। এই তীর্থের একটা আশ্চর্য সংবাদ এই যে শঙ্খধ্বনি বা উলুধ্বনি করিলে বা করতালি দিলে পর্ব্বত গাত্র হইতে তীব্রবেগে জলরাশি পতিত হয়।

লাউডের নবগ্রামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের জন্ম হয়। তথায় ১৮৯৮ সালে "শ্রীঅদ্বৈতের আখড়া' স্থাপিত হয়। বারুণী যোগে তথায় বহুলোকের আগমন ঘটে।

## নির্ম্মাই শিব

বালিশিরা পরগণায় এই শিব অবস্থিত। ইহার নাম "বাণেশ্বর শিব', কিন্তু সাধারণতঃ নিম্মাই শিব নামেই কথিত হন। কথিত আছে যে প্রায় ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে এই শিব স্থাপিত হন। নিম্মাই শিব অতি প্রসিদ্ধ। বারুণীযোগে ও অশোকাষ্টমী যোগে এখানে এত অধিক জনতা হয় যে, ঢাকাদক্ষিণ ব্যতীত শ্রীহট্টের অন্য কোন দেবস্থানে এত লোক সমাগম ঘটে না। অনেক লোক এস্থানে মানসীক আদায় জন্যও আগমন করিয়া থাকে। সাতগাঁওয়ের রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে নির্ম্মলসলিলা প্রশস্তবক্ষা নিম্মাই দীঘির তীরেই শিবমন্দির অবস্থিত।

## ঊনকোটি তীর্থ

ঊনকোটি তীর্থ শ্রীহট্ট সীমার সন্নিকটবর্ত্তী ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার প্রান্তবর্ত্তী। এই তীর্থও শ্রীহট্টবাসীর তীর্থ বলিয়া গণ্য। ইহা স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্গত এবং কৈলাসহর হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের টীলাগাঁও ষ্টেশন হইতে পদব্রজে কয়েক মাইল অতিক্রম করিলেই এস্থানে যাওয়া যায়। ঊনকোটি তীর্থে কোনরূপ পূজার প্রথা নাই—কারণ দেবতাগণও পূর্ণাঙ্গ নহেন। ঊনকোটিতে অগণিত দেবমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছেন। কত-যে মূর্ত্তি, কে তাহা গণনা করিবে? এক সময়ে যে ইহা এক প্রধান তীর্থ ছিল, তাহা দেবমূর্ত্তির সংখ্যানুপাতে বলা যাইতে পারে। একস্থানে এত অধিক দেবমূর্ত্তি বড় দেখা যায় না।

> "বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভূতো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ
> দক্ষিণস্যাং নদ স্যাগু পুণ্যা মনুনদী স্মৃতা।
> অনয়োরন্তরা রাজন্ ঊনকোটি গিরির্মহান্।"
>
> (ঊনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য)

## সিদ্ধেশ্বর শিব

কাছাড় জেলার চাপঘাট পরগণার অন্তর্গত শ্রীগৌরী মৌজার তিন মাইল পূর্ব্বে এই শিব স্থাপিত। বারুণী উপলক্ষে এখানে পঞ্চদশ দিবস ব্যাপী মেলা হইয়া থাকে। রেলওয়ে অথবা ষ্টীমারে বদরপুর ঘাট ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক শিবের বাড়ী যাওয়ার বিশেষ সুবিধা। ঊনকোটি তীর্থ নামক বিরল প্রচারিত হস্তলিখিত গ্রন্থের মতে এই সিদ্ধেশ্বর শিব কপিল মুনি কর্তৃক স্থাপিত ও পূজিত হন। কপিল মুনি এইস্থানে তপস্যা করেন।

( বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভূতো বরবক্র সুপুণ্যদঃ )
অনয়োরন্তরা রাজন্ ঊনকোটি গিরির্মহান্।
অত্রতেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলোমুনিঃ॥
তত্র বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।
লিঙ্গঞ্চ কপিলং তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদংনৃণাম্॥ ( ঊনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য )

কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে—তাহা এ শ্লোকার্থের ঠিক অনুরূপ। বায়ুপুরাণ মতে ও জনশ্রুতিতে এই স্থানের নাম "কপিলতীর্থ"। এবং এই শিব কপিলপূজিত, কারণ এই স্থানেই ভগবান কপিলদেব তপস্যা করিয়াছিলেন।

"যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিল মুনিঃ। যত্র বৈ কপিলং তীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বরো হরিঃ। ( বায়ু পুরাণ )

এ স্থান ঊনকোটি গিরির একদেশস্থিত বলিয়া জানা যাইতেছে।

এ স্থানের পাদদেশ ধৌত করিয়া বরবক্র নদ প্রবাহিত হইতেছে। এই বরবক্র নদ পাপ প্রনাশক বলিয়া বারুণী যোগে ইহার স্থানে স্থানে লোক স্নান তর্পণাদি করিয়া থাকে। "কপেশ্বরস্য দিগ্‌ভাগে দক্ষিণে মুনিসত্তম। বরবক্র ইতি খ্যাত সর্ব্বপাপ প্রণোদকঃ॥ ( তীর্থচিন্তামণিগ্রন্থ )। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক পঞ্চবিপ্র "বরবক্র তীর্থ" যাত্রা পুরঃস্বর শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বায়ু পুরাণ অতি প্রাচীন। তাহাতে বরবক্র মাহাত্ম্য নামে একটী পৃথক অধ্যায়ে ঐ পুণ্যদ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"বিন্ধ্যপাদ সমুদ্ভূত বরবক্র সুপুণ্যদঃ। যত্র স্নাত্বা জলং পিত্বা নরঃ সদগতি মাপ্নুয়াৎ॥
যজ্জলে মনুজ ব্যাঘ্র মনুজো মৃত এবহি। তৎক্ষণাদেব স স্বর্গংযাতি সূর্য্যপথেন চ॥
প্রাচ্য দেশে মৃতো জন্তু নরকং প্রতিপদ্যতে। যষ্টীবর্ষ সহস্রানি যজ্জলেত্বমৃতোভবেৎ॥
যস্মৈবং নদ রাজস্য বক্রে বক্রে চ পুণ্যদঃ। তীর্থ প্রশস্তঃ বিখ্যাতঃ বরবক্র স্ততঃস্মৃতঃ। ইত্যাদি
( বায়ুপুরাণ বরবক্র, মাহাত্ম্য )

তদ্ব্যতীত মনুনদী মাহাত্ম্য ও শাস্ত্রে কথিত আছে। ভগবান মনু এক সময় ইহার তীরে শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া তন্ত্রে উল্লেখ আছে। "পুরাকৃতযুগেরাজন্ মনুনাপূজিতং শিবং। তত্রৈব বিরলস্থানে মনুনাম নদী তটে॥ ( যোগিনীতন্ত্র )। যে স্থানে বরবক্রের সহিত মনুনদী মিলিত হইয়াছে সেই সঙ্গমস্থানও বহুপুণ্যদ বলিয়া খ্যাত॥

মনুনদ্য মহারাজ বরবাক্রেন সঙ্গমঃ। তত্র স্নাত্বা নরোযাতি চন্দ্রলোকং মনুত্তমম্॥ ( বায়ু পুরাণ )

মনুনদীর পবিত্রকারিতায় বিশ্বাস করিয়া ত্রিপুরার মহারাজ অমর মাণিক্য বাহাদুর মনুসলিলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

তুঙ্গনাথ নামক ভৈরব হইতেই তুঙ্গেশ্বর গ্রামের নাম হইয়াছে বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে। একটী শ্লোকে তুঙ্গনাথ শিবের নাম পাওয়া যায়।

## তুঙ্গেশ্বর মহাদেব

"ক্ষময়াং পূর্ব্বভাগেচ তুঙ্গনাথস্থ ভৈরব, নবরত্ন মহাপীঠ তুঙ্গনাথস্থ রক্ষকঃ।" ( তীর্থ চিন্তামণি গ্রন্থ )।

তীর্থ চিন্তামণি গ্রন্থে শ্রীহট্টের ক্ষমা ( খোয়াই ) নদীর নামও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ক্ষমা বা খোয়াই নদীর তীরে তুঙ্গেশ্বর গ্রামে এই বৃহদাকার শিব বিরাজিত। প্রবাদ এই যে স্থানীয় বাসিন্দা-গণ পাকা মন্দির করিয়া শিবকে স্থাপন করিবার উদ্‌যোগ করিলে স্বপ্নাদেশে তাহা নিবারিত হয়। তদবধি তিনি মুক্ত আকাশতলে চতুর্দ্দিক বেষ্টিত পাকা দেওয়ালের ভিতর প্রতিষ্ঠিত আছেন। কথিত হয় যে, এস্থানে দেবীর হাতের নয়টি অঙ্গুরীয়ক পতিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তুঙ্গেশ্বর নবরত্ন উপপীঠ বলিয়া খ্যাত। শিবের সন্নিকটেই ভূপৃষ্ঠে পতিত নয়টী অঙ্গুরীয়কের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সাটিয়াজুরি রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে তুঙ্গনাথ শিবের বাড়ীর ব্যবধান এক মাইলের সামান্য বেশী হইবে।

## অমৃতকুণ্ড

অমৃতকুণ্ড নবিগঞ্জের নিকট অবস্থিত। এই কুণ্ডের জল অতি পরিষ্কার। চতুর্দ্দিকের যে সকল লোক এই কুণ্ডের জলপান করে তাহাদের ওলাউঠা রোগ প্রায়ই হয় না। ইহা একটি পবিত্র জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। বারুণী যোগে বহু লোক এই কুণ্ডে স্নান তর্পণাদি করিয়া থাকে।

## ব্রহ্মকুণ্ড

ব্রহ্মকুণ্ড পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও ইহা শ্রীহট্টের লোকেরই তীর্থ। ইহা কাশিমনগর পরগণার সীমান্ত রেখার অতি নিকটে অবস্থিত। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের মনতলা ষ্টেশনে নামিয়া এখানে যাওয়া যায়। ব্রহ্মকুণ্ড একটী পার্ব্বত্য উৎস। ত্রেতাযুগে পরশুরাম মাতৃবধানন্তর কুঠার পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে ( তীর্থে ) ভ্রমণ করতঃ স্থানে স্থানে আঘাত করিয়া কুঠার ত্যাগের চেষ্টা করেন। আসামে সদিয়ার পূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ডে তাঁহার হস্তস্থিত কুঠার পরিত্যক্ত হয়। তিনি এই পথে আসাম গমন কালীন, এই স্থানে আসিয়া মৃত্তিকায় কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই এই কুণ্ডের উৎপত্তি হয় বলিয়া কথিত আছে। এই কুণ্ডের আকৃতি ক্ষেপনী বা প্যারাবোলার ক্ষেত্রের ন্যায়। ক্ষেপনীর বক্ররেখা কুণ্ডের পশ্চিমোত্তর কোন্ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে শেষ হইয়াছে। কুণ্ডের পশ্চিম সীমা সরলরেখাবিশিষ্ট, এই রেখা ভেদ করিয়া এক অপ্রশস্ত খাত অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং পূর্ব্বতীর দিয়া এক অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণকায় জলপ্রণালী কল কল রবে ব্রহ্মকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করিতেছে। ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণতীর অতি পরিষ্কার এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে জঙ্গলাবৃত। ইহার তীরভূমি প্রায় ২০ ফিট উচ্চ এবং জলভাগের পরিমাণ অনুমান ২৫৩০ বর্গ ফিট হইবে। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে লোকে এই কুণ্ডে স্নান করে। স্নানান্তে যাত্রিগণ কৃষ্ণপুরের মন্দিরে আগমন করে। এই সময় এখানে এক বাজার বসে, তাহাতে অনেক পার্ব্বত্য বস্ত্র ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

## তপ্তকুণ্ড

জয়ন্তিয়ার পাঁচভাগপরগণাস্থিত তপ্তকুণ্ডের বিবরণ এই যে, মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি যোগে এস্থানে অনেক লোক স্নান তর্পণাদি করে। এই স্থানের বিশেষত্ব এই যে, এই কুণ্ডের নীচে ভূমি অতি উষ্ণ, পদসংলগ্ন করা যায় না, কিন্তু জল শীতল। সম্ভবতঃ ভূগর্ভে কোন দাহ্য পদার্থ থাকায় এইরূপ হইয়াছে। বর্ষাকালে কুণ্ডটি ১০।১২ হাত জলের নীচে পড়িয়া থাকে।

## মাধবতীর্থ বা শিবলিঙ্গতীর্থ

এই মাধব প্রপাত একটি ক্ষুদ্র তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে। বারুণীযোগে এখানে প্রায় আট নয় সহস্র লোক স্নান তর্পণাদি করিয়া থাকে। মাধব পাথারিয়া পরগণার অন্তর্গত কাঁঠালতলী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে দেড় মাইলের অধিক হইবে না। তথা হইতে মাধব যাওয়ার একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে। শিবলিঙ্গতীর্থ বা মাধবতীর্থ অন্যতীর্থের ন্যায় খ্যাতনামা না হইলেও স্থানীয় লোকে পবিত্র স্থান বলিয়া ভক্তি করে ও সোমবারে নন্দাদি তিথিতে, বিশেষতঃ চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে তথায় গমন করিয়া থাকে। ইহা মনুষ্যকৃত নহে, প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে ইহা একটি দর্শনীয় স্থান। ইহা আদম আইল পাহাড়ে অবস্থিত। এই প্রপাতের নিকটেই অতি উচ্চ পাহাড়ে শিব স্থাপিত আছেন। পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসী এখানে থাকিয়া পূজাদি করেন।

## বাসুদেবের বাড়ী

পঞ্চখণ্ড সুপাতলা গ্রামে কয়েকশত বৎসর যাবৎ বাসুদেব দেবতা বিরাজিত। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে অতি সুন্দর বাসুদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত। দুই দিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি। একখণ্ড প্রস্তরে মূর্ত্তি ত্রয় উৎকীর্ণ। বাসুদেবের উল্টা রথ বিশেষ প্রসিদ্ধ, বহু সহস্র লোক ঐ সময়ে নানাস্থান হইতে আসিয়া সমবেত হয়। বৈরাগীর বাজার ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে এস্থান ৪ মাইল এবং লাতু রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

## বিথঙ্গলের আখড়া

বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদের স্থাপিত বিষ্ণু বা তৎ সংসৃষ্ট দেবতার স্থানই সাধারণতঃ আখড়া নামে খ্যাত। শ্রীহট্ট জিলার সকল আখড়ার মধ্যে বিথঙ্গলের আখড়াই বৃহৎ। কিন্তু তথায় কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই। জগন্মোহিনী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের লোক গৃহত্যাগী ও বৈরাগী বেশধারী। ইঁহারা তুলসীপত্র বা গোময়ের ব্যবহার করে না, কোনও মূর্ত্তিও পূজা করে না, এবং গুরুকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া জ্ঞান করে। এই আখড়া রামকৃষ্ণ গোসাঞি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এই স্থানেই তাঁহার সমাধি আছে। শিষ্যবর্গের দেয় "বার্ষিকী" প্রভৃতি হইতে এই আখড়ার আয় প্রায় ৫০,০০০ হাজার টাকা হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ভূমি সম্পত্তির আয়ও অনেক আছে। এই সম্প্রদায় বৈষ্ণব সমাজ হইতে বহির্ভূত বলিয়াই বৃন্দাবনে মীমাংসা হইয়াছে।

## যুগলটিলার আখড়া

শ্রীহট্ট সহরের উপকণ্ঠে যুগলটিলা নামে আরেকটি আখড়া আছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুর যুগল কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। ঠাকুর যুগল একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এই আখড়ায় ভূসম্পত্তির আয় এবং শিষ্যের নিকট হইতে আয় যথেষ্ট আছে। ঝুলন পর্ব্বে যুগলটিলায় অনেক শিষ্যের সমাগম হয় এবং তাহাতে অনেক জাঁকজমক হইয়া থাকে।

## ঢৌপাশার আখড়া

মৌলবী বাজার টাউন হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে মনু নদীর তীরে ঢৌপাশার আখড়া প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রায় ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে সহজ ধর্ম্মাবলম্বী (বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি শাখা) রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক এই আখড়া স্থাপিত হয়। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রথমে কালী উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরে সহজ ধর্ম্ম যাজন করেন। তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় মতেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার উভয় মতেরই শিষ্য

পরিদৃষ্ট হয়। ইঁহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে "রঘুনাথ লীলামৃত" গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে। যদিও তাঁহার সাধন-স্থানকে আখড়া বলিয়া অভিহিত করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আখড়া নয়। রঘুনাথ নিজে গৃহী ছিলেন বলিয়া তৎ পরবর্ত্তীগণ তদ্‌পদানুসরণ করিয়া আসিতেছেন। প্রতি বৎসর ঝুলন পর্ব্ব এখানে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে শিষ্য ও বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

পূর্ববর্ণিত আখড়া সকল ব্যতীত ইন্দেশ্বর পরগণার পাণিসাইলের আখড়া এবং জিলা কাছাড়ের অন্তর্গত ডৌয়াদী পরগণার বাহাদুরপুরের মহাপ্রভুর আখড়াও বিশেষ বিখ্যাত। এই আখড়াগুলি ব্যতীত আরও বহুতর আখড়া ও দেবালয় শ্রীহট্ট জিলায় অবস্থিত আছে। তাহার কতিপয় নিম্নে দেওয়া গেল।

## শ্রীহট্ট সদর মহকুমা

| নাম | স্থাপয়িতা | ঠিকানা | |
|---|---|---|---|
| কালভৈরব | ১৭৫০ খৃঃ স্থাপিত | লামাবাজার দশনামী আখড়া | শ্রীহট্ট সহর |
| কালী | ১৮০০ খৃঃ লালা হরচন্দ্র সিংহ | কালীঘাট | ,, |
| জগন্নাথ জিউ | ,, | ,, | ,, |
| গোপাল জিউ | ১৭৫০ খৃঃ স্থাপিত | গোপালটিলা | ,, |
| গোবিন্দ জিউ | ১৮৫০ খৃঃ জগন্নাথ নাজির | নয়াসড়ক বিশ্বাম্বরের আখড়া | ,, |
| গোবিন্দ জিউ | ১৮০০ খৃঃ যশোবন্ত সিংহ | জিন্দাবাজার | ,, |
| জগন্নাথ জিউ | ১৭৫০ খৃঃ স্থাপিত হরেকৃষ্ণ গোসাঞি | ,, | ,, |
| রাধামাধব জিউ | ১৭০০ খৃঃ ঠাকুর যুগল | যুগলটিলার আখড়া | ,, |
| বলদেব জিউ | ১৭৫০ খৃঃ মদন মোনসী | মিরাবাজার | ,, |
| রামকৃষ্ণ মিশন | ১৯১৪ খৃঃ ইন্দুদয়াল ভটাচার্য্য—সন্ন্যাস আশ্রমের নাম স্বামী প্রেমেশানন্দ | ,, | ,, |
| মহাপ্রভু জিউ | ১৭৫০ খৃঃ স্থাপিত | সাদিপুর | ,, |
| শ্রীদুর্গা | ১৭৮০ খৃঃ লালা গৌরহরি সিং | শ্রীদুর্গাবাড়ী | ,, |
| ভোলাগিরি আশ্রম | সুরেশচন্দ্র দেব | চৌহাট্টা | ,, |
| গোবিন্দ জিউ | আতল সিংহ নামীয় এক ব্যক্তি জনৈক উদাসী বৈষ্ণব দ্বারা স্থাপন করেন। তৎপর লালা গৌরহরি সিং কর্ত্তৃক দেবতার দালান ও সেবা-পূজার বন্দোবস্ত হয়। | তালতলা | ,, |
| মহাপ্রভু | ১২০০ বাং মানসিং জমাদার স্থাপিত। | লামাবাজার | ,, |
| শ্যামসুন্দরের আখড়া | ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ মহকুমার হবত-নগরের ঠাকুর বনমালী কর্ত্তৃক স্থাপিত | ,, | ,, |
| শ্রীশ্রীরাধাবিহারী জিউ | ১০৮ সন্তদাস বাবাজী কর্ত্তৃক ১৩৪৩ বাং রথযাত্রা দিনে স্থাপিত। | নিম্বার্ক আশ্রম মীর্জ্জা জাঙ্গাল | |
| জগন্নাথ জিউ | ১৭৫০ খৃঃ স্থাপিত | বালাগঞ্জ বাজার | |

| নাম | স্থাপয়িতা | ঠিকানা |
|---|---|---|
| কালী | কালীনাথদাশ পুরকায়স্থ কর্ত্তৃক স্থাপিত | ঢুলালী দাসপাড়া |
| মঙ্গলচণ্ডী | রাজেন্দ্রদাশ চৌধুরী কর্ত্তৃক স্থাপিত | ঢুলালী হুজরী |
| | শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বুরুঙ্গাবাসী জ্ঞাতিবর্গ | নিজবুরুঙ্গা |

## দক্ষিণ শ্রীহট্ট

| নাম | স্থাপয়িতা | ঠিকানা |
|---|---|---|
| উমা মহেশ্বর | ১৭৫৭ খৃঃ হৃদয়ানন্দ দত্ত ওরফে ষষ্ঠীবর | গয়গড় পং ইটা |
| কালী | ১৭২৮ খৃঃ রাজারাম দাস | কদমহাটা, পং সমসের নগর। |
| কালী | ১৮০০ খৃঃ গঙ্গারাম শর্ম্মা | সাধুহাটী, পং হাং সতরসতি |
| জগন্নাথ | ১৮৩৪ খৃঃ জগন্নাথ দাস | আথাইলকুরা, পং সমসের নগর |
| বিনোদ রায় | ১৭০০ খৃঃ ঠাকুর শান্তারাম | পানীসাইল, পং ইন্দেশ্বর। |
| বিষ্ণুপদ | ১৭৮৮ খৃঃ অনুপরাম দত্ত | আব্দা, পং ইটা |
| রাজরাজেশ্বরী | বিনোদ খাঁ ওবফে গদাধর গুপ্ত | মাসকান্দি, পং সায়েস্তানগর। |
| অজ্ঞান ঠাকুরের দেওয়াল | কেশব শর্ম্মা | বুড়ী কোনা, পং ইটা |
| ক্ষেম সহস্রের আখড়া | দুর্গাপ্রসাদ কর | ক্ষেমসহস্র, পং ইটা |

## হবিগঞ্জ

| নাম | স্থাপয়িতা | ঠিকানা |
|---|---|---|
| কালী | মহারাজা রামগঙ্গা মাণিক্য | বিষগা রাজ কাছারী। |
| কালী, মহাদেব ও বিষ্ণু | কেশব মিশ্র | বানিয়াচঙ্গ। |
| ঐ ঐ ঐ | ১৭০০ খৃঃ লস্করপুরে ও ১৮৮২ খৃঃ স্থাপিত | হবিগঞ্জ টাউন। |
| গিরিধারী | ১৭০০ খৃঃ রাটীশালবাসী লাল সিং চৌধুরী | নয়াগাঁও মহাপ্রভুর আখড়া |
| গোবিন্দ জীউ | কৃষ্ণদাস রামায়ত | নবিগঞ্জ বাজার। |
| গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু | রামনারাইন ও রাজনারাইন সাহা | ঘাটিয়া, হবিগঞ্জ টাউন। |
| গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু | ১৮৪০ খৃঃ বিদুরানন্দ গোসাঞি | মুড়াকড়ি, ইকরাম। |
| রাধা গোবিন্দ | কৃষ্ণচন্দ্র গোসাঞি | ঐ |
| কালী ৮ হাত উচ্চ | — — | ঐ |

## সুনামগঞ্জ

| নাম | স্থাপয়িতা | ঠিকানা |
|---|---|---|
| কাল | — — | মণ্ডলীভোগ, ছাতক। |
| কালী | ১৮৫০ খৃঃ তিলক নন্দী | তাঁতিকোণা, ছাতক। |
| জগন্নাথ | ১৮০০ খৃঃ — — | সুনামগঞ্জ সহর। |
| জগন্নাথ | ১৮০০ খৃঃ জগন্নাথপুরের চৌধুরীগণ | ঐ |
| রাধামাধব | ১৮৯০ খৃঃ জানকী দাসী বৈষ্ণবী | পাথারিয়া। |
| কালী | ১৮৮২ খৃঃ | সুনামগঞ্জ সহর |
| চৈতন্য মহাপ্রভু | ১৮৩০ খৃঃ জগন্নাথ চৌধুরী | তাঁতিকোনা ছাতক,। |

# বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের সমাজ

( কুল দর্পণ—১৭৪—১৯২ পৃষ্ঠা )

বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা বেদজ্ঞ ও চিকিৎসক তাঁহারাই বৈদ্য নামে অভিহিত। মহর্ষি চরক প্রভৃতি মনীষিগণ এই কথাই বলিয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্রের অনুবাদক ও প্রকাশক স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাসের "দ্বিতীয় খণ্ড" ভারতবর্ষের ইতিহাসের ৩৪২—৩৪৩ পৃষ্ঠায় ভারতে জাতি বিভাগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণ দেশভেদে পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড় এই দুই ভাগে বিভক্ত।

পঞ্চ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়ীয়, মৈথিলী ও উৎকলীয় এই পাঁচটি শাখা। সারস্বত শাখার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত। এইরূপ বিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ইহাদের উপাধি মিশ্র। ইহাদের মধ্যে মদ্য মাংস ও মৎস্য ব্যবহার প্রচলিত। কান্যকুব্জ শাখার তিনটি বিভাগ কান্যকুব্জ সরযুপুরী ও সনাধ্যায়। সনাধ্যায় ব্রাহ্মণগণ মথুরার দক্ষিণ-পশ্চিম ও কনোজের উত্তর-পূর্ব্ব-বাসী। তাঁহাদের ২৬টি পদ্ধতির মধ্যে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদিগের মিশ্র, সুকুল, দ্বিবেদী বা দোবে, পাড়ে, চতুর্ব্বেদী বা চোবে, পাঠক, দীক্ষিত, আবস্তি, ত্রিবেদী বা তেওয়ারী ও বাজপেয়ী এই দশটী পদ্ধতি এবং পরাশর, গোস্বামী— ত্রিপতি, চতুর্ধুরী বা চৌধুরী, চৈনপুরীয়, **বৈদ্য,** উপাধ্যায় প্রভৃতি পদ্ধতি বিদ্যমান আছে। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের তিনটি শ্রেণী—কান্যকুব্জ ( রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ), সপ্তসতী ও বৈদিক ( দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য )। উৎকলীয় ব্রাহ্মণগণের দুইটি বিভাগ। দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও জাজপুরী।

পঞ্চ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণের মহারাষ্ট্রীয়, অন্ধ্র বা তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটক ও গুর্জ্জরী এই পাঁচটি শাখা। মহারাষ্ট্রীয় শাখার পাঁচটি বিভাগের মধ্যে দেশস্থ বিভাগে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি বিদ্যমান আছে। বৈদিক, শাস্ত্রী, যোশী, **বৈদ্য,** পৌরাণিক, হরিদাস ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের আরও কতকগুলি শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়, পাঢ়া, দেবারুক, পলাশ, সেনাবি বা সারস্বত প্রভৃতি।

বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে যাত্রা করিয়া একদল আর্য্যাবর্ত্তের পথে ও অপর দল দাক্ষিণাত্যের পথে অগ্রসর হইয়া নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। যাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের ভিতর দিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা কান্যকুব্জ, কাশী, মগধ ও মিথিলা হইয়া পশ্চিম রাঢে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। আর যাঁহারা দাক্ষিণাত্যের ভিতর দিয়া পূর্ব্ব দিকে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের কেহ মহারাষ্ট্রে কেহ কর্ণাটে ও কেহ উৎকলে আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং কেহ বা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া বিক্রমপুর ও রামপালে বৈদ্য রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ সেন রাজগণকে দাক্ষিণাত্য হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কতকগুলি বৈদ্যসন্তান যে আর্য্যাবর্ত্তের পথে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পানিনালার গুপ্ত মহাশয়দিগের কুর্শিনামা হইতে অবগত হই।

তাঁহাদিগের কুর্শিনামায় লিখিত আছে :—"শোন নদের পশ্চিম তীরবর্তী শ্রীতিকুট নগরে কাশ্যপ গোত্রীয় শ্রীনৃসিংহ দেব গুপ্ত মহাশয়ের ঔরসে শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবীর গর্ভে ৫২৭ শকাব্দে রসায়ন দেব গুপ্ত

জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বয়ঃপ্রাপ্তে কবিত্ব ও শাস্ত্র বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভে সমর্থ হইলে, তদীয় গুণে আকৃষ্ট হইয়া মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীহর্ষবর্দ্ধন দেব ইহাকে কান্যকুব্জে আনয়ন করেন। ইহাদিগের অধস্তন বংশ পানিনালা, শ্রীখণ্ড ও গৌড়ের ভিতর দিয়া মুর্শিদাবাদ, বাগডি ও বিপ্রঘাটায় আসিয়া বাস করেন। তৎপরে, তাঁহারা বহরমপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা নিজেকে গুপ্ত রাজবংশোদ্ভব বলিয়া মনে করেন। শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মার বৈদ্য প্রতিভা ১৩৩৯ বাংলার বৈশাখ সংখ্যার ৮১৯ পৃষ্ঠায় গোত্র ও প্রবর শীর্ষক প্রবন্ধে Epigraphia India Vol. XV, Part I (January 1919) Page 30, 40, 42 হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে গুপ্ত রাজবংশ ধারণ গোত্রীয় ছিল। ইহাতে মনে হয় যে হয়ত পানিনালার গুপ্তেরা কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আগমনের পরে গোত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মোড ব্রাহ্মণদিগের গোত্র তালিকায় ৮ম সংখ্যায় ধারণ গোত্রের নাম পাওয়া যায়। ধারণ গোত্রের প্রবর অগস্তি—দার্ঢ্যচ্যুত ইধ্মবাহ।

বঙ্গেশ্বর আদিশূরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে কনোজীয় ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই সময়েই মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে চারি গোত্রের চারিজন বেদজ্ঞ চিকিৎসকও বঙ্গে আনয়ন করেন, তাঁহারা হইতেছেন—(১) শক্তি গোত্রীয় শক্তিধর সেন। (২) ধন্বন্তরি গোত্র প্রভব বুধ সেন। (৩) মদগোল্য গোত্র-প্রভব কবিদাশ ও (৪) কাশ্যপ গোত্র-প্রভব সুমতি গুপ্ত।

এইরূপে বৈদ্যগণ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন সময়ে বঙ্গে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহারা তৎকালীন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগকে বৌদ্ধপ্রভাব বশতঃ আচার ভ্রষ্ট দেখিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত না হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য নিজেদের বৈদ্য বা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত মহারাষ্ট্র, উৎকল কলিঙ্গ, নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশের বৈদ্যদিগের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান ছিল তাহা বৈদ্যকুল পঞ্জিকা হইতে জানা যায়। কালক্রমে ঐরূপ আদান প্রদান রহিত হইয়া যায়। মগধে বৌদ্ধ রাজগণের অভ্যুদয় কালে বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইয়াছিলেন। মৌর্য্য বংশের অধঃপতনের পরে বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের কতিপয় শাখা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া মগধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের অভ্যুদয় কালে বিক্রমপুরে দুইটী পৃথক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা মগধরাজের আত্মীয় ছিলেন। এই দুই রাজবংশের অধস্তন পুরুষ মহারাজ শালবান, মহারাজ আদিশূর ও মহারাজ বিজয় সেন।

মহারাজ আদিশূর যখন যখন বৌদ্ধ বিধ্বস্ত বঙ্গে আর্য্যধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন সেই সময়েই বিক্রমপুর শ্রেষ্ঠ সমাজভূমিতে পরিণত হয়। সেন রাজগণের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সমকালে বিক্রমপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ড বহু বৈদ্যবংশের আবাসভূমি হয়। এই সকল বৈদ্য বংশের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গের আদি বৈদ্যসমাজ গঠিত করিয়াছিলেন তাঁহারাও বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশ সমুদ্ভূত ছিলেন।

তাঁহাদিগের মধ্যে দেব, দত্ত, ধর, কর, নন্দী, চন্দ্র, কুণ্ড, রক্ষিত, সোম, নাগ, ইন্দ্র, আদিত্য ও রাজ বংশীয় বৈদ্যগণ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যে ও পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে ঐ সকল উপাধি এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বঙ্গে আগমনের পর ঐ সকল উপাধি গোপন করিয়াছেন। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের পথে কান্যকুব্জ, প্রীতিকূট, কাশী, মগধ, মিথিলা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট ও উৎকল প্রভৃতি দেশ হইতে বঙ্গে সমাগত বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ বাসস্থানের পার্থক্য নিবন্ধন যে প্রধান ছয়টী সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার বিবরণ স্বর্গীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের "জাতিতত্ত্ব বারিধি" ও স্বর্গীয় বসন্তকুমার সেনের "বৈদ্য জাতির ইতিহাস" অবলম্বনে নিম্নে

প্রদত্ত হইল। বৈদ্য ব্রাহ্মণদিগের ছয়টী সমাজের নাম (১) পঞ্চকুট সমাজ (২) রাঢ়ীয় সমাজ (৩) বঙ্গীয় সমাজ (৪) পূর্ব্ব দেশীয় সমাজ (৫) বারেন্দ্র সমাজ (৬) উৎকল সমাজ।

## পঞ্চকুট সমাজ

হিন্দু রাজত্বকালে পঞ্চকুট, সেনভূমি, শিখরভূমি, বরাহভূমি, ব্রাহ্মণ ভূমি, সামন্তভূমি, গোপভূমি, মল্লভূমি, মল্লকুট, মানভূমি ও বীরভূমি প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যগণ একসমাজভুক্ত ছিলেন। সেই সমাজের নাম পঞ্চকুট সমাজ।

যে সকল বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে মগধের পথে বঙ্গে আগমন করেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই সর্ব্বপ্রথমে পঞ্চকুট সমাজ গঠিত হয়। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সহিত বিক্রমপুর হইতে যে সকল বৈদ্য-সন্তান আসিয়া অজয় নদের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী সেন পাহাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের মধ্য হইতে পঞ্চকুট সমাজে মহাত্মা বিনায়ক সেন, ত্রিপুব গুপ্ত ও পদ্মদাশের আবির্ভাব হয়। কালক্রমে এই সমাজ দুইভাগে বিভক্ত হয়:—(ক) সেনভূমি সমাজ ও (খ) বীরভূমি সমাজ।

(ক) **সেনভূমি সমাজ**—সেন ভূমি মানভূম জেলার অন্তগত। পূর্ব্বে এখানে ধন্বন্তরি গোত্রীয় মহারাজ শ্রীহর্ষসেন রাজা ছিলেন। পরে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কমল সেন এই স্থানের রাজা হন। কনিষ্ঠ বিমল সেন রাঢ়ীয় সমাজে গমন করেন। মূল পঞ্চকুট সমাজেব বীরভূমি ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় স্থান নিয়া সেন ভূমি সমাজ গঠিত। এই সমাজের স্থানগুলি মানভূম, বাকুড়া ও বর্দ্ধমান এই তিন জেলার অন্তগত হইয়া গিয়াছে।

(খ) **বীরভূমি সমাজ**—নিম্নলিখিত ১৪টি গ্রামের বৈদ্যগণ লইয়া এই সমাজ গঠিত। যথা (১) পঞ্চ পুষ্করিণী (২) গোপালপুর (৩) ভাদুলিয়া (৪) পেচুয়া (৫) ভবানীপুর (৬) সুপুর (৭) চন্দনপুর (৮) রজতপুর (৯) দ্বারন্দা (১০) শিউডি (১১) লম্বোদরপুর (১২) কাকুটিয়া (১৩) রামপুরহাট (১৪) রায়পুর। এই পঞ্চকুট সমাজের বৈদ্যগণ অতীব সদাচার সম্পন্ন।

## রাঢ়ীয় সমাজ

উত্তরে বড়গঙ্গার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, কটক ও মেদিনীপুর পূর্ব্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে বাকুড়া, মানভূমি ও বীরভূমি। এই সীমাবচ্ছিন্ন জনপদের নাম রাঢ় দেশ। বর্ত্তমানে হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা লইয়া এই প্রদেশ পরিগণিত। মুশিদাবাদ, নদীয়া, কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণা পরে গঙ্গা গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়া রাঢের সমীপস্থ বলিয়া রাঢের অন্তগত হইয়া গিয়াছে। ইহা পূর্ব্বে বিহরোঢ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেন রাজগণের অভ্যুদয়ের পরে 'বিহরোঢ' ভাষার বিকারে 'বাগড়ি' হইয়া গিয়াছে। ধন্বন্তরি গোত্রীয় বিমল সেনের পুত্র বিনায়ক সেন, সেনভূমের কাঞ্চীগ্রাম হইতে আসিয়া প্রথমে নূতন রাঢ় বা বিহরোঢ মধ্যগত মালঞ্চ গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। বিনায়ক সেনের সমাজ মালঞ্চ, তজ্জন্য তাঁহার অধস্তন সন্তানগণ মালঞ্চীয় বা মালঞ্চ বিনায়ক বলিয়া কথিত।

বাসস্থান ভেদে মালঞ্চীয় বিনায়কেরা নয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। যথা:—মালঞ্চীয়, ধলহণ্ডীয়, খানাকীয়, সেনহাটিক, নারহট্টিয়, নিরোলিয়, মঙ্গলকোটীয়, রায়ী গ্রামী ও বেতড়ীয়। নরহট্টের বর্ত্তমান নাম কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্ন সভার পণ্ডিত শক্তিগোত্রীয় মহাত্মা ধোয়ী সেন পূর্ব্ব হইতেই রাঢ়ের তেহট্ট গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। মদ্‌গোল্য গোত্রীয় চায়ূদাশ সেনভূমির গোনগর হইতে রাঢ়ের তেহট্টে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। মদ্‌গোল্য গোত্রীয় পদ্মদাশও সেনভূমির গো নগর পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়ের বালিগাছিতে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। কাশ্যপগোত্রীয় কায়ুগুপ্ত সেনভূমির করঙ্কোট হইতে রাঢ়ের বরাহনগরে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। কাশ্যপ গোত্রীয় ত্রিপুরগুপ্ত সেনভূমির করঙ্কোট পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়ের চৌড়ালা গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নিম্মাণ করেন। এইরূপে রাঢ়ীয় সমাজ পরিপুষ্ট হয়।

রাঢ়ীয় সমাজ চারিভাগে বিভক্ত, যথা:—(১) শ্রীখণ্ড (২) সাতশৈকা (৩) সপ্তগ্রাম (৪) গোয়াশ।

(১) **শ্রীখণ্ড সমাজ**—শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া সাবডিবিসনের অধীন। কাটোয়ার উত্তরবর্ত্তী প্রদেশের বৈদ্যগণ এই সমাজের অন্তর্গত। শ্রীখণ্ডের উত্তরে যাজিগ্রাম ও নয়ানগর, দক্ষিণে আলমপুর, পূর্ব্বে হরিহরপুর ও মন্তাপুর এবং পশ্চিমে নহাটা, বাউরে দেবকুণ্ডা। শ্রীখণ্ড বেনেপাড়া, উদ্ধরণপুর. টেঙ্গাবৈদ্যপুর, পানিহাটি, নিরোল, কেতুগ্রাম, তৈপুর, বিশ্বেশ্বর, পাণ্ডুগ্রাম, গোরণা, ঝমটপুর শেয়ানদী বাগেশ্বরদী, দৈদা, পাঁজরা, আলমপুর, অগ্রদ্বীপ. বুধরি, বেঙ্গা ও পান্নুরহট্ট গ্রামের বৈদ্যগণ লইয়া শ্রীখণ্ড সমাজ গঠিত।

মহামহোপধ্যায় ভরত মল্লিক "চন্দ্রপ্রভায়" লিখিয়াছেন:—

আদৌ শ্রীখণ্ড নগরী রাঢ় মধ্যে চ ভূষিতা।
সর্ব্বেষামেব বৈদ্যনাং কুলীনানাং সমাজভূক্তঃ॥" ১২ পৃষ্ঠা

পঞ্চকুট সমাজও বিক্রমপুর সমাজ হইতে যে সকল বৈদ্যগণ লক্ষ্মণ সেনের আহ্বানে রাঢ়দেশে বদ্ধমূল হইয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে কাঞ্চিগ্রাম, মালঞ্চ, তেহট্ট, গোনগর, করঙ্কোট, চৌড়ালা, কেতুগ্রাম, প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। শ্রীখণ্ড সমাজ পরবর্ত্তী সময়ে গঠিত। ধন্বন্তরি গোত্র-প্রভব মহাত্মা রাঘব সেন শ্রীখণ্ড সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

"একো রাঘব সেনোঽভূৎ খণ্ড গ্রামেন বিশ্রুতঃ।
স খণ্ডজ ইতি খ্যাতো না পবাতস্য চ স্থলী॥ চন্দ্রপ্রভা ৯ পৃঃ

রাঢীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীনগণ মালঞ্চ, বরাহনগর প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কেবল মহাকুল শক্তি গোত্রীয়গণ তেহট্ট হইতে শ্রীখণ্ডে আগমন করেন নাই।

শ্রীখণ্ড সমাজের অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে "চৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থ প্রণেতা মহাত্মা কৃষ্ণদাস কবিরাজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বুধরি গ্রামে রামচন্দ্র সেন কবিরাজ ও পদাবলী প্রণেতা গোবিন্দ দাশ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীখণ্ড গ্রাম তিন পল্লীতে বিভক্ত:—(ক) চৌধুরী পাড়া (খ) ঠাকুর পাড়া (গ) মৌলিক পাড়া।

(ক) **চৌধুরী পাড়া**—ধন্বন্তরী গোত্রীয় রোষসেনের বংশধর চৌধুরীও মল্লিক উপাধিধারী হরিহর খাঁ ও কৃষ্ণ খাঁর সন্তানগণ, মৌদ্‌গল্য চায়ূ দাশ বংশীয় মজুমদার উপাধিধারী দুর্জ্জয়দাশের সন্তানগণ এবং কাশ্যপ গোত্রীয় কায়ুগুপ্তের সন্তানগণ চৌধুরী পাড়ার অধিবাসী।

(খ) **ঠাকুর পাড়া**—মৌদ্‌গল্য পদ্মদাস বংশীয় ঠাকুর উপাধিধারী বৈষ্ণবগণ যে পল্লীতে বাস করেন, তাহা ঠাকুর পাড়া নামে প্রসিদ্ধ।

(গ) **মৌলিক পাড়া**—শ্রীখণ্ড সমাজের স্থাপয়িতা ধন্বন্তরি গোত্রীয় রাঘব সেনের বংশ রায় ও সরকার উপাধিধারী বৈদ্য মহোদয়গণ মৌলিক পাড়ার অধিবাসী।

(২) সাতশৈকা সমাজ—

শক্তি গোত্র-প্রভব পুর সেনের বংশধর মহাত্মা রামানন্দ বিশ্বাস সাতশৈকা সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। রামানন্দের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গীয় সমাজে বাস করিতেন। রামানন্দের পিতা মধুসূদন বিশ্বাস বঙ্গ সমাজ পরিত্যাগ করিয়া খড়দহ গ্রাম আশ্রয় করেন।

মহাত্মা রামানন্দ বিশ্বাস "সাতশৈকা" পরগণার অধিপতি সমুদ্রগড়ের রাজগণের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সাতশৈকা পরগণার অন্তর্গত গ্রাম সমূহে রাঢীয় সমাজের বৈদ্য কুলীনগণকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রামানন্দ নিজে সাতশৈকা পরগণার অন্তর্গত বাগিডা গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্রগণ বাগিড়া শাখড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সাতশৈকা সমাজের উত্তর সীমা শ্রীখণ্ড সমাজ, দক্ষিণ সীমা পাণ্ডুয়া, পূর্ব্ব সীমা সপ্তগ্রাম সমাজ ও ভাগীরথী এবং পশ্চিম সীমা বাঁকুড়া, মানভূমি ও বীরভূমি।

নিম্নলিখিত গ্রামগুলি লইয়া সাতশৈকা সমাজ গঠিত হইয়াছে। সাতশৈকা, চুপী, বাগিডা, শাখড়া, কড়রী, মানকর, জামনা, কানপুর, দীর্ঘপাড়া, হাঁবাডা, নপাডা, সাঁতগডিয়া, আমুদপুর প্রভৃতি। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক স্বনামধন্য শ্যামাদাস কবি-ভূষণ বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয় চুপীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

**(৩) সপ্তগ্রাম সমাজ :** নবদ্বীপ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহ লইয়া সপ্তগ্রাম সমাজ গঠিত। সপ্তগ্রামসমাজের উত্তরে শ্রীখণ্ড সমাজ, পশ্চিমে সাতশৈকা সমাজ, পূর্ব্বে ভাগীরথী এবং দক্ষিণে সরস্বতী নদী। রাঢীয় ও বঙ্গজ সমাজের বৈদ্যগণের সমবায়ে এই সমাজের প্রতিষ্ঠা।

নিম্নলিখিত গ্রামসমূহ সপ্তগ্রাম সমাজ মধ্যে পরিগণিত। যথা :—সপ্তগ্রাম, পিণ্ডিবা, ত্রিবেনী, বিষপাডা, অম্বিকা, কালনা, ধাত্রীগ্রাম, পাতিলপাড়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, সোমডা, গুপ্তিপাডা, গুক্ডিয়া, নাটাগড, দীঘিরিয়া, নরহট্ট বা কাঁচডাপাডা, কুমারহট্ট বা হালিশহর, গোবীভা বা গবিফে মেহেরপুব, ভাজন ঘাট, গোস্ড়া, কৃষ্ণনগর ত্রিহট্ট, বরাহনগর প্রভৃতি। সপ্তগ্রাম সমাজ শ্রীখণ্ড সমাজেব পূর্ব্ববর্ত্তী। সেন রাজগণের সমকালে সপ্তগ্রামে বৈদ্য বসতি থাকিলেও লক্ষ্মণ সেনের কুল-বিধান প্রাপ্ত কুলীন বৈদ্যগণ পরবর্ত্তী সময়ে তথায় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সমাজ দুর্জ্জয় দাশের বিবাহের পরে গঠিত। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বৈদ্যান্তরঙ্গ দুর্জ্জয় দাশের সপ্তদশ অধস্তন পুরুষ। দুর্জ্জয়ের অষ্টম অধস্তন পুরুষ শিবরাম শ্রীখণ্ড হইতে নরহট্ট (কাঁচডাপাডা গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ কাঁচডাপাড়াবাসী।

সপ্তগ্রাম সমাজস্থ পাতিলপাডা গ্রাম বৈদ্যকুলতিলক মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকেব জন্মভূমি। ধাত্রী গ্রামে ভরত মল্লিকের চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে বসিয়া তিনি "রত্নপ্রভা" ও "চন্দ্রপ্রভা" নাম্নী বৈদ্যকুল পঞ্জিকা রচনা করেন।

কালনা গ্রামে কবিরাজ চন্দ্র কিশোর সেন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। নাটাগর গ্রামে জয়পুরাধিপতির প্রধান মন্ত্রী স্বর্গত সংসার চন্দ্র সেনের আবাসভূমি। প্রাতঃস্মরণীয় সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধন্বন্তরী গোত্র প্রভব রোষ সেনের বংশধর। ধলচত্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কৃত্তিবাস সেনের অধস্তন সন্তান। গোরীভা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মভূমি।

এই সমাজের গুপ্তি পাডাগ্রামে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র দেব-বিগ্রহের কৃষ্ণবাটীতে পরিব্রাজক মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরবর্ত্তী কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী" নাম গ্রহণ করেন। পুণ্যতীর্থ কাশীধামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "যোগাশ্রম" বিদ্যমান। তিনি ধন্বন্তরী গোষ্ঠী বিকর্ত্তন সেন সম্ভূত। ভাজন ঘাটে ধন্বন্তরী রোষ সেন-বংশে কবি শিরোমণি মহাত্মা কৃষ্ণকমল গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই স্বপ্নবিলাস, বিচিত্র বিলাস, রায় উন্মাদিনী, নন্দ বিদায় প্রভৃতি গীতি কাব্য রচনা করেন।

(৪) **গোয়াশ সমাজ :** বহরমপুরের দশ ক্রোশ পূর্ব্বে গোয়াশ গ্রাম অবস্থিত। বশিষ্ঠ গোত্রীয় চন্দ্র-বংশীয়গণ এই গ্রামে বহু বৈদ্য সন্তানকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত সমাগত বৈদ্যগণের সমবায়েই গোয়াশ সমাজ গঠিত হয়।

নিম্নলিখিত গ্রাম সমূহ এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত :—

গোয়াশ, শ্রীরামপুর, ইসলামপুর, মালীবাড়ী, ঝাঁঝাঁ, বিলচাতরা, পঞ্চাননপুর, শ্রীরামপুর ২য়, কামালপুর, বালুচর ও অম্বরপুর প্রভৃতি। "চন্দ্রবংশীয়গণ" প্রভূত অর্থশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহারা শক্তি গোত্র প্রভব কুশল-সেনের পুত্র মাধব সেনের ষষ্ঠ অধস্তন বংশধর চণ্ডীদাস সেনকে গোয়াশ গ্রামে স্থাপন করেন। রাঢ়ীয় সমাজের এক-মাত্র মাধবের সন্তান চণ্ডীদাসের বংশধরগণই বিদ্যমান। মাধবের অপর সন্তানগণ বঙ্গীয় সমাজের পাঁচথুপী মেঘচামী বাণীবহ, বিক্রমপুর, চান্দ প্রতাপ ও মহেশ্বরদীতে বাস করিতেছেন। গোয়াশ সমাজের বৈদ্যগণ রাঢ়ীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণের সহিত আদানপ্রদান করিয়াছেন।

গোয়াশ সমাজের শ্রীরামপুর গ্রামে মহাত্মা ধোয়ী কবিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসিদ্ধ কাশী সেনের বংশে কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গত রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্ন জন্মগ্রহণ করেন।

## ৩। বঙ্গীয় সমাজ

নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনা লইয়া বঙ্গীয় সমাজ।

পূর্ব্বকালে বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজ সপ্ত বিংশতি সমাজে বিভক্ত ছিল। এই সপ্ত বিংশতি সমাজের নাম, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থান এবং সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) **সেনহট্ট ( সেনহাটি )**—মহারাজ লক্ষ্মণ সেন যশোহরে সেনহট্ট গ্রাম স্থাপন করেন। ( **বিশ্বকোষ** ) এখন এই গ্রাম খুলনা জেলায় অবস্থিত। ইহা বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজের প্রধান স্থান। ধন্বন্তরি গোত্র মহাত্মা বিনায়ক সেনের মধ্যম পুত্র সত্যসন্ধ প্রথিতনামা ধন্বন্তরি সেনের পৌত্র হিঙ্গু সেন সেনহট্ট সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্বে দেব ও দত্তের বসতি ছিল। দেব বংশই সেনহাটি গ্রামে কুলীন বংশের স্থাপয়িতা। কাল-ক্রমে দেব বংশ আড়পাড়া ও বাগলাডাতে বসতি স্থাপন করেন।

(২) **পয়োগ্রাম**—খুলনা জেলায় অবস্থিত। শক্তি গোত্র প্রভব মহাত্মা ধোয়ী সেনের মধ্যম পুত্র কুশলী সেনের মধ্যম পুত্র হিঙ্গু সেনের বংশধরগণ সর্ব্ব প্রথমে পযোগ্রামে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

**(৩) চন্দনী মহল**—খুলনা জেলায় অবস্থিত। ধন্বন্তরি গোত্র প্রভব রবি সেন সেনহাটি গ্রামের সন্নিকটে যে স্থানে চন্দনের অনুষ্ঠান করিয়া "মহামণ্ডল" উপাধি লাভ করেন, সেই স্থান "চন্দনী মহল" নামে অভিহিত। রবি সেন মহামণ্ডলের তিরোভাবের পরে তাঁহার বংশধরগণ নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। বিক্রমপুর ও বাকলা সমাজের বহু বৈদ্য বংশ চন্দনী মহল হইতে সমাগত।

(৪) **দাশপাড়া** যশোহর জেলায় অবস্থিত। ধন্বন্তরি গোত্র প্রভব মহাত্মা রোষ সেনের পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র অভি ও গোপাল সেনের সন্তানগণ দাশপাড়া গ্রামে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মৌদ্গল্য পদ্ম দাশের এক শাখা দাশপাড়া গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহাদের নামানুসারেই "দাশপাড়া" নাম হইয়াছিল।

(৫) **ভেড়াপল্ল**—খুলনা জেলায় অবস্থিত। এই গ্রামে সম্প্রতি কোন বৈদ্য নাই।

(৬) **দাপনদী**—যশোহর জেলার অন্তর্গত।

(৭) **ভোগীল হট্ট**

(৮) **শোভপাড়া**— খুলনা জেলায় অবস্থিত। ভোগীল হাটি গ্রামে দত্ত বংশ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত গ্রামের কানু দত্ত রাঢ়ের তেহট্ট হইতে শক্তি গোত্র হিঙ্গু সেনের প্রপৌত্র জগন্নাথ সেনকে ভোগীল হট্ট

গ্রামে স্থাপন করেন। ভোগীল হাটি ও শুভপাড়া গ্রাম পয়োগ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী। বর্ত্তমানে এই গ্রামে বৈদ্যের বসতি নাই।

**(৯) আড়পাড়া**—যশোহর জেলায় অবস্থিত। আড়পাড়ায় দেব বৈদ্যগণের বসতি ছিল। তাঁহারা সেনহাটি হইতে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

**(১০) তেঘরি (১১) বারমল্লিক (১২) তেনারী**—

ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত। শক্তি্রগণ-সেনের সন্তানগণ এই তিন গ্রামে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

**(১৩) পঞ্চখুপী ( পাঁচখুপী )**—

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। শক্তি্র মাধব সেনের সন্তানগণ এই গ্রামে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মাধব বংশের এক শাখা রাঢ়ীয় সমাজের গোয়াশ গ্রামে বদ্ধমূল হয়েন। মাধবের আর এক শাখাও কিছুকাল গোয়াশে আসিয়া পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার বাগবাটী গ্রামে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। মাধবের সন্তানগণ ক্রমে বিক্রমপুর বাণী-বহ, মেঘচামী, চান্দ প্রতাপ, মহেশ্বরদী, পাবনা প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

**(১৪) নাগর হট্ট**—যশোহর জেলায় অবস্থিত। শক্তি্র শিয়াল সেন বংশের এক শাখা নাগর হট্ট গ্রামে বর্ত্তমান ছিল।

**(১৫) মেঘচামী** ( ফরিদপুর )—মেঘচামী গ্রামে দাশোড়া সমাজের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দত্ত বংশীয়গণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে শক্তি্র মাধব বংশীয় নরসিংহের সন্তানগণ উক্ত গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

**(১৬) রোহা** ( রাজশাহী )—রোহা গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় নন্দীবংশ বিদ্যমান ছিলেন। পরে তাঁহারা রংপুরের অন্তর্গত ইটাকুমারী গ্রামে বদ্ধমূল হন। তাঁহাদিগের উপাধি "রায় চৌধুরী"। শক্তি্রগণ সেনান্তর্গত বৃচন বংশ এই রোহা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

**(১৭) টিকলী** ( রাজশাহী )—টিকলী গ্রামে আত্রেয় গোত্রীয় দেব বংশীয়গণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ইঁহারা ঢাকা মাণিকগঞ্জের অধীন হাঁড়কুটী গ্রামে বসবাস করেন। হাঁড়কুটী নদীগ্রস্ত হইলে তাঁহারা রুদ্রবাড়ীয়া ও পাবনা, সিরাজগঞ্জের অধীন বাত্রিতারা, খোকসাবাড়ী প্রভৃতি গ্রামে গিয়া জামতৈল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন।

**(১৮) জাম তল বা বৈদ্য জামতৈল** ( পাবনা )—জামতৈল পাবনা জেলার বড় বাজু পরগণার অন্তর্গত। ইসফশাহী পরগণা ও বড়বাজু পরগণার সন্নিকটে অবস্থিত। এই দুই পরগণার স্থানসমূহ জামতৈল সমাজের অন্তর্গত। জামতৈল, বেজগাতি, যোগনালা, ভাঙ্গাবাড়ী, বাত্রিতারা, সৈদাবাদ, দৌলতপুর, বাণীগ্রাম, বাগবাটি প্রভৃতি জামতৈল সমাজের অন্তর্গত। ধন্বন্তরি কবি সেনবংশের কতিপয় শাখা সেনহাটী ও লাখড়িয়া হইতে পাবনা জেলার বেজগাতি ও বাগবাটী গ্রামে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। কবি কণ্ঠহার তাঁহাদিগকে "উত্তর দেশ" গত বলিয়া লিখিয়াছেন। ধন্বন্তরি রোষ সেনের দুইটি শাখা বিক্রমপুর নপাড়া হইতে আসিয়া জামতৈল ও বাসুরিয়ায় স্থায়ী হন। শক্তি্র কাশী-সেন বংশের একটি শাখা তেহট্ট মেরুপুর ( মেহেরপুর ) হইতে আসিয়া পাবনা নিশ্চিন্তপুরে ( ভাঙ্গাবাড়ী ) স্থায়ী হন। শক্তি্র মাধবের এক শাখা গোয়াশ হইতে আসিয়া পাবনা বাগবাটীতে স্থায়ী হন। ত্রিপুর দিগম্বর ও রাজাধর গুপ্তের দুই শাখা আসিয়া বাগবাটীতে স্থায়ী হন। এই ভাবে টিকলীর আত্রেয় দেব বংশ, দাশড়ার শাণ্ডিল্য দত্তবংশ, গোয়াশের কাশ্যপ নন্দী ও চন্দ্রবংশ, যশোহরের ভরদ্বাজ কুণ্ড বংশ, ঢাকা সুয়াপুরের পদ্মদাশ বংশের এক একটি শাখার দ্বারা এই সমাজ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়।

**(১৯) ইদিলপুর**—ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত। শক্তি্র গোত্রের অন্যতম বীজীপুরুষ চন্দ্র-সেন ইদিলপুর আশ্রয় করেন।

(২০) **পোড়াগাছা**—দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত। শক্তি গোত্রীয় শিয়াল সেনের বংশধরগণ পোড়াগাছা গ্রামে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

(২১) **বিক্রমপুর**—বৈদ্যজাতির আদি সমাজ। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পরে, "সমতটে" দুইটি পৃথক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম রাজধানী "সঙ্কটে" ও দ্বিতীয় রাজধানী "চম্পাবতীতে" অবস্থিত ছিল। এই দুই রাজধানীর প্রসিদ্ধ রাজবংশদ্বয় বৈদ্যবংশ সম্ভূত এবং তাঁহারা সমুদ্রগুপ্তের আত্মীয় ছিলেন। সঙ্কটের অধিপতি রাজা ধন্বন্তরি গোত্র প্রভব। এই রাজবংশে শালবান ভূপতি জন্মগ্রহণ করেন। চম্পাবতীর রাজবংশে মহারাজ বিজয়সেন ও বল্লাল সেন প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৈশ্বানর গোত্রপ্রভব। এই রাজবংশের আদি নিবাস দাক্ষিণাত্যে ছিল। অশ্বপতি সেন এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ, কথিত হয় ভুবন বিখ্যাতা সাবিত্রীদেবী ইঁহারই কন্যা। অশ্বপতির বংশধর মহাত্মা বিক্রম সেনের নামানুসারে "সমতট" "বিক্রমপুর" নামে অভিহিত হইয়াছিল। বৈদ্যরাজগণের অভ্যুদয়কালে বিক্রমপুরে বৈদ্য উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। তথায় দেব, দত্ত, ধর, কর, নন্দী, চন্দ্র সোম, রাজ, কুণ্ড, রক্ষিত, নাগ, ইন্দ্র ও আদিত্য প্রভৃতি বৈদিক বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আরও কতিপয় বংশ বিক্রমপুরে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহাদিগের মধ্যে বৈশ্বানর গোত্রীয় সেন, আদ্য সেন, ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাশ, মৌদ্গল্য পাহিদাশ ও ভবদাশ, কাশ্যপ গোত্রীয় অশ্বগুপ্ত, শক্তি গোত্রীয় স্বর্ণপীঠ সেন এবং ধন্বন্তরি গোত্রীয় বুদ্ধিসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মহারাজ বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের বিরোধে বহু বৈদ্য বংশ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। রাজা লক্ষ্মণ সেন রামপাল হইতে নবদ্বীপে রাজধানী পরিবর্ত্তন কালে ভরদ্বাজ গোত্রীয় বিদ্যাপতি দাশকে সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু বল্লাল সংসর্গত্যাগী সদাচারী ভরদ্বাজ গোত্রীয় বীরভদ্রদাশকে বিক্রমপুর ত্যাগে অপারগ দেখিয়া তাঁহাকে বিক্রমপুর বৈদ্য সমাজের সমাজপতিত্ব দান করিয়া যান। সেই সময় হইতে রাজা রাজবল্লভের সময় পর্য্যন্ত ভরদ্বাজ দাশ বংশীয়েরাই বিক্রমপুর সমাজের সমাজপতিত্ব করেন। বীরদাশ চম্পাবতী জনপদে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই চম্পাবতী পরবর্তী সময়ে "চাপাতলী" নামে অভিহিত হইয়াছে। মহারাজ বল্লাল সেনের জ্ঞাতিবর্গ "বৈদ্যগ্রামে" প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৈদ্যগ্রাম পরে "বেজগ্রাম" নামে অভিহিত হইয়াছে। পাল রাজগণের অধস্তন সন্তানগণকে মহারাজ বল্লাল সেন পালগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পাল রাজগণ শক্তি গোত্র প্রভব সেন বংশ সম্ভূত। পরবর্ত্তী সময়ে পাল রাজগণের বংশধরগণ পাল উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "সেন" উপাধি ধারণ করিয়াছেন।

সেন রাজগণের সমকালে বিক্রমপুরের গ্রাম সমূহ যে সকল বৈদ্য বংশ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(ক) রামপাল, বৈদ্যগ্রাম, বেজগাঁ— সেন রাজগণের জ্ঞাতি বৈশ্বানর গোত্রীয় সেন বংশ।

(খ) পালগ্রাম, পালগাঁ— পাল রাজগণের জ্ঞাতি শক্তি গোত্র সেন বংশ। মহারাজ বল্লাল সেন শক্তি গোত্রীয় ধর্ম্মপালকে যে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা "পালগ্রাম" নামে অভিহিত হয়।

(গ) চম্পাবতী, চাঁপাতলী— ভরদ্বাজ গোত্র দাশ বংশ। বিক্রমপুরের সমাজপতি ভরদ্বাজ গোত্রীয় বীরদাশ এই গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

(ঘ) সঙ্কট, সমতট— বৈশ্বানর গোত্রীয় প্রসিদ্ধ সেন রাজবংশ ও কাশ্যপ গোত্রপ্রভব অশ্বগুপ্ত।

(ঙ) সপ্তগ্রাম, সাতগাঁ— ধন্বন্তরি গোত্রপ্রভব সপ্তভ্রাতার বংশ।

(চ) ষোলঘর, নেত্রাবতী— শক্তি গোত্র দণ্ডপাণি সেনের বংশ।

(ছ) করগ্রাম, বাঘিয়া, কয়েকারা, মামুদপুর— } পরাশর গোত্রপ্রভব কর বংশ। এই বংশে "নিদান গ্রন্থ" প্রণেতা প্রসিদ্ধ মাধব কর জন্মগ্রহণ করেন।

(জ) সিমুলিয়া, মাশরিয়া— জামদগ্ন্য গোত্রপ্রভব ধর বংশ।

(ঝ) মধ্যপাড়া বা মালপদিয়া— আত্রেয় গোত্রপ্রভব দেব বংশ ও ধন্বন্তরি গোত্রপ্রভব বুয়ি সেন বংশ।

(ঞ) পোড়াগাছা— কাশ্যপ গোত্রপ্রভব গুপ্তবংশ, শক্তি গোত্রপ্রভব কাশী সেন ও শিয়াল সেন বংশ।

(ট) সোনার দেউল, কোঁয়রপুর— মৌদগল্য গোত্রপ্রভব পাহি দাশ বংশ।

(ঠ) বৌলানার, তাজপুর, ভাটীঝিরা—শাণ্ডিল্য গোত্রপ্রভব দত্তবংশ। বিখ্যাত শ্রীপতি দত্ত এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

(ড) বেলতলী— মৌদ্গল্য গোত্রপ্রভব সেন বংশ।

(ঢ) মুটুকপুর— শক্তি গোত্র স্বর্ণপীঠ আথাধারী সেনবংশ।

(ণ) বালিগ্রাম, বালিগাঁ, গোবরাদি —কাশ্যপ গোত্রীয় দত্ত বংশ। পরাশর গোত্রীয় কর বংশ।

(ত) শিয়ালদি— কৃষ্ণাত্রেয় দত্ত বংশ।

(থ) ফেগুনসার— আত্রেয় গোত্রপ্রভব দেব বংশ।

(দ) সুরপুর— ধন্বন্তরি গোত্রপ্রভব সেন বংশ।

এতদ্ভিন্ন যে সকল গ্রামসমূহে বৈদ্যোপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বৈদ্যগ্রামগুলির তালিকার মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। সেন রাজগণের পতনের পরে চাঁপাতলীর ভরদ্বাজ বংশীয়গণের জ্যেষ্ঠশাখা নপাড়া গ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী। উক্ত চৌধুরী বংশের অভ্যুদয়কালে বিক্রমপুরের যে কতিপয় গ্রামে শ্রেষ্ঠ বৈদ্যসমাজ সন্নিবেশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে বিন্যস্ত হইল। রাজপাশা, সঙ্কট, গোবিন্দমঙ্গল, দাউনিয়া রূপসা, কোঁয়রপুর, মাশরিয়া, দশলঙ, চামালদি, করগাঁ, সোনারটং, কাচদিয়া, হাতারভোগ, বলুর, বিদগাঁ, আউটসাহী, মূলগাঁ ও বাহেরক। এই গ্রামগুলির প্রায় সবই কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে। কেবল দশলঙ্ ( যশোলঙ্ ), সোনারটং, আউটসাহী, কোয়রপুর, বিদগাঁ ও বাহেরক বিদ্যমান আছে।

**(২২) হাড়কুচি বাজু**—চান্দপ্রতাপের ছিল। শাণ্ডিল্য গোত্রপ্রভব দত্ত বংশীয়গণের এক শাখা এই গ্রামে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা সম্প্রতি চাঁদপ্রতাপ পরগণার রঘুনাথপুর ও বৌলতলা গ্রামে বাস করিতেছেন।

**(২৩) দাশোড়াবাজু**—দাশোড়া ঢাকা মাণিকগঞ্জের সন্নিহিত গ্রাম। রাঢ়ের বটগ্রামের দত্ত বংশের এক শাখা দাশোড়া গ্রামে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। শাণ্ডিল্য গোত্র প্রভব ভানুদত্ত সেন-রাজবংশের জ্ঞাতি কন্যা বিবাহ করিয়া দাশোড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ভানুদত্তকে দাশোড়া সমাজের সমাজপতিত্ব দান করেন। দাশোড়া বাজুদেশের অন্তর্গত। কবি কণ্ঠহার বর্ণিত বাজুদেশে যে সকল বৈদ্যগ্রাম বিদ্যমান আছে তাহাদের নাম এখানে সন্নিবেশিত হইল। এই সকল গ্রামের বৈদ্যগণ প্রসিদ্ধ দাশোড়া ও জাম তৈল সমাজভুক্ত সদাচার পরায়ণ বৈদ্য। পাবনা জেলার অন্তর্গত "জামতৈল সমাজ"কে বৈদ্যজাতির ইতিহাসে "দাশোড়া সমাজ" ভুক্ত করা হইয়াছে। তাহার কারণ ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল ( পশ্চিম ময়মনসিংহ ) নিবাসী বৈদ্যগণ ক্রিয়াকরণ ও সামাজিক আচার ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকারে একই ধরণের দাশোড়া ও জামতৈল সমাজভুক্ত গ্রামসমূহ প্রতাপ বাজু ও ইসফসাহী বড় বাজু পরগণার অন্তর্গত বলিয়া "বাজুদেশ" নামে অভিহিত।

## বাঙ্গদেশান্তর্গত বৈদ্য গ্রামগুলির নাম

**(ক) ঢাকা মাণিকগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত দাশোড়া সমাজ :—**

(১) দাশোড়া, মত্ত, বেথুয়া (বেথুর), বকজুরি, নবগ্রাম, নালি, মহাদেবপুর, তেওতা, উপাইল, মোহালী-গৌরীবরদিয়া, পাঁতুলী, কাঞ্চনপুর, পাটগ্রাম, ডুবাইল, ধুলশুয়া, গঙ্গারামপুর, আজিমনগর, বৈগুখুরি, বায়রা, বলধরাশালা, বানিয়াখোরা, ষাটঘর।

(২) ঢাকা সদর সবডিভিসনের অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার গোবিন্দপুর।

(৩) ঢাকা সাভার থানার অন্তর্গত সুয়াপুর, রঘুনাথপুর, আটগ্রাম, ধামরাই, মিরপুর, ভৃঙ্গরাজ, উল্টাপাড়া, বৌলতলী।

**(খ) ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল সবডিভিসনের অন্তর্গত দাশোড়া সমাজ :—**

(১) সাকরাইল, বিন্নাকৈর, গালা (উত্তর), করের বেতকা, বাঁশী, ছোট বাসালিয়া, সহদেবপুর টেরকী, কালীহাতি, রামনগর, ঘারিন্দা, বোয়ালী, কেদারপুর, ভাতগাও, কাঁটালিয়া, তারাইল, পাহাড়পুর, নান্দুলিয়া, কাতলী, কড়াইল, বাইনাড়া, এলেঙ্গা।

(২) ময়মনসিংহ জামালপুরের অন্তর্গত সেরপুর।

(গ) **পাবনা সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত জামতৈল সমাজ :—**বৈদ্যজামতৈল, শক্তিপুর, রাণীগ্রাম, ভাঙ্গাবাড়ী, ধানবান্দি, খোকশাবাড়ী, ব্রাহ্মণগাঁতি, ছোনগাছ। কুলকোচা, ঘোড়াচড়া, বাগবাটি, বেঁজগাতি, হরিণা, মালিগাতি, জোকনালা, শিয়ালকুল, ভুরভুরিয়া, সৈদাবাদ, ধুকুরিয়া বেড়া, মূলকান্দি, বাগ্রৈতারা, জিয়ারপাড়া, ব্রহ্মগাছা, রামহাটা, বামুরিয়া, বৈদ্যভুগাছি, পঞ্চক্রোশী।

(২৪) **বুড়ড়ী, যশোর—**এই গ্রাম শৈলকোপা থানায় অবস্থিত। বুড়ড়ী গ্রামে শক্তি গোত্রীয় মাধব সেনের বংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(২৫) **বাগলাড়া, যশোর—**বাগলাড়া কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় দেব বংশীয়গণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

(২৬) **কাটিপাড়া, যশোর—**কাটিপাড়া গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় রক্ষিত বংশীয়গণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

(২৭) **শৈলকোপা, যশোর—**এই গ্রামের সৌপায়ন গোত্রীয় নাগ পদ্ধতির বৈদ্যদিগের বাস ছিল।

এই সপ্তবিংশতি সমাজ আদি বৈদ্য সমাজপতি মহাত্মা রবি সেন মহামণ্ডলের সময়ে গঠিত হইয়াছিল। এই ২৭ সমাজের বৈদ্যগণ "সেনহাটী"কে শ্রেষ্ঠ সমাজভূমি বলিয়া স্বীকার করিতেন। এই কারণে এই ২৭ সমাজ "যশোরীয়" সপ্তবিংশতি সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাঢ়ীয় ও বঙ্গীয় সমাজ প্রকৃত প্রস্তাবে একটি বৃহৎ সমাজের দুইটি শাখা মাত্র।

## ৪। পূর্ব্বদেশীয় বৈদ্য সমাজ

(ক) **চট্টল সমাজ—**এই সমাজের বৈদ্যগণ প্রধানতঃ রাঢ়ীয় সমাজ হইতে সমাগত; ইহা চট্টল সমাজের বিভিন্ন কুলজী হইতে অবগত হওয়া যায়।

যথা :—(১) চট্টলের বরমা শাখার ধন্বন্তরি কুলজীতে লিখিত আছে মহাত্মা রামবল্লভ সেন কবি ভিজিম নবাব ইছপের সভাপণ্ডিতরূপে রাঢ়দেশ হইতে চট্টলের গৈরলা গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

(২) ধন্বন্তরি বিনায়ক সেন বংশীয় বিষ্ণুপ্রসাদ সেন যশোহর জিলার সেনহাটীর নিকটবর্ত্তী শিলা এলাচি গ্রাম হইতে চট্টলে আগমন করেন এবং ধলঘাটের ভরদ্বাজ গোত্রীয় জমিদারের কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের বংশ "গন্ধয়ারী" সেন বংশ বলিয়া পরিচিত।

(৩) বৈশ্বানর গোত্রীয় রাঘব সেন-শর্ম্মা রাঢ় দেশ হইতে চট্টলে বাস করিতে আসেন। রাঘব সেন রাঢ়ের কাঞ্জিকা গ্রামস্থিত "চিকিৎসা সার সংগ্রহ" ও "আখ্যাতবৃত্তি কলাপ ব্যাকরণ" প্রণেতা বঙ্গসেন বংশ সম্ভূত।

(৪) চট্টলস্থ দুর্গাপুর গ্রামের ভরদ্বাজ গোত্রীয় রক্ষিত পদ্ধতির বৈদ্যগণ রাঢ়ের নদীয়া জেলার চুপীগ্রাম হইতে চট্টলে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

(৫) চট্টলস্থ কৌশিক গোত্রীয় দত্তদিগের আদিপুরুষ পাহি দত্তের আদি নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের খাগড়া গ্রামে।

(৬) চট্টলস্থ শ্রীপুর গ্রামের ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাশ পদ্ধতির বৈদ্যগণ রাঢ়ের গৌনগ্রাম হইতে চট্টলে আসেন।

(৭) চট্টলের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দত্তদিগের আদিপুরুষ হৃদয়ানন্দ দত্ত রাঢ়ের বর্দ্ধমান জেলার দাঁতরা বা দত্তগ্রাম হইতে চট্টলের শ্রীপুর গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

চট্টলস্থ বৈদ্যদিগের কুলজী দৃষ্টে জানা যায় যে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে এবং দিল্লীশ্বর কর্তৃক দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পরে বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং চব্বিশ পরগণা ও যশোহর হইতে বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্য ধনজন লইয়া চট্টলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গে বৈদ্য রাজত্বের অবসানকালে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে ঢাকা প্রভৃতি জেলা হইতেও অনেক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য চট্টলে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

**(খ) ত্রিপুরা সমাজ**—ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় একটী বৈদ্যপ্রধান গ্রাম চুণ্টা। ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ভাওয়াল, মহেশ্বরদী ও সোনার গাঁ পরগণার বৈদ্যগণ একই সমাজভুক্ত। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার বাজাপ্তি, কমলাপুর প্রভৃতি অল্প কয়েকটি স্থান নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর সমাজভুক্ত। ত্রিপুরা জেলার চৌদ্দগাঁ থানার কোন কোন গ্রামের বৈদ্যগণ নোয়াখালী জেলার ফেণী মহকুমার দানরা সমাজভুক্ত। দক্ষিণ-ত্রিপুরার সাচার, নৈয়ার, পাইথয় প্রভৃতি কোন কোন গ্রামের বৈদ্যেরা বঙ্গীয় সমাজভুক্ত।

**(গ) নোয়াখালী সমাজ**—এই জেলার বৈদ্যরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কাঞ্চনপুর, ময়মনসিংহ, চণ্ডীপুর শ্রীপুর প্রভৃতি স্থান নোয়াখালী জেলার মধ্যে হইলেও বঙ্গীয় সমাজভুক্ত। ফেণী মহকুমার বৈদ্যেরা দানরা সমাজভুক্ত। চট্টগ্রাম জেলার চৌদ্দগাঁ থানার কয়েকটি গ্রাম লইয়া এই সমাজ গঠিত। এই সমাজকে বঙ্গীয় সমাজের পূর্ব্বপ্রান্ত বলা যাইতে পারে। (কুলদর্পণ—১৭৪-১৯২ পৃঃ)

**(ঘ) শ্রীহট্ট সমাজ—**

শ্রীহট্ট জেলায় প্রায় দেড়শত গ্রামে বৈদ্যগণের সমাজ ও বাস। ইঁহাদের অধিকাংশই রাঢীয় সমাজ হইতে সমাগত। এই সমাজে শক্তি, ধন্বন্তরি, মৌদগল্য বৈশ্বানর এবং ব্যাস মহর্ষি গোত্রের সেন বংশ, মৌদগল্য, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ ও আত্রেয় গোত্রের দাশ বংশ; কাশ্যপ গোত্রীয় কাবু ও ত্রিপুর গুপ্ত এবং বাৎস্য গোত্রীয় গুপ্ত বংশ; শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, গৌতম, আলম্বায়ণ ও কাশ্যপ গোত্রের দত্ত বংশ; কৃষ্ণাত্রেয়, ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ গোত্রের দেব বংশ। ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ ও মৌদগল্য গোত্রের কর বংশ। পরাশর গৌতম গার্গ ও কাশ্যপ গোত্রের ধর বংশ। কাশ্যপ গোত্রের নন্দী বংশ, স্বর্ণ কৌশিক ও কাশ্যপ গোত্রের সোম বংশ। সৌপায়ণ ও কাশ্যপ গোত্রের নাগ বংশ এবং কৌশিক গোত্রের আদিত্য পদ্ধতির বৈদ্য বংশ বিদ্যমান আছেন। এই সকল বৈদ্যগণের আগমন ও বসতি-গ্রামের বিবরণ অন্যত্র সন্নিবিষ্ট হইল। শ্রীহট্ট জেলায় বহু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ যুক্তভাবে এক সমাজভুক্ত ছিলেন। যৌথ সমাজের ভিতরে প্রত্যেক পরগণায় যে সকল গ্রামে ইঁহারা বাস করিতেছিলেন তাহার প্রতিটি গ্রামের বিজ্ঞ

প্রাচীন এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়া একটি যুক্ত শাখা সমাজ গঠিত হইত। পতিত ও পতিতোদ্ধার ইত্যাদির ব্যবস্থার নিমিত্ত উক্ত যৌথ শাখা সমাজের নেতৃবর্গের একটি আহুত সভায় (ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও বৈদ্যগণ) যথারীতি শাস্ত্রালোচনান্তর উপস্থিত সকলের দস্তখতে একটি ব্যবস্থা পত্র লিখিত হইয়া অপর পরগণার এই প্রকার শাখা সমাজের নেতৃবর্গের নিকট অনুমোদনও প্রচারের জন্য পাঠান হইত। এই প্রকার পর পর জিলার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য প্রভৃতি হিন্দুগণের বসতির সকল স্থানে এই ব্যাবস্থাপত্রের মর্ম্ম বিঘোষিত হইত। ইহাই শ্রীহট্ট জিলার আদি সমাজব্যবস্থা ছিল। অতি সামান্য কয় বৎসর হয় এই সকল সামাজিক প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। উপরোক্ত ব্যবস্থা পত্রের নাম ছিল পাতি।

শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের পৃথক পৃথক পংক্তিভোজনের নিয়ম প্রচলিত আছে। সব ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণগণ রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া থাকেন।

শ্রীহট্টে নানা প্রকার দেবানুষ্ঠান সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও শ্রীহট্টের প্রাচীন বৈদ্যমহাশয়গণ ও বৈদ্য বিধবাগণ প্রত্যহ শিব পূজা করিতেন এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও কপালে রক্ত চন্দনের ফোটা দিতেন। নিজেরা পুষ্প বিল্বপত্র চয়ন করিতেন। নিজস্ব গৃহদেবতার (বিষ্ণু) নিত্যপূজা পূজক ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদন করিতেন।

শ্রীহট্ট জিলায় দাসদাসী খরিদ বিক্রয়ের বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। গ্রন্থকারের পিতামহ পর্য্যন্ত এই প্রথা ছিল। অনেক সময় লোকে ভরণ পোষণের সুবিধা হইবে মনে করিয়া আত্ম বিক্রয় করিত। জমিদারের খামার চাষ, গবাদি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পারিবারিক কাজকর্ম্ম করিলেই সন্তান সন্ততি সহ ভরণপোষণের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারা যাইত। দাস-দাসীগণ পরিবারের লোকের ন্যায় গণ্য হইত। নিজের বাড়ীতে গ্রন্থকার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন প্রাচীন প্রাচীনারা দাস-দাসীকে পুত্র ও কন্যা জ্ঞান ও ব্যবহার করিতেন। পরিবারের ছেলে মেয়ে এবং দাস-দাসীতে ছোট বড় জ্ঞান এখনকার মত এত তীব্র ছিল না। জীবনযাত্রা প্রণালী সরল ছিল বলিয়া পরিবারের লোক এবং দাসদাসীর জীবনযাত্রা প্রণালীতে পার্থক্য ছিল না। একমাত্র পার্থক্য জমিদারের ছেলের বেশভূষা, অক্ষরে দলিলাদি পঠন ও লিখন, অঙ্ক এবং জমি কালি শিক্ষা করা। চাণক্য শ্লোক এবং নানা দেবতার স্তব, শিব পূজার মন্ত্র প্রাচীনরা মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। আর দাসীপুত্রের শিক্ষা হইত চাষ-আবাদ ইত্যাদি কার্য্য। এই প্রথা প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

নিজস্ব গৃহ দেবতা, পূজক, পুরোহিত ও দাসদাসী থাকা জমিদারদের গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। সমাজ তখন Status বা রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

জমিদারী ব্যতীত কেবল মাত্র চৌধুরীই পদবী বা সম্মান বিক্রয়ের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। সাচায়নী মৌজার কোনও চৌধুরী অর্থশালী কোনও ব্যক্তির নিকট ৷৷০ আট আনা চৌধুরাকী সহ অৰ্দ্ধেক সম্মান বিক্রয় করিয়াছিলেন (পাইল গায়ের ধর বংশাবলী ২৭ পৃষ্ঠা) এবং "চক্রদত্ত" গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে চাড়িয়ার দত্ত বংশের যাদব রায় চৌধুরী হইতে ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয় কেহ কেহ চৌধুরী উপাধি খরিদ করিয়া নিয়াছেন। এই প্রকারে আরও থাকিতে পারে, আমরা তাহার খবর পাই নাই।

(ঙ) আসামে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণে কোন প্রভেদ নাই। তাহাদিগের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রচলিত আছে। আসামে বৈদ্যেরা বেজ বড়ুয়া নামে খ্যাত।

৫। **বারেন্দ্র সমাজ**—রাজশাহী, মালদহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থান বারেন্দ্র দেশ বলিয়া পরিচিত। বরেন্দ্র ভূমিতেও পৃথক বৈদ্য সমাজ গঠিত হইয়াছিল। কবি কণ্ঠহার বারেন্দ্র দেশকে "উত্তর দেশ" বলিয়াছেন।

৬। **উৎকল সমাজ**—উৎকল সমাজের বৈদ্যগণ প্রধানতঃ রাঢ়ীয় সমাজ হইতে সমাগত।

## বৈদ্যের বর্ণ

( কুলদর্পণ ২২৫ - ২৩০ পৃষ্ঠা )

বৈদ্য ও বৈদিক ব্রাহ্মণ একই বংশ সম্ভূত। বৈদ্যগণ দক্ষিণ ও পশ্চিম এই দুই দেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন, ইহাই বৈদ্য সমাজের চির প্রবাদ। বৈদিক ব্রাহ্মণগণও একদল দক্ষিণ দেশ হইতে আসিয়া দাক্ষিণাত্য নামে এবং অপর দল পশ্চিম দেশ হইতে আসা হেতু পাশ্চাত্য নামে এখনও পরিচিত রহিয়াছেন। মৌদগল্য, কাশ্যপ, কৌশিক, ঘৃত কৌশিক, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, গৌতম, সাবর্ণ, পরাশর প্রভৃতি যতগুলি গোত্র বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, বৈদ্যদিগের মধ্যেও সেই সকল গোত্র দেশভেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিকদিগের ন্যায় বৈদ্য দিগের মধ্যেও উপাধি ভেদে গোত্রভেদের বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে। বৈদিক ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই যেমন যজুর্ব্বেদী, সামবেদী অতি অল্প এবং ঋগ্‌বেদী আবার ততোধিক বিরল, বৈদ্যদিগের মধ্যেও তেমনি যজুর্ব্বেদীর সংখ্যাই অধিক, সামবেদীর সংখ্যা অত্যল্প এবং ঋগ্‌বেদী বৈদ্য বাঁকুড়া জেলায় এবং হুগলী জেলায় কয়েক ঘরের মাত্র সন্ধান পাওয়া যায়। বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদ্য ব্রাহ্মণদিগের ধর, কর, নন্দী, দাশ, চন্দ্র প্রভৃতি উপাধিই কৌলিক উপাধি। দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে ঐ সকল উপাধি এখনও বর্ত্তমান আছে। পাশ্চাত্য বৈদিকেরা ঐ সকল উপাধি বর্জ্জন করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৌলিক পদবি বা পদ্ধতি হইতেছে ধর। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার "সম্বন্ধ নির্ণয়ে" প্রসিদ্ধ "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নাটক প্রণেতা শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নের আদি পুরুষের নাম লিখিয়াছেন "জহ্নুকর"। দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বিবরণে "সম্বন্ধ নির্ণয়ে" লিখিত আছে—

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মাচ গৌতমঃ।
আত্রেয় রথশর্ম্মাচ নন্দ শর্ম্মাচঃ কাশ্যপঃ।
কৌশিকা দাশ শর্ম্মাচ পতি শর্ম্মাচ মুদগলঃ। ( সম্বন্ধ নির্ণয় পরিশিষ্ট— ৩৬৫ পৃঃ )

বৈদ্যের গোত্র ও প্রবরের সহিত আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নে পাশ্চাত্য বৈদিক ও শাকদ্বীপ ব্রাহ্মণদিগের গোত্র ও প্রবর লিখিত হইল। ইহা হইতেও বৈদ্য ও বৈদিকের সাজাত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

## পাশ্চাত্য বৈদিক

| গোত্র | প্রবর |
|---|---|
| ১। শুনক বা শৌনক | শৌনক — সৌহাত্র, গৃৎসমজ। |
| ২। বশিষ্ঠ | বশিষ্ঠ—অত্রি, সাংকৃতি |
| ৩। সাবর্ণ | ঔর্ব্ব- চ্যবণ, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ। |
| ৪। শাণ্ডিল্য | শাণ্ডিল্য—অসিত দেবল। |
| ৫। ভরদ্বাজ | ভরদ্বাজ আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। |
| ৬। বশিষ্ঠ | বশিষ্ঠ। |
| ৭। কাশ্যপ | কাশ্যপ, অপ্‌সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব। |
| ৮। বাৎস্য | ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ। |
| ৯। পরাশর | বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর। |

| | গোত্র | প্রবর |
|---|---|---|
| ১০। | কৌশিক | কৌশিক, অত্রি, জামদগ্নি। |
| ১১। | ঘৃত কৌশিক | কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক। |
| ১২। | মৌদ্গল্য | ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ। |
| ১৩। | আত্রেয় | আত্রেয়, শাতাতপ, সাংখ্য। |
| ১৪। | আত্রেয় | আত্রেয়। |
| ১৫। | সঙ্কর্ষণ | সঙ্কর্ষণ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। |
| ১৬। | রথীতর | রথীতর, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। |

## শাকদ্বীপ ব্রাহ্মণ

| | | |
|---|---|---|
| ১। | কাশ্যপ | কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব। |
| ২। | ঘৃতকৌশিক | কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক। |
| ৩। | গৌতম | গৌতম, আঙ্গিরস, আবাস। |
| ৪। | মৌদ্গল্য। ৫। বাৎস্য | ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ। |
| ৬। | ভরদ্বাজ | ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। |
| ৭। | শাণ্ডিল্য | শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল। |
| ৮। | পরাশর | পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ। |
| ৯। | জামদগ্নি | জামদগ্নি, ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠ। |
| ১০। | আলম্বায়ণ | আলম্বায়ণ, শালঙ্কায়ণ, শাকটায়ণ। |

বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যে কারণে ধব, কর, নন্দী, দাশ প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

"যাজ্ঞিকানাঞ্চ কর্তৃত্বে কর" ইত্যভিধীয়তে।
পাঠে ধারককার্য্যার্থং যজ্ঞে "ধব" ইতি স্মৃতঃ॥
নারায়ণং রথে "রথী" রথ সংজ্ঞা তদাশ্রয়া।
দশ সংস্কার নৈপুণ্যে "দাশ" ইতি পুরোধনে॥
যজ্ঞেচ সোমপায়ী বৈ স হি "পীথি" ত্বদাহৃতঃ।
নান্দীমুখেষু নন্দন্তি যে তে "নন্দাঃ" প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

দাক্ষিণাত্যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহাদের যাজ্ঞিক কার্য্যে কর্তৃত্ব ছিল তাঁহারাই "কর" নামে অভিহিত। যজ্ঞে বেদাদি শাস্ত্রের পাঠনা কার্য্যের জন্য যাঁহারা ধারকপদে বৃত হইতেন, তাঁহারা "ধর" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা রথস্থ নারায়ণকে রথযাত্রা কালে রক্ষা করিতেন তাঁহারা "রথি" নামে অভিহিত হইতেন। যজ্ঞে দশ সংস্কার-কার্য্যনিপুণ পুরোহিতগণ "দাশ" উপাধি পাইতেন। যজ্ঞের সোমপায়ী ব্রাহ্মণেরা পীথি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং নান্দীমুখ ক্রিয়ায় যাঁহারা আনন্দলাভ করিতেন তাঁহারা নন্দ বা নন্দী উপাধি পাইয়াছিলেন। এই ভাবে বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ধর, কর, দাশ, নন্দী প্রভৃতি পদবীর প্রচলন হয়।

যাঁহারা চারিবেদ ও চৌদ্দ শাস্ত্র এই অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী তাঁহারাই বৈদ্য নামে অভিহিত হইতেন। চারিবেদ হইতেছে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এবং চৌদ্দ শাস্ত্র হইতেছে বেদের ছয়টি অঙ্গ যথা,—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ এবং মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণকার বলেন,—

"আয়ুর্ব্বেদ কৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ। অধ্যায়নমধ্যাপনং চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণম্।

মহর্ষি চরক চিকিৎসা স্থানে লিখিয়াছেন :—

"বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা। ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানং তস্মাদ্বৈদ্য স্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলেন,—

"ভিষ ভ্যাসৌ যতো রোগাস্তেনাসৌ ভিষস্তচ্যতে। বিদ্যানাং স সমপ্রাণাং ধীরণাম্‌তজীবনাৎ অথর্ব্ব সংহিতানাঞ্চ স বৈদ্যস্ত্রিজঃ উচ্যতে।"

এই সমস্ত বচন হইতে জানা যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাদি অষ্টাদশবিদ্যা অধ্যায়ন সমাপ্ত করিয়া পুনঃ উপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যায়নে ব্রতী হইতেন, তাঁহারাই বৈদ্য ও ত্রিজ নামে খ্যাত হইতেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের কৌলিক উপাধি সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, কর, ধর, প্রভৃতি কিছুকাল রক্ষা করিয়াছিলেন। উৎকলে করশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধির বহুল প্রচার পরিলক্ষিত হয়। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশে আগমনের পরে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ধর, কর, প্রভৃতি উপাধি দর্শনে নিজেদের কৌলিক উপাধি বর্জ্জন করেন। উৎকল দেশবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত বঙ্গের বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বে বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক লিখিত রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা "রত্নপ্রভা" ও "চন্দ্রপ্রভায়" পাওয়া যায়। তৎকালে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের আভিজাত্য গৌরব এত বেশী ছিল যে তাঁহারা উৎকল, কলিঙ্গ ও নাগপুর দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্বন্ধ করা অপক্রিয়া বলিয়া জ্ঞান করিতেন। যথা—

(১) রামু সেনেন জগ্যহে নিজদুর্দ্দৈব বশতঃ।
শ্যাম দাশস্য মিশ্রস্য কন্যকা কটক স্থিতেঃ॥ চন্দ্রপ্রভা ১৯৮ পৃঃ

(২) অথো শরণ কৃষ্ণেণ বালেশ্বর নিবাসিনী।
কন্যা মহেশ দাশস্য গৃহীতা দৈব দোষতঃ। চন্দ্রপ্রভা ১৪১ পৃঃ

যেমন বহু বৈদ্যবংশ উড়িষ্যায় আশ্রয় করিয়াছিলেন তেমনি তাঁহারা কলিঙ্গ ও নাগপুরের সমাজ গঠনও করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ চন্দ্রপ্রভায় পাওয়া যায়, যথা,—

১। উৎসাহকবক স্তারাপতিরন্যো জঘন্যজঃ।
তে হমি বৃচণসেনস্য কলিঙ্গস্য সুতাঃ। চন্দ্রপ্রভা ২৫২ পৃঃ

(২) আদ্যায় মানরামায় পরা নাগপুরোদ্ভবে। চন্দ্রপ্রভা ৮৭ পৃঃ

উৎকল, কলিঙ্গ, নাগপুর, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট প্রভৃতি দেশের বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত পূর্ব্বে বঙ্গের বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের যে বৈবাহিক আদান প্রদান ছিল, কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তনের পরে ক্রমশঃ তাহা তিরোহিত হইয়া যায়। সমগ্র ভারতবর্ষেই বৈদ্যশাখার ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিল। এখন বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য সকল প্রদেশেই তাঁহারা যাজক ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া লইবার উপায় নাই।

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যাজক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্রাহ্মণ। যাজক ব্রাহ্মণগণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত থাকিতেন। এবং বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিতেন। দান প্রতিগ্রহ উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের তুল্য অধিকার ছিল। বর্ত্তমান যুগে আবিষ্কৃত বহু তাম্রশাসনাদিতে বৈদ্য ব্রাহ্মণগণকেও দানের পাত্ররূপে সম্মানিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানেও "ধরশর্ম্মা" "গুপ্তশর্ম্মা" প্রভৃতি উপাধি বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

বঙ্গদেশে বৈদ্যগণ নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া যাজক ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হন নাই। এবং নিজেদের কৌলিক পদবীও পরিত্যাগ করেন নাই। বিদ্যায়, ব্রাহ্মণ্যে, সদাচার ও ব্রহ্মচর্য্যে তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের সমকক্ষ।

তাঁহাদিগের মধ্যে "বাচস্পতি" "শিরোমণি", "সার্ব্বভৌম", মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক। তাঁহাদিগের মধ্যে যে ঠাকুর, শাস্ত্রী, চক্রবর্ত্তী, গোস্বামী, আচার্য্য, পাঁড়ে, মিশ্র উপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিও বিদ্যমান ছিল ও আছে, বৈদ্যকুল গ্রন্থাবলীতে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঁকুড়া, বীরভূম ও মানভূম অঞ্চলের বৈদ্যদিগের মধ্যে দোবে, চোবে, মিশ্র, পাঁড়ে প্রভৃতি উপাধি অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থ "বৃহজ্জাতক" প্রণেতা বরাহ মিহির তাঁহার পুস্তকের উপসংহারে "আদিত্যদাশতনয়' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। টীকাকার লিখিয়াছেন,—

"আদিত্য দাশখ্যো ব্রাহ্মণস্তস্য তনয়ঃ পুত্রঃ"। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণিতের গ্রন্থকার "সত্যাচার্য্যের" প্রকৃত নাম ছিল "ভদন্ত"। নীতিশাস্ত্রকার "চাণক্য পণ্ডিতের" নাম ছিল "বিষ্ণুগুপ্ত"। আর একজন প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণিতের গ্রন্থকারের নাম ছিল "সিদ্ধসেন"। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি "কালিদাসের" নাম ছিল "মাতৃগুপ্ত", রাজ তরঙ্গিণীতে ইহা উল্লিখিত আছে। ইঁহারা কেহই তাঁহাদিগের কৌলিক পদবী ত্যাগ করেন নাই। ইঁহারা সকলেই বৈদ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন।

যাজক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বৈদ্য ব্রাহ্মণদিগেরও ৪২ গোত্রের বিষয় পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, মহর্ষি, ধ্রুব, আদ্য, শালঙ্কায়ণ, জহ্নু, মার্কণ্ডেয়, অভিজিত ও ব্যাস-মহর্ষি এই দশটি গোত্র চিকিৎসা বৃত্তিক বৈদ্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত যাজক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নাই এবং ব্রাহ্মণেতর অন্য কোন বর্ণের মধ্যেও নাই।

শাস্ত্রে চতুর্বর্ণের মধ্যে বৈদ্য বলিয়া কোন বর্ণ নাই। ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ব বেদজ্ঞ হইয়া চিকিৎসক হইতেন তাঁহারাই "বৈদ্য" নামে অভিহিত হইতেন। শব্দ লিখিয়াছেন,—"বেদাজ্জাতোহি বৈদ্যঃস্যাৎ"। মেধাতিথি লিখিয়াছেন,—"বৈদ্যো বিদ্বাংসো ভিষজো বা"। সমস্ত বেদ অধ্যয়নান্তে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পুনরুপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ সমাপনান্তে বিদ্বান ব্রাহ্মণ "ত্রিজ" ও বৈদ্য হইতেন। এই বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ ইচ্ছা করিলে ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং তাহা শাস্ত্রানুমোদিত ছিল। মনু লিখিয়াছেন,—"সৈন্যাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেবচ। সর্ব্ব-লোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥'

—মনু ১২।১০০

সেই কারণে বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৈদ্য বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সেনাপতি ও রাজপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহারা কোন কোন স্থলে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" "রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইতেন। মহারাজ বল্লালসেন বৈদ্য ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব হইয়াও ক্ষত্রিয়ের আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বরচিত "দানসাগর" গ্রন্থে নিম্নলিখিতভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন।—

"ইন্দো বৈশ্বেক-বন্দোঃ শ্রুতি নিয়ম গুরুঃ ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা।
মর্য্যাদা গোত্রঃ-শৈলঃ কলিচলিত সদাচারসঞ্চারসীমাঃ।
সদ্বৃত্ত স্বচ্ছ রত্নোজ্জ্বল পুরুষগণোচ্ছিন্নসন্তানধারা
বন্ধো মুক্তা সরশ্রী নির্গমদবনের্ভূষণঃ সেন.বংশঃ॥

দানসাগরের এই শ্লোকে সেন বংশকে "শ্রুতি নিয়ম গুরু" বলা হইয়াছে অর্থাৎ সেন বংশ তাৎকালিক হিন্দু সমাজের বেদোক্ত কার্য্য কলাপের গুরু বা আদর্শ ছিলেন। সমগ্র হিন্দু সমাজ যে সেন বংশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন সেই সেন বংশ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ হইতে পারে না। দানসাগরের এই শ্লোকটির অর্থ এইরূপ,—"যে সেন বংশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাৎকালিক হিন্দুগণ বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন, যে বংশ ক্ষত্রিয় চরিত্রের ন্যায় আচরণে (যুদ্ধ বিষয়ে) অচলের ন্যায় অটল ছিলেন, কলিকাল দোষে পতনোন্মুখ সদাচারের বিস্তৃতি সাধনে যে সেন বংশ চরম সীমায় নীত ছিলেন, যে
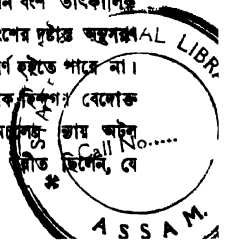
সেন বংশ চন্দ্রকান্ত রত্ন সদৃশ পুরুষগণের দ্বারা সন্তান সন্ততিক্রমে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত হইয়া মুক্তামালার শ্রীধারণ করিয়া পৃথিবীর রমণীয় আভরণরূপে বিরাজিত। অবনীর ভূষণ স্বরূপ সেই সেন বংশ জগতের অদ্বিতীয় উপকারী চন্দ্র হইতে সম্ভূত।

দ্বিজরাজ চন্দ্র সত্যযুগের আদি বৈদ্য ব্রহ্মর্ষি অত্রির পুত্র। "আত্রি কৃত যুগে বৈদ্য" (হারিত সংহিতা)। বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র সোম (চন্দ্র)। তাঁহাকে ভগবান কমলযোনী ওষধি, দ্বিজ ও নক্ষত্রগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত করেন। বিষ্ণু পুরাণ ৪।৬।৫। রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ী বৈদ্য ব্রাহ্মণ চন্দ্রের বংশ—বিষ্ণু পুরাণে "ব্রহ্মক্ষত্র" বংশ বলিয়া পরিচিত।

## বৈদ্যগণের সামাজিক অবনতির কারণ

(মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহোদয়ের বিভিন্ন অভিভাষণাদি হইতে সংগৃহীত)

(কুলদর্পণ ২৩৯ ২৪০ পৃষ্ঠা)

১। অতি প্রাচীনকাল হইতে দেড় সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ অনার্য্য দেশ বলিয়া কথিত হইত। পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিগণ ইহা অধিকার করেন। বৌদ্ধযুগে বঙ্গদেশে "সপ্তশতী" ব্রাহ্মণগণ ও বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ বিদ্যমান ছিলেন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের কোন সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল না। বৈদ্যব্রাহ্মণগণের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া বৌদ্ধ রাজগণ তাঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারে উৎসাহিত করেন এবং সেজন্য তাঁহারা অতিশয় সম্মানিত ও পূজিত হন। সেই সময় যাজক ব্রাহ্মণদিগের বৈদ্যবিদ্বেষ আরম্ভ হয়।

২। মহারাজ আদিশূর আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আসিয়া বঙ্গদেশ জয় করেন এবং আর্য্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে সমগ্র বঙ্গে "সপ্তশতী" নামক সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ ও কতিপয় পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি "সপ্তশতী" ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা শ্রৌত আর্য্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহার পুত্রেষ্টি যাগ উপলক্ষে কান্যকুব্জ হইতে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় পাঁচজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। মহারাজ আদিশূরের ব্রাহ্মণ আনয়নের সময় সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থসমূহের মতে ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দ এবং ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে ৭০০ খৃষ্টাব্দ। কালক্রমে সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের সন্তান সংখ্যায় ৫৬ জন হইয়াছিল। তৎকালে বৈদ্য ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যার অনুপাতে অন্য ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। মহারাজ আদিশূরের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার সর্ব্বথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারণ বৌদ্ধ প্রভাব অতি প্রবল ছিল। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণ এদেশে বসবাস আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সাতশতী ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন এবং বৈদিক আচার পরিত্যাগের জন্য ভ্রষ্টাচার হন। মহারাজ আদিশূর ও তৎপুত্র ভূশূর সপ্তশতী ও কান্যকুব্জ উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকেই বাসস্থান ও জীবিকার জন্য ভূমি ও গ্রামাদি দানে সম্মানিত করেন। বাসস্থানের দেশ ভেদানুসারে তাঁহাদের একশ্রেণী "রাঢ়ীয়" ও অপর শ্রেণী "বারেন্দ্র" নামে পরিচিত হন।

৩। মহারাজ আদিশূরের মৃত্যুর পরে মগধাধিপতি বৌদ্ধরাজা ধর্ম্মপালের প্রচণ্ড প্রভাবে বঙ্গের অনেকাংশ বিজিত হয় এবং সেখানে পুনরায় বৌদ্ধপ্রভাব এবং বিকৃত বৌদ্ধাচার (তান্ত্রিক আচার) বিশেষ বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই উপবীত ত্যাগ করেন। কথিত আছে তাঁহাদিগের বংশধরগণ শতাধিক বর্ষ পরে বল্লাল সেনের পিতা ধল্লসেন অথবা বিজয় সেনের সময় পুনরায় উপবীত ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আর্য্যধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের এইরূপ সংঘর্ষের পরে সেন রাজবংশের সহিত দাক্ষিণাত্যের বৈদিক আচার বঙ্গে পুনঃ প্রবেশ করে। হেমন্ত সেনের পুত্র ধল্লসেন অথবা বিজয়সেন রাঢ়, বঙ্গ ও উৎকল অধিকার করিয়া ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃঃ) গৌড় মণ্ডলে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের সদাচারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বহুবিধ

সম্মানে ভূষিত করেন। বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের এতাদৃশ সম্মান দেখিয়া যাজক ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য শাস্ত্রাদিতে নানারূপ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সংযোগ করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি মনুসংহিতায় "চিকিৎসকের অন্ন পুঁজের ন্যায় ঘৃনিত", "শ্রাদ্ধকালে বৈদ্যগণ বর্জ্জনীয়" প্রভৃতি ব্যবস্থা বিঘোষিত হয়। কিন্তু বৈদ্যগণ বিদ্যা এবং ব্রাহ্মণ্যবশতঃ এই সকল বিদ্বেষোক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। বরং, বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের অগ্রণী মহাত্মা বোপদেব গোস্বামী তাঁহার সংস্কৃত মুগ্ধবোধ গ্রন্থে নিজেকে "ভিষক কেশবনন্দন" ও বেদপদাস্পদ বিপ্র অর্থাৎ (বৈদ্য ব্রাহ্মণ) বলিয়া পরিচিত করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। তিনি সগর্ব্বে স্বীয় পিতৃদেব কেশব ও অধ্যাপক ধনেশ এর বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বোপদেব গোস্বামী নৃপতি বিজয় সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুশ্রুতের টীকাকার পণ্ডিতপ্রবর ভল্লনাচার্য্যও তাঁহার টীকাব প্রারম্ভে তিনি যে বৈদ্য উপাধিক ব্রাহ্মণ তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

৪। বিজয়সেনের পুত্র বল্লাল সেন সমগ্র রাঢ়, বঙ্গ ও গৌড়ের একাধিপতি হইয়া তাঁহার পিতৃপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সম্যক প্রতিষ্ঠার জন্য স্মৃতি সংহিতাব পুনরুদ্ধার করিয়া স্বয়ং "দান সাগরাদি" স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি প্রাচীন সমাজসৌধ ভগ্ন করিয়া অনাচারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে হতাদর করতঃ কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রজদিগকে কৌলিন্য প্রদান করাতে এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর বহু ব্রাহ্মণকে ও কায়স্থকে বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করাতে বঙ্গদেশে বৈদ্যবিদ্বেষ বহ্নি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে তুষানলবৎ ক্রমশঃ জ্বলিতে থাকে। অতঃপর মহারাজ বল্লাল সেন শেষ বয়সে তান্ত্রিক সিদ্ধদিগের বহুবিধ সিদ্ধি দেখিয়া স্বয়ং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার তান্ত্রিক ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তান্ত্রিক কৌলাচারের আনুষঙ্গিক অসবর্ণ বিবাহ করেন। মহারাজ বল্লাল সেনের পুত্র পরমধার্ম্মিকবৈষ্ণব লক্ষ্মণ সেন ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া পিতার সহিত বিরোধ করেন এবং নিজ অনুবর্ত্তী বৈদ্যকাচারী সামাজিকগণকে সঙ্গে লইয়া রাঢ় ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৫। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে আপনার নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার মন্ত্রী "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব"-কার হলায়ুধ ভট্টকে লইয়া বৈদিক মাগ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে পিতার অনুগত আচারভ্রষ্ট বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদিগকে সমাজচ্যুত করেন, এবং অনাচারী বৈদ্যদিগকে উপবীত ত্যাগ করাইয়া শূদ্রাচারী হইতে বাধ্য করেন,—ফলে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকে সেই সময় হইতে উপবীতহীন ও তন্ত্র মন্ত্র সার হইয়া পড়েন।

৬। * * * * * * * * *

ইংরাজী ১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে সার্দ্ধ ত্রিশতাধিক বর্ষ কাল বঙ্গে পাঠান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু মধ্যে একবার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছিল। তাহা রাজা গণেশের অভ্যুদয়কালে। রাজা গণেশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে তাঁহার প্রভুকে বধ করিয়া বঙ্গের রাজ্য অধিকার করেন। এই সময়ের কথা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস লেখক প্রাচ্যবিদ্যার্ণব স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ বসু এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—

১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশের অভ্যুদয়। * * * *।

এই সুদিনে গৌড়ের ব্রাহ্মণ সমাজও সমাজসংস্কারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই শুভ অবসরে স্মার্ত্তপ্রবর কুল্লুক ভট্ট ও সমাজতত্ত্ববিদ্ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী আসিয়া মিলিত হইলেন। বহুদিন হইতেই এখানকার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ সেনবংশের অভ্যুদয়কাল হইতে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য রক্ষায় উদ্যোগী ছিলেন কিন্তু বিধর্ম্মী মুসলমানের শাসনে ও বৌদ্ধাচারের প্রবল বন্যায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই। এখন হিন্দুরাজের অধিকারে এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর শাসনের সুযোগে তাঁহারা সকলে মস্তকোত্তোলন করিলেন। এই স্থানীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কার ব্যাপারে উদয়নাচার্য্য ও কুল্লুক ভট্ট অগ্রণী হইয়াছিলেন। একব্যক্তি বল্লাল-পূজিত শ্রেষ্ঠ কুলীন সন্তান ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত-বৌদ্ধ পরাজয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অপর ব্যক্তি

( মনুসংহিতার টীকাকার ) অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত। বলিতে কি, তাঁহার মত স্মৃতিশাস্ত্রবিদ্ তৎকালে গৌড় মণ্ডলে কেহ ছিলেন না। তাঁহারা রাজা গণেশের সভায় সর্ব্বপ্রথম সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি বশতঃই সমাজে তাঁহারা যে ব্যবস্থা চালাইয়া ছিলেন তাহা সকলে অবনত শিরে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৌদ্ধাচার প্লাবিত ও মুসলমান শাসিত বারেন্দ্র সমাজে এই সময়েই বৈদিক ও তান্ত্রিক সমন্বয়ে নবীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল। এই সময়ে মহামতি কুল্লুক ভট্ট তান্ত্রিক কার্যাও শ্রুতিসম্মত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।" এই সময়ে বৈদ্যবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ আপনাদের বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার জন্য রাজা গণেশের সহায়তায় বঙ্গের বৈদ্যদিগের উপরে মিথ্যাপূর্ব্বক অম্বষ্ঠ জাতিত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্য-দেশে বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। কেলিব্রুক সাহেবের লিখিত "হিষ্টরী অব্ দি রিচুয়ালস অব বেঙ্গল" নামক গ্রন্থে গণেশের সেই আজ্ঞাপত্রখানি লিখিত আছে।

"সত্যত্রেতা দ্বাপরেষু বৈদ্যাঃ পিতৃস্তুল্যাস্তপোজ্ঞানযুক্তা বিদ্বাংসশ্চ আসন্।
সম্প্রতি এতে শক্তিহীনাঃ আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্। অতঃ শ্রীমৎমহারাজাধিরাজ গণেশচন্দ্র—
নৃপতেরনুজ্ঞয়া বিপ্রাণামানুরোধাৎ বৈদ্য প্রভৃতি অম্বষ্ঠা বৈশ্যচারিণো ভবিষ্যন্তি।
মূল ব্রাহ্মণাঃ অম্বষ্ঠৈঃ সহভোজনাদিকং মা করেয়ুঃ। যেচ ব্রাহ্মণাঃ অমীভিঃ সহভোজনাদিকং
করিষ্যন্তি তে পতিতা ভবিষ্যন্তি।

রাজা গণেশের বিধানে "বিপ্রাণামনুরোধাৎ' কথাটি প্রণিধানযোগ্য এবং পূর্ব্বে যে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ।" অমরকোষের মনুষ্যবর্গে দেখা যায় "রোগোহার্য্যাগদঙ্কারোভিষক্ বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।" অমরকোষের শূদ্রবর্গে অম্বষ্ঠের পরিচয়ে লিখিত আছে "আচণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠ করণাদয়।" অম্বষ্ঠগণ চণ্ডালাদি বর্ণশঙ্করের ন্যায়।

অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তির কথা অমরকোষের কোন স্থানেও উল্লেখিত হয় নাই। ইহা হইতে অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে কেমন করিয়া বৈদ্যবিদ্বেষী যাজক ব্রাহ্মণগণের ষড়যন্ত্রে বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের এই সামাজিক অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। কেমন করিয়া বিশুদ্ধ বৈদ্য ব্রাহ্মণের স্কন্ধে মনুক্ত অম্বষ্ঠত্ব আরোপিত হইয়াছিল। রাজশক্তির সাহায্যে ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারই বৈদ্যদিগের বৈশ্যাচার গ্রহণের প্রধান কারণ।

৭। রাজা গণেশের রাজ্য অল্পকাল স্থায়ী হইলেও তাঁহার পুত্র যদু ( যিনি পরে মুসলমান হইয়া জালালুদ্দিন নাম ধারণ করিয়াছিলেন ) এবং তাঁহার পারিষদগণ বৈদ্যদিগের সর্ব্বনাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই সময় হইতেই বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব অপবাদ সকল ব্রাহ্মণের মুখে ঘোষিত হইতে থাকে। এই সময়ে বঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ আধিক্য দেখা যায়। হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে নূতন স্মার্ত্তমত তান্ত্রিক মতের সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব ও অভিনব রূপ ধারণ করে। শ্রৌতধর্ম্ম কথঞ্চিৎ পালিত হইলেও তান্ত্রিক ধর্ম্মই তখন প্রধান ধর্ম্ম। এমন সময়ে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র নদীয়ায় উদিত হইয়া যথার্থ বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সকল প্রচার করেন। মহাপ্রভুর জন্মের সময় ১৪০৭ শকাব্দ বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ। এই সময় সাত শত মহানুভব পণ্ডিত ও ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে পবিত্র করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকুলে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, প্রভৃতি এবং বৈদ্য ব্রাহ্মণকুলে, মুকুন্দ, মুরারী, নরহরি, রঘুনন্দন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজকে ধন্য করিয়াছিলেন। সে সময়েও বৈষ্ণব সাহিত্যে কোন বৈদ্যই অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। তাঁহাদের পরিচয়ে বিপ্র, দ্বিজরাজ, উপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লিখিত আছে। সমাজে ইঁহারা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিগণিত হইতেন। পরবর্ত্তীকালে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দারুণ অনাচার ও কলহ প্রবেশ করে। ব্রাহ্মণ কন্যাগণ কোচ, পোদ্, হাড়ী, প্রভৃতি দ্বারা ধর্ষিত হয়। কুলীন ব্রাহ্মণগণের বহুবিধ বিবাহ জনিত অনাচার

( অজ্ঞাতসারে সগোত্রে বিবাহ, ভগিনী ও বিমাতৃ বিবাহ ) কুলীন কন্যাদিগের স্বৈরাচার এবং বংশজদিগের "ভরার মেয়ে" অর্থাৎ নৌকায় আনীত অজ্ঞাত কুলশীল সকল জাতির কন্যা বিবাহ প্রভৃতি কদাচারে ব্রাহ্মণ সমাজ বিশেষরূপে কলুষিত হয় এবং বারেন্দ্র ভূমিতে বৌদ্ধ সংস্রবের ফলে নানাজাতির সহিত মিশ্রণ জন্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ হইয়া উপনয়ন সংস্কারাদি পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ সমাজের এই শোচনীয় কাহিনী দেবীবর ঘটক্ এড়ু মিশ্র, ধ্রুবানন্দমিশ্র প্রভৃতি কুলীন কর্ত্তাদিগের "মেলরহস্য" "মেলমালা" "দোষাবলী" "কুলরমা" প্রভৃতি অসংখ্য বাঙ্গালা পুস্তকে, স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বহুবিবাহ" গ্রন্থে, স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের "সম্বন্ধনির্ণয়" নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ, বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের "শুভবিবাহতত্ত্বে", বৃন্দাবন পুতিতুণ্ডের "কৌলীন্য প্রথা" নামক গ্রন্থে এবং স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যাবিদ্যামহার্ণবের "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ কাণ্ডে বিশদভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। সেই সময় দূরদর্শী মহাত্মা দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধনের কৃপায় সকল কলঙ্ক "দোষাযত্রকুলংতত্র" এই মহামন্ত্রে মুছিয়া দোষদুষ্ট সকল ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনে ও পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপিত হয়। দেবীবর দুর্দ্দশা মোচন না করিলে এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ না করিলে আজ বঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজ লুপ্তপ্রায় দেখা যাইত। ইহাই ব্রাহ্মণ সমাজের বিশুদ্ধতার কলেবর বৃদ্ধির ইতিবৃত্ত। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নবদ্বীপে বৈদ্যপ্রভাবের বিষয় অবগত হই। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বৈষ্ণব কবি ও পণ্ডিতগণকে তেমন শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি সে সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কলুষ ও আচারভ্রষ্টতা দর্শনে এবং বৈদ্যদিগের জন্ম বিশুদ্ধতা, বিদ্যাগৌরব ও শুদ্ধাচারজনিত প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সম্মান দর্শনে, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সমাজে তাঁহাদের গৌরব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলকে শূদ্র বলিয়া অভিমত প্রচার করিয়া তাঁহার নব্য স্মৃতিতে "এবমম্বষ্ঠাদিনামপি শূদ্রত্বমাহমনু—লিখিয়া গিয়াছেন। যেমন রঘুনন্দনের সময়ে বৈদ্য ব্রাহ্মণকুলে শতশত মহানুভব পণ্ডিত ও ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রঘুনন্দনের পরে ও মহামহোপাধ্যায় ভবত মল্লিক ও ঋষিকল্প গঙ্গাধরের ন্যায় বরেণ্য পণ্ডিত ও কৃতী বৈদ্যসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গে তথা ভারতবর্ষে বিদ্যাগৌরব রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা অগণনীয় প্রমাণ রাশি দ্বারা বৈদ্য বর্ণতঃ ব্রাহ্মণ তাহা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দনের শাসনে বৈদ্যগণ শূদ্রে পরিণত হন নাই।

৮। ১৫০—১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহারাজ রাজবল্লভ রাঢ়ের ও বঙ্গের বৈদ্যদিগের মধ্যে আচার-বৈষম্য দেখিয়া তাহার প্রতিকারকল্পে তাঁহার সভাপণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়া বিভিন্ন দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা সংগ্রহের জন্য তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষায় যে আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"পূর্ব্বকালে বল্লালসেন নামে বৈদ্যবংশে এক রাজা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণের কৌলীন্য মর্যাদা স্থাপন করেন। তাঁহার সেই কীর্ত্তি জগতে অদ্যাপি বিঘোষিত হইতেছে এবং তাঁহার নির্দ্দেশ আজ পর্য্যন্ত বেদবাক্যের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার খ্যাতনামা পুত্র লক্ষ্মণসেন সামাজিক কারণে পিতার সহিত মতভেদে বল্লাল সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বৈদ্যের উপবীত দূরীকরণ করেন। তদবধি বৈদ্যগণ শূদ্রাচার বহন করিতেছেন। আমি স্বজাতির মধ্যে এই সকল বিশৃঙ্খলভাব দর্শনে বৈদ্য জাতির এই দুর্গতি শান্তির নিমিত্ত দেশে দেশে পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহার প্রতিবিধান কল্পে এই আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিলাম।" মহারাজ রাজবল্লভের নিমন্ত্রণে নানাদেশ হইতে ১২৬ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একত্র হইয়া যে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বল্লাল দোষের কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই। তাহাতে অম্বষ্ঠের উপনয়নের বিধান দেখান হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের জন্য অভিনব সাবিত্রী মন্ত্রের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে বৈদ্যবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ মনুসংহিতায় কৃত্রিমতা করিয়া যে কুকর্ম্মের সূচনা করিয়াছিলেন, রাজা রাজবল্লভের অর্থে বিভিন্নদেশের পণ্ডিতবর্গের ষড়যন্ত্রে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়া গেল এবং পরোক্ষভাবে এই অনুষ্ঠানের দ্বারা বিভিন্ন দেশের শাস্ত্রে জাল বচনের একতা সাধিত হইল। এবং বঙ্গের বৈদ্যদিগের বৈশ্যাচারের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

রাজা রাজবল্লভ সুচতুর বুদ্ধিমান হইলেও তিনি তৎকালে প্রচলিত পারস্য ভাষাতেই পণ্ডিত ছিলেন এবং চিরজীবন দুরূহ রাজকার্য্যে অতিবাহিত হওয়ায় সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিবার তাঁহার অবসর হয় নাই। সেজন্য তিনি ব্রাহ্মণদিগের এই চক্রান্ত উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ তাঁহার জন্য যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ পৃথক সাবিত্রী মন্ত্রের বিধান করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি শূদ্রত্ব হইতে দ্বিজত্ব পাইতেছেন মনে করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং সরল বিশ্বাসে ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থায় অম্বষ্ঠত্ব ও বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমরকোষে লিখিত আছে "ভিষক্ বৈদ্য চিকিৎসকে"—অমরকোষে অম্বষ্ঠত্বের চিকিৎসাবৃত্তির বিষয় কোনখানে উল্লেখ নাই। মনুসংহিতায় "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" এই বাক্য যে স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা যে বৈদ্যদিগকে অম্বষ্ঠ প্রতিপাদন করিবার জন্য পরবর্ত্তীকালের পরিবর্ত্তিত পাঠ তাহা সহজেই অনুমেয়। চিকিৎসা করার জন্য বৈদ্যদিগের অম্বষ্ঠজাতিত্ব নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। বৈদ্য চিকিৎসা করে, অম্বষ্ঠও চিকিৎসা করে; অতএব বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ এক এযুক্তি ভ্রমাত্মক। ইহা ব্যতীত অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি ও বৈদ্যের চিকিৎসা করা এক জিনিষ নহে। বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ জাতি হইলে মনুর বিধান অনুসারে চিকিৎসা দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। কারণ চিকিৎসার বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বৈদ্য চিকিৎসকগণ আরোগ্যান্তে রোগীর ইচ্ছা প্রদত্ত কিঞ্চিৎ উপহার ব্যতীত ঔষধের মূল্য পর্য্যন্ত ও গ্রহণ করিতেন না তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহাদের অর্থাভাবও অল্প ছিল না। তথাপি তাঁহারা অর্থগ্রহণে বিরত ছিলেন। তাহার কারণ বৈদ্য অম্বষ্ঠ জাতি নহে, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবর্ণ। ব্রাহ্মণই চিকিৎসা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে অপাঙক্তেয় হইয়া থাকে। মন্বাদি শাস্ত্র চিকিৎসা বিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে অপাঙক্তেয় করিয়াছেন। অর্থাৎ চিকিৎসার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয় ইহাই মনুর ব্যবস্থা। আয়ুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণকে ভূতদয়ার্থে চিকিৎসা করিতে বিধান দিয়া চিকিৎসাপণ্য বিক্রয়ে নিষেধ করিয়াছেন। বৈদ্য অম্বষ্ঠ হইলে সেই ভয়ের কোন কারণ ছিল না। অতএব প্রাচীন বৈদ্যদিগের চিকিৎসা প্রণালীদ্বারা তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বই প্রমাণ হয় এবং অম্বষ্ঠত্ব খণ্ডিত হয়।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রিয়পার্ষদ মুরারীগুপ্ত সম্বন্ধে "চৈতন্য চরিতামৃতে" লিখিত আছে:—
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কারো ধন, আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ, চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়, দেহ রোগ, ভবরোগ, দুই তার ক্ষয়।" (আদিলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ)

মনু বলিয়াছেন:—"প্রতিগ্রহ সমর্থোঽপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রাহ্ম তেজঃ প্রশাম্যতি॥" মনু ৪।১৮৬।

চৈতন্য চরিতামৃত রচনার কাল ১৫৩৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ। সেই সময়কার বৈদ্যাচার ঐ শ্লোক হইতে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "চণ্ডীকাব্যে" বৈদ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিত আছে:—

"বৈদ্যগণের তত্ত্ব গুপ্ত, সেন দাশ কর দত্ত আদি বসে কুলস্থান।
চিকিৎসায় করে যশ কেহ প্রয়োগেন রস নানা তন্ত্র করয়ে বিধান॥
উঠিয়া প্রাতঃকালে ঊর্দ্ধ ফোঁটা করি ভালে বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া উত্তম ধুতি কুক্ষিগত করি পুঁথি বৈদ্যগণ গুজরাটে ফিরে॥

এই শ্লোকে উৰ্দ্ধতিলক যে ধারণের কথা লিখিত আছে তাহা হইতেও বুঝা যায় যে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবর্ণ। কারণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন উৰ্দ্ধতিলক ধারণের অধিকার কাহারও নাই ; যথা :—উৰ্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজংকুর্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু ত্রিপুণ্ডকম্।
অৰ্দ্ধচন্দ্রস্তু বৈশ্যস্তু বর্ত্তুলঃ শূদ্র যোনিজঃ॥ ( ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ )

বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণোচিত উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতেন তাহার নিদর্শন অন্যত্রও পাওয়া যায়। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণিদত্তের বংশধর শ্রীবৎস দত্ত "উৰ্দ্ধতিলক দিত ললাট পুরিয়া" ইহা দত্ত বংশাবলীতে লিখিত আছে। বঙ্গদেশে আসিয়াও বৈদ্যগণ স্বসমাজে যাজক ব্রাঁহ্মণদিগের ন্যায় হীনজাতির সংস্রব ঘটিতে দেন নাই এবং আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একেবারে বেদ বিবর্জ্জিত হন নাই। এই বৈশিষ্ট্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই ইঁহারা বৈদ্য ব্রাহ্মণ নামে পরিচয় দিতেন। বৈদ্য বলিলেই ব্রাহ্মণবর্ণ বুঝিতে পারা যায়, কারণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের বৈদ্যত্ব লাভের উপায় ছিল না। এইজন্য ক্রমশঃ বৈদ্য ব্রাহ্মণ নামের ব্রাহ্মণ অংশ লুপ্ত হইয়া কেবল "বৈদ্য" পরিচয় প্রচলিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের গৌরব রক্ষার্থ সেই স্বাতন্ত্র্য স্বতন্ত্র জাতিত্বের অবরোধক হওয়ায় আবার তাঁহাদিগকে "বৈদ্যব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের আচার ও সংস্কার শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই বর্ণোচিত আচারাদি পালন না করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয় এবং ধর্ম্মকর্ম্ম সমূহও পণ্ড হয়। বৈদ্যের ব্রাহ্মণবর্ণত্ব যথন শাস্ত্রসম্মত, যুক্তিসঙ্গত, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন আচার দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত তথন ভ্রান্তি বা অত্যাচার বশে কয়েক পুরুষের গৃহীত অনাচার সংশোধন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত সদাচার গ্রহণ ব্যতীত ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ইহা বুঝিয়াই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বৈদ্য গঙ্গাধর তাহার স্বজাতি সমাজকে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র, প্যারীমোহন, দ্বারকানাথ, শ্যামাচরণ, গণনাথ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি মনিষিগণও সেই পরামর্শ দিয়াছেন ও দিতেছেন।

হিন্দু মাত্রকেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথাযথ পালন করিতে হয়, না করিলে তাহার প্রত্যবায় আছে। না ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয় না বৈশ্য না শূদ্র এইরূপ ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না। কাজেই ধর্ম্ম ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বিবেক ও বিচার বুদ্ধিদ্বারা ব্রাহ্মণ্যজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণাচার পালনই সকল বৈদ্য সন্তানের কর্ত্তব্য। আশাকরি অতঃপর বৈদ্য, বৈদিক, রাঢী বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ পরিহার করিয়া সকলেই পরস্পরের সম্মান করিবেন এবং দ্বিজোচিত সৎকর্ম্মের অনুশীলন করিয়া দ্বিজ হইবার চেষ্টা করিবেন। ( কুলদর্পণ )

## গোত্র ও পদ্ধতি।

গোত্র ও পদ্ধতি আলোচনায় বৈদ্য ব্রাহ্মণ বংশে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও গোত্রগুলি বিদ্যমান দেখা যায় :—

১। **সেন পদ্ধতি**—(১) শক্তি (২) ধন্বন্তরি (৩) বৈশ্বানর (৪) আদ্য ৫) মৌদগল্য (৬) কৌশিক (৭) কৃষ্ণাত্রেয় (৮) ব্যাসমহর্ষি (৯) আঙ্গিরস। ইহার মধ্যে শ্রীহট্টে শক্তি, ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর ও ব্যাসমহর্ষি সেন বিদ্যমান আছেন।

২। **দাশ পদ্ধতি**—(১) মৌদ্গল্য (২) ভরদ্বাজ (৩) শালঙ্কায়ণ (৪) সাবর্ণি (৫) শাণ্ডিল্য (৬) বশিষ্ঠ (৭) ব্যাস (৮) গর্গ (৯) জম্বু (১০) কাশ্যপ ( আত্রেয় ইহার মধ্যে শ্রীহট্টে মৌদ্গল্য। ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ ও আত্রেয় গোত্রের দাশ বিদ্যমান আছেন।

৩। **গুপ্ত পদ্ধতি**—(১) কাশ্যপ (২) গৌতম (৩) অভিজিত (৪) সাবর্ণ। শ্রীহট্টে ২—৪ নম্বরের কোনও অস্তিত্ব নাই।

৪। **দত্ত পদ্ধতি**—(১) শাণ্ডিল্য ( ২) গৌতম (৩) কৌশিক (৪) ঘৃতকৌশিক (৫) কৃষ্ণাত্রেয় (৬) কাশ্যপ (৭) মৌদ্গল্য (৮) পরাশর (৯) আদ্য (১০) আত্রেয় (১১) ভরদ্বাজ (১২) অগ্নিবেশ্য (১৩) সাবর্ণ (১৪) বাৎস্য

(১৫) আলমানক বা আলম্যান। শ্রীহট্টে শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, গৌতম, কাশ্যপ ও আলম্যান গোত্রের দত্ত বিদ্যমান আছেন।

৫। **দেব পদ্ধতি**—১) আত্রেয় (২) কৃষ্ণাত্রেয় (৩) শাণ্ডিল্য (৪) আলম্বায়ণ (৫) গৌতম (৬) কাশ্যপ। শ্রীহট্টে কৃষ্ণাত্রেয়, ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ গোত্রের দেববংশ বিদ্যমান আছেন।

৬। **কর পদ্ধতি**—(১) বশিষ্ঠ (২) শক্তি (৩) পরাশর (৪) ভরদ্বাজ (৫) কাশ্যপ (৬) বাৎস্য (৭) মৌদগল্য (৮) গৌতম (৯) শাণ্ডিল্য (১০) কৃষ্ণাত্রেয়। শ্রীহট্টে ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও মৌদগল্য গোত্রের কর পাওয়া যায়।

৭। **ধর পদ্ধতি**—(১) কাশ্যপ (২) জামদগ্ন্য (৩) পরাশর (৪) গৌতম (৫) গর্গ। শ্রীহট্টে গৌতম, পরাশর ও গর্গ গোত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

৮। **নন্দী পদ্ধতি**—(১) কাশ্যপ (২) বাৎস্য। শ্রীহট্টে কাশ্যপ গোত্রের নন্দী আছেন।

৯। **সোম পদ্ধতি**—(১) কৌশিক (২) স্বর্ণকৌশিক (৩) কাশ্যপ (৪) মার্কণ্ডেয় (৫) গৌতম। শ্রীহট্টে স্বর্ণকৌশিক গোত্রের সোম পাওয়া যায়। অন্য গোত্রের আছেন কি না জানা যায় নাই।

১০। **আদিত্য**—কৌশিক।

১১। **নাগ**—সৌপায়ণ।

( শ্রীহট্টে কুণ্ড, চন্দ্র, রাজ, রক্ষিত, ইন্দ্র, পদ্ধতির বৈদ্য আছেন কি না জানা যায় নাই। )

# সেন্সাস রিপোর্ট।

## বৈদ্যগণের সংখ্যা ও শিক্ষা

### ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত

**"The Baidyas, the traditional medical men of Bengal, are much smaller caste, than either the Brahmans or the Kayasthas, who together with them make up what are commonly called the Bhadralok of Bengal, but they have advanced farther in education and in civilization—generally than the other two and have prospered accordingly."**

**Census of India 1921, Vol. V, Part 1.**

অর্থাৎ বঙ্গ দেশে চিকিৎসকরূপে পরিচিত বৈদ্যগণের সংখ্যা ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণের সংখ্যা হইতে অনেক কম। এই তিন জাতির লোকদিগকে লইয়াই বাংলা দেশের ভদ্রলোক শ্রেণী গঠিত; তন্মধ্যে বৈদ্যগণ অপর দুই জাতি অপেক্ষা শিক্ষায় ও সভ্যতায় অধিক দূর অগ্রসর ও উন্নত।

**১৯২১**

| | পুরুষ | স্ত্রী | মোট |
|---|---|---|---|
| বৈদ্য— | ৫২,৩৫৯ | ৫০,৫১১ | ১,০২,৮৭০ |
| ব্রাহ্মণ— | ৭,১২,০১৮ | ৬,০২,৪১২ | ১৩,১৪,৪৩০ |
| কায়স্থ— | ৬,৭৭,৫৯৪ | ৬,১৮,৩০৯ | ১২,৯৫,৯০৩ |

### বৈদ্য সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাত।

| ১৯১১—১৯২১ | ১৯০১—১৯১১ | ১৯০১—১৯২১ |
|---|---|---|
| +১৫.৯ | +৯.৩ | +২৬.৭ |

### প্রতি হাজারে বয়স এবং স্ত্রী পুরুষ ভেদে বৈদ্যের সংখ্যা।

| বয়স— | ০—৫ | ৫—১২ | ১২—১৫ | ১৫—৪০ | ৪০ এবং তদূর্দ্ধ |
|---|---|---|---|---|---|
| পুরুষ— | ১৩১ | ১৮৫ | ৮৭ | ৩৯৩ | ২০৪ |
| স্ত্রী— | ১৩১ | ১৯৯ | ৭১ | ৩৮২ | ২১৭ |

### প্রতি হাজারে বিবাহিত, অবিবাহিত, বিপত্নীক বা বিধবা।

| | অবিবাহিত | বিবাহিত | বিপত্নীক বা বিধবা |
|---|---|---|---|
| পুরুষ— | ৫৬৮ | ৩৯১ | ৪১ |
| স্ত্রী— | ৩৪৪ | ৪১৫ | ১৯৭ |

| | মোট অবিবাহিত | মোট বিবাহিত | মোট বিপত্নীক বা বিধবা |
|---|---|---|---|
| পুরুষ— | ২৯৭৯৯ | ২০৪০৭ | ২১৫৩ |
| স্ত্রী— | ১৯৬৪২ | ২০৯৪৭ | ৯৯২২ |

## বাংলাদেশের বিভাগ ও জেলা হিসাবে

| বিভাগ ও জেলা | পুরুষ | স্ত্রী |
|---|---|---|
| বর্দ্ধমান বিভাগ | ৬৯৪৮ | ৭২০৬ |
| বর্দ্ধমান | ১৬৬৯ | ২০৭৯ |
| বীরভূম | ৭৪৫ | ৮২৫ |
| বাঁকুড়া | ২০০৬ | ২০৬২ |
| মেদিনীপুর | ৭৩২ | ৬০৫ |
| হুগলী | ৯০২ | ৯৪৪ |
| হাওড়া | ৮৯৪ | ৬৯১ |
| প্রেসিডেন্সি বিভাগ | ১৩,৫১২ | ১০,৮৩৩ |
| ২৪ পরগণা | ১০৬০ | ৭৫৫ |
| কলিকাতা | ৭৬৮২ | ৪৯৫১ |
| নদীয়া | ১৪০০ | ১৩৪০ |
| মুর্শিদাবাদ | ৮০৯ | ১১৪৭ |
| যশোহর | ১৩৯৬ | ১৪৬০ |
| খুলনা | ১১৬৮ | ১১৮৩ |
| রাজসাহী বিভাগ | ৪৭৪০ | ৪০৬২ |
| রাজসাহী | ৫৮৩ | ৫২২ |
| দিনাজপুর | ৭৬২ | ৬২০ |

| বিভাগ ও জেলা | পুরুষ | স্ত্রী |
|---|---|---|
| জলপাইগুড়ি | ৪২৩ | ৩৩৫ |
| দার্জ্জিলিং | ১৪৮ | ১১৮ |
| রঙ্গপুর | ১১৩৯ | ৯৭৫ |
| বগুড়া | ৪৬৪ | ৩৮৩ |
| পাবনা | ৯১১ | ৭৯৭ |
| মালদহ | ৩১৫ | ৩১২ |
| ঢাকা বিভাগ | ১৭,৩৬১ | ১৮,৩৫৯ |
| ঢাকা | ৫২২৫ | ৫৭১০ |
| ময়মনসিংহ | ২২৯৭ | ২১৫৫ |
| ফরিদপুর | ২৭৩০ | ২৮০০ |
| বাখরগঞ্জ | ৭১০৯ | ৭৬৯৪ |
| চট্টগ্রাম বিভাগ | ৯,১৪৫ | ৯,৫৪৭ |
| ত্রিপুরা | ৩১৭০ | ২৯৩৫ |
| নোয়াখালি | ৯৪৯ | ৮০০ |
| চট্টগ্রাম | ৪৯৫৩ | ৫৭০৫ |
| পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম | ৭৩ | ১৭ |
| বঙ্গদেশীয় মিত্র বা করদরাজ্য | ৬৬৫ | ৫৫৩ |
| কুচবিহার | ২৩৭ | ১৮৬ |
| ত্রিপুরা | ৪২৮ | ৩৬৭ |

## বাংলাদেশে শিক্ষিত বৈদ্যের সংখ্যা এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সহিত তুলনা

### শিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা

| | বৈদ্য | ব্রাহ্মণ | কায়স্থ |
|---|---|---|---|
| মোট লোকসংখ্যা | ১,০২,৮৭০ | ১৩,১৪,৪৩০ | ১২,৯৫,৯০৩ |
| মোট পুরুষ | ৫২,৩৫৯ | ৭,১২,০১৮ | ৬,৭৭,৫৯৪ |
| মোট স্ত্রী | ৫০,৫১১ | ৬,০২,৪১২ | ৬,১৮,৩০৯ |
| মোট শিক্ষিত | ৫৯,১৭২ | ৫,৬৭,২১৭ | ৪,৭৩,৮৬৪ |
| মোট শিক্ষিত পুরুষ | ৩৭,৩৭৮ | ৪,৬৫,৬৫২ | ৩,৭৮,৯০০ |
| মোট শিক্ষিত স্ত্রী | ২১,৭৯৪ | ১,০১,৫৬৫ | ৯৪,৯৬৪ |
| মোট ইংরাজী শিক্ষিত | ২৬,৪৩৮ | ১,৮৪,৪৫২ | ১,৮২,৪৮১ |
| মোট ইং শিক্ষিত পুরুষ | ২৩,৩৪০ | ১,৭৮,২৫৪ | ১,৫৪,৮৫৮ |
| মোট ইং শিক্ষিত স্ত্রী | ৩,০৯৮ | ৬,১৯৮ | ৭,৬৩ |

## শতকরা শিক্ষিতের হার

| | বৈদ্য | ব্রাহ্মণ | কায়স্থ |
|---|---|---|---|
| মোট শিক্ষিত | ৫৭.৫ | ৪১ | ৩৭ |
| মোট পুরুষ মধ্যে শিক্ষিত | ৭১ | ৬৫ | ৫৬ |
| মোট স্ত্রীলোক মধ্যে শিক্ষিত | ৪১ | ১৬.৫ | ১৫ |
| মোট ইংরাজী শিক্ষিত | ২৫.৫ | ১৪ | ১৪.৫ |
| মোট পুরুষ মধ্যে ইং „ | ৪৪ | ২৫ | ২২.৫ |
| মোট স্ত্রীলোক মধ্যে ইং „ | ৬ | ১ | ১ |

আদমসুমারী রিপোর্টে লিখিত আছে—

"Practically all Baidya males have had the opportunity of acquiring the art of reading and writing Bengali and most of those who cannot do so are either not yet old enough or are defective. Brahmans and Kayasthas are rather behind the Baidyas."

Census of India, Vol. V. Part. I. 1921.

অর্থাৎ কাযাতঃ প্রায় সকল বৈদ্য পুরুষেরই বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে এবং যাহারা লিখিতে ও পড়িতে পারে না তাহাদের অধিকাংশেরই হয় এখন পর্য্যন্ত উপযুক্ত বয়স হয় নাই, না হয় অশক্ত। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ এই বিষয়ে বৈদ্যগণের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী।

## পঞ্চদশ ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক প্রতি দশ হাজারে শিক্ষিতের সংখ্যা

| | বৈদ্য | ব্রাহ্মণ | কায়স্থ |
|---|---|---|---|
| স্ত্রী ও পুরুষ | ২৯৫৮ | ১৫৮১ | ১৪১৭ |
| পুরুষ | ৫১৩০ | ২৭৭৪ | ২৫৬০ |
| স্ত্রী | ৭০৬ | ১১৭ | ১৪১ |

## পঞ্চদশ ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক প্রতি হাজারে শিক্ষিতের সংখ্যা

| | বৈদ্য | ব্রাহ্মণ | কায়স্থ |
|---|---|---|---|
| স্ত্রী ও পুরুষ | ৬৬২ | ৪৮৪ | ৪১৩ |
| পুরুষ | ৮২২ | ৭২৯ | ৬২৬ |
| স্ত্রী | ৪৯৭ | ১৯২ | ১৭৫ |

আদমসুমারী রিপোর্টে আরও লেখা হইয়াছে—

"More than half the Baidya males over five understand English and this caste has a long lead over the Brahmans and Kayasthas among whom the proportion is only a little over a quarter. In the matter of female education the Baidyas are far the advance of any other community. The Baidyas have five times as great a proportion of their females literate in English as the Kayasthas who stand next to them."

Census Report 1921.

আদমসুমারী রিপোর্টে লেখা হইয়াছে যে, পঞ্চবর্ষের উর্দ্ধ বয়স্ক বৈদ্যপুরুষগণের অর্দ্ধেকের বেশী ইংরাজী বুঝিতে পারে এবং বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ অপেক্ষা অনেক অগ্রবর্ত্তী। শেষোক্ত দুই জাতির মধ্যে ঐরূপ

ইংরাজী শিক্ষিতের অনুপাত ঐক চতুর্থাংশের কিঞ্চিৎ উপরে। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বৈদ্যগণ অপর যে কোন জাতি হইতে অনেক বেশী উন্নত। বৈদ্যের ইংরাজী শিক্ষিত স্ত্রীলোকের হার কায়স্থগণের পাঁচগুণ, যদিও কায়স্থগণ এই বিষয়ে বৈদ্যের পরেই উন্নত।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, বিদ্যা বৈদ্যগণের স্বভাব-প্রভবগুণ এবং জ্ঞান অর্জ্জন ব্রাহ্মণদিগেরই স্বভাবজ কর্ম্ম বলিয়া গীতাতে নির্দ্ধারিত হওয়ায় জ্ঞান গৌরবে সমগ্র জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বিদ্যা সম্পন্ন বৈদ্যগণ তাহাদের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপালন করিতেছেন এবং বৈদ্যশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ( বিদ্যা+অন্=বৈদ্য ) সত্যতা রক্ষাপূর্ব্বক "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" ( মহাভারত ), "দোষজ্ঞে বৈদ্য বিদ্বাংসৌ" ( অমরকোষ ), "বিদ্যা প্রশস্তাস্ত্যস্তীতি বৈদ্যঃ" ( অগ্নিবেশ ) "বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্নাস্ততো বৈদ্য ইতিস্মৃতঃ" ( ব্রহ্মপুরাণ ) "বৈদ্যাঃ বিদ্বাংসঃ" ( মেধাতিথি ), "ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসঃ" ( মনু ), ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য সমূহের সম্যক্ সার্থকতা প্রমাণিত করিতেছে।

বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যা।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত।

Census of India 1931, Vol. V. Part I. Page 454. Number of Baidyas, Brahmans and Kayasthas at each Census, 1891 to 1931.

| | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|---|
| বৈদ্য | ৭৫,২৭৭ | ৮১,২১৮ | ৮৮,৭২৬ | ১,০২,৯৩১ | ১,১০,৭৩৯ |
| ব্রাহ্মণ | ১১,২১,৮০৪ | ১১,৬৬,৯১৯ | ১২,৫৩,৮৬৮ | ১৩,০৯,৫৩৯ | ১৪,৪৭,৬৯১ |
| কায়স্থ | ১০,৬৭,১৪৭ | ৯,৮৪,৪৪৩ | ১১,১৩,৬৮৪ | ১২,৯৭,৭৩৮ | ১৫,৫৮,৪৭৫ |

# Census of India, 1931. Vol. V. Part I, Pages 456-457. Details of Hindu Castes.

491. **Baidya** [ R. I 46 : C. R. 1901, VI (i) 379 : C. R. 1921, V (i), 350 ]

Baidyas numbered 110.739, an increase of 7·6 percent, over the figures (102,931). returned in 1921. The increase makes it reasonable to assume that no cosiderable number have actually been lost to the caste by their adoption to the claim to Brahman status and names including as a component the word Brahman. They are principally found in Calcutta, Bakargonj, Dacca and Chittagong. Probably the most interesting—claim to a change of caste nomenclature was that put forward by this caste. In 1901 they had claimed to be returned as Ambastha and thus to secure recognition of thier Mythical derivation from a Brahman father and a Vaisya Mother. Their position amongst the regenerate classes has probably never been contested, But in Eastern Bengal the existence of a custom of inter-marriage between them and the Kayasthas has been established in the Calcutta High Court in the judgment of which the Baidyas were referred to as of the Vaisya varna. The contention

put forward on the present occasion was that they should be returned as Brahmans, and since the caste, though small, is the most literate and progressive of the Hindu caste with an unusually high standard of learning and culture, the claim was supported not only by distinguished and learned members of the caste but also by a great wealth of argument. It was containded that the members of the caste had been invited to the All India Saraswat Brahman Conference held at Lahore and recieved on equal terms with the other delegates.

It is certainly interesting that many of the characteristics distinctive of the Brahmans are shown by the Baidyas in their practices. The reading and teaching of the **Vedas** specially confined in the Sastras to the Brahmans are allowed to the Baidyas also. They keep **Toals** and receive BRAHMOTTAR gifts in the same way as the Brahmans; Brahmans do not hesitate to become their students and the works of the learned Baidyas are of the same authority as those of Brahmans. It is alleged that in Assam the caste even now inter-marries with Brahmans and that in parts of Bengal they receive Brahmanical fees, **Vaidya**, and are eligible for title conferred by government or learned bodies and ordinary reserved for Brahmans. It is contended that in certain places they act as priests and also as GURUS or spiritual guides to persons of the respectable classes, and that they have the right of performing JAJNA and worshipping the gods without the intermediary of Brahman priests. In short it is contended that all the six occupations of Brahmans, viz. reading and teaching the vedas, giving and receiving alms, sacrificing and performing as priests at the sacrifices of other are all open to Baidyas, as well as the additional profession of medicine which is their speciality, and it is pointed out that although the medicines prepared by them are technically "cooked" and could not therefore be accepted by high class Brahmans without pollution of offered by any other casteman than their own, no Brahman makes any objection in accepting without consideration of pollution the medicines prepared by physicians of the Baidya caste.

The interesting suggestion has been put forward that they are remnants of the Buddhist clergy over-thrown by Brahman immigrants in concert with the ruling power (M. M. Chatterji : Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1930, Page 215 ). Professor Dutta's notes printed at the end of this paragraph deal at some length with the status of this caste, and it is unnecessary to offer anything further in elaborations. But what is of interest is the considerations which induce members of the caste to press their claim for recognition as Brahmans it is contended that all the SANSKAR incumbent upon Brahmans are performed by the Baidyas and that they have the privilege of conducting their own sacrifices and thus do not depend upon any intermediary in access to the diety : their caste being relatively homogeneous and containing no degraded elements such as are included in the general term Brahman, in universally respected and would—undoubtedly command a greater degree of respect throughout Bengal than the members of some of the subcastes of Brahmans such for instance as those with whom their own disciples would refuse to eat together. In these circumstances, it is difficult to understand what advantage the caste expects to obtain from a change in its appellation since even the strongest psychological motive,

viz, the desire for an enhancement of social position due to recognition in the first of the VARNAS of Manu (such as prompts most other classes to lay claim to such an affilation) has no force in the case of the caste which already commands universal respect to the extent to which it is enjoyed by the Baidays.

**Notes on the Baidyas by N. K. Dutta, M. A., Ph. D., Professor, Sanskrit College, Calcutta.**

"In the rigvedic times the physicians were no doubt respectable members of society. In Rig X, 97 22, we find Brahmans exercising the functions of a physician without dishonour.

It is not easy to trace the causes of the degradation in the status of physicians from the Vedic literature itself. One cause no doubt is that according to Brahmanical conception of the time no profession could stand side by side with the priestly one and that a physician even though of Brahman descent, must rank lower than a priest. Secondly, with the growth and elaboration of the ideas of clearness and ceremonical purity a medical man who had to come in constant contact with the sick, the dying and the dead could not but incur of little impurity for himself, and thus drew upon his profession some stigma and social degradation.

From a comparison of the standard of living of the Rigvedic Aryans with that of the pre-Aryans in the Indus valley with their highly developed knowledge of sanitation as revealed in the Archeological discoveries at Mahenjo-daro and Harappa we may suppose that the science of Medicine was more developed among the latter than among the Rigvedic folk.

When mixture took place between the Aryans and the non-Aryans in the plains of India the Medical science of the latter did not die out, but was adopted by the former though after some resistances. The Atharva-Veda, the Bible of the Physicians in India, which contains a large amount of this non Aryan knowledge and belief, was not readily accepted by the orthodox Aryans and was not generally regarded as one of the Vedas even as late as the time of **Kautilya's Arthasastra** and **Manusanhita.** In the Medical profession of the later Vedic period, therefore, we may hope to find a large number of non-Aryan families who had been in profession of the knowledge of the herbs and charms for many generations before the coming of the Aryans. It is known how in the 2nd century B. C. the Greeks though conquered by the Romans furnished the greater part of the skill and knowledge of the Medicine at Rome and transmitted their science to the children of their Conquerers. The close association of the physicians and the **Sakdwipi** or **Astrologer** Brahmans in many passages of the law-books leads colour to the supposition that, like the Sakdwipis who are undoubtedly of non-vedic origin, the Baidyas, too, must have been dealing with a Science of non-Vedic or mixed origin and have contained among them a large percentage of men of non-Brahmanical Blood.

**Attempts were made by the Brahman legislators and interpreters of law to reduce the status of the Baidyas and make them Sudras on the plea that in the Kaliage there were only two varnas, Brahmana and Sudra. Thus the Brihaddharma-purana (Uttara, XIV, 44) directs the Baidyas to observe the duties of a Sudra.**

Raghunandana too, in his Suddhitatvas classes the Ambasthas or Baidyas as Sudra. The result was that many of the Baidyas gave up the right of initiation as twice born and began to observe the thirty day's rule for impurity like ordinary Sudras. But fortunately for them their profession required them to be learned in Sanskrit, and so the right of studying religious literature and of the teaching that language and Medical Science could not be taken away from them.

Moreover as teachers and physicians, they continued to enjoy the right of receiving gifts. These circumstances to a certain extent stood them in good stead. Then there came in the middle of the 18th century a great revival in the Baidya community under the leadership of Raja Rajballava and taking their stand on well-known **dicta** of shastras they pushed their claim for recognition as Ambastha with the right of initiation and fifteen days rule for impurity. When, however, their claim was resisted by Brahmana Pandits a section of the Baidya changed their ground and began to argue that if in the Kali age there were only two varnas, the Baidyas with their right of studying and teaching and of receiving gifts were more like Brahmana than Sudra.

Of late, some of the Baidyas of Bengal have began to set up claims that they are full-fledged Brahmanas and are not in any way to be regarded differently from the acknowledged Brahmanas of the land. It is no doubt true that the Brahmanas of Bengal are not a homogeneous caste and have received admixture of non-Aryan blood. But there is one thing in their favour which is not possessed by the Baidyas, viz, the right of acting as priest for others at religious ceremonies. Since the Vedic times the Brahmanas have practically monopolised this function, and this function alone distinguished a Brahmana from a non Brahmana. The right of teaching could not be similarly monopolised as we come accross references to non-Brahmana teachers in the Upanishads, Buddhist Suttas and Jatakas, and even in some of the Brahmanical law books. The exercise of the priestly function among semi-Aryanized aborigines would in course of time enable even non-Aryan priestly families to get recognition as Brahmanas, but the door to Brahmanahood was closely barred against all who did not follow priestly profession, whether Aryan or non-Aryan.

It would have been well if Hindu Society could be reorganised on the four-fold varna system of the Rigvedic age, but the mixture and ramifications have been so wide-spread and deep-rooted that the task is absolutely hopeless at the present day. Unless the other castes recognise them as priests at religious- ceremonies, the Baidyas after centuries of un-Brahmanical living cannot hope to get their recognition as full-fledged, Brahmanas. It is true that many members of the Brahmana community remain in possession of their premier rank in society inspite of their abandonment of priestly occupation and character, while the Baidyas as a class with their high culture and mode of living are relegated to an inferior position, but that is a fault inherent in the system itself in which birth and not merit is the basis of caste."

## শ্রীহট্ট-জিলায় বৈদ্য জাতির আগমন ও বৈদ্যবসতি স্থানের নাম

"বৈদ্যানাং পদ্ধতি তেষাং কথয়ম্মি বিশেষতঃ।
সেন দাশশ্চ গুপ্তশ্চ দেবোদত্ত, ধরঃ করঃ॥
কুণ্ডশ্চন্দ্র রক্ষিতাশ্চ রাজ-সোমৌ তথৈবচ।
নন্দী পদ্ধতয়াঃ সর্ব্বা কথিতাশ্চ ত্রয়োদশ॥" (স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ড)

"সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবকরস্তথা।
রাজসোমৌ নন্দিচন্দ্রৌ ধরকুণ্ডৌচ রক্ষিতঃ॥
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রেচ বৈদ্য এতে ত্রয়োদশঃ॥
(মহামহোপাধ্যায় ভরত চন্দ্র মল্লিক কৃত ১৬৭৫ খৃঃ চন্দ্রপ্রভা ৭ম পৃষ্ঠা।)

"সোম রাজশ্চন্দ্র নন্দি ধরঃ কুণ্ডশ্চ রক্ষিতঃ।
দত্ত দেব করো সাধ্যো দশ পদ্ধতয়ঃ স্মৃতাঃ॥
সাধ্যো কুত্রাপি দৃশ্যতে সিদ্ধানাং গোত্র পদ্ধতি।
মহৎ গৃহীতত্বা নাগাদিত্য বপি ক্বচিৎ॥"
(কবি রামকান্ত দাশ কৃত ১৬৫৩ খৃঃ কণ্ঠহার)

"উত্তমৌ সেন দাশৌচ গুপ্ত দত্তৌ তথৈবচ।
দেবঃ ধরঃ করশ্চ মধ্যস্থৌ রাজসোমৌ কুলাধমৌ॥
নন্দি প্রভৃতয়ো নিন্দ্যাঃ লুপ্ত পদ্ধতয়োঽপিচ।"
(চন্দ্রপ্রভা ৫ম পৃষ্ঠা।)

সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ প্রধানাঃ লোক বিশ্রুতাঃ।
সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ সমানাঃ সদ্কুলোদ্ভবাঃ। (চন্দ্রপ্রভা ২১ পৃষ্ঠা)

## (বৈদ্যগণের শ্রীহট্ট আগমন)

যে প্রকার অন্যান্য জাতি ভারতের নানাস্থান হইতে নানাস্থানে আসিয়াছেন—বৈদ্যগণের সম্বন্ধেও সেই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এবং তাঁহারা ও অন্যান্য জাতির ন্যায় অগ্রপশ্চাৎভাবে শ্রীহট্টে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারা কখন আসিয়াছিলেন তাহা বলা সম্ভবপর নহে, তবে ইহা অনুমান করা যায় যে বল্লাল লক্ষ্মণের বিরোধের সময়ে রাঢ়দেশ হইতে তাঁহারা শ্রীহট্টে আগমন করিয়া পাহাড় সন্নিহিত সমতল ভূমিতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সকল স্থানে প্রাচীন বাড়ীর চিহ্ন ও দীঘি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীহট্টে যে অতি প্রাচীন কালাবধি বৈদ্য জাতির বাস ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণও আমরা পাইতেছি। সম্ভবতঃ সেই সময়েও বঙ্গদেশে বৈদ্যগণ বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ভাটেরার তাম্রফলকে বৈদ্যবংশীয় ভরদ্বাজ গোত্র প্রভব রাজমন্ত্রী মহাত্মা বনমালী করের নাম পাওয়া যায়। (এই তাম্রফলকের কাল ১৭ সম্বৎ বলিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্থির করিয়াছেন)। বর্ত্তমানে তদ্বংশীয় কেহ জীবিত আছেন কি না আমরা খুঁজিয়া পাই নাই; তবে কিম্বদন্তী যে শ্রীহট্টের এক বংশ কর বৈদ্য এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া গিয়াছেন। সেই সময় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণাচার প্রতিপালন করিতেন; সুতরাং তাঁহারা যে

অনায়াসে ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিয়া যাইতে পারেন তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ, বৈদিক ব্রাহ্মণ ও সারস্বত ব্রাহ্মণ একই বংশ সম্ভূত। বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধর, কর, দত্ত, দাশ প্রভৃতি উপাধিধারী বর্ত্তমান আছেন। উৎকল দেশে করশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান।

ভরদ্বাজ গোত্রপ্রভব কর বংশীয়গণ উৎকল দেশে ব্রাহ্মণ সমাজে পরিগণিত। উৎকলে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রচারিত আছে—

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ। মৌদ্গল্য দাশশর্ম্মা চ গুপ্তশর্ম্মাচ কাশ্যপ॥
ধন্বন্তরী সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ। শাণ্ডিল্যশ্চ চন্দ্রশর্ম্মা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইমে॥"

উৎকল দেশে করবংশীয়গণ বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্গত। (জাতিতত্ত্ব বারিধি ও সম্বন্ধ নির্ণয় দ্রষ্টব্য।) সেই সময়ে শ্রীহট্ট দেশে যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল না তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশে প্রায় দুই সহস্র বর্গমাইল ব্যাপিয়া সাগরের ন্যায় যে একটি হ্রদ ছিল, ইহার সহিত বরবক্র ও ব্রহ্মপুত্র নদের সংযোগ থাকায় এই নদীদ্বয় প্রবাহিত পাহাড় ধৌত পইল মাটী আসিয়া সেই সময় উক্ত হ্রদের পূর্ব্বাংশ ক্রমে ভরাট হইতে থাকিলে অনার্য্যরা তথায় আসিয়া বাস ও চাষাবাদ করিতে থাকেন। কিছু কাল পর বৈদ্যগণ পাহাড় সন্নিকটস্থ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনার্যাদিগকে বিতাড়িত করিয়া এই সকল চর ভরাট ভূমির মধ্যে এক এক খণ্ড ভূমি স্ব স্ব দখলাধিকারে নিয়া তথায় বসবাস করেন। এই এক এক খণ্ড ভূমি বর্ত্তমানে এক বা ততোধিক পরগণায় পরিগণিত হইয়াছে। বৈদ্যগণ তাঁহাদের প্রত্যেকের দখলাধিকার ভূমি মধ্যে একটী গ্রামোপযোগী স্থান নির্ণয়ে তাঁহার মধ্যে চারিদিকে পরিখা বেষ্টিত একটী স্থানে আপন বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা আপন আপন বাটীর পূর্ব্বদিকে দীঘি, পশ্চিম দিকে মহল পুষ্করিণী খনন ক্রমে দীঘির পারে ইষ্টক মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও বাড়ীতে বিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই দেবতা বিগ্রহের নিত্য সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া স্বীয় দখলাধিকার ভূমে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে কোন কোন স্থানে এই সকল দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ নামে তালুক বন্দোবস্ত করেন। এই দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমির দানপত্রগুলি গৃহদাহ ও উই পোকার দ্বারা নষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমানে এই সমস্ত দলিল-পত্র অপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদ্যগণ ক্রীতদাস ও দাসী এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় হিন্দুগণকে নিজ নিজ বাসস্থানের অতি সন্নিকটে চাকরাণ জমি দিয়া স্থাপন করেন। তাঁহারা লোক চলাচলের জন্য রাস্তা এবং গরু চলাচলের জন্য গোপাট তৈয়ার করেন।

এই সমস্ত বৈদ্যগণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাঢ় ও বঙ্গদেশ হইতে বহু বৈদ্য সন্তান শ্রীহট্টে আসিয়া বদ্ধমূল হইয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও হইতেছেন। ইহাতে সমাজ পরিপুষ্ট হওয়ায় অধিকাংশ বৈবাহিকক্রিয়াদি প্রায় জিলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পূর্ব্বে যেমন বৈদ্যগণের নিজ নিজ পরগণার মধ্যে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ও সমাজপতিত্ব ছিল, এখনও তদ্বংশীয়গণের মধ্যে সেই সম্মানের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের এই সম্বন্ধে যে কতকটা মলিনতা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রচুর ভূসম্পত্তি থাকা হেতু শ্রীহট্টীয় বৈদ্যগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বাধ্যতামুলক পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা শিশুদিগকে মুখে মুখে বাংলা শিক্ষা ও নানা সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা দিতেন— নিজেরা ত্রিসন্ধ্যা, সন্ধ্যা ও বন্দনাদি ও নিয়মিতরূপে শিবপূজা করিতেন। তাঁহারা গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষের মালা এবং কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা দিতেন। আজ প্রায় ৩০ বৎসর হয় মদীয় পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গগামী হইয়াছেন। তাঁহার সময় পর্যান্ত প্রাচীনরা গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা দিতেন। তাঁহারা সন্ধ্যাপূজা করা কালীন গলায় উত্তরীয় এবং নামাবলী ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্বে বৈদ্যগণের প্রত্যেকের বাড়ীতেই নিজস্ব

নারায়ণ দেবতা বিগ্রহের নিত্য সেবা পূজা নিয়মিতরূপে পূজক ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিচালিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সকল দেবতা বিগ্রহকে কেহ বা নিজের বাড়ীতে রাখিয়া এবং কেহ বা নানা অসুবিধার দরুণ পুরোহিত বাড়ীতে রাখিয়া নিত্য সেবা পূজা চালাইয়া আসিতেছেন।

বংশ বৃদ্ধি হেতু শ্রীহট্টীয় বৈদ্যগণ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন; তথাপি দরিদ্র বৈদ্যগণের নিজ নিজ বসবাসের বাড়ী ও সামান্য ধান্যের জমি থাকায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কশ্চিৎ কোনও ব্যক্তিকে চাকুরীজীবী দেখা যাইত। বর্ত্তমানে প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া অর্থ উপার্জ্জনের পথে ধাবিত হইয়াছেন। আনন্দের বিষয় এই যে তাঁহারা যদৃচ্ছা পানাহার করেন না।

ধন, মান বিদ্যা, বুদ্ধি ও পদগৌরবে শ্রীহট্টীয় বৈদ্যসমাজ অপর কোনও বৈদ্যসমাজ হইতে ন্যুন নহেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নীরূপবীত ও মাসাশৌচ পালন করিতেছিলেন তাঁহারাও ক্রমশঃ উপবীত গ্রহণ করিয়া মাসাশৌচ পরিত্যাগ করিতেছেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি জিলারও কোন কোন স্থানে নিরূপবীত ও মাসাশৌচ গ্রহণকারী বৈদ্যের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শ্রীহট্টীয় বৈদ্যগণ তাঁহাদের আভিজাত্য বিষয়ে সচেতন আছেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত পূর্ব্বাবধি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিতেছেন। অধিকন্তু তাঁহারা ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও হুগলী জিলার সদ্‌-বৈদ্যগণের সহিত ক্রিয়াদি করিয়া আসিতেছেন। শ্রীহট্টে পরাশর, গৌতম ও গর্গগোত্রের ধর, কাশ্যপ; ভরদ্বাজ ও মৌদ্গল্য গোত্রের কর, কাশ্যপ গোত্রের নন্দী, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয় ও কাশ্যপ গোত্রের দেব, স্বর্ণ কৌশিক গোত্রের সোম, সৌপায়ন গোত্রের নাগ ও কৌশিক গোত্রের আদিত্যগণকে কায়স্থ বলিয়া গণ্য করা হয়; মূলতঃ ইঁহারা বৈদ্যসন্তান। ইঁহাদের সঙ্গে দরিদ্র বৈদ্যগণ মধ্যে মধ্যে ক্রিয়াদি করার দরুণ শ্রীহট্টীয় বৈদ্যগণকে কায়স্থ-সংশ্লিষ্ট বলা হইয়া থাকে। প্রধান প্রধান বৈদ্য সামাজিকগণ নিজ নিজ প্রাধান্য বৃদ্ধি করার মানসে স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া সমাজের সর্ব্বনাশকর স্থান ও পদবী দোষ প্রভৃতি সৃজনকরতঃ সামাজিক শক্তি সঞ্চারের মূলে দারুণ কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এখন এই কুসংস্কার বিষবৎ পরিহার করা উচিত।

যে সকল বৈদ্যবংশের চৌধুরী, পুরকায়স্থ, দস্তিদার, মজুমদার, ও কানুনগো পদবী পরিদৃষ্ট হইবে তাঁহারাই আদি ভূস্বামী ছিলেন।

---

**চৌধুরী**—পূর্ব্বকালে একটি পরগণার যিনি মালিক থাকিতেন তিনিই নবাব সরকার হইতে চৌধুরী (রাজস্ব আদায়কারী) উপাধি লাভ করিতেন। এই চৌধুরাই সত্বের উত্তরাধিকার থাকায় তাঁহার পরবর্ত্তীগণ মধ্যে ভূমির অংশের সহিত তুল্যাংশে চৌধুরাই সত্বও বণ্টন হইত। তৎকালে চৌধুরাই সত্ব হস্তান্তরযোগ্য ছিল। কোন কোনও স্থলে কন্যার জামাতাকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ভূমিদানের সঙ্গে চৌধুরাই পদবী সত্বের কিয়দংশ দান করা হইত। কোন কোনও স্থলে ভূমি বিক্রির সহিত চৌধুরাই সত্বেরও কতক অংশ বিক্রয় করা হইত। চৌধুরীগণ স্ব স্ব পরগণার রাজস্ব আদায় করিয়া সাকুল্য রাজস্বের ৺ অংশ তৎকালীন গভর্ণমেণ্টে দাখিল করিতেন এবং অবশিষ্ট ⅟ অংশ রাজস্ব নিজেদের পারিশ্রমিক স্বরূপ গ্রহণ করিতেন।

**পুরকায়স্থ**—চৌধুরীগণের কাজের সুবিধার জন্য নবাব সরকার হইতে যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ ক্রমে "পুরকায়স্থ" উপাধি দেওয়া হইত। ইহারা এই সকল পদবীর উত্তরাধিকার সহ জায়গীর ভূমি নবাব সরকার হইতে পাইতেন। অনেকের ধারণা যে "পুরকায়স্থ" পদ শুধু কায়স্থরাই পাইয়াছিলেন; এবং বর্ত্তমানে যাহারা "পুরকায়স্থ" পদবী ব্যবহার করেন তাঁহারা সকলেই কায়স্থবংশজাত। কিন্তু তাহা নহে,—চৌয়ালিশ, সায়েস্তানগর, হবিগঞ্জ, দুলালী, সাতগাঁও, পুটিজুরি, চৌতুলী পরগণার পুরকায়স্থগণ প্রায়শঃ বৈদ্য দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই সমস্ত পরগণার চৌধুরীগণ রাঢ় এবং বঙ্গদেশ হইতে বৈদ্যসন্তান আনিয়া কন্যা সম্প্রদান ক্রমে নবাব সরকার হইতে "পুরকায়স্থ" পদবী আনাইয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কোন কোনও স্থলে চৌধুরীর জ্ঞাতি তাইকে

## শ্রীহট্ট জিলার বৈদ্যবসতিপূর্ণ গ্রামগুলির তালিকা

শ্রীহট্ট জিলার নিম্নলিখিত গ্রাম সকলে কাশ্যপ, ধন্বন্তরি, শক্তি, বৈশ্বানর, মৌদ্গাল্য, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, গৌতম, সৌপায়ন, কৌশিক, স্বর্ণকৌশিক গোত্রের বৈদ্যগণের বসতি দৃষ্ট হয়। অধুনা অন্যান্ত গ্রাম সকলেও এই সকল গোত্রের সেন, দাশ ও দত্ত পদবী পরিদৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ইঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্বাবধি নিম্নোক্ত গ্রাম সকলের প্রাচীন বৈদ্যগণের কোনও বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানা যায় না।

### সেনবংশ

১। **চৌয়ালিশ পরগণা ধন্বন্তরি গোত্রীয় সেনবংশ।**

গ্রাম বড়হর তিলক প্রকাশিত আদপাশা পোঃ আঃ জগৎসী।

এই বংশ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু পার্ষদ সেন শিবানন্দ বংশীয়। ইঁহাদের ব্যবসা গুরুতা ও কবিরাজী, উপাধি অধিকারী (গোস্বামী)।

২। বালিশিরা পরগণার **বনগাঁও মৌজার ধন্বন্তরি গোত্র সেনবংশ।** পোঃ আঃ সাতগাঁও।

নবম পুরুষ পূর্ব্বে রাঢ় দেশের বনগ্রাম হইতে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহট্টে আগমন করেন বলিয়া জানা যায়। ইঁহাদের উপাধি "চৌধুরী'। (রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা "কুলদর্পণ" গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠা।) বালিশিরা পরগণার ধন্বন্তরি বিনায়ক সেন বংশীয় সেন চৌধুরীরা যশোহর বনগ্রাম হইতে শ্রীহট্টে আসিয়া বসতিস্থাপন করেন।

৩। ইটা পরগণার **মহাসহস্র গ্রামের ধন্বন্তরি গোত্র সেনবংশ।** পোঃ আঃ রাজনগর।

কুলদর্পণ গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে ধন্বন্তরি বোষ নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত রামানন্দ সেন বিক্রমপুর হইতে আসিয়া উপরোক্ত গ্রামে বসতিস্থাপন করেন।

৪। পঞ্চখণ্ড পরগণার **সুপাতলা মৌজার ধন্বন্তরি গোত্র সেনবংশ।** পোঃ আঃ বিয়ানীবাজার।

এই বংশের আদিপুরুষ বঙ্গদেশের সেনগ্রাম হইতে চিকিৎসাব্যপদেশে প্রথমতঃ ছোটলিখা পরগণায় যে স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন সেইস্থান সেনগ্রাম নামে অভিহিত হয়। সেনগ্রামে কিছুকাল বাস করার পর এই বংশীয়গণ পঞ্চখণ্ড কালা পরগণার সুপাতলা মৌজায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

---

পুরকায়স্থ করা হইয়াছে। কোন কোনও স্থলে ব্রাহ্মণ পুরকায়স্থও দেখা যায়:—ইছামতী নিবাসী রায় সাহেব অশ্বিনী কুমার পুরকায়স্থ, কামারখাল নিবাসী রায়সাহেব পবিত্র নাথ পুরকায়স্থ, দক্ষিণকাছ ব্রাহ্মণ গ্রাম নিবাসী রমেশচন্দ্র পুরকায়স্থ, বুরুঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র পুরকায়স্থ বি, এ, বি, টি, ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার, রাজা গিরীশচন্দ্র হাইস্কুল, ছনকাইড় নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র পুরকায়স্থ, মনিয়ারগাতি নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার পুরকায়স্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বাটন। সুতরাং পুরকায়স্থ পদবী যে কেবল কায়স্থরাই পাইবেন এমনটা বুঝা যায় না।

**দস্তিদার**—রাজকীয় দলিল ও দানপত্র ইত্যাদি যাঁহারা বহাল করিয়া মোহরাঙ্কিত করিতেন তাঁহাদিগকেই দস্তিদার পদবী দেওয়া হইত। ইহারাও জায়গীর ভূমি প্রাপ্ত হইতেন। দস্তিদার পদবীও উত্তরাধিকার প্রযুক্ত। শ্রীহট্টে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে দস্তিদারী নকলই প্রমাণযোগ্য।

**কানুনগো ও মজুমদার**—মুসলমান রাজত্বে আমিন পদ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে সদরের কানুনগো দেশের দণ্ড-মুণ্ডের অধিকারী ছিলেন। জমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায় জন্য তাঁহার অধীনে স্থানে স্থানে সহকারী কানুনগো নিয়োজিত হইতেন। কানুনগোগণ মধ্যে যাঁহারা রাজস্বের হিসাব রক্ষা করিতেন তাহারাই মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। চৌধুরী প্রভৃতি পদের ন্যায় কানুনগো ও মজুমদার পদবীও উত্তরাধিকার প্রযুক্ত। ইহারা জায়গীর ভূমি প্রাপ্ত হইতেন।

৫। **বানিয়াচঙ্গ পরগণার শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ**। গ্রাম জাতুকর্ণ, পোঃ আঃ বানিয়াচঙ্গ। (এই বংশের কোন অতীত ইতিহাস পাওয়া যায় নাই)।

৬। **উচাইল পরগণার শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ**। গ্রাম ব্রাহ্মণডুরা, পোঃ ব্রাহ্মণডুরা। এই বংশীয়গণ দুই পুরুষ পূর্ব্বে ঢাকা মহেশ্বরদী হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণডুরা মৌজায় বদ্ধমূল হইয়াছেন।

৭। তুলালী **পুরকায়স্থপাড়া শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ**। পোঃ আঃ তাজপুর।

এই গ্রামের সেনগণের পূর্ব্বপুরুষ ছয়পুরুষ পূর্ব্বে এই গ্রামের গুপ্তবংশে বিবাহ করিয়া তথায় বসবাস করেন; তাঁহার আদিস্থান কোথায় ছিল জানা নাই।

৮। গয়াসনগর প্রাঃ সাতগাঁও পরগণার **ভীমশী মৌজার শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ**। পোঃ আঃ ভুনবীর।

পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে ভরদ্বাজ গোত্রীয় কর বংশে বিবাহ করিয়া এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ এই গ্রামে বদ্ধমূল হয়েন।

৯। শ্রীহট্ট টাউন সন্নিকট **রায় নগরের শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ**।

কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ ত্রিপুরা জিলার চুণ্টা গ্রাম হইতে কবিরাজী ব্যবসা উপলক্ষে এখানে আসিয়া বসবাস করেন।

১০। চৌয়ালিশ পরগণার **বারহাল মৌজার শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ**। পোঃ আঃ মৌলবীবাজার।

বহু পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশের আদি পুরুষ রাঢ়দেশ হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করেন। ইহাদের এক শাখার উপাধি পুরকায়স্থ ও অপর শাখার উপাধি কানুনগো। পুবকায়স্থ শাখার এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর যাবৎ পোঃ আঃ কুরুয়ার অধীন বাগরখলা গ্রামে যাইয়া বসবাস করিতেছেন। কুলদর্পণ গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে শক্তি ধোয়ী মাধব বংশীয় শঙ্কর দাস সেন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্টে আসিয়া শ্রীহট্টের অন্তর্গত চৌয়ালিশ পরগণায় বদ্ধমূল হয়েন। ইঁহাদের বংশের আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ জিলার গোয়াস গ্রামে।

১১। ইটা পরগণার **দত্ত গ্রামের শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ**। পোঃ আঃ রাজনগর।

কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশের আদিপুরুষ চৌয়ালিশ হইতে আসিয়া শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দত্ত বংশে বিবাহ করিয়া দত্তগ্রামেই স্থিতি করেন। এই বংশের এক শাখা ইটা পরগণার নন্দীউড়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

১২। বানিয়াচঙ্গের **সেনের পাড়া মৌজার শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ**। পোঃ আঃ বানিয়াচঙ্গ।

তেইশ পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশের মূল পুরুষ রাঢ়দেশ হইতে এখানে আগমন করেন। তিনি মুসলমান জমিদার কর্ত্তৃক সেনের পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হন।

১৩। উচাইল পরগণার **চারিগাঁও মৌঃ শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ**। পোঃ আঃ ব্রাহ্মণডুরা।

চারি পুরুষ পূর্ব্বে এই গ্রামের সেনবংশের আদিপুরুষ বানিয়াচঙ্গ সেনের পাড়া হইতে আগমন করেন।

১৪। লংলা পরগণার **শঙ্করপুরের শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ**। পোঃ আঃ কুলাউড়া।

এই বংশীয়গণ কয়েক পুরুষ যাবৎ শঙ্করপুরে বাস করিতেছেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষের পূর্ব্ব বাসস্থান কোথায় ছিল জানা যায় না।

১৫। পরগণা বোয়ালজুর মৌঃ আদিত্যপুরের **ব্যাস-মহর্ষি গোত্রীয় সেনবংশ**। পোঃ আঃ বালাগঞ্জ।

এই বংশীয়গণের পূর্ব্ব পুরুষের নাম এবং তাঁহার আদিস্থান কোথায় ছিল জানা যায় না।

১৬। উচাইল পরগণার **সেরপুরের বৈশ্বানর গোত্রীয় সেনবংশ**। পোঃ আঃ ব্রাহ্মণডুরা।

এই বংশীয়গণ দুই পুরুষ পূর্ব্বে ত্রিপুরা জিলার খড়িয়ালা গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বদ্ধমূল হয়েন।

১৭। **তরপ পরগণার মৌদ্গল্য গোত্রীয় সেনবংশ**।

সপ্তদশ পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ খুলনা জিলার কগ্রাম হইতে তরপ পরগণার সেনেরবাজি

মৌজায় আগমন করেন। তথা হইতে তৎপরবর্ত্তীগণ নিম্নলিখিত স্থান সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন। (কুলদর্পণ গ্রন্থের ৬৩ পৃঃ উল্লেখ আছে যে শ্রীহট্টের তরপ পরগণার মৌদ্গল্য গোত্র ভাস্কর সেন খুলনা জিলার কঙ্কগ্রাম হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করিতে থাকেন।)

(ক) তরপ পরগণার জয়পুর গ্রাম, পোঃ আঃ সাটিয়াজুরী। ইঁহাদের পদবী মজুমদার।

(খ) তরপ পরগণার তুঙ্গেশ্বর গ্রাম, পোঃ আঃ সাটিয়াজুরী। ইঁহাদের উপাধি মজুমদার। ইঁহারা তরপ পরগণার শ্রীকর্ণিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(গ) তরপ পরগণার আটালিয়া গ্রাম, পোঃ আঃ মিরাসী। ইঁহারা তুঙ্গেশ্বর হইতে এখানে আগমন করেন। উপাধি মজুমদার এবং তরপের শ্রীকর্ণি।

(ঘ) তরপ পরগণার হরিহরপুর, পোঃ আঃ চুণারুঘাট। এই বংশীয়গণ তরপের সেনেরকান্দি হইতে এখানে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন।

(ঙ) ইটা পরগণার পঞ্চেশ্বর মৌজা, পোঃ আঃ রাজনগর।

এই গ্রামের সেন বংশীয়গণ তরপের সেনেরকান্দি হইতে এখানে আসিয়াছিলেন।

(চ) শ্রীহট্ট সদর সন্নিকটস্থ রায়নগর পোঃ আঃ গোপালটিলা।

এই গ্রামের সেন বংশীয়গণের আদিপুরুষ তরপের জয়পুর গ্রাম হইতে আগমন করেন। ইহারা রায়নগর সমাজের শ্রীকর্ণি।

(ছ) দুলালী পরগণার ইলামপুর মৌজা, পোঃ আঃ তাজপুর।

ইঁহারা কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে রায়নগর হইতে এই গ্রামে আগমন করেন। ইঁহারা রায়নগরের শ্রীকর্ণি।

(জ) পরগণা পুটিজুরি মৌজে লামা পুটিজুরি। পোঃ আঃ লামা পুটিজুরি।

এই গ্রামের সেনগণ তরপের জয়পুর হইতে আসিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

(ঝ) পরগণা দিনারপুর, মৌজে বরইতলা, পোঃ আঃ নীগাঁও।

এই গ্রামের সেনগণ দুই পুরষ পূর্ব্বে লামা পুটিজুরি হইতে আগমন করেন।

## কাশ্যপ গোত্রীয় গুপ্ত বংশ

### ১৮। পরগণা সায়েস্তানগর ও চৌয়ালিশের কাশ্যপ গোত্রীয় কায়ু গুপ্ত বংশ

এই বংশের আদিপুরুষ রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া সাতগাঁওয়ের গৌতম গোত্রীয় চক্রপাণি দত্তবংশে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই স্থিতি লন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র গদাধর গুপ্ত ওরফে বিনোদ খাঁ আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান বাদশাহ হইতে চৌয়ালিশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সায়েস্তানগর পরগণার মাসকান্দি মৌজায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। (পূর্ব্বে সায়েস্তানগর, চৈতন্যনগর, সতরশতি, চৌতলী, গয়াসনগর, পাঁচাউন প্রভৃতি পরগণা চৌয়ালিশের অন্তর্গত ছিল।) তদ্বংশীয়গণ নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের এক শাখার উপাধি "চৌধুরী" ও অপর শাখার উপাধি "পুরকায়স্থ"। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ "কুলদর্পণ" বহির ৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে চক্রপাণি দত্তের প্রপৌত্র কল্যাণ দত্তের দুই কন্যার গর্ভের দুই দৌহিত্রের নাম বিনোদ খাঁ ও হরিশ্চন্দ্র খাঁ। বিনোদ খাঁর প্রকৃত নাম গদাধর গুপ্ত। ইনি কাশ্যপ গোত্রীয়। শ্রীহট্টের চৌয়ালিশ পরগণায় দুই ভ্রাতা গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিনোদ খাঁ হইতে এখন পর্য্যন্ত ১৭।১৮ পুরুষ চলিতেছে। তাঁহারা সায়েস্তানগর পরগণার শ্রীকর্ণি।

(ক) মাসকান্দি, পং সায়েস্তানগর, পোঃ আঃ অলহা। ইহাদের উপাধি চৌধুরী।

(খ) আব্দা, পং সায়েস্তানগর, পোঃ আঃ দুর্লভপুর। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী।

(গ) সনকাপন, পং সায়েস্তানগর, পোঃ আঃ অলহা। এই গ্রামের গুপ্তবংশের এক শাখা চৌধুরী ও অপর শাখা পুরকায়স্থ।

(ঘ) ঘান্তটীয়া ও দলিয়া, পং চৌয়ালিশ, পোঃ আঃ অলহা।

বহু পুরুষ পূর্ব্বে এই গ্রামের গুপ্তগণের আদিপুরুষ সনকাপন মৌজা হইতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী।

(ঙ) কাসারিকোনা, পং চৌয়ালিশ, পোঃ আঃ অলহা।

কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে দলিয়া হইতে আগত। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী।

(চ) সাড়িয়া, পরগণা সায়েস্তানগর, পোঃ আঃ দুর্লভপুর।

তিন পুরুষ পূর্ব্বে দলিয়া হইতে আগত। উপাধি চৌধুরী।

(ছ) খিছর, পং চৌয়ালিশ, পোঃ আঃ মৌলবীবাজার।

তিন পুরুষ পূর্ব্বে দলিয়া হইতে আগত। উপাধি চৌধুরী।

(জ) মহাসহস্র, পং ইটা, পোঃ আঃ রাজনগর।

দুই পুরুষ পূর্ব্বে দলিয়া হইতে আগত। উপাধি চৌধুরী।

(ঝ) অলহা, পং চৌয়ালিশ, পোঃ আঃ অলহা।

তিন পুরুষ পূর্ব্বে মাসকান্দি হইতে আগত। উপাধি চৌধুরী।

(ঞ) পাইল গাঁও, পং আতুয়াজান, পোঃ আঃ পাইলগাঁও।

কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে দলিয়া হইতে আগত। উপাধি চৌধুরী।

(ট) কশবা পাগলা, পোঃ আঃ কশবা পাগলা।

পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে দলিয়া হইতে আগত। উপাধি চৌধুরী।

(ঠ) বারহাল, পং চৌয়ালিশ, পোঃ আঃ অলহা।

বর্ত্তমান পুরুষ দলিয়া হইতে আগত। উপাধি চৌধুরী।

(ড) হাসানপুর, পং চাপঘাট, পোঃ আঃ শ্রীগৌরী। (বর্ত্তমান কাছাড় জিলার অন্তর্গত)।

বহু পুরুষ পূর্ব্বে সায়েস্তানগর পরগণার সনকাপন মৌজা হইতে আগত। উপাধি চৌধুরী।

(ঢ) ভুকবল, পং চৌয়ালিশ, পোঃ আঃ মৌলবী বাজার।

দুই পুরুষ পূর্ব্বে সনকাপন হইতে আগত। উপাধি চৌধুরী।

(ণ) কেওটকোনা, পোঃ আঃ নিলামবাজার, জিলা কাছাড়।

সনকাপন হইতে বর্ত্তমান পুরুষ এখানে আসিয়াছিলেন। উপাধি চৌধুরী।

**১৯। দুলালী ও হরিনগর পরগণার কায়ুগুপ্ত বংশ। গোত্র কাশ্যপ।**

এই বংশের আদিপুরুষ রাঢ়দেশের বরাহনগর হইতে শ্রীহট্ট টাউন সন্নিকটস্থ বড়শালা গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তথা হইতে চতুর্থ পুরুষ পণ্ডিত কাশীনাথ রায় গুপ্ত দুলালী পরগণার ইলাসপুর নামক স্থানে আসিয়া বদ্ধমূল হয়েন। ইহার পরবর্ত্তিগণ নিম্নলিখিত স্থান সকলে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের উপাধি "রায় চৌধুরী"। (কুলদর্পণ নাম্নীয় রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে শ্রীহট্টের দুলালী পরগণায় গুপ্তবংশে বৈষ্ণব চূড়ামণি মুরারী গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। দুলালী পরগণার গুপ্তবংশ রাঢ়ীয় সমাজের বরাহনগর হইতে সমাগত। শ্রীহট্টের

ছুলালী পরগণায় কাশ্যপস গুপ্ত বংশীয় ধ্রুবানন্দ গুপ্ত শ্রীহট্টরাজের সভাপণ্ডিত হইয়া আগমন করেন। তাঁহার আদি নিবাস সেনহাটী।

(ক) ইলাসপুর, পং ছুলালী, পোঃ আঃ তাজপুর।
(খ) কাশীপাড়া, পং হরিনগর, পোঃ আঃ তাজপুর।
(গ) হরিপুর প্রকাশিত মাঝপাড়া, পোঃ আঃ তাজপুর।
(ঘ) বাগরথলা, পং গহরপুর, পোঃ আঃ কুরুয়া।
তিন পুরুষ পূর্ব্বে হরিনগর কাশীপাড়া হইতে সমাগত।
(ঙ) আদিত্যপুর, পং বোয়ালজুর, পোঃ আঃ বালাগঞ্জ।
চারিপুরুষ পূর্ব্বে ছুলালী হরিপুর প্রঃ মাঝপাড়া হইতে আগত।
(চ) দাশপাড়া, পং ইটা, পোঃ আঃ রাজনগর।
চারিপুরুষ পূর্ব্বে ছুলালী হরিপুর প্রঃ মাঝপাড়া হইতে আগত।

} উপাধি রায়চৌধুরী

## ২০। চৌয়ালিশ পরগণার কাশ্যপ গোত্রীয় ত্রিপুর গুপ্ত।

এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ গোপীনাথ গুপ্ত রাঢ় দেশ হইতে আসিয়া সাতগাঁও পরগণার আলিসারকুল নিবাসী রাঢ় বঙ্গ বিখ্যাত মহাত্মা শুভঙ্কর খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় স্থিতি করেন। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র পশুপতি তৎপুত্র বংশীবিনোদ গুপ্ত সাতগাঁও হইতে আসিয়া চৌয়ালিশ পরগণার মুটুকপুর নামক স্থানে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। গোপীনাথ গুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র উমানন্দের বংশধরগণ সায়েস্তানগর পরগণার আটগাঁও, সতরশতি পরগণার বাউরভাগ ও পঞ্চখণ্ড পরগণার বড়বাড়ী মৌজায় বাস করিতেছেন। এই বংশীবিনোদ বংশীয়গণের উপাধি চৌধুরী। তাঁহারা নিম্নলিখিত স্থান সকলে বাস করিতেছেন। তাঁহারা চৌয়ালিশের শ্রীকর্ণি।

(ক) মুটুকপুর, পং চৌয়ালিশ, পোঃ আঃ জগৎসী।
(খ) অলহা, পং চৌয়ালিশ,পোঃ আঃ অলহা। (কুলদর্পণ গ্রন্থের ৬৩ পৃঃ দ্রঃ)
(গ) নয়াপাড়া পং চৌয়ালিশ পোঃ আঃ জাগৎসী।

} উপাধি চৌধুরী

(ঘ) উমানন্দ গুপ্ত বংশীয়গণ নিম্নলিখিত স্থানসকলে বাস করিতেছেন :—

(১) আটগাঁও, পং সায়েস্তানগর, পোঃ আঃ অলহা। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী।
(২) বাউরভাগ, পং হাং সতরশতি, পোঃ আঃ বাউরভাগ।
(৩) বড়বাড়ী, পং পঞ্চখণ্ডকালা। পোঃ আঃ বিয়ানীবাজার।
(৪) জিলা ময়মনসিংহ, টাউন সেরপুর। ইঁহাদের উপাধি পত্রনবীশ।

## ২১। ছুলালীর ত্রিপুর গুপ্ত বংশ, গোত্র কাশ্যপ।

এই বংশের আদিপুরুষ সহস্রাক্ষ গুপ্ত হুগলী জিলার গুপ্তীপাড়া গ্রাম হইতে আসিয়া ছুলালীর ভরদ্বাজ দাশ বংশে বিবাহ করিয়া ছুলালীতেই বসবাস করিতেছেন।

(ক) গুপ্তপাড়া, পং ছুলালী ও হরিনগর পোঃ আঃ তাজপুর।
(খ) পুরকায়স্থপাড়া, পং ছুলালী, পোঃ আঃ তাজপুর। ইঁহাদের উপাধি পুরকায়স্থ।
(গ) রায়কেলি শিকিমুনাইতা। পোঃ আঃ দশঘর। ইঁহাদের উপাধি পুরকায়স্থ।
(ঘ) কসবা পাগলা, পোঃ আঃ কসবা পাগলা। বর্ত্তমান পুরুষগণ রায়কেলী গ্রাম হইতে এখানে আসিয়াছেন। ইঁহাদের উপাধি পুরকায়স্থ।

(ঙ) গ্রাঃ গোটাটিকর, পং বোধরালী পোঃ আঃ শ্রীহট্ট। ছয় পুরুষ পূর্ব্বে তুলালী গুপ্তপাড়া হইতে এখানে আগত।

**২২। আতুয়াজান পরগণার ত্রিপুর গুপ্তবংশ**—গোত্র কাশ্যপ। পোঃ আঃ পাইলগাঁও।

তিনপুরুষ পূর্ব্বে এই বংশ ত্রিপুরা জেলার কুটীগ্রাম হইতে আতুয়াজান পরগণার পাইলগাঁয়ে আসিয়া বদ্ধমূল হয়েন।

**২৩। তরপ পরগণার পৈল মৌজার বাৎস্য গোত্রীয় গুপ্তবংশ**। পোঃ আঃ পৈল।

পৈল গ্রামে বাৎস্য গোত্রীয় গুপ্তবংশ বিদ্যমান আছেন, তবে গুপ্ত পদ্ধতিতে বাৎস্য গোত্রের কোনও অস্তিত্ব আছে বলিয়া জানা যায় না। জানি না পূর্ব্বে ইঁহাদের দাশ পদ্ধতি ছিল কি না।

## দাশ বংশ

২৪। চৌয়ালিশ পরগণার ফলাউন্দ মৌজার মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় দাশবংশ।

আট পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশের আদিপুরুষ রাঢ়দেশ হইতে এই গ্রামে আসিয়া বদ্ধমূল হয়েন। এই বংশের উপাধি পুরকায়স্থ। পোঃ আঃ জগৎসী।

২৫। পং তরপের তুঙ্গেশ্বর মৌজার মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় দাশবংশ। পোঃ আঃ তুঙ্গেশ্বর।

দুই পুরুষ যাবৎ বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রাম হইতে আসিয়া তুঙ্গেশ্বরে বাস করিতেছেন।

২৬। পং তরপের গ্রাম ও পোঃ আঃ সুঘরের মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় দাশবংশ।

এই গ্রামের দাশবংশ দুই পুরুষ যাবৎ মহেশ্বরদী হইতে আসিয়া বাস করিতেছেন।

২৭। গোজাখাইড় মৌজার মৌদ্‌গল্য গোত্রের দাশবংশ। পোঃ আঃ নবিগঞ্জ।

এই গ্রামের দাশবংশীয়গণ ঢাকা জিলা হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করেন।

২৮। পং পঞ্চখণ্ড কালা, গ্রাম খাসা প্রঃ দিঘীর পার মৌজার মৌদ্‌গল্য গোত্র দাশবংশ। পোঃ আঃ বিয়ানীবাজার।

বহু পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশের আদিপুরুষ বঙ্গদেশ হইতে এখানে আসিয়া বদ্ধমূল হয়েন। ইঁহাদের উপাধি পালচৌধুরী।

(ক) পঞ্চখণ্ডের ঘুঙ্গাদিয়া মৌজার মৌদ্‌গল্য গোত্রের দাশবংশ। কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে এই গ্রামে আসিয়া স্থিতি করেন। ইঁহাদের উপাধি পালচৌধুরী।

২৯। ইটা পরগণার গয়গড় মৌজার মৌদ্‌গল্য গোত্র দাশবংশ।

কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে এ বংশের আদিপুরুষ এখানে আগমন করেন।

৩০। সেলবরষ পরগণার সলপ মৌজার মৌদ্‌গল্য গোত্র দাশবংশ। ইঁহাদের উপাধি মজুমদার।

কয়েক পুরুষ হয় ময়মনসিংহ জিলার পদ্মখালি গ্রাম হইতে এখানে আগমন করেন।

৩১। দুলালী ও হরিনগর পরগণার ভরদ্বাজ গোত্র দাশবংশ।

এই দাশ বংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ লক্ষীনারায়ণ দাস বহু পুরুষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে এখানে সমাগত হন বলিয়া কথিত হয়। ইঁহাদের একশাখার উপাধি পুরকায়স্থ। নিম্নলিখিত স্থানসকলে এই বংশীয়গণ বাস করিতেছেন।

(ক) দাশপাড়া, পং দুলালী ও হরিনগর। পোঃ তাজপুর।

(খ) আখালিয়া—পোঃ আঃ শ্রীহট্ট।

---

মন্তব্য—উপরোক্ত গুপ্তবংশ সকল ব্যতীত শ্রীহট্ট জিলার অন্য কোনও স্থানে গুপ্ত জাতীয় বৈদ্য আছেন কি না জানা যায় না।

(গ) সোনাপুর, পং লক্ষীপুর, পোঃ আঃ সোনাপুর।

(ঘ) কশবা, মান্দারকান্দি পং ও পোঃ আঃ মান্দারকান্দি।

(ঙ) হরিপুর প্রঃ মাঝপাড়া, পং চুলালী—পোঃ আঃ তাজপুর।

(চ) ইটা পরগণার পাঁচগাঁও, পোঃ আঃ রাজনগর।

৩২। চুলালী পরগণার লালকৈলাস ও রবিদাস প্রঃ হুজুরী মৌজার ভরদ্বাজ দাশবংশ। পোঃ তাজপুর।

জনশ্রুতি এই যে উক্ত গ্রামদ্বয়ের দাশবংশীয়গণের আদিপুরুষ মদনদাশ চুলালীর দাশপাড়া গ্রাম হইতে দাশরাই মৌজায় গমন করেন। তথা হইতে চারিপুরুষ পর রাজেন্দ্র দাশ চুলালী লালকৈলাস মৌজায় প্রঃ হুজুরী গ্রামে আসিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। লালকৈলাস ও রবিদাস মৌজার দাশ বংশীয়গণের উপাধি চৌধুরী। ইঁহারা নিম্নলিখিত স্থানসকলে বাস করিতেছেন।

(ক) পং চুলালী মৌজে লালকৈলাস প্রঃ হুজুরী—পোঃ আঃ তাজপুর।

(খ) " মৌং রবিদাস " " — " " "।

(গ) পং কৌড়িয়া মৌজে দিঘলী পোঃ আঃ গোবিন্দগঞ্জ।

চুই পুরুষ পূর্ব্বে হুজুরী হইতে আগত।

(ঘ) পং আতুয়াজান, গ্রাম পাইলগাঁও, পোঃ আঃ পাইলগাঁও। চুই পুরুষ পূর্ব্বে হুজরী হইতে আগত।

(ঙ) কশবাপাগলা, পোঃ আঃ কশবাপাগলা। চারি পুরুষ পূর্ব্বে হুজরি হইতে পাগলায় আগত।

(চ ঢাকাদক্ষিণ রায়গড, পোঃ আঃ ঢাকাদক্ষিণ। চুই পুরুষ পূর্ব্বে হুজরী হইতে আগত।

৩৩। পং উচাইল, গ্রাম ব্রাহ্মণডুরার ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাশবংশ—পোঃ আঃ ব্রাহ্মণডুবা।

এই বংশীয়গণ চুই পুরুষ পূর্ব্বে মহেশ্বরদী হইতে সমাগত।

৩৪। পং পঞ্চখণ্ডের খাসা মৌজার ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাশবংশ। পোঃ আঃ বিয়ানীবাজার।

৩৫। পং পঞ্চখণ্ডের থিত্রগ্রাম, বড়বাড়ী ও দাশগ্রাম মৌজার ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাশবংশ। পোঃ বিয়ানীবাজার॥ এই তিন গ্রামের দাশবংশীয়গণের আদিপুরুষ ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল হইতে আসিয়া পঞ্চখণ্ডকালার দাশউরা গ্রামে প্রথমতঃ বসতি স্থাপন করেন। পরে তৎপরবর্ত্তিগণ উপরোক্ত গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন। ইঁহাদের তিন গ্রামের তিনশাখার উপাধি চৌধুরী, কানুনগো ও মজুমদার বলিয়া জানা যায়।

৩৬। সাং কশবে শ্রীহট্ট মহলে আথালিয়া চান্দরায়ের গৃধা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দাশবংশ। পোঃ আথালিয়া। বহুপুরুষ পূর্ব্বে এই দাশবংশীয়গণের আদিপুরুষ রাঢ় দেশ হইতে শ্রীহট্ট-সন্নিকটস্থ বড়শালা গ্রামে আগমন করেন। তথা হইতে তৎপরবর্ত্তিগণ উপরোক্তস্থান সকলে আসিয়া বদ্ধমূল হয়েন। ইঁহাদের উপাধি মজুমদার।

৩৭। সাং কশবে শ্রীহট্ট মহলে সুবিদরায়ের গৃধা নিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় দাশবংশ, পোঃ শ্রীহট্ট। এই বংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ বহুপুরুষ পূর্ব্বে রাঢ়দেশ হইতে তরপ পরগণায় আগমন করেন। তিনি যে স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন সেই স্থান দাশপাড়া নামে অভিহিত হয়। পরে তদ্বংশীয় কবিবল্লভ দাশ মুসলমান বাদশাহের চাকরি গ্রহণ করিয়া এইস্থানে বদ্ধমূল হয়েন। ইঁহাদের উপাধি দস্তিদার।

(ক) পং তরপের দাশপাড়া, পোঃ আঃ সাটিয়াজুরি।

৩৮। দামোদরপুর, পং তরপ, পোঃ আঃ গোচাপাড়া। কাশ্যপগোত্রীয় দাশবংশ।

এই দাশবংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ রাঢ়দেশ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাশ উকিল মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

৩৯। পং চাপঘাট, মৌজে মৃজাপুরের কাশ্যপগোত্রীয় দাশবংশ। পোঃ আঃ ভাঙ্গাবাজার, জিলা কাছাড়।

৪০। পং কৌড়িয়ার দীঘলী মৌজার কাশ্যপ গোত্রীয় দাশবংশ। পোঃ আঃ গোবিন্দগঞ্জ।

৪১। পং গয়াসনগর প্রঃ সাতগাঁও পরগণার ভীমসী মৌজার আত্রেয় গোত্রীয় দাশবংশ। পোঃ ভুনবীর। পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশের আদিপুরুষ বিক্রমপুর হইতে এখানে আগমন করেন।

## দত্তবংশ

৪২। ইটা পরগণার গয়গড় মৌজার শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দত্তবংশ। ইঁহাদের উপাধি কানুনগো।

"কুলদর্পণ" নামীয় রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে বল্লাল সেনের ভয়ে আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাঢ়ীয় সমাজের বটোগ্রাম হইতে শাণ্ডিল্য দত্তবংশের তিন সহোদর মেদিনীধর, চক্রধর ও ধরাধর দত্ত সর্ব্ব প্রথমে শ্রীহট্টের ইটা পরগণায় তাঁহাদের গুরু ও কুলপুরোহিত শুক্লাম্বর মিশ্রসহ গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। গয়গড়ের দত্তবংশীয়গণ মেদিনীধরের বংশধর বটেন। এই বংশীয়গণ নিম্নলিখিত স্থান সকলে বসবাস করিতেছেন :—

(ক) গয়গড়, পং ইটা, পোঃ আঃ রাজনগর।

(খ) দত্তগ্রাম, পং ,, ,, ,, ঐ

(গ) নয়াগ্রাম, পং ,, ,, ,, ঐ

(ঘ) মহাসহস্র, পং ,, ,, ,, ঐ

(ঙ) দাশপাড়া, পং ,, ,, ,, ঐ

(চ) মঙ্গলপুর, পং ভানুগাছ, পোঃ আঃ কমলগঞ্জ।

(ছ) তিলাধীজুড়া, পং লংলা, পোঃ আঃ কুলাউড়া।

(জ) মাজডিহি, পং চৌতলী, পোঃ আঃ নারাইনছড়া।

(ঝ) মাইজগ্রাম, পং মোরাপুর, পোঃ আঃ ফেঁচুগঞ্জ।

৪৩। দত্তগ্রাম, পং ইটা, পোঃ রাজনগর, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দত্তবংশ।

ইঁহাদের এক শাখার উপাধি চৌধুরী ও অপর শাখার উপাধি কানুনগো। এই গ্রামের দত্তবংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ চক্রধর দত্ত রাঢের বটোগ্রাম হইতে এখানে আগমন করেন। বর্ত্তমানে এই বংশীয়গণ নিম্নলিখিত স্থানসকলে বসবাস করিতেছেন।

(ক দত্তগ্রাম, পং ইটা, পোঃ আঃ রাজনগর।

(খ) দলিয়া, পং চৌয়ালিশ পোঃ আঃ অলহা।

(গ) শঙ্করপুর, পং লংলা, পোঃ আঃ কুলাউডা।

(ঘ) ভবানীনগর, পং ইটা, পোঃ আঃ রাজনগর।

৪৪। সুপাতলা, পং পঞ্চখণ্ডকালা, পোঃ আঃ বিয়ানীবাজার। কৃষ্ণাত্রেয় দত্তবংশ। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী। এই বংশীয়গণ নিম্নলিখিত স্থানসকলে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

(ক) সুপাতলা, পং পঞ্চখণ্ডকালা, পোঃ আঃ বিয়ানীবাজার।

(খ) গ্রাম, পরগণা ও পোঃ আঃ রিচি।

(গ) দত্তরালী, পং ঢাকাদক্ষিণ, পোঃ আঃ ঢাকাদক্ষিণ। এই গ্রামের দত্তগণের আদিপুরুষ পঞ্চখণ্ড সুপাতলা হইতে এখান আসিয়াছেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী।

৪৫। পরগণা, মৌজা ও পোঃ আঃ বেজুড়ার ভরদ্বাজ গোত্রীয় দত্তবংশ। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী। নিম্নলিখিত স্থানসকলে ইঁহারা বাস করিতেছেন। কুলদর্পণ গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ রাঢ় দেশ হইতে মহারাজ বল্লালসেনের ভয়ে শ্রীহট্ট আগমন করেন।

(ক) মৌজা, পরগণা ও পোঃ আঃ বেজুড়া।

(খ) মৌজা জগদীশপুর, পং বেজুড়া, পোঃ আঃ ইটাখলা।

(গ) মৌজা মুরাকরি, পং লাখাই, পোঃ আঃ ফান্দাউক।

(ঘ) মৌং দত্তপাড়া, পং বানিয়াচঙ্গ, পোঃ আঃ বানিয়াচঙ্গ।

(ঙ) মৌজা ও পোঃ আঃ ফান্দাউক, জিলা ত্রিপুরা।

(চ) কালিকচ্ছ, পং সরাইল, পোঃ আঃ সরাইল, জিলা ত্রিপুরা।

(ছ) মৌং সুলতানশ্রী, পোঃ আঃ সাইস্তাগঞ্জ।

৪৬। গ্রাম চারিনাও, পং উচাইল, পোঃ আঃ ব্রাহ্মণ ডুরা। ভরদ্বাজ গোত্র দত্তবংশ।

এই দত্তবংশীয়গণ জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত কালিকচ্ছ গ্রামের প্রসিদ্ধ ভোলানাথ রায়ের বংশধর বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের উপাধি দত্তরায়। ইঁহারা নিম্নলিখিত স্থান সকলে বদ্ধমূল হইয়াছেন।

(ক) চারিনাও, পং উচাইল, পোঃ ব্রাহ্মণডুরা।

(খ) ফেঁচুগঞ্জ, পং মোরাপুর, পোঃ আঃ ফেঁচুগঞ্জ।

(গ) হরিহরপুর, পং তরপ, পোঃ আঃ চুনারুঘাট।

৪৭। সাতগাঁও পরগণার গৌতম গোত্রীয় দত্তবংশ।

এই বংশীয়গণের আদিপুরুষ মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টে আগমন করেন। তদ্বংশীয়গণ নিম্নলিখিত স্থানসকলে বাস করিতেছেন। তাঁহারা সাতগাঁওয়ের দত্ত বলিয়া পরিচিত। (কুলদর্পণ গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

(ক) মৌজে ভুনবীর, পং সাতগাঁও, পোঃ আঃ ভুনবীর—উপাধি চৌধুরী।

(খ) মৌজে শাসন, পোঃ আঃ ভুনবীর, পং সাতগাঁও। „ „

(গ) মৌং আলিসারকুল, পং সাতগাঁও, পোঃ আঃ সাতগাঁও। উপাধি চৌধুরী ও পুরকায়স্থ।

(ঘ) ভুজপুর, পং বালিশিরা, পোঃ আঃ সাতগাঁও। উপাধি চৌধুরী।

(ঙ) চাড়িয়া, পং চৈতন্যনগর, পোঃ আঃ মৌলবীবাজার। উপাধি চৌধুরী।

(চ) ঘড়ুয়া, পং চৌয়ালিশ, পোঃ আঃ ঐ „ „

(ছ) খিদুর, „ „ „ „ ঐ „ „

(জ) নলদাড়িয়া, পং „ „ „ ছুর্ল্ভপুর। „ „

(ঝ) মহাসহস্র, পং ইটা, পোঃ আঃ রাজনগর। „ „

(ঞ) মিরাসী, পং তরপ, পোঃ আঃ মিরাসী।

(ট) কারখানা বোয়ালজুর, পং কুরশা, পোঃ আঃ নবিগঞ্জ।

(ঠ) লিগাঁও, পং দিনারপুর, পোঃ আঃ লিগাঁও।

(ড) গজনাইপুর, পং „ „ „ „

(ঢ) ছোটলিখা, পোঃ আঃ বড়লিখা।

(ণ) দাপনীয়া, পং ইছামতী, পোঃ আঃ ইছামতী। উপাধি চৌধুরী।

(ত) কেশবপুর, পং আতুয়াজান, পোঃ আঃ জগন্নাথপুর। উপাধি পুরকায়স্থ।

(থ) ভাবনাইয়া, পং বনভাগ, পোঃ আঃ বিশ্বনাথ। উপাধি চৌধুরী।

(দ) সজনগ্রাম, পং লাখাই, পোঃ আঃ লাখাই। এই গ্রামের দত্তবংশীয়গণ মহাত্মা চক্রপাণি দত্তের বংশধর বলিয়া দাবি করেন অথচ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন।

৪৮। চৌতলী পরগণার গৌতম গোত্রীয় দত্তবংশ; ইঁহাদের উপাধি পুরকায়স্থ।

এই বংশীয়গণ নিম্নলিখিত স্থানসকলে বাস করিতেছেন।

(ক) মাজডিহি, পং চৌতলী, পোঃ আঃ নারাইনছড়া।

(খ) মিরাসী, পং তরপ, পোঃ আঃ মিরাসী।

(গ) আখানগিরি, পোঃ আঃ লিগাঁও।

৪৯। কাশিম নগর পরগণার কাশ্যপ গোত্রীয় দত্তবংশ। এই বংশীয়গণের উপাধি মজুমদার। গ্রাঃ পোঃ ধর্মঘর। এই গ্রামের দত্তবংশীয়গণের আদিপুরুষ রাঢ় দেশ হইতে এই গ্রামে আগমন করেন।

৫০। তরপ পরগণার দত্তপাড়া মৌজার কাশ্যপ গোত্রীয় দত্তবংশ। এই গ্রামের দত্তবংশীয়গণের আদিপুরুষ রাঢ়দেশ হইতে এই গ্রামে আগমন করেন।

৫১। পং বালিশিরা, মৌং জামসী মৌজার কাশ্যপ গোত্রীয় দত্তবংশ। এই গ্রামের দত্তগণের আদিপুরুষ তরপের দত্তপাড়া হইতে আগমন করেন।

৫২। আতুয়াজান পরগণার ঈশাখপুর মৌজার দত্তবংশ।

৫৩। পং সতরসতি মৌঃ বাউরভাগ ও সাধুহাটীর দত্তবংশ।

৫৪। পং পাচাউনের দত্তবংশ।

৫৫। তরপের লক্ষীপুরের দত্তবংশ।

(৫২–৫৫) এই চারিটি বংশীয়গণ কায়স্থ কি বৈদ্য সে সম্পর্কে তাহাদের নিকট হইতে কোন বিবৃতি পাওয়া যায় নাই।

## দেববংশ

৫৬। পং তরপ, মৌজে সুঘর, পোঃ আঃ সুঘর, কৃষ্ণাত্রেয় দেববংশ।

দ্বাদশ পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশের আদিপুরুষ রাঢ়দেশ হইতে এখানে আগমন করেন। ইঁহাদের এক শাখার উপাধি "মজুমদার" ও অপর শাখার উপাধি "রায়"।

(ক) পং তরপ, মৌজে সুঘর, পোঃ আঃ সুঘর।

(খ) পং বোয়ালজুর, মৌং আদিত্যপুর, পোঃ আঃ বালাগঞ্জ।

**মন্তব্য:** মৌরাপুর পরগণার কায়স্থগ্রামে, পঞ্চখণ্ডকালার লাউতা গ্রামে এবং ছোটলিখায় কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের দেববংশ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন।

৫৭। মৌজে সুরমা, পং বেজুড়া পোঃ আঃ ইটাখলা। এই গ্রামের কাশ্যপ গোত্রীয় দেববংশীয়গণের আদিপুরুষ বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে এখানে আগমন করেন। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী।

(ক) গ্রাম ও পোঃ ব্রাহ্মণডুরা, পং উচাইল। এই গ্রামের কশ্যপ গোত্রীয় দেব বংশ বেজুড়া পরগণার সুরমা গ্রাম হইতে আগত। ইঁহাদের উপাধিও চৌধুরী।

৫৮। ধর্মঘর পরগণার মৌজা ও পোঃ আঃ কাশিমনগরের কশ্যপগোত্র দেববংশ। উপাধি মজুমদার।

৫৯। ঢাকাদক্ষিণ রায়গড়ের দেববংশ। পোঃ আঃ ঢাকাদক্ষিণ। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী।

৬০। ভাটেরার দেব চৌধুরী বংশ। এই বংশ শ্রীহট্টের আদিবাসিন্দা, ইঁহাদিগকেই শ্রীহট্টের হিন্দুরাজার বংশধর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী। শ্রীহট্টের অভিজাত বৈদ্যসমাজের সঙ্গে ইঁহাদের পূর্ব্বাবধি আদান-প্রদান চলিয়া আসিতেছে।

উপরোক্ত শেষ তিন বংশ হইতে কোন বিবৃতি পাওয়া যায় না।

## করবংশ

৬১। পুটিজুরি পরগণার ভরদ্বাজ গোত্রীয় করবংশ।

এই করবংশের আদিপুরুষ হুগলী জিলা হইতে পুটিজুরি পরগণার স্নানঘাট মৌজায় আগমন করেন। পরবর্ত্তীকালে নিম্নলিখিত স্থানসকলে তদ্বংশীয়গণ বিস্তৃত হইয়াছেন।

(ক) সন্তোষপুর, পং পুটিজুরি, পোঃ আঃ লামাপুটিজুরি। ইঁহাদের উপাধি "চৌধুরী"।

(খ) আহম্মদপুর, পং ,, ,, ,, ঐ । ইঁহাদের উপাধি "রায়"।

(গ) যাদবপুর, পং ,, ,, ,, ঐ । ইঁহাদের উপাধি "পুরকায়স্থ"।

(ঘ) সাতকাপন, পং তরপ, পোঃ আঃ রসিদপুর।

(ঙ) ভিমসী, পং গয়াসনগর প্রঃ সাতগাঁও, পোঃ আঃ ভুনবীর। ইঁহাদের উপাধি "চৌধুরী"।

(চ) করগ্রাম, পং লংলা, পোঃ আঃ কুলাউড়া।

৬২। শুকচর, পং পুটিজুরি, পোঃ আঃ লামাপুটিজুরি। এই গ্রামের ভরদ্বাজ গোত্রীয় করবংশের আদি বাসস্থান এবং আদিপুরুষের নাম আমরা পাই নাই। তবে ইঁহারা যে বৈদ্য তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না। কারণ পূর্ব্বাবধি ইঁহারা শ্রীহট্টের অভিজাত বৈদ্যগণের সঙ্গে আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

৬৩। মৌং ভুজবল, পং চৌয়ালিশ, পোঃ আঃ মৌলবীবাজার। এখানকার কাশ্যপ গোত্রীয় করবংশের আদিপুরুষ বঙ্গদেশ হইতে আগমন করেন। ইঁহাদের উপাধি "পুরকায়স্থ"।

৬৪। মৌং ও পোঃ আঃ সাটিয়াজুরি পং তরপ; এই গ্রামের কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের কর বংশীয়গণ আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশীয়গণ বঙ্গদেশ ও শ্রীহট্টের বৈদ্য সমাজের সঙ্গে পূর্ব্বাবধি আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

৬৫। মৌং পুরকায়স্থপাড়া, পং ঢাকাদক্ষিণ, পোঃ আঃ ঢাকাদক্ষিণ। এই গ্রামের মৌদ্‌গল্য গোত্রের কর বংশের উপাধি "পুরকায়স্থ"। নিম্নলিখিত স্থানসকলে এই বংশের শাখা পরিলক্ষিত হয়।

(ক) পুরকায়স্থপাড়া, পং ঢাকাদক্ষিণ, পোঃ আঃ ঢাকাদক্ষিণ।

(খ) কাটালতলি, পং পাথারিয়া, পোঃ আঃ বড়লিখা।

(গ) জাঙ্গাইল, পং কৌড়িয়া, পোঃ আঃ টুকের বাজার।

(ঘ) দাশপাড়া, পং ঢুলালী, পোঃ আঃ তাজপুর।

এই বংশীয়গণ হইতে তাহারা বৈদ্য কি কায়স্থ সে সম্পর্কে কোন বিবৃতি পাওয়া যায় নাই।

## ধরবংশ

৬৬। পাইলগাঁও, পোঃ আঃ পাইলগাঁও, পং আতুয়াজান। গৌতম গোত্রীয় ধরবংশ।

এই বংশের আদিপুরুষ কানাইধর বৰ্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট বৈদ্যসমাজ হইতে পাইলগাঁওয়ে আগমন করেন। ঢুলালীর বৈষ্ণবের দেওয়ালের, বনভাগ পরগণার জানাইয়াগ্রামের, সতরশতি ও বাউরভাগ গ্রামের দিনারপুরের লিগাঁওয়ের ধরবংশীয়গণ পাইলগাঁও এর ধরবংশীয়গণের শাখা কি না কে বলিতে পারে? ইঁহারাও গৌতম গোত্রীয় বটেন।

ইন্দেশ্বর খলাগাঁও ও চাপঘাট উত্তর গোলে গার্গগোত্রীয় ধরবংশ বিদ্যমান আছেন। ইঁহারা বৈদ্য-কায়স্থ সংমিশ্রণে আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

ইক্রাম মৌজার পরাশর গোত্রীয় ধর ও তরপের এরালিয়া মৌজার কাশ্যপ গোত্রীয় ধরগণ বৈদ্যাচারী বলিয়া জানা যায়।

উপরোক্ত পাইলগাঁওয়ের ধর বংশীয়গণের শতকরা পচানব্বইটী ক্রিয়াই শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও ঢাকার বিশিষ্ট বৈদ্যগণের সহিত পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা বৈদ্য কি কায়স্থ সে সম্পর্কে কোন বিবৃতি পাওয়া যায় নাই।

## স্বর্ণ কৌশিক গোত্র সোমবংশ

৬৭। যদিও সোম বংশীয়গণ বৈদ্য, তথাপি নিম্নলিখিত গ্রাম সকলের অধিকাংশ সোমবংশীয়গণ কায়স্থগণের সহিত ক্রিয়াদি করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে কোন বিবৃতি পাওয়া যায় নাই।

(ক) উত্তরভাগ, পং ইন্দেশ্বর—স্বর্ণ কৌশিক গোত্রীয় সোম।
(খ) কাদিপুর, পং লংলা— " " " "।
(গ) করগ্রাম, পং " " " " "।
(ঘ) বাউরভাগ, পং সতরসতি " " " "।
(ঙ) উত্তরশোর, পং বালিশিরা " " " "।

## নন্দীবংশ

৬৮। মৌজা, পরগণা ও পোঃ আঃ বেজুড়া। এই গ্রামের কাশ্যপ গোত্রীয় নন্দীবংশীয়গণের আদি-পুরুষ ময়মনসিংহ গচিহাটা গ্রাম হইতে এখানে আগমন করেন। ইঁহাদের উপাধি মজুমদার। ইঁহারা নিজেদের কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন কিন্তু ইঁহাদের স্বজ্ঞাতি ময়মনসিংহ সেরপুরের নন্দী জমিদারগণ বৈদ্য বলিয়া রাঢ় বঙ্গ-পরিচিত। এই বংশীয়গণের শাখা নিম্নলিখিত স্থানসকলে বাস করিতেছেন।

(ক) ইটাখলা, পোঃ আঃ ইটাখলা, পং বেজুড়া। ইঁহাদের উপাধি মজুমদার।
(খ) বেজুড়া, পং ও পোঃ আঃ বেজুড়া। " " "।
(গ) বরগ, " " " ঐ " " "।
(ঘ) চরভিতা, পং বোয়ালজুর, পোঃ আঃ বালাগঞ্জ।
(ঙ) ভাড়াউড়া, পং বালিশিরা, পোঃ আঃ শ্রীমঙ্গল।
(চ) বানিয়াচঙ্গ নন্দীপাড়া, পোঃ আঃ বানিয়াচঙ্গ।
(ছ) সতরসতি সাধুহাটী, পোঃ আঃ সাধুহাটী।

## নাগবংশ

৬৯। সৌপায়ন গোত্রীয় নাগবংশের আদিপুরুষ ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের বৈদ্যবংশ হইতে শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গ পরগণায় আসিয়া বসবাস করেন। এই বংশীয়গণ নিম্নলিখিত স্থানসকলে বাস করিতেছেন।

(ক) মৌং নাগজাতুকর্ণ, পং ও পোঃ আঃ বানিয়াচঙ্গ।
(খ) মৌং নাগেরগাঁও, পং ইটা, পোঃ আঃ রাজনগর।
(গ) মৌং পাচগাঁও, পং ইটা, পোঃ আঃ রাজনগর।
(ঘ) মৌং সাধুহাটী, পং সতরসতি, পোঃ আঃ সাধুহাটী।

} এই বংশীয়গণ বৈদ্য কি কায়স্থ সে সম্পর্কে কোন বিবৃতি পাওয়া যায় নাই।

৭০। কুবাজপুর, পং আতুয়াজান, কাশ্যপ গোত্রীয় নাগবংশ বিদ্যমান আছেন।

## আদিত্য বংশ

৭১। কৌশিক গোত্র আদিত্য নিম্নলিখিত স্থানসকলে বসবাস করিতেছেন।

(ক) ছোটলিখা, পং ও পোঃ আঃ বড়লিখা, ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী।
(খ) খতিরা, পং জালালপুর, পোঃ আঃ জালালপুর।
(গ) মৃজাপুর, পং চাপঘাট, পোঃ আঃ ভাঙ্গাবাজার।
(ঘ) আমলসীদ, পং ,, ,, ,, ,, ।

এই বংশীয়গণ বৈদ্য কি কায়স্থ সে সম্পর্কে কোন বিবৃতি পাওয়া যায় নাই।

# সেন প্রকরণ

সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
রাজঃ সোমশ্চ নন্দীশ্চ কুন্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥ ( চন্দ্রপ্রভা ৪ পৃষ্ঠা )

জিলা শ্রীহট্টের মৌলবীবাজার সাবডিভিসনের অন্তর্গত

## আদপাশার সেনবংশ

গোত্র ধন্বন্তরি।

প্রবর = ধন্বন্তরি — অপসার—নৈধ্রুব—আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য।

আদপাশা মৌজা চৌয়ালিশ পরগণার অন্তর্গত। এই বংশীয়গণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পার্ষদ সেন শিবানন্দের বংশধর বটেন। ইঁহাদের ব্যবসা গুরুতা।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে—"সেন শিবানন্দ প্রভুর ভক্ত অন্তরঙ্গ।" সেন শিবানন্দের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জিলার কুলীনগ্রাম। সেন শিবানন্দ ধনী ব্যক্তি ছিলেন, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি শত শত ভক্ত সঙ্গে লইয়া নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মিলনে যাইতেন; এবং সকলেরই পারাপারের খরচ তিনি নিজে বহন করিতেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে—

"শিবানন্দ করে সব ঘাট সমাধান।
সবাকে পালন করে দিয়া বাসস্থান॥

কাঞ্চনপল্লী বা বর্ত্তমান কাচড়াপাড়া শিবানন্দের শ্বশুরালয় ছিল। তথায় তিনি পরবর্ত্তীকালে প্রবাসী হইয়াছিলেন। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র চৈতন্যদাসের পাঁচ পুত্র ছিল। চৈতন্যদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ গঙ্গাতীরে কলিকাতার সন্নিকটে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আসিয়া বাস করেন এবং চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করেন। তৎপরে নয়নানন্দের পুত্র পরমানন্দ ও তৎপুত্র রামচন্দ্রের সহিত আত্মীয়গণের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পিতৃভূমি শ্রীহট্টদেশে অনুমানিক খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে চলিয়া আসেন এবং চৌয়ালিশের বৈদ্যসমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ক্রমে তথাকার অধিবাসীরূপে গণ্য হন। রামচন্দ্র সেন শিবানন্দ বংশীয় বলিয়া প্রকাশ হইলে এদেশে অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি 'অধিকারী' অর্থাৎ গোস্বামী বলিয়া পরিচিত হন। রামচন্দ্রের পুত্রের নাম রাধাবল্লভ তৎপুত্র রমাকান্ত অতিশয় জ্ঞানী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দরাম সেন ইঁহারই ভ্রাতা। শ্রীহট্টের নবাব সমসের খাঁ বাহাদুর রমাকান্তের জ্ঞানে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া রমাকান্তের পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধামাধব, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ দেবতা বিগ্রহের সেবাপূজার জন্য এক সনদে ( নং ২৪০ ) ২২ জলুস ৯ই সাবান তারিখে চৌয়ালিশ পরগণা হইতে বৃহৎ একখণ্ড ভূমি সিদ্ধনিষ্কর দেবত্র করিয়া দিয়াছিলেন।

রমাকান্তের পুত্রের নাম রমাবল্লভ সেন। এই রমাবল্লভ সেন ও গোবিন্দরাম সেনের পুত্র গোপালরাম সেনের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় রমাবল্লভ সেন জগৎসী মৌজা পরিত্যাগ করিয়া বড়হর প্রঃ আদপাশা গ্রামে চলিয়া গিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। রমাবল্লভ সেনের পুত্র তুলসীরাম সেন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; ইঁহার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা আত্মারামের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রমাবল্লভ সেনের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার সেন অধিকারী তৎপুত্র শ্রীমান হরিপদ সেন অধিকারী। রমাবল্লভ সেনের অপর পুত্র নন্দকিশোর সেনের পুত্র কৃষ্ণকিশোর সেন তৎপুত্র তত্ত্বজ্ঞানী ৺কৃষ্ণকেশব সেন অধিকারী কবিরত্ন। ইঁহার পুত্র শ্রীমান পুলিনবিহারী সেন অধিকারী ব্যাকরণতীর্থ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী। এ বংশীয়গণের ব্যবসা গুরুতা ও কবিরাজী।

শ্রীহট্ট জিলায় পাঁচটী বৈষ্ণববংশ বিখ্যাত। নাম যথা:-

১। ঠাকুরবাণী—এই বংশীয়েরা চৌতুলী কালাপুর, চৌয়ালিশ ভুজবল, দিনারপুর শতক ও আথানগিরিবাসী।
২। ঠাকুরজীবন—এ বংশীয়েরা সতরশতির বাউরভাগ ও চান্দপুর মৌজাবাসী।
৩। বৈষ্ণব রায়—এ বংশীয়েরা কুরুয়া, বিষ্ণুপুর, বাউর কাপন ও ঢাকাদক্ষিণ বাসী।
} উপাধি গোস্বামী।

৪। সেন শিবানন্দ বংশ—আদপাশা বাসী।
৫। বঞ্চিত ঘোষ—ইটার মহলাল বাসী।
} উপাধি অধিকারী।

এই পাঁচ বংশকে বৈষ্ণব সমাজের গদীয়ান বলে। এই গদীয়ান বংশীয়গণের মধ্যে সেন শিবানন্দ বংশীয় আদপাশার সেন অধিকারীগণ পাটয়ারী অর্থাৎ সদস্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন বৈষ্ণব সম্মিলনীতে কে কোন স্থানে বসিবেন তাহা এই বংশীয়গণ বিচার করিবেন এবং যথাস্থানে যোগ্য ব্যক্তিকে বসাইবেন এবং তত্ত্বাবধান রাখিবেন। ইঁহারা পূর্ব্বাপর শ্রীহট্টীয় অপরাপর বৈদ্যগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিতেছেন।

আদপাশার সেন অধিকারী (গোস্বামী) বংশ সম্বন্ধে "চক্রপানি দত্ত" ১৮৪ পৃঃ ও শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

## বংশলতা

১। সেন শিবানন্দ (আনুমানিক ১৪৮০ খৃঃ জন্ম)
- ২। চৈতন্যদাস
  - ৩। নয়নানন্দ
    - ৪। পরমানন্দ
      - ৫। রামচন্দ্র
        - ৬। রাধাবল্লভ
          - ৭। রমাকান্ত
            - ৮। রমাবল্লভ
              - ৯। তুলসীরাম
              - আত্মারাম (পর পৃষ্ঠা)
          - গোবিন্দদাস
            - গোপালরাম
- রামদাস
- কর্ণপুর

## বনগাঁও মৌজার ধন্বন্তরি গোত্র সেনবংশ।

প্রবর=ধন্বন্তরি—অপসার—নৈয়ধ্রুব—আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য।
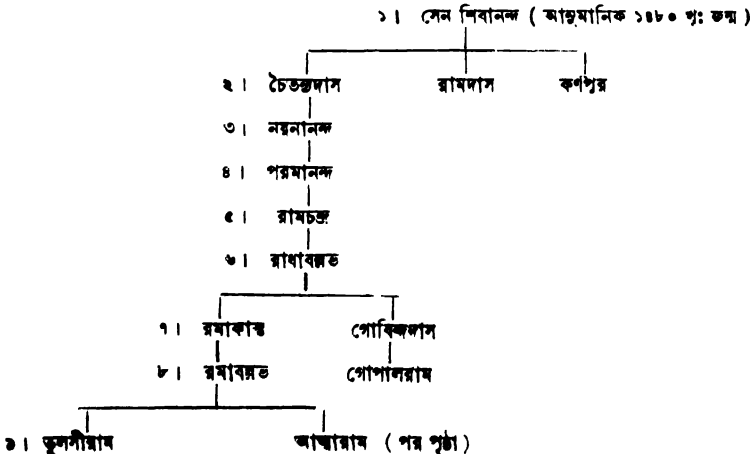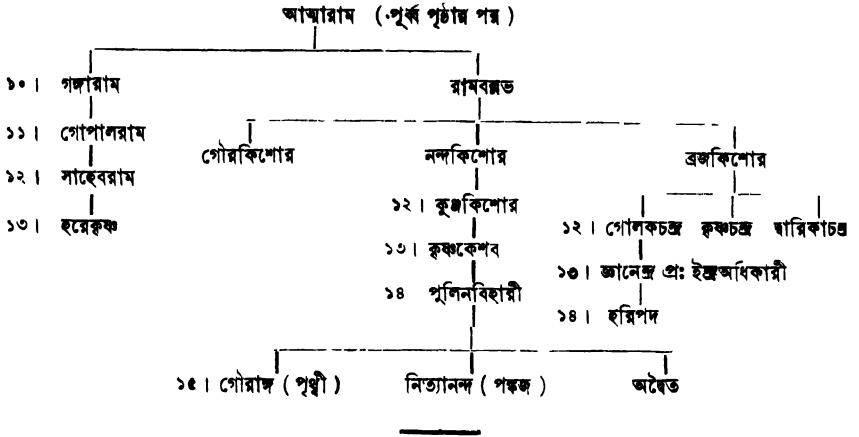
মৌজা বনগাঁও বালিশিরা পরগণার অন্তর্গত। এ বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী শতানন্দ সেন যশোহর জিলার বনগাঁও হইতে শ্রীহট্টে আসিয়া বালিশিরা পরগণায় বসতি স্থাপন করেন এবং পূর্ব্বস্থান স্মরণার্থে নিজ বাসস্থানের নাম বনগাঁও রাখেন। এ বংশীয়গণের উপাধি চৌধুরী। এ বংশীয়গণ অনেকে দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ভূমি দান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই বংশীয়গণের কুলদেবতা ৺শ্রীশ্রীরাজ রাজ্যেশ্বরী বিগ্রহের নিত্য সেবা পূজা তাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন। এই বংশের কুঞ্জকিশোর সেন একজন বিশিষ্ট মোক্তার ও চন্দ্রকিশোর সেন ডাক্তার ছিলেন। বর্ত্তমানে কামিনীকিশোর সেন চৌধুরী তৎপুত্র নিখিলচন্দ্র সেন চৌধুরী এম, এ, বি, এল, প্রফেসার, দ্বিজেন্দ্রকিশোর সেন চৌধুরী আসাম সেক্রেটারীয়েটের সহকারী সেক্রেটারী ও অবনীকিশোর সেন চৌধুরী প্রভৃতি জীবিত আছেন। (এই বংশ সম্বন্ধে বহরমপুর হইতে প্রকাশিত "কুলদর্পণ" গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ইঁহারা পূর্ব্বাপর অপরাপর বৈদ্যগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন।
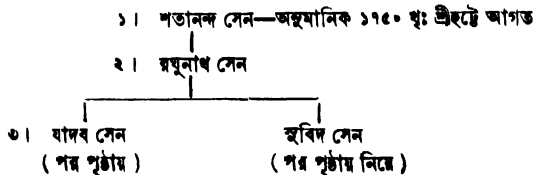
### বংশলতা

১। শতানন্দ সেন—অনুমানিক ১৭৫০ খৃঃ শ্রীহট্টে আগত

২। রঘুনাথ সেন

৩। যাদব সেন (পর পৃষ্ঠায়)

সুবিদ সেন (পর পৃষ্ঠায় নিম্নে)

---

## ইটা পরগণার মহাসহস্র গ্রামের ধন্বন্তরি গোত্র সেনবংশ।

প্রবর = ধন্বন্তরি = অপসার—নৈয়ধ্রুব—আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য।
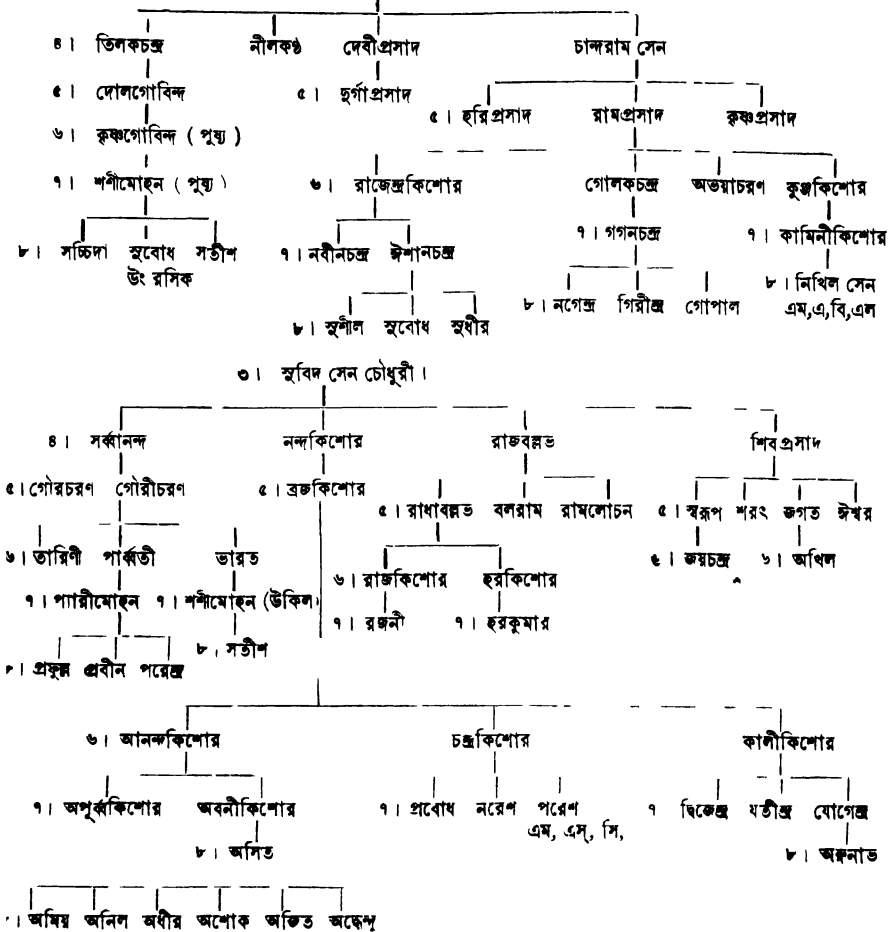
বহরমপুর হইতে প্রকাশিত কুলদর্পণ গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে ধন্বন্তরিগোত্র নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত রামানন্দ সেন বিক্রমপুর হইতে আসিয়া ইটা পরগণার মহাসহস্র গ্রামে বদ্ধমূল হয়েন। ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের

পরবর্ত্তীগণের ক্ষমতা যখন একেবারে হীনপ্রভ হয় নাই—তখন রামানন্দ সেন ইটায় আসিয়া রাজবংশীয়গণের চিকিৎসায় নিযুক্ত হন ও অচিরেই স্বীয় কার্য্যতৎপরতায় মনিবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাকে আর দেশে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই। তিনি মহাসহস্রে কিয়ৎপরিমাণ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানেই বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বসবাস করেন।

বর্ত্তমানে এই বংশে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মহাশয় একজন কৃতী পুরুষ বটেন। ইঁহারা নিজেদের আভিজাত্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন আছেন।
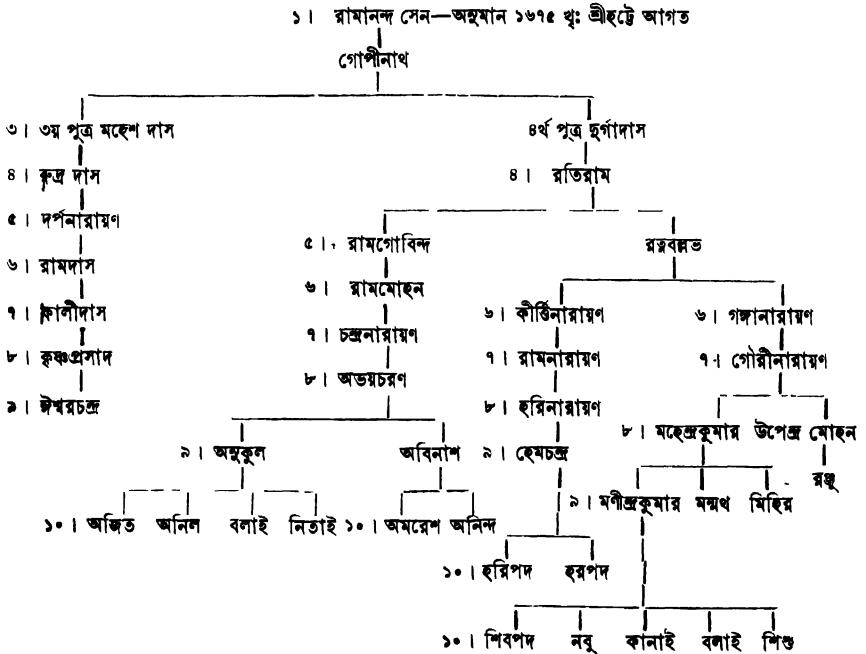
## বংশলতা

## পঞ্চখণ্ড সুপাতলার ধন্বন্তরি গোত্র সেনবংশ।

প্রবর = ধন্বন্তরি – অপ্ সার—নৈয়ধ্রুব—আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য।

পঞ্চখণ্ডের সুপাতলা মৌজার ধন্বন্তরি গোত্রীয় সেন বংশের আদিপুরুষ কবিরাজ দামোদর সেন ওরফে সুখময় সেন রাঢ়দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আদিত্যবংশীয় এক ব্যক্তির প্রলোভনে পড়িয়া এদেশে ছোটলিখা নামক স্থানে আগমন করেন এবং পঞ্চখণ্ড পালচৌধুরী বংশে বিবাহ করিয়া ছোটলিখাতেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই স্থান সেনগ্রাম নামে আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু

সেনেরা তথায় স্থায়ী হইতে পারেন নাই। কবিরাজ দামোদর সেন ওরফে সুখময় সেনের প্রপৌত্র গোবিন্দরাম সেন তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী; সুপাতলা গ্রামে বাড়ী নিৰ্ম্মাণক্রমে তথাকার কৃষ্ণাত্রেয় দত্ত চৌধুরীগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তথাকার স্থায়ী অধিবাসী হন। এই সেনগণের বাড়ীতে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুবিগ্রহের নিত্যপূজা অদ্যাপি নিয়মিতভাবে প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানে এই বংশে শ্রীযুক্ত বঙ্কচন্দ্র সেন (উকীল) ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন সেন (জেইলার) প্রভৃতি জীবিত আছেন। এই বংশীয় উমাদাস সেন ও গঙ্গাহরি সেন নামে পঞ্চখণ্ড পরগণায় দুইটী তালুক আছে। ইঁহারা পূর্ব্বাবধি অভিজাত বৈদ্যদিগের সহিত আদান প্রদান চালাইয়া আসিতেছেন।

## ৭। বানিয়াচঙ্গের জাতুকর্ণ গ্রামের শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ।

**প্রবর = শক্তি—পরাশর—বশিষ্ঠ**
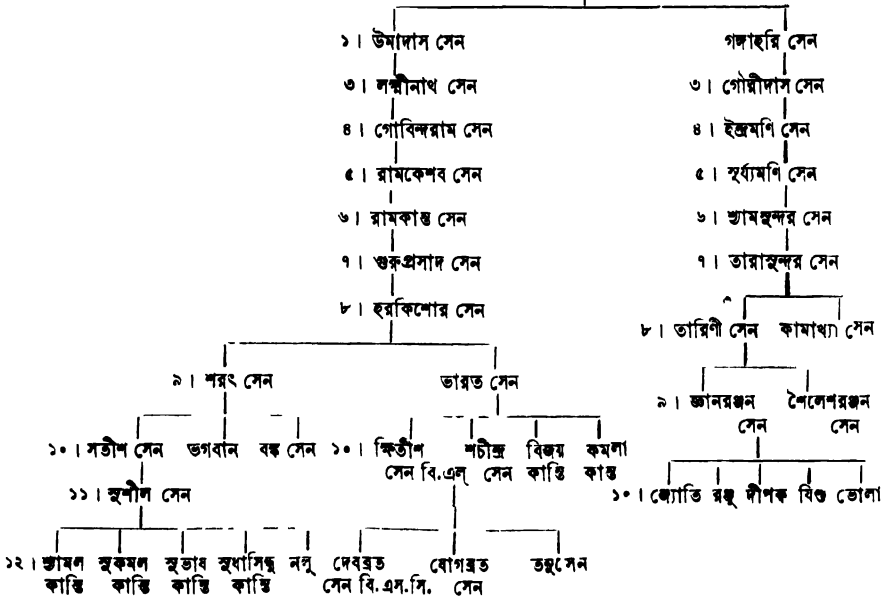
যদিও এই বংশের কোন প্রাচীন ইতিহাস কিংবা বংশাবলী আমাদের হস্তগত হয় নাই, তথাপি এই বংশ যে একটি প্রাচীন সম্মানিত বংশ তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের কারণ নাই। এই বংশের শ্রীযুক্ত হিমাংশু মোহন সেন মহাশয় বলেন যে তাঁহাদের পুরাতন বংশ তালিকাখানা উই পোকায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমানে এই বংশের শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন সেন, শ্রীযুক্ত হিমাংশু মোহন সেন, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন, (দারোগা), শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার সেন, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত দানীশ রঞ্জন সেন (দারোগা) প্রভৃতি জীবিত আছেন।

## ৫৭ উচাইল ব্রাহ্মণডুরা গ্রামের শক্তি, গোত্রীয় সেনবংশ।

প্রবর = শক্তি—পরাশর—বশিষ্ঠ।

৺দ্বারকানাথ সেন মহাশয় গৃহ জামাতারূপে ব্রাহ্মণডুরা গ্রামের কাশ্যপ গোত্রীয় দেবচৌধুরী বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বদ্ধমূল হয়েন। ইঁহার পূর্ব্ব বাসস্থান ঢাকা জিলার মহেশ্বরদী পরগণার সৈকারচর গ্রামে। বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরগণ ব্রাহ্মণডুরার অধিবাসী।

### বংশলতা
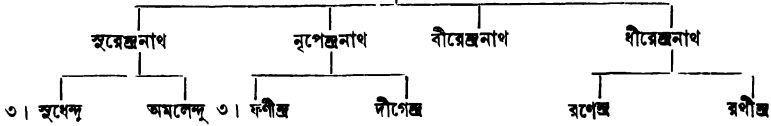
## ইটা দত্তগ্রাম মৌজার শক্তি, গোত্রীয় সেনবংশ।

প্রবর = শক্তি—পরাশর—বশিষ্ঠ।

মৌলবীবাজারের উকীল শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন মহাশয় জানাইয়াছেন যে ইটা পরগণার দত্তগ্রামে শক্তি, গোত্রীয় বিজয় রাম সেন চৌয়ালিশ হইতে কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া বসতিস্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র সায়নানন্দ সেন দত্তগ্রামে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীমৎ দত্তের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বংশে বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন উকিল ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন মোক্তার ইটার নন্দীউড়া গ্রামে ও শ্রীযুক্ত শশীন্দ্র চন্দ্র সেন প্রভৃতি দত্তগ্রাম মৌজায় বাস করিতেছেন। ইঁহারা অপরাপর বৈদ্যগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিতেছেন।

## ছুলালী পুরকায়স্থ পাড়ার শক্তি, গোত্রীয় সেনবংশ।

প্রবর = শক্তি—পরাশর—বশিষ্ঠ।

এই সেন বংশীয়ের আদিপুরুষ কে কখন কোথা হইতে আসিয়া ছুলালীতে বসবাস করেন তাহা জানা যায় না। কারণ এই পরিবারে মাত্র কয়েকটি শিশু বর্ত্তমান আছেন। প্রাজ্ঞ কোনও ব্যক্তি জীবিত না থাকায় পুরাতন কাগজপত্র পাওয়া যাইতেছে না। তবে এইমাত্র জানা যায় যে নীলকণ্ঠ সেন নামীয় এক ব্যক্তি পুরকায়স্থ পাড়া নিবাসী কীর্ত্তিনারায়ণ গুপ্তের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া গৃহজামাতারূপে পুরকায়স্থ পাড়াতেই বাস করেন। তৎপরবর্ত্তীগণ পুরকায়স্থ পাড়ার অধিবাসী। এই বংশীয়গণ শ্রীহট্টীয় অপর বৈদ্যদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিতেছেন।

## বংশলতা
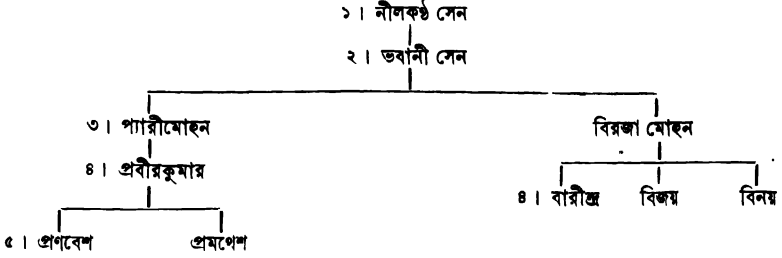
## সাতগাঁও পরগণা হইতে পং গয়াস নগরের ভীমসী মোজার শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ।

প্রবর = শক্তি—পরাশর—বশিষ্ঠ

পাবনা জিলার ভুঁইয়াগাতি গ্রাম হইতে শক্তি গোত্রীয় রতিরাম সেন গৃহজামাতারূপে ভীমসী গ্রামের মধুসূদন কর চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং বিবাহের যৌতুকস্বরূপ গয়াসনগর পরগণার চারিপণি অংশ দানপ্রাপ্ত হন। দশনা বন্দোবস্তকালে উক্ত দান প্রাপ্ত চারিপণি অংশের ভূমি রতিরাম সেনের পরবর্ত্তী সানন্দ রাম নামে একটি তালুক বন্দোবস্ত হয়। বর্ত্তমানে এই বংশের রাজেন্দ্রকুমার সেন ও মহেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়গণ তাঁহাদের সন্তানাদি নিয়া ভীমসী গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহারাও শ্রীহট্টীয় বৈদ্যদিগের সহিত আদান প্রদান প্রচলিত রাখিয়াছেন।

## বংশলতা
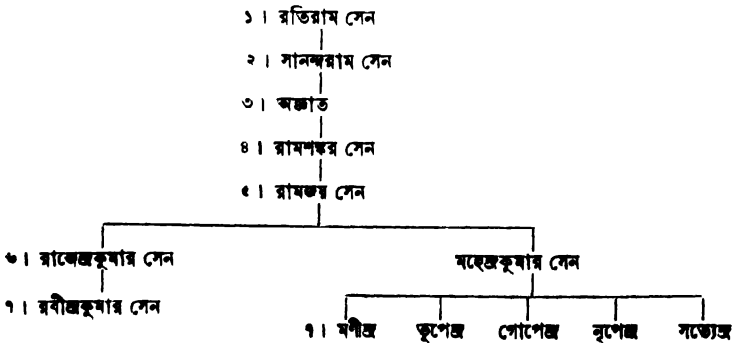
## শ্রীহট্ট মহলে রায়নগরের শক্তি্র গোত্রীয় সেনবংশ

প্রবর—শক্তি্র—পরাশর—বশিষ্ঠ

এই বংশের বর্ত্তমান প্রাচীন ব্যক্তি শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন ডাক্তার মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চুণ্টা মৌজা হইতে রায়নগর সেন পাড়ায় আসিয়া একটি দীঘি খনন পূর্ব্বক বাড়ী নির্ম্মাণ ক্রমে তথায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার নাম কি ছিল এবং কেনই বা পূর্ব্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া রায়নগরে আসিয়াছিলেন তাঁহার সম্যক বিবরণ বংশাবলী না পাওয়ায় তিনি আমাদিগকে জানাইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার পিতামহ হইতে বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত নাম আমাদিগকে দিয়াছেন। ইঁহাদের আদান প্রদান অপরাপর বৈদ্যগণের সহিত চলিয়া আসিতেছে।

### বংশলতা
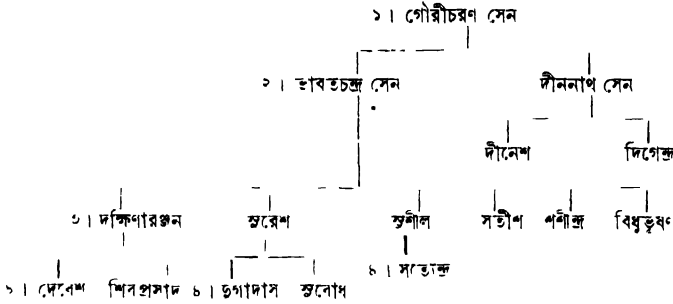
## চৌয়ালিশ পরগণার বারহাল মৌজার শক্তি্র গোত্রীয় সেনবংশ

প্রবর—শক্তি্র—পরাশর - বশিষ্ঠ

চক্রপানি দত্ত গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে যে বারহালের ছহি বংশ শ্রীহট্টের বৈদ্যসমাজে সাতিশয় প্রতিষ্ঠিত ও গৌরবান্বিত। এই বংশ রাঢ় দেশের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদের গোয়াস সমাজ হইতে শ্রীহট্টে সমাগত। ছহি সেনের তিনপুত্র—কাশী, কুশলী ও উগ্রসেন। কুশলী সেনের তিনপুত্র—মাধব সেন, গণসেন ও হিঙ্গুসেন। মাধবের পুত্র অশ্বপতি, তৎপুত্র নন্দন, তৎপুত্র গৌতম। গৌতমের দুই পুত্র শত্রুঘ্ন ও চক্রপানি। এই দুই ভ্রাতাই গোয়াশ সমাজে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। চক্রপানির পুত্র হরিহর সেন, কংসারি সেন ও যাদব সেন। হরিহর ও কংসারি পূর্ব্বদেশ আশ্রয় করেন, যাদব রাঢ়ীয় সমাজে বাস করেন। ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে হরিহর ও কংসারী সেন পর্য্যন্ত লিখিত আছে। যথা:—"পুত্রাস্তু বৃদ্ধতোজ্ঞেয়া হরি কংসারী সেনয়ো।" (চন্দ্রপ্রভা ২১৭ পৃষ্ঠা)।

বারহালের শক্তি্র বংশের আদিপুরুষ হরিহর সেন। এই বংশ আবহমান কাল ছহি মাধব বংশ বলিয়া পরিচিত। হরিহর সেনের পুত্র লক্ষ্মীদাস সেন; তিনি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সরাইল পরগণায় বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে গমন করেন। লক্ষ্মীদাস সেনের পুত্রগণ মধ্যে শঙ্কর দাস সেন ত্রিপুরার সরাইল হইতে চৌয়ালিশ

পরগণার অন্তর্গত বারহাল গ্রামে আসিয়া বাস ও অধিকার স্থাপন করেন। শঙ্করদাসের তিনপুত্র—হরিদাস, শিবদাস, ও দুর্গাদাস। শিবদাস ও দুর্গাদাসের সন্তানগণই বারহাল মৌজায় বিদ্যমান আছেন।

শিবদাস সেনের কৃতীপুত্র কাশীরাম সেন নবাব সরকার হইতে চৌয়ালিশ পরগণার ১নং পুরকায়স্থ উপাধি এবং প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তিনি ও তাঁহার অধস্তন সন্তানগণ জমিদারী ব্যবসায় অবলম্বনে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এবং বহু দেবত্র ব্রহ্মত্র ও চেরাগী ভূমি দান করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। বাড়ীতে শিবলিঙ্গ, বিষ্ণুবিগ্রহ ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং অদ্যাপিও দেবতাগণের সেবার্চ্চনা নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে। উক্ত কাশীরাম সেন পুরকায়স্থের পুত্র প্রতাপরাম সেন পুরকায়স্থ; তৎপুত্র চান্দরাম পুরকায়স্থ তৎপুত্র রামমোহন পুরকায়স্থ, তৎপুত্র খ্যাতনামা রাধামোহন সেন পুরকায়স্থ। রাধামোহনের তিনপুত্র—জ্যেষ্ঠপুত্র মৌলবীবাজারের খ্যাতনামা উকিল ও পরোপকারী পরলোকগত নর্ম্মদাকুমার সেন পুরকায়স্থ, মধ্যমপুত্র শশীমোহন সেন পুরকায়স্থ, কনিষ্ঠপুত্র প্রকৃতিকুমার সেন পুরকায়স্থ, কবিরঞ্জন। নর্ম্মদাকুমার সেন পুরকায়স্থের পুত্রগণ শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমার, শ্রীমান রণজিৎ, শ্রীমান বিজয়কুমার, শ্রীমান নিরঞ্জনকুমার সেন পুরকায়স্থ বি, এ বটেন। শশীমোহন সেন পুরকায়স্থের পুত্র শ্রীমান শ্যামাপদ ও শ্রীমান ভুবনেশ্বরী প্রসন্ন। প্রকৃতিকুমার সেন পুরকায়স্থের পুত্রগণ শ্রীমান প্রদ্যুম্নকুমার ও শ্রীমান প্রফুল্লকুমার বি. এ.। পূর্ব্বোল্লিখিত কাশীরাম সেন পুরকায়স্থের ভ্রাতা শ্রীরাম সেনের পুত্রগণ মুকুন্দরাম, গোবিন্দরাম ও মুকুটরাম সেন। মুকুন্দরাম সেনের পুত্র রামনারায়ণ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নামে চৌয়ালিশ পরগণায় একটি তালুক বন্দোবস্ত হয়। রামনারায়ণ সেনের অধস্তন বংশধরগণ শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন, শ্রীযুত যামিনীমোহন ও রুক্মিণীমোহন সেন প্রভৃতি জীবিত আছেন।

মুকুন্দরামের ভ্রাতাগণ গোবিন্দরাম সেন ও মুকুটরাম সেন বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামে কয়েকটি তালুক বন্দোবস্ত হয়। উক্ত গোবিন্দরাম সেনের পুত্র জয়রাম সেন। তৎপুত্র তিলকরামের বংশধর বিনয়ী শ্রীমান রাজকুমার সেন হরিনগর গুপ্তবংশীয় দানবীর জগচ্চন্দ্র গুপ্তচৌধুরীর নিকট হইতে বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজকুমার সেনের দুইপুত্র, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান রণধীর সেন এম, এ, বি, এল। উপরোক্ত তিলকরাম সেনের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাচরণের বংশে বহু কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দাতা ও পরোপকারী গগনচন্দ্র সেন, অবসর প্রাপ্ত D. S. P. র নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু অর্থব্যয়ে জলাশয় খনন ও মৌলবীবাজারের সরকারী ডাক্তারখানার উন্নতি বিধান ও ওয়ার্ড প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এ বংশীয় শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার বটেন।

উপরোক্ত শঙ্করদাস সেনের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাস সেনের পরবর্ত্তী শ্রীচন্দ্র রায় চৈতন্যনগর পরগণার কানুনগো পদপ্রাপ্ত হন। তিনি একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নবাব সরকার হইতে "রায়" উপাধি লাভ করেন। অদ্যাপিও এতদঞ্চলে "রায়ের দিঘি" "রায়ের বাজার" "রায়ের জাঙ্গাল" "রায়ের সের" বর্ত্তমান থাকিয়া এ বংশের পুরাকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ শাখায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বটেন। এ বংশীয় কাশীনাথ সেন পুরকায়স্থের অধস্তন বংশধর মহেন্দ্রনাথ সেন একজন পরোপকারী সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজ চরিত্রগুণে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। কাশীনাথ সেনের অপর অধস্তন বংশধর হরেকৃষ্ণ সেনের পুত্রগণ প্রকাশচন্দ্র সেন ও তারকচন্দ্র সেন ভ্রাতৃদ্বয় বারহাল মৌজায় তৎকালে অতীব প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আজ পর্য্যন্তও তাঁহাদের নাম ও যশের কথা লোকমুখে শুনা যায়। এই বংশীয়গণ শ্রীহট্ট বৈদ্যসমাজে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

## বংশলতা

দুহিসেন
কাশী
কুশলী
উগ্রসেন
মাধব
গণ
হিঙ্গু
অশ্বপতি
নন্দন
গৌতম
শত্রুঘ্ন
চক্রপাণি
হরিহর
কংসারি
যাদব
লক্ষ্মীদাস
১। শঙ্করদাস
২। শিবদাস
দুর্গাদাস (৭৭ পৃষ্ঠায়)
৩। শ্রীরাম
কাশীরাম
রঘুরাম
বাতীতরাম
৪। মুকুন্দরাম
গোবিন্দরাম (পরপৃষ্ঠায়
মুটুকরাম
৪। প্রতাপ
রামচন্দ্র
৫। রামনারায়ণ
৫। বৈদ্যনাথ
৫। রাজ রাম
৬। কুলরাম
দুর্গারাম
৫। চান্দরাম
হরিশচন্দ্র
দর্পনারায়ণ
৬। দ্বিপচন্দ্র
৬। রাসমোহন (পরপৃষ্ঠায়)
জগমোহন
৭। যদুনন্দন
জগন্নাথ
গোপীনাথ
দ্বিপচন্দ্র
দুল্ল ভচন্দ্র
৮। ভোলানাথ
শম্ভুনাথ
দীননাথ
চন্দ্রনাথ
রূপনাথ
৯। ক্ষেত্রমোহন
যামিনীমোহন
রুক্মিণীমোহন

৬। রামমোহন সেন ( ৭৫ পৃষ্ঠার পর )
৭। রাধামোহন
কৃষ্ণমোহন
লোকনাথ
৮। কালীপ্রসন্ন
৮। নর্মদাকুমার
শশীমোহন
প্রকৃতিমোহন
৯। প্রদ্যোৎ রণজিৎ বিজয় নিরঞ্জন
৯। শ্যামাপ্রসাদ ভুবনেশ্বরীপ্রসন্ন
৯। প্রদ্যুম্ন প্রফুল্ল বি, এ,
৪। গোবিন্দরাম সেন ( ৭৫ পৃষ্ঠার পর )
৫। জয়রাম
বিজয়রাম (ইটা দত্তগ্রাম)
৬। তিলকরাম
সাচারাম
গঙ্গারাম ( নীচে )
৭। শিবনারায়ণ
৭। রাজকৃষ্ণ
৮। গৌরকিশোর
৮। দোলগোবিন্দ
জগন্নাথ
ভোলানাথ
৯। গোলক তারিণী দীননাথ কাশীনাথ
৯। রূপনাথ লোকনাথ
৯। দ্বারিকা মথুরা বৈকুণ্ঠ
১০। রাজকুমার
১১। রণধীর এম, এ, বি, এল
আশীষ
৬। গঙ্গারাম সেন ( উপর হইতে )
৭। রাধাকৃষ্ণ
নীলকণ্ঠ (পরপৃষ্ঠায়)
হরেকৃষ্ণ
রামপ্রসাদ
কাশীনাথ (পরপৃষ্ঠায়)
গুরুপ্রসাদ
৮। চন্দ্রনাথ
শরৎচন্দ্র
৮। পদ্মলোচন প্রকাশ তারক (পরপৃষ্ঠায়) গোবিন্দ
৯। গিরীশ রমেশ
৯। শচীন্দ্র রজনী কামিনী
৯। প্রতাপ প্যারী অদ্বৈত
৯। গিরিজা
১০। রতীশ
১০। অক্ষয়
১০। হরেন্দ্র বিমল

৮। তারক (৭৬ পৃঃ পর)
৯। কেদার সুরেন্দ্র সত্যরঞ্জন
১০। কিরণ
১০। সুশান্ত সুনীল
৭। নীলকণ্ঠ (৭৬ পৃঃ পর)
৮। কালীকিঙ্কর নবকিশোর কৃষ্ণচন্দ্র
৯। কামিনী
৯। ব্রজেন্দ্রকিশোর কুঞ্জকিশোর সারদা অমর ৯। কৈলাস গগন
১০। কৃষ্ণকিশোর ১০। ধীরেন্দ্র
১০। অমিয় মিহির
১১। অরুণ
১০। শশাঙ্ক জ্যোতিলাল
৭। কাশীনাথ (৭৬ পৃঃ পর)
৮। মহেন্দ্র বরদা দক্ষিণা (মোক্তার)
৯। মণীন্দ্র
৯। বিনয় বনমালী বিধু ৯। দ্বিজেন্দ্র ক্ষীরোদ মানস
২। দুর্গাদাস সেন ( ৭৫ পৃষ্ঠার পর )
৩। গঙ্গাদাস সেন
চৈতন্যনগরের কানুনগো
৪। শ্রীচন্দ্র রায় রত্নেশ্বর জয়শঙ্কর রঘুরাম দুর্লভচন্দ্র রমাবল্লভ
(পরপৃষ্ঠায়)
৫। রামচন্দ্র জগন্নাথ কালীশঙ্কর
৫। রামশরণ
৬। রূপচন্দ্র
৬। গোলাব
৫। বৈদ্যনাথ চান্দরাম রাজারাম
৭। কৃষ্ণবল্লভ শ্রীবল্লভ ৭। গৌরীবল্লভ গুণবল্লভ
৮। গজেন্দ্র গোবিন্দ
৬। রামকৃষ্ণ জয়কৃষ্ণ ধনকৃষ্ণ খুশাল
৭। প্রাণবল্লভ
৯। দেবীপ্রসাদ রামপ্রসাদ ভবানীপ্রঃ
৮। প্রসন্নকুমার মহেন্দ্রকুমার সারদাকুমার
৯। মনোরঞ্জন
৯। রজনী সুরেন্দ্র বসন্ত

## পং বানিয়াচঙ্গের সেনপাড়া মৌজার শক্তিগোত্রীয় সেনবংশ

প্রবর—শক্তি—পরাশর—বশিষ্ঠ

এই বংশের আদিপুরুষ গণপতি সেন রাঢ়দেশবাসী ছিলেন। তিনি চিকিৎসা ব্যবসা উপলক্ষে বানিয়াচঙ্গে আসিয়া তথায় বদ্ধমূল হয়েন। এই বংশের রামনারায়ন সেন বানিয়াচঙ্গের রাজার কবিরাজী করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে বংশের খ্যাতি প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি দেবমন্দিরে দেবতা বিগ্রহ স্থাপন, পুকুর খনন ইত্যাদি কার্য্য করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার বাড়ীর বৃহৎ দীঘি অদ্যাপিও ব্যবহৃত হইতেছে। তিনি ১৭২০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

এই বংশের কালীচরণ সেন ময়মনসিংহ জিলার সালিয়াজুরি গ্রামে যাইয়া বসবাস করেন, তাঁহার পরবর্ত্তীগণ তথায়ই বাস করিতেছেন। এই বংশের নবীনচন্দ্র সেন পং উচাইলের চান্দিনাও গ্রামে যাইয়া তথায় বসতি

স্থাপন করেন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র রায়সাহেব সুরেন্দ্রনাথ সেন সুদক্ষ ডেপুটী পুলিশ সুপার ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীতিমান শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র সেন হবিগঞ্জের উকিল বটেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র সেন উকিল মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত নরেন্দ্র সেন P. W. D. overseer ছিলেন। ইঁহারা চারিনাও গ্রামের অধিবাসী। এই বংশের ৺পার্ব্বতীরমণ সেন Bengal পুলিশের ডেপুটী সুপার ছিলেন। এই বংশীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র সেন হবিগঞ্জের তহশীলদারী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ নীরোদবিহারী সেন বি. এ. বটেন। এই বংশের ৺কৈলাসচন্দ্র সেন উনবিংশ শতাব্দীতে শিলং I. G. P. অফিসে চাকুরীতে ছিলেন। পরে বহুকাল বানিয়াচঙ্গের সাব রেজিষ্ট্রারের কাজ করেন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রসিদ্ধ স্বদেশসেবক হেমচন্দ্র সেন, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ও স্বদেশী যুগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুশীলচন্দ্র সেন তাঁহারই ভ্রাতা।

এই বংশীয়গণ শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও মহেশ্বরদীর অভিজাতবৈদ্যগণের সহিত পূর্ব্বাবধি আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

## বংশলতা

১৫। বনমালী
১৬। রূপচন্দ্র নারায়ণ
শ্রীচন্দ্র নারায়ণ
হরিনারায়ণ
রামনারায়ণ
১৭। রাঘবানন্দ
১৭। রাজবল্লভ
১৮। রাধাবল্লভ
১৮। কেশবরাম
রাজারাম নীচে
শম্ভুদাস
জগদীশ
১৯। কবিবল্লভ
রত্নবল্লভ
সোনারাম
১৯। গোপাল
আনন্দ
খুসাল
সানন্দ
২০। পরাণ বল্লভ
২০। কাশীনাথ
২০। রামবল্লভ
রাজবল্লভ
কৃষ্ণমোহন
জয়কিশোর
জুগলকিশোর
২১। কালীনাথ
হরনাথ
২১। গৌরমোহন
২১। নবীন চন্দ্র (উচাইল)
শরৎচন্দ্র
২০। গোবিন্দ গণেশ গৌরীপ্রসাদ গঙ্গাপ্রসাদ
২২। সুরেন্দ্র রায়সাহেব
হবেন্দ্র
নরেন্দ্র
২১। গঙ্গাগোবিন্দ
১৮। রাজারাম উপর হইতে
১৯। রামমোহন
লক্ষ্মীনারায়ণ
২৩ হীরেন্দ্র
জীতেন্দ্র
অর্দ্ধেন্দু
পূর্ণেন্দু
২০। ব্রজমোহন
রামজীবন
লালমোহন
২০। গঙ্গাচরণ
হরিনারায়ণ
২৩। নৃপেন্দ্র
নীবেন্দ্র
অমরেন্দ্র
অমিতাভ
২১। রাজমোহন
ঈশান
চন্দ্রনাথ
প্রকাশ
মথুরা
২২। পার্ব্বতী
পার্ব্বরমণ
কেতকী
২৩। পবিত্র
প্রিয়নাথ
প্রভাস
সুকুমার
২০। সতীশ
শচীন্দ্র
শিশির
২০। জগতরঞ্জন
ফণীভূষণ
স্বদেশরঞ্জন
২১। হৃদয়
মহেন্দ্র
যোগেন্দ্র
নগেন্দ্র
২২। পরেশ
২২। ক্ষীরোদ
২২। সুরেশ
মিহির
২২। নীরোদ
নিরঞ্জন
নিশীথ

## পং লংলার শঙ্করপুর গ্রামের শক্তি গোত্রীয় সেনবংশ।

প্রবর = শক্তি—পরাশর—বশিষ্ঠ।

বড়ই দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে বহু চেষ্টা করিয়াও এই বংশের কোন প্রাচীন ইতিহাস কিংবা বংশাবলী আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই বংশীয় শ্রীযুত বিনোদবিহারী সেন বলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বারহাল মৌজা হইতে সমাগত। এই বংশে বহু কৃতী পুরুষ বর্ত্তমান আছেন—তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম করিয়াই লেখনী ক্ষান্ত করিব। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন। এই বংশীয়গণ শ্রীহট্টে বৈদ্যসমাজে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

## পং তরফ মৌং জয়পুর, তুঙ্গেশ্বর ও আটালিয়ার মৌদ্গল্য গোত্রীয় সেনবংশ।

প্রবর = ঔর্ব্ব—চ্যবন—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত কুলদর্পণ নামীয় কুলগ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে "শ্রীহট্টের তরফ পরগণায় মৌদগল্য গোত্র ভাস্কর সেন খুলনা জিলার কঙ্কগ্রাম হইতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন।"

খুলনা জিলার অন্তর্গত কঙ্কগ্রামে আদিসেন নামীয় বৈদ্য বংশোদ্ভব এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল কাঞ্চি সেন। ইঁহার ভাস্কর সেন, পুষ্কর সেন, পুরন্দর সেন ও বাসুদেব নামে চারি পুত্র ছিলেন। চতুর্থ বাসুদেব সেন চট্টলে চলিয়া যান।

ভাস্কর সেন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৎকালীন গবর্ণমেন্টের আদেশে দাউদনগর ও লস্করপুরের মুসলমান জমিদারগণের ঘরোয়া বিবাদ মীমাংসা করার জন্য তরফ আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। যে স্থানে আসিয়া

তিনি অবস্থান করেন বর্ত্তমানে তাহা তরফ পরগণার চকহরিহরপুরের অন্তর্গত সেনের কান্দি বলিয়া আখ্যাত হয়। ভাস্কর সেন হইতেই এই বংশের বিস্তৃতি ঘটে। সেনের কান্দি হইতে তাঁহার পরবর্ত্তীগণ জয়পুর গ্রামে যাইয়া বাস করেন। তৎকালে তরফের অন্তর্গত জয়পুর শ্রীহট্টের একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সেনের কান্দিতে এই বংশীয়গণের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের খোদাই দীঘি এখনও বর্ত্তমান আছে। ভাস্কর সেনের পরবর্ত্তীগণের মধ্যে শ্রীবৎস, শ্রীপতি ও অর্জ্জুনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কোনও বিস্তৃত খবর পাওয়া যায় না। অর্জ্জুনের পুত্র দেবীবর সেন। দেবীবরের চারি পুত্র, ইঁহাদের নাম, নরহরি, কংসারি, কৃষ্ণানন্দ ও কাশীনাথ সেন—ইঁহারা সকলেই ফারসি ভাষাবিদ্ সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমান সরকার হইতে প্রত্যেকেই এক একটী পদ ও উপাধি প্রাপ্ত হন। এই ভ্রাতৃ চতুষ্টয় হইতে এই সেন বংশের যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কংসারি সেন ও কৃষ্ণানন্দ সেন মহাশয়গণের পরবর্ত্তীর কোনও ঠিকানা পাওয়া যায় না।

নরহরি সেন তরফ পরগণার কানুনগো পদের সনন্দ ও মজুমদার উপাধি লাভ করেন। ইহার পুত্রের নাম রাঘবানন্দ। কাশীনাথের দুই পুত্র পূর্ণানন্দ ও হৃদয়ানন্দ, ইঁহারা জয়পুর গ্রামেই স্থিতি করেন। তরফে ৫নং তাং জয়পুরের হরেকৃষ্ণ সেন নামে বন্দোবস্ত হয়।

নরহরি সেনের পুত্র পূর্ব্বোক্ত রাঘবানন্দ সেন ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সম্পর্কে বহু অলৌকিক কিম্বদন্তী আছে। তিনি সম্ভবতঃ ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তরফের কানুনগো পদের ও মজুমদার উপাধির সনন্দ লাভ করেন এবং বহু জায়গীর ভূমি প্রাপ্ত হন। তিনি জয়পুরেই এক নতুন বাটী তৈয়ার করেন কিন্তু নবনির্ম্মিত বাটী তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ সেন সহ তুঙ্গেশ্বর গ্রামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। রাঘবানন্দের পাঁচপুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথ পিতার মৃত্যুর পর (সম্ভবতঃ ১৬৫৮ খৃঃ) পৈত্রিক সনন্দ লাভ করেন। এই সময় তিনি অনেক ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় নামে এক তালুক ও মৌজার সৃষ্টি করেন।

শ্রীনাথের পুত্রের নাম কাশীনাথ তৎপুত্র হরগোবিন্দ তৎপুত্র রামেশ্বর সেন তরফের কানুনগো ও মজুমদার পদের সনন্দ লাভ করেন। এবং তরফের হিন্দুবর্গের শ্রীকর্নিস্ত পদ প্রাপ্ত হন। তিনি মোগল সম্রাট মোহম্মদ শাহের সময়ে নিজনামে একটী বৃহৎ তালুক বন্দোবস্ত করেন। তাহা তরফের ৪নং তাং রামেশ্বর সেন নামে খ্যাত হয়। পরে দশশনা বন্দোবস্ত সময়ে তদবংশীয়গণ পুনর্ব্বার ইহা বন্দোবস্ত করেন। এই তালুকের ভূমির পরিমাণ ৮৫।০ হাল এবং সরকারী রাজস্ব মং ১০২৩।৵০ আনা বটে।

রামেশ্বর সেন যে সনন্দে তরফের এক তরফ হইতে খারিজ গদাহাসন নগর, ফুরুলহাসন নগর, দাউদনগর, উসাই নগর, গয়াস নগর ও লস্করপুর গং পরগণা সকলের কানুনগো পদ ও তরফের হিন্দুবর্গের শ্রীকর্নিস্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—"সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত সরকার শ্রীহট্টের অধীন পরগণা তরফের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের কর্ম্মচারী চৌধুরী ও রায়তানগণকে জানান যায় যে পরগণা মজকুরের কানুনগো ও হিন্দুবর্গের শ্রীকর্নি (সরদার) হরগোবিন্দ সেনের পুত্র রামেশ্বর সেনকে পূর্ব্ব রীতিমতে পৈত্রিক সূত্রে নিযুক্ত করা গেল। উচিত যে তিনি রীতি সকল বহাল রাখিয়া তাহা সতর্কতার সহিত পালন করিতে থাকেন। এবং পরগণা মজকুরের চৌধুরী, আমলা, রায়তগণের উচিত যে ইহা জ্ঞাত হইয়া উক্ত রামেশ্বর সেনের লভ্য ও পাওনার যে রীতি আছে উক্ত রামেশ্বর সেনকে আদায় করে ও ওজর না করে, ইহা তাগিদ জানিবা।"

(অন্য তিনখানা সনন্দ সহ এই সনন্দ গভর্ণর জেনেরেল সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রামাণ্য গণ্য হয়। ইহাতে এইরূপ লিখা আছে—"Authenticated by the Governor General in Council. 11th April 1788.

(এক খানা সনন্দের উপর লর্ড কর্ণওয়ালিসের দস্তখত থাকা দেখা যায়)

রামেশ্বর সেন মজুমদারের ছয়পুত্র ছিলেন তন্মধ্যে ৪র্থ হরিশরণ সেন মজুমদার ব্যতীত অপর সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামেশ্বর সেন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

তুঙ্গেশ্বরের মজুমদারগণ সুপরিচিত ও প্রখ্যাত। প্রোক্ত হরিশরণ সেন মজুমদারের জ্ঞানবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, দেব অতিথি সেবা, জনসেবা ও পরোপকারের কথা এখনও লোকমুখে কথিত হয়। তিনি সংসারমুক্ত সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহাব গুণাবলী দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হরিশরণ সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তরফের ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে "মহাশয়" আখ্যা দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে ঢাকা রাজনগরের রাজা রাজবল্লভের বংশধরগণ মধ্যে সম্পত্তি নিয়া যে বিরোধ হইতেছিল তাহা মীমাংসার জন্য যে সকল ব্যক্তিকে সালিশ মান্য করা হইয়াছিল তন্মধ্যে মহাত্মা হরিশরণ মহাশয় একজন ছিলেন।

মহাত্মা হরিশরণ সেন মজুমদার হইতে এ বংশীয়গণ "মহাশয়" আখ্যায় ভূষিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার বাড়ী "মহাশয় বাড়ী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হরিশরণ ১২৫০ বাং ভাদ্র মাসে ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র ভৈরবচন্দ্র সেন মজুমদার মহাশয় পিতার সমাধির উপর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভৈরবচন্দ্র চিত্র বিদ্যায় সুনিপুন ছিলেন। পিতার সমাধি মন্দিরের দেওয়ালে বৃষারূঢ় "শিবমূর্ত্তি" তাঁহারই হস্তাঙ্কিত, তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

ভৈরবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুনাথ সেনের শৈশবেই মৃত্যু হয়। কনিষ্ট সহোদর গোলক চন্দ্র সেন তন্ত্র শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ইঁহার কনিষ্ট সহোদর শিবচন্দ্র সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি সর্ব্বাদাই ব্রাহ্মণগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন। ভৈরবচন্দ্রের পাঁচপুত্র তন্মধ্যে গিরীশচন্দ্র সেন মজুমদার মহাশয় ইংবাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ধাম্মিক পরোপকাবী ও সংসার নির্লিপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইহারই সুযোগ্যপুত্র স্বধর্ম্ম নিষ্ট শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন মজুমদার বর্ত্তমানে এই পরিবারের প্রধান ও প্রাচীন ব্যক্তি। ইঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্রীনিবাস সেন মজুমদার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কনিষ্ঠ শ্রীপরেশচন্দ্র সেন মজুমদার।

গিরীশচন্দ্র সেন মজুমদারের কনিষ্ঠ সহোদর নবীন চন্দ্র সেন মজুমদার অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শিষ্টাচারী পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। বাড়ীতে থাকিয়া ৺শ্রীশ্রীবাসু দেবের এবং অতিথির নিত্য সেবা পরিচালনা করিতেন। তিনি কয়েকবার কাশীধামে গমন করেন। এবং তথায় পুরশ্চরণ করিয়া পূর্ণাভিষিক্ত হন। ইঁহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীনীরোদ চন্দ্র সেন মজুমদার, ইঁহার কনিষ্ট সহোদর প্রবীনচন্দ্র সেন মজুমদার পাঠ্যাবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বনামখ্যাত হরিশরণ সেন মজুমদার মহাশয় মূল বাস্তভিটা ত্যাগ করিয়া ইহার দক্ষিণে অনতিদূরে নূতন একটী বাটী প্রস্তুত ক্রমে তথায় যাইয়া বাস করেন। মূল বাস্ত ভিটায় তাঁহার সহোদর ভ্রাতা নন্দকিশোর বাস করিতেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায় মূল বাস্ত ভিটাটী শূন্য পড়িয়া যায়। ইঁহারই এক অংশে শ্রী নীরোদ চন্দ্র সেন মজুমদার মহাশয় তাঁহার গুরু শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে একটী টোল আছে। সময় সময় উৎসব উপলক্ষে বহুলোক সমবেত হইয়া থাকে। তিনি হরিদ্বার অবধি বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনদ্বারা বংশের গৌরব রক্ষা হইয়া আসিতেছে। ইঁহার চারিপুত্র তন্মধ্যে শ্রীনিরঞ্জন সেন মজুমদার বি এস.-সি.

নবীন চন্দ্র সেন মজুমদারের কনিষ্ঠ কৈলাসচন্দ্র সেন মজুমদার কিছুকাল হবিগঞ্জে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। প্রোক্ত ভৈরবচন্দ্র সেন মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবচন্দ্র সেন মজুমদারের পুত্র স্বনামখ্যাত মহেশচন্দ্র সেন মজুমদার অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। বহুলোক তাঁহার নিকট নানাবিষয়ে মীমাংসা ও বিচারের জন্য আসিত। তিনি অকালে পরলোকগমন করেন।

রাঘবানন্দের পঞ্চমপুত্র রঘুনাথ আটালিয়া গ্রামে চলিয়া যান, তথায় বর্ত্তমানে শ্রীউল্লাসকর সেন মজুমদার ও শ্রীঅমিয় ভূষণ সেন মজুমদার প্রভৃতি জীবিত আছেন।

ভাস্কর সেনের পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষে কাশীনাথ সেনের উদ্ভব হয়। তিনি জয়পুর বাসী ছিলেন। ইঁহার দুই পুত্র হৃদয়ানন্দ ও পূর্ণানন্দ সেন। জ্যেষ্ঠ হৃদয়ানন্দ সেন তুঙ্গেশ্বর গ্রামে চলিয়া যান। তথায় তাঁহার বংশধর বর্ত্তমানে শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন, রোহিণীকুমার সেন, নিকুঞ্জ বিহারী সেন, যোগেশ চন্দ্র সেন বি. এল. ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন, প্রমেশচন্দ্র সেন, শ্রীমৃণালকান্তি সেন মজুমদার প্রভৃতি বাস করিতেছেন। কনিষ্ঠ পূর্ণানন্দ সেন মজুমদার জয়পুরেই স্থিতি করেন। তথায় তাঁহার বংশধর শ্রীউমাচরণ সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ও গিরীশ চন্দ্র সেন মজুমদার প্রভৃতি বাস করিতেছেন।

জয়পুরের ন্যায় তুঙ্গেশ্বর ও অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রাম বাহিয়া পুণ্যস্রোতা ক্ষমা নদী ( খোয়াই নদী ) প্রবাহিতা। তুঙ্গেশ্বর গ্রামের নাম তুঙ্গেশ্বর ভৈরব হইতে উৎপন্ন। তীর্থ চিন্তামণি গ্রন্থে তুঙ্গনাথ ভৈরবের এবং নবরন্ধ্র মহাপীঠের উল্লেখ আছে। যথা—

> "ক্ষমায়াং পূর্ব্বভাগেচ তুঙ্গনাথস্ত ভৈরব।
> নবরন্ধ্র মহাপীঠ তুঙ্গনাথশ্চঃ রক্ষকঃ॥

কথিত আছে এইস্থানে দেবীর নয়টী অঙ্গুরীয়ক পতিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তুঙ্গেশ্বর নবরন্ধ্র পীঠ বলিয়া খ্যাত। সাটিয়াজুরী রেলষ্টেশন হইতে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে দেড়মাইল লোকেলবোর্ড রাস্তা অতিক্রম করিলেই তুঙ্গেশ্বর গ্রামে তুঙ্গনাথ শিবের বাড়ী পাওয়া যায়। তুঙ্গেশ্বর গ্রামে এক দীঘির পারে একটী মন্দিরে পাষাণময়ী ৺কালীমূর্ত্তির নিত্য সেবা পূজা পরিচালিত হইতেছে। এই বংশীয়গণ ঢাকা ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের বিশিষ্ট বৈদ্য পরিবারের সঙ্গে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

## বংশলতা

কুলদর্পন গ্রন্থের ৬৭৫ পৃষ্ঠায় ও সংশোধনী ৩৭ পৃষ্ঠায় এই বংশাবলী লিপিবদ্ধ আছে।
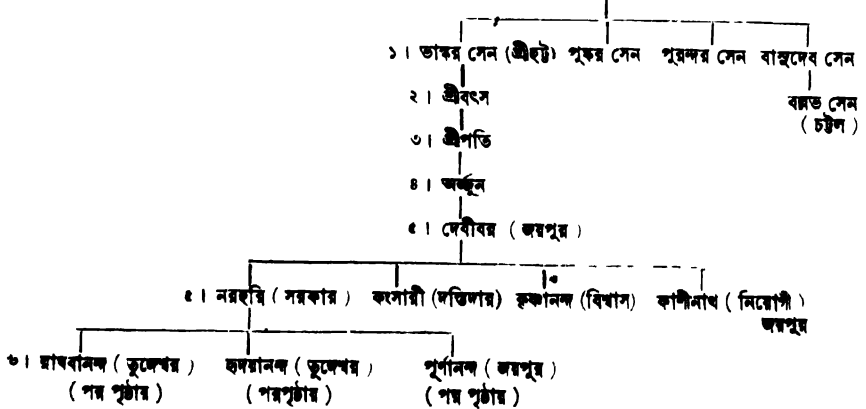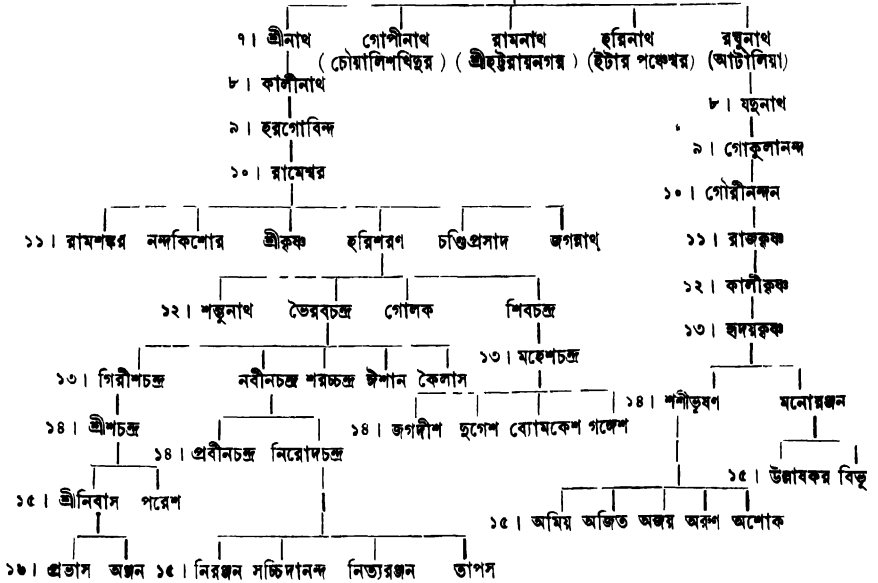
৬। রাঘবানন্দ ( সরকার ) পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর

- ৭। শ্রীনাথ
  - ৮। কালীনাথ
    - ৯। হরগোবিন্দ
      - ১০। রামেশ্বর
        - ১১। রামশঙ্কর
        - নন্দকিশোর
        - শ্রীকৃষ্ণ
        - হরিশরণ
          - ১২। শম্ভুনাথ
          - ভৈরবচন্দ্র
            - ১৩। গিরীশচন্দ্র
              - ১৪। শ্রীশচন্দ্র
                - ১৫। শ্রীনিবাস
                  - ১৬। প্রভাস
                  - অঞ্জন
                - পরেশ
            - নবীনচন্দ্র
              - ১৪। প্রবীনচন্দ্র
              - নিরোদচন্দ্র
                - ১৫। নিরঞ্জন
                - সচ্চিদানন্দ
                - নিত্যরঞ্জন
                - তাপস
            - শরচ্চন্দ্র
            - ঈশান
            - কৈলাস
          - গোলক
          - শিবচন্দ্র
            - ১৩। মহেশচন্দ্র
              - ১৪। জগদীশ
              - দুর্গেশ
              - ব্যোমকেশ
              - গঙ্গেশ
        - চণ্ডিপ্রসাদ
        - জগন্নাথ
- গোপীনাথ ( চৌয়ালিশখিচুর )
- রামনাথ ( শ্রীহট্টরায়নগর )
- হরিনাথ (ইটার পঞ্চেশ্বর)
- রঘুনাথ (আটালিয়া)
  - ৮। যদুনাথ
    - ৯। গোকুলানন্দ
      - ১০। গৌরীনন্দন
        - ১১। রাজকৃষ্ণ
          - ১২। কালীকৃষ্ণ
            - ১৩। হৃদয়কৃষ্ণ
              - ১৪। শশীভূষণ
                - ১৫। অমিয়
                - অজিত
                - অজয়
                - অরুণ
                - অশোক
              - মনোরঞ্জন
                - ১৫। উল্লাসকর
                - বিভু
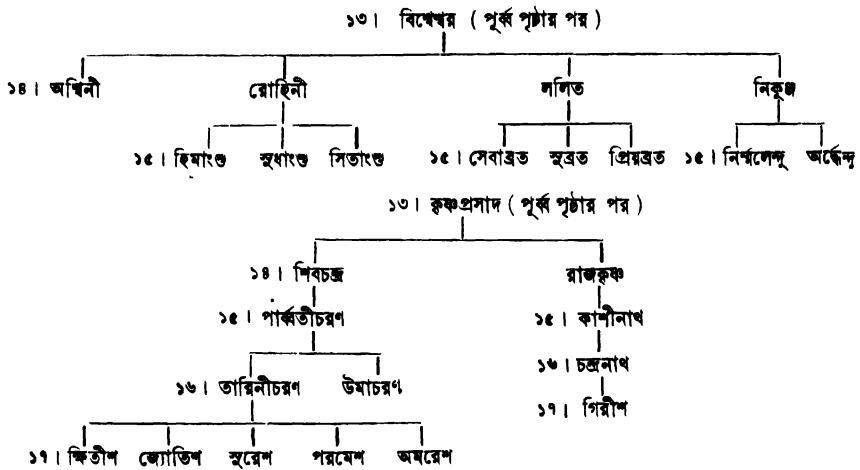
## শ্রীহট্ট রায়নগর সেনপাড়ার মৌদগল্য গোত্র সেন বংশ

প্রবর—ঔর্ব্ব—চ্যবন—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ।

এই বংশীয় বর্ত্তমান প্রাচীন ব্যক্তি শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সেন মহাশয় লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, জাতীয় কবিরাজী ব্যবসা উপলক্ষে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ রামনাথ সেন ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় পূর্ব্ব বাসস্থান তরপ পরগণার ভুজেশ্বর গ্রাম হইতে শ্রীহট্ট টাউন সন্নিকটস্থ রায়নগরে আসিয়া আপন আবাস ভূমি স্থাপন করেন। তিনি যেস্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন তাহা সেনের পাড়া নামে কথিত হইতেছে। তিনি বাড়ীর সাক্ষাতে একটি বড় দীঘি খনন করিয়া তদ পশ্চিম তীরে দুইটি ইষ্টক মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আপন গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীশ্রীসদাশিব দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্যাপি এই সকল দেবালয়ে দেবতা বিগ্রহ সকল বর্ত্তমান থাকিয়া পুরাকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। শ্রীশ্রীসদাশিব দেবতার সেবা পুজা পরিচালনার্থে নবাব সরকার হইতে মাসিক ৬।০ টাকা বৃত্তি ধার্য্য হইয়াছিল। এই বৃত্তি অদ্য পর্যন্ত এই বংশীয়গণ মাসে মাসে পাইয়া আসিতেছেন।

রামনাথ সেন কুল মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া রায়নগর সমাজের শ্রীকর্ণিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেনদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, ইহাদের ভবিষ্যত কি হয় বলা যায় না তবে এখনও ক্ষীণ হস্তে ইহারা সমাজের কর্ণধার হইয়া চলিয়া আসিতেছেন।

উক্ত রামনাথ সেনের চারিপুত্র শিবানী, ভবানী, প্রয়াগ ও মথুরাদাস সেন, ইহাদের মধ্যে ১ম শিবানী ও ৪র্থ মথুরাদাস সেনের বংশধরগণের কোনও সংবাদ পাওয়া য য় না সম্ভবতঃ ইহারা ভাটীস্থানে যাইয়া কায়স্থ শূদ্র সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছেন

কিংবদন্তি আছে যে ভবানীদাস সেন চুলালী পরগণার ইলাসপুর নামক স্থানের গুপ্ত চৌধুরী বংশে বিবাহ করিয়া তথায়ই উপনিবিষ্ট হয়। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ চুলালী ইলাসপুরের অধিবাসী। চুলালীতে ভবানী দাস সেন ও তৎপুত্র রামচন্দ্র সেন নামে দুইটি তালুক দৃষ্ট হয়।

এই বংশীয় ইলাসপুর শাখার বিখ্যাত চা-কর শ্রীরাকেশ রঞ্জন সেন, তৎপুত্র শ্রীরোহিনী রঞ্জন সেন প্রভৃতি

এবং শ্রীকুমুদ বন্ধু সেন B. Sc. B. L., শ্রীগোপেন্দ্র মোহন সেন ও শ্রীযতীন্দ্র মোহন সেন প্রভৃতি ইলাবপুরেই বসবাস করিতেছেন।

৩য় প্রয়াগ দাস সেন রায়নগরেই স্থিতি করেন, তথায় বর্ত্তমানে তদবংশীয় শ্রীবৈদ্যনাথ সেন ও শ্রীপবিত্র নাথ সেন সমাজে তাহাদের পূর্ব্ব গৌরব জনিত শ্রীকর্নিষ্ঠ পদ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। এই বংশীয়গণ পূর্ব্বাবধি শ্রীহট্ট জিলার অপরাপর বৈদ্যগণের সহিত আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

## বংশলতা

১। রামনাথ সেন। (আনুমানিক ১৬৯৫ খৃঃ, পং তরপ মৌং তুঙ্গেশ্বর হইতে সমাগত)
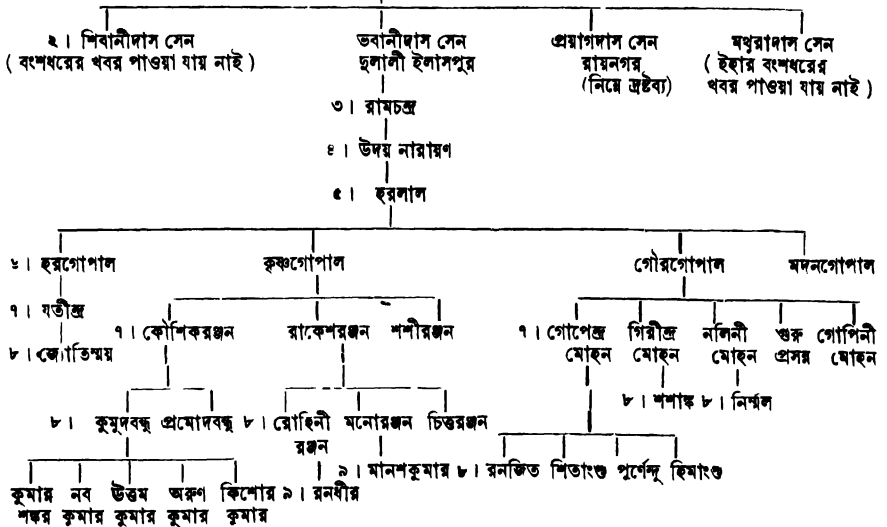
২। শিবানীদাস সেন (বংশধরের খবর পাওয়া যায় নাই) | ভবানীদাস সেন দুলালী ইলাসপুর | প্রয়াগদাস সেন রায়নগর (নিম্নে দ্রষ্টব্য) | মথুরাদাস সেন (ইহার বংশধরের খবর পাওয়া যায় নাই)

৩। রামচন্দ্র

৪। উদয় নারায়ণ

৫। হরলাল

৬। হরগোপাল | কৃষ্ণগোপাল | গৌরগোপাল | মদনগোপাল

৭। যতীন্দ্র
৮। জ্যোতির্ময়

৭। কৌশিকরঞ্জন | রাকেশরঞ্জন | শশীরঞ্জন

৮। কুমুদবন্ধু | প্রমোদবন্ধু

কুমার শঙ্কর | নব কুমার | উত্তম কুমার | অরুণ কুমার | কিশোর কুমার

৮। রোহিনী রঞ্জন | মনোরঞ্জন | চিত্তরঞ্জন

৯। রনধীর

৯। মানশকুমার

৭। গোপেন্দ্র মোহন | গিরীন্দ্র মোহন | নলিনী মোহন | গুরু প্রসন্ন | গোপিনী মোহন

৮। রনজিত | শিতাংশু | পুর্ণেন্দু | হিমাংশু

৮। শশাঙ্ক

৮। নির্ম্মল

## পং ইটা পঞ্চেশ্বর গ্রামের মৌদগল্য গোত্র সেন বংশ।

প্রবর = ঔর্ব্ব—চ্যবন—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্লুবৎ।
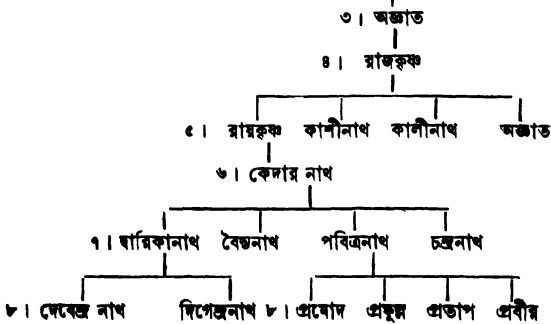
মুসলমান আমলে যে সকল শ্রীহট্টবাসী উচ্চপদে আরূঢ় ছিলেন তন্মধ্যে দুলালী হরিনগরবাসী গুপ্তবংশীয় ভরত রায়, ইটাবাসী সম্পদ সেন ও দত্তবংশীয় শ্যামরায় দেওয়ানের নাম উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চেশ্বরের মৌদগল্য গোত্রীয় সম্পদসেন ঢাকার নবাবের দেওয়ান ছিলেন। এই বংশীয়গণ তরপ ভুজেশ্বর গ্রাম হইতে পঞ্চেশ্বর গ্রামে সমাগত। সম্পদ সেনের সময়ে ইটার জমিদারবর্গ সহ তালুকদার ও তরফদারের বিরোধ হওয়ায় তাঁহাদের অভিযোগ মূলে সম্পদ সেনের যত্নে ইটা হইতে অনেক ভূমি খারিজ হইয়া যায়। এই সময়ে শ্রীহট্টে সমসের খাঁ ফৌজদার ছিলেন। উক্ত খারিজা ভূমি তাঁহার নামে সমসের নগর পরগণা বলিয়া আখ্যাত হয়। এই সময়ে দেওয়ানের চেষ্টায় দশহাল ভূমি ও অতিরিক্ত ১২ কাহন কৌড়ির নানকারসহ তাঁহার পত্র তিলক রামকে নূতন পরগণা সমসের নগরের কানুনগো নিযুক্ত করা হয়। উক্ত সমসের নগর পরগণার আব্দুল ফজল ও আব্দুল হেকিম প্রভৃতির চৌধুরাই পদ বহাল থাকে।

এতদ্বিষয় পারস্য সনদের মর্ম্মানুবাদ এই :—

"বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত কালের রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ, চৌধুরী ও কানুনগো বর্গ, পুরকায়স্থ ও রায়তসকল পং ইটা সরকার শ্রীহট্ট জানিবেন যে- আব্দুল ফজল, আব্দুল হেকিম, মোহাম্মদ নওয়াজ চৌধুরীগণ পরগণে ইটা গং তরপদার ও তালুকদারদের নালিশ এই যে তাঁহারা নিজ নিজ সরিক চৌধুরী ও কানুনগো বর্গের সরিকি সনন্দের দৌরাত্ম্যে নির্ব্বিঘ্নে সরকারী রাজস্ব শোধ করিতে অক্ষম ; উভয় পক্ষের বিবাদমূলে যথারীতি চাষ আবাদ চলিতেছে না। অতএব ভূমি আবাদ প্রভৃতি সাধারণের হিত ও সরকারী উপকার করে এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উক্ত তালুকাতের জমা ইটা পরগণা হইতে খারিজ ক্রমে সমসের নগর নাম করা গেল। এই পরগণার চৌধুরাই পদে উল্লিখিত আব্দুল ফজল, আব্দুল হেকিম ও মোহাম্মদ নওয়াজকে ও সম্পদ রায়ের পুত্র তিলক রায়কে শালিয়ানা ১০/০ দশহাল ভূমি ও সাবেক ভিন্ন নূতন ১২ কাহন কৌড়ির নানকার সহ কানুনগো পদে নিযুক্ত করা গেল। কর্ত্তব্য যে উল্লিখিত পরগণা সদর মফঃস্বলের সেরেস্তায় ও সরকারী রাজস্ব উসলি দপ্তরে সন ( বুঝা যায় না ) হইতে পৃথক গণ্য করায় ও তত্রত্য চৌধুরাই ও কানুনগো পদ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের স্থির জানিয়া তাহাদের মন্ত্রনা উপদেশে কার্য্য চলিবে ও তাহাদের দস্তখত গণ্য হইবে। তাহারাও সরকারী হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে ও পরগণার আবাদ ও উপস্বত্ব বৃদ্ধির প্রতি যত্ন করে।"

মোহর মুদ্রিত—ফৌজদার সমসের খাঁ বাহাদুর ও আমিন মান্তবর সৈয়দ কুতুব ২২ জলুষ মহরম মাসের ৫ তারিখ এই সনন্দের পৃষ্ঠলিপিতে সমসের নগরের খারিজ দাখিলের হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করা হইলনা। দেওয়ান কাওয়াদীঘি হাওর হইতে এক খাল কর্ত্তন করিয়া সাধারণের সুবিধা করিয়া দেন, তাহাই "সম্পদখালি' নামে কথিত হইতেছে।

দেওয়ান সম্পদ সেনের পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয় জানাইয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ খুলনা জিলার কড় গ্রাম হইতে মৌদগল্য গোত্রীয় ভাস্কর সেন তরফ পরগনার সেনের কান্দি গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কিম্বদন্তী যে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীহট্ট জিলার নানাস্থানে গিয়া বসবাস করিতেছেন।

যথা—শ্রীহট্ট রায় নগর, ইটার পঞ্চেশ্বর, তরপের জয়পুর ভুজেশ্বর আটালিয়া ইত্যাদি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহারা পূর্ব্বাবধি শ্রীহট্ট জিলার অপর বৈদ্যগণের সহিত আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

১। হরিনাথ সেন ( তরপের ছুলেশ্বর গ্রাম হইতে পঞ্চেশ্বরে সমাগত )

২। গোপাল সেন

৩। মাধব সেন
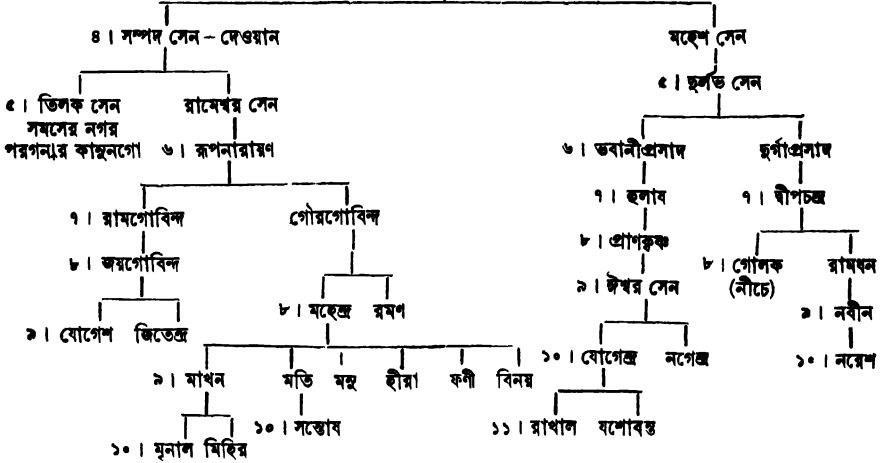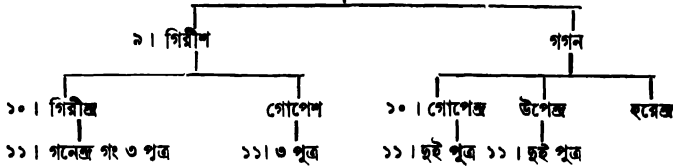
৪। সম্পদ সেন—দেওয়ান    মহেশ সেন

৫। তিলক সেন সমসের নগর পরগনার কানুনগো    রামেশ্বর সেন    ৫। দুর্লভ সেন

৬। রূপনারায়ণ    ৬। ভবানীপ্রসাদ    দুর্গাপ্রসাদ

৭। রামগোবিন্দ    গৌরগোবিন্দ    ৭। হুলাব    ৭। দীপচন্দ্র

৮। জয়গোবিন্দ    ৮। প্রাণকৃষ্ণ    ৮। গোলক (নীচে)    রামধন

৯। যোগেশ    জিতেন্দ্র    ৮। মহেন্দ্র    রমণ    ৯। ঈশ্বর সেন    ৯। নবীন

১০। যোগেন্দ্র    নগেন্দ্র    ১০। নরেশ

৯। মাখন    মতি    মনু    হীরা    ফণী    বিনয়

১০। মৃনাল    মিহির    ১০। সন্তোষ    ১১। রাখাল    যশোবন্ত

## পং দিনারপুর শতক ( বরইতলা ) মৌজার মৌদগল্য গোত্রীয় সেন বংশ

প্রবর—ঔর্ব্ব—চাবণ—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্লুবৎ।

এই বংশীয় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বি. এ. ও তৎভ্রাতা শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়গণ তাহাদের যে বংশাবলী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কোনও একজন তরফ পরগণার জয়পুর মৌজা হইতে আসিয়া আবা পুটিজুরী গ্রামে বাস করিতে থাকেন এবং তথা হইতে রামচরণ সেন নামে এক ব্যক্তি দিনারপুর পরগণার

শতক ( বরইতলা ) চলিয়া আসিয়া আপন বসতি স্থাপন করেন। তৎপরবর্ত্তিগণ শতক গ্রামেই বসবাস করিতেছেন। ইহারা ভাস্কর সেনের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। এই বংশবলীতেও প্রথম ব্যক্তির নাম ভাস্কর সেন লিখিয়াছেন।

লামা পুটিজুরি নিবাসী রাধাচরণ সেন একজন খাটা বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে একটি কুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার ধর্ম্ম নিষ্ঠার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

উক্ত রাধাচরণ সেনের পৌত্র প্যারীচরণ সেন মহাশয় অত্যন্ত স্বাধীন চেতা ও সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। প্যারী চরণ সেন মহাশয় শতক গ্রামে ( বরইতলায় ) নিজ বাড়ীর সাক্ষাতে একটি পুকুর খনন করেন। ইহারই সুযোগ্য পুত্রগণ শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র সেন বি, এ, প্রভৃতি।

লামা পুটিজুরি মৌজা হইতে এই বংশের শ্রীচৈতন্যচরণ সেন বানিয়াচঙ্গ পরগণার হিয়ালা মৌজায় যাইয়া বসবাস করেন এবং শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ সেন তরফ পরগণার রামপুর মৌজায় চলিয়া যান।

## বংশলতা
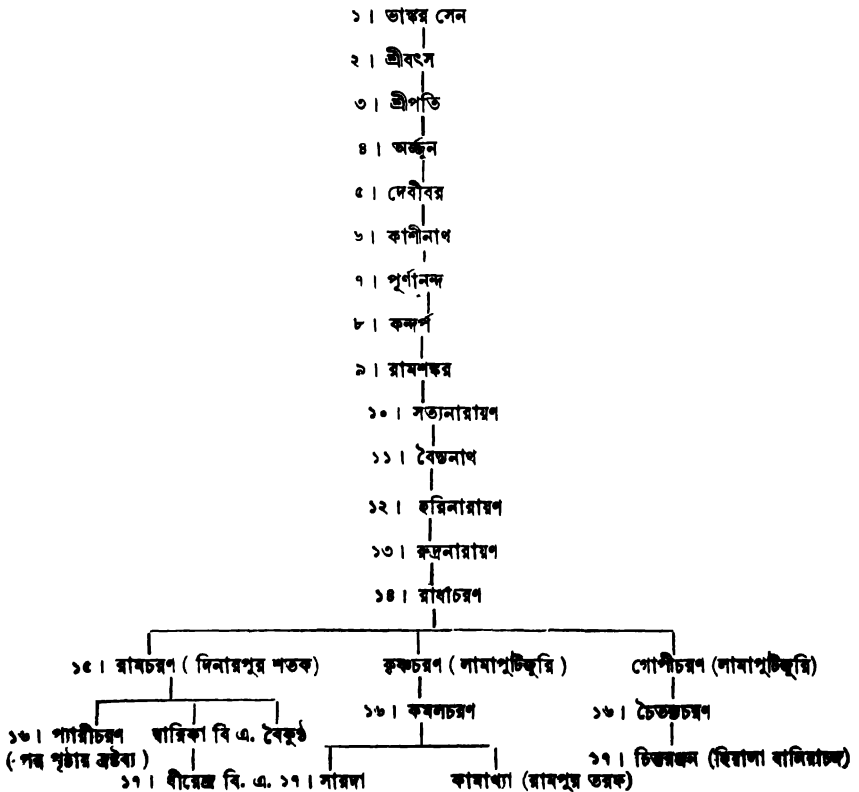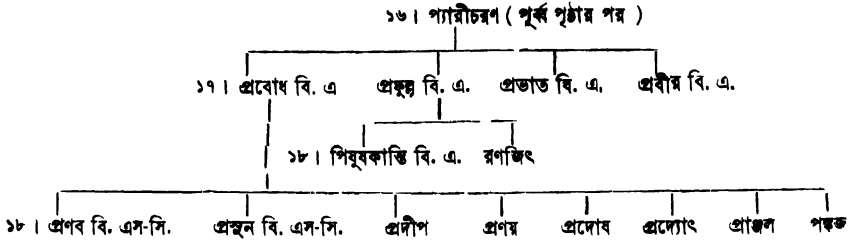
## পং তরফ মৌং হরিহরপুরের মৌদ্গল্য গোত্রীয় সেনবংশ ( ইঁহাদের পোঃ আঃ চুনারুঘাট )

প্রবর—ঔর্ব্ব—চ্যবন—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ।

এই বংশ সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোনও অভিজ্ঞতা না থাকিলেও হরিহরপুর গ্রাম নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীমনোরঞ্জন দত্তরায় হইতে ইহাদের সম্বন্ধাদির নিদর্শন পাইয়া তাঁহারা যে বৈদ্য তদ্বিষয় কোন সন্দেহের কারণ থাকে না। এই বংশের আদিপুরুষ মাধবরাম সেন সেনহাটী মৌজা হইতে আসিয়া তরফের মুছিকান্দিতে কবিরাজী ব্যবসা করেন। ইঁহার পুত্র উদয়রাম সেন, ইঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গণেশরাম সেন ও কনিষ্ঠ হরিহর সেন। উক্ত গণেশরাম সেন যে স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা গণেশপুর নামে অভিহিত হয়। তথায় তাঁহার নামে তরফের একটি তালুকও দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠ হরিহর সেন যেথায় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেথানের নাম হরিহরপুর বলিয়া খ্যাত। হরিহর সেনের পুত্র দুর্গাচরণ সেন তৎপুত্র সীতারাম সেন তৎপুত্র শ্যামরাম সেন; ইহার তিনপুত্র রামগোবিন্দ, হরগোবিন্দ ও জয়গোবিন্দ সেন। জ্যেষ্ঠ রামগোবিন্দ সেন গৌতম গোত্রীয় দত্তবংশে বিবাহ করেন কিন্তু নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মধ্যম হরগোবিন্দ সেন, সাতগাঁও দাউদপুর নিবাসী রামচরণ রায়ের কন্যার পানিগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ জয়গোবিন্দ সেন পং সায়েস্তা নগরের সাড়িয়া গ্রামের গুপ্ত বংশে বিবাহ করেন, ইনিও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। মধ্যম হরগোবিন্দের একমাত্র পুত্র রাজগোবিন্দ সেন সাতগাঁও ভুনবীর নিবাসী গৌতম গোত্রীয় চক্রপানি দত্ত বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা হরিহপুর গ্রামনিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় রামজয় দত্তরায়ের নিকট বিবাহ দেন। উক্ত রাজগোবিন্দ সেন মহাশয়ের চারিপুত্র—জ্যেষ্ঠ চন্দ্রকুমার সেনের দুই বিবাহ, প্রথম বিবাহ ত্রিপুরার নুরনগর পরগণার ভাটখলা গ্রামের শক্তি গোত্রীয় দ্বারকানাথ সেনের কন্যা। ২য়া তরপ মিরাসী মৌজার গৌতম গোত্রীয় চক্রপাণিদত্ত বংশের স্বরূপ চন্দ্র দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। চন্দ্রকুমার সেনের পুত্র শ্রীশুধাংশু বিকাশ সেন পং ইটার নন্দীউড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীউমেশচন্দ্র সেন উকিলের কন্যাকে বিবাহ করেন। উমেশবাবু শক্তি গোত্রীয় বটেন। চন্দ্রকুমার সেনের এক কন্যা লাখাই সজনগ্রাম নিবাসী গৌতম গোত্রীয় চক্রপাণিদত্ত বংশের শ্রীশৈলেশ চন্দ্র দত্ত বিবাহ করেন। অপর কন্যা উচাইল ব্রাহ্মণ ডুরার কাশ্যপ গোত্রীয় প্রদীপচন্দ্র চৌধুরীর ভ্রাতা বিবাহ করেন। রাজগোবিন্দ সেনের ২য় পুত্র মহেন্দ্রকুমার সেন দুইবার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমবার বেজুড়া জগদীশপুর নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভারতচন্দ্র দত্ত চৌধুরীর কন্যা। দ্বিতীয়বার পং সরাইলের কুণ্ডা গ্রামের কাশ্যপ গোত্রীয় আনন্দকিশোর গুপ্তের কন্যা। ৩য় শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন ঢাকা জিলার একদুয়ারী গ্রামের শক্তি গোত্রীয় মহেন্দ্র চন্দ্র সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার কন্যাকে লাখাই সজনগ্রাম নিবাসী গৌতম গোত্রীয় চক্রপাণি দত্ত বংশের রায়

বাহাদুর শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত এম. এ. বি-এল মহাশয়ের পুত্র বিবাহ করেন। ৪র্থ শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন রিচির কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের মথুরচন্দ্র দত্ত চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহারা মৌদগল্য গোত্র সেনবংশ।
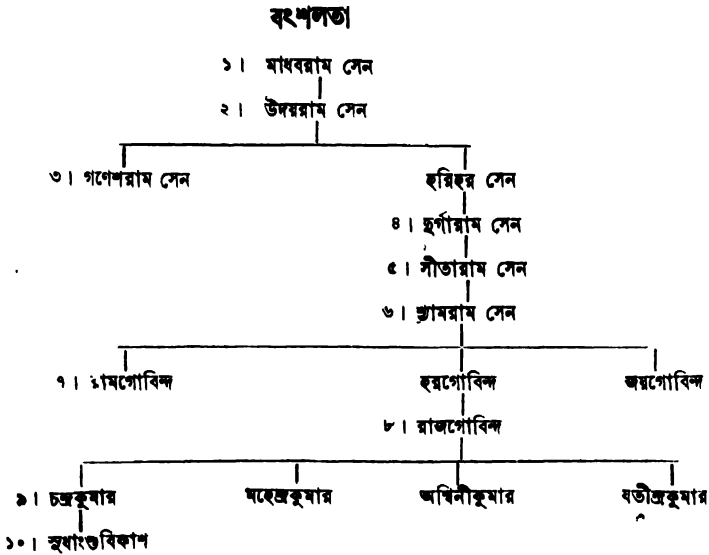
## উচাইল পরগণার অন্তর্গত সেরপুর গ্রামের বৈশ্বানর গোত্রীয় সেনবংশ

প্রবর = ঔর্ব—চ্যবন — ভার্গব — জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ।

৺গিরীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় ত্রিপুরা জিলার খড়িয়ালা গ্রাম হইতে উচাইল পরগণার অন্তর্গত চারিনাও গ্রামের কাশ্যপ গোত্রীয় চন্দ্রনাথ পুরকায়স্থের কন্যাকে বিবাহ করিয়া গৃহজামাতারূপে তথায়ই স্থিতি করেন। কিছুকাল হয় তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে চারিনাও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া উচাইলের সেরপুর গ্রামের অধিবাসী হইয়াছিলেন। তথায় বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার সেন প্রভৃতি বাস করিতেছেন।

## পং বোয়ালজুর মৌজে আদিত্যপুর নিবাসী ব্যাস মহর্ষি গোত্রীয় সেনবংশ

বড়ই দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে বারবার এ বংশীয়গণকে অনুরোধ করা সত্বেও তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ বংশাবলী আমাদের নিকট প্রেরণ করেন নাই অথচ পত্রের কোনও উত্তর দেন নাই। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে ইঁহারা বোয়ালজুর পরগণার পুরকায়স্থ বংশ। ইঁহাদের আদান প্রদান শ্রীহট্ট জিলার বৈদ্য সমাজের সহিতই হইয়া আসিতেছে।

# গুপ্ত প্রকরণ

ভট্টিকাব্যের প্রসিদ্ধ টিকাকার বৈদ্যকুলতিলক মহামহোপাধ্যায় ৺ভরতচন্দ্র সেন মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা নামক রাঢ়ীয় বৈদ্যকুল পঞ্জিকার ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে কায়ু, পরমেশ্বর ( তৎপুত্র ত্রিপুর ) ভীম, মহাদেব, অড়াল ও বীরগুপ্ত গুপ্তকুলের এই ছয় বীজি পুরুষ। তাঁহারা সকলেই কাশ্যপ গোত্র প্রভব।

কায়ুগুপ্ত সম্বন্ধে ভরত লিখিয়াছেন,—

"অথাতো গুপ্ত সন্তানাং ব্রূতে ভরত মল্লিকঃ।
তত্র প্রথমতঃ প্রাহ কায়ুগুপ্তস্য সপ্ততিম ॥
কাশ্যপান্বয় সম্ভূতো যো বীজি কায়ুগুপ্তকঃ।
সহি গুপ্ত কুলে শ্রেষ্ঠঃ সম্ভূত ভূরি সন্ততিঃ ॥

—চন্দ্রপ্রভা ৩৮৪ পৃঃ

কায়ুগুপ্ত মন্দারগুপ্তের পুত্র। কায়ুগুপ্ত পঞ্চকুটের ( বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের মানভূম জিলায় ) কারস্কোট হইতে রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়া রাঢ়দেশের বরাহনগরে আগমন করেন। বরাহনগর চব্বিশপরগণার বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত। রাঢ়দেশ এখনকার বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলা লইয়া গঠিত ছিল।

ভরত লিখিয়াছেন,—

রাজাপ্তমানঃ প্রথিতাবদানঃ।
সন্নীতি বিদ্যাকুল সম্পদাঢ্যঃ ॥
মন্দারগুপ্তস্য বভূব পুত্রো।
বংহিষ্ট কীর্ত্তিভুবি কায়ুগুপ্তঃ ॥

—চন্দ্রপ্রভা ৩৮৪ পৃঃ

কায়ুগুপ্তের বংশধরগণ রাঢ় বঙ্গের বিভিন্নস্থানবাসী ত্রিপুর গুপ্ত সম্পর্কে মহাত্মা ভরত লিখিয়াছেন—

"কাশ্যপান্বয়সম্ভূতঃ প্রধানং জ্যেষ্ঠ এব যঃ।
পরমেশ্বর গুপ্তোঽয়ং বীজী গুপ্তকুলেপুনঃ ॥
তথাপি কায়ুগুপ্তস্য প্রভূতত্বাচ্চ সন্ততেঃ ॥
আদৌ কায়ুকুলং প্রোক্তং ততোঽন্যস্য কুলং ব্রূবে।
পরমেশ্বর গুপ্তস্য জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো মহাযশাঃ ॥
শ্রেষ্ঠত্রিপুরগুপ্তোঽয়ং বীজী সৎকর্ম্মধর্ম্মকৃৎ।
চৌড়ালা বিহিত স্থানো বিদ্যাকৌলিন্য সম্পদা ॥

—চন্দ্রপ্রভা ৪৪০ পৃঃ

বৈদ্যকুলতিলক মহাত্মা কায়ুগুপ্ত প্রভৃতি সকলেই সদাচারপূত দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ত্রিপুর, ভীম ও মহাদেব এই ভ্রাতৃত্রয়ই কুলীন ছিলেন। ত্রিপুরকে বল্লাল সেন বশীভূত করিতে পারেন নাই, অপর ভ্রাতৃদ্বয় (ভীম ও মহাদেব) বল্লালের করায়ত্ত থাকিয়া কৌলীন্য ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বংশধরগণ অশ্বগুপ্ত নামে বঙ্গদেশে পরিচিত। বল্লাল ও লক্ষণের বিরোধের ফলে বহুসংখ্যক বৈদ্যসন্তান বিক্রমপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। অনেকে বল্লাল সেনের ভয়ে ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, চট্টলাদি অঞ্চলে পলায়ন করিলেন।

## পং সায়েস্তানগরের মাসকান্দি, সনকাপন ও আক্ষা মৌজার এবং চৌয়ালিশ পরগণার দলিয়া মৌজার কায়ুগুপ্ত বংশ

গোত্র—কাশ্যপ, প্রবর = কাশ্যপ—অপসার—নৈয়ধ্রুব।

এই গুপ্তবংশীয়গণের সম্মান ও প্রতিপত্তির কথা শ্রীহট্টবাসী সকলেরই জানা আছে। "চক্রপাণি দত্ত" গ্রন্থের ১৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, "চক্রদত্তের বংশধরগণের মধ্যে অনেক কৃতী ব্যক্তিই রাঢ়দেশের বৈদ্যবংশে সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং সেই সূত্রে বহু রাঢ়ীয় সন্তান শ্রীহট্টে আসিয়া বাস করেন। গোপীনাথের দত্তবংশাবলী পাঠে অবগত হই যে চক্রপাণির বংশধর, দত্তখাঁ শ্রীবৎস দত্ত, তাঁহার দুই ভগিনীকে রাঢ় দেশের বৈদ্যকুলে সম্প্রদান করেন। যথাঃ—

"পুত্রসনে রাজ্য করে দত্তখান রাজা।
শ্রীহট্টের যতলোকে তারে করে পূজা॥
তাঁহার ভগিনী অবিবাহিতা ছিলা।
রাঢ় হইতে দুই বৈদ্য পুত্রকে আনিলা॥
দুই জন স্থানে বিয়া দুই সহোদরা।
যাবৎকাল অন্নমধ্যে আছিলা তাঁহারা।
দুইপুত্র হইলেক দুইজন ঘরে।
বিনোদ খাঁ, হরিশ্চন্দ্র খাঁ নাম বলি যারে॥"

মৌলবীবাজারের অন্তর্গত সাতগাঁও নিবাসী শ্রীবৎস দত্ত খাঁন তাঁহার ভাগিনেয়দ্বয় বিনোদ খাঁ ও হরিশচন্দ্র খাঁর উপর রাগ করিয়া তাঁহাদিগকে হাইলহাওরে ডুবাইয়া মারিবার আদেশ দিয়াছিলেন। দত্ত খাঁনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবদত্তের কৌশলে ও অনুরোধে বিনোদ খাঁ ও হরিশচন্দ্র খাঁর জীবন রক্ষা পায়। জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু দত্তখান তাঁহাদিগকে সাতগাঁও পরগণায় আর বসবাস করিতে দিলেন না। বিনোদ খাঁ ওরফে গদাধর গুপ্ত সাতগাঁও পরগণা ত্যাগ করিয়া চৌয়ালিশের মাসকান্দি মৌজায় গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীহট্টের নবাবের বৈদ্যবংশীয় জনৈক মন্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি উক্ত মন্ত্রীর সাহায্যে চৌয়ালিশ পরগণায় আধিপত্য লাভ করেন। বিনোদ খাঁর প্রকৃত নাম গদাধর গুপ্ত। উক্ত গদাধর গুপ্তের পিতা রাঢ়দেশীয় কাশ্যপ গোত্র প্রভব কায়ুগুপ্ত বংশীয় ছিলেন। সাতগাঁও পাহাড়ের মধ্যে আজিও বিনোদ খাঁ, শ্রীবৎস খাঁ প্রভৃতির বাটী ও দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে।

মাসকান্দি মৌজায় বিনোদ খাঁর প্রতিষ্ঠিত ভদ্রাসন বর্ত্তমানে জনশূন্য কিন্তু তাঁহার বাড়ীর সম্মুখস্থ দীর্ঘিকা ও তদুত্তর তীরস্থ প্রাচীন মন্দিরাদিতে পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি ও দেবদেবীগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া পুরাকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তির নাম "রাজ-রাজেশ্বরী"। তাঁহার সেবা অর্চ্চনার জন্য প্রায় বায়ান্নহাল পরিমাণ

ভূমি "বৃত্তিরাজ্যেশ্বরী" দেবত্র ছিল। কাল প্রভাবে এই দেবত্র ও মাসকান্দি বাড়ীর সমস্ত ভূ-সম্পত্তি পরহস্তগত হ ইয়াছে। বর্ত্তমানেও চৈত্রের শুক্লাষ্টমীতে ৺কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসিয়া থাকে।

বিনোদখাঁর বংশধরগণ বাঙ্গলার নবাব সরকার হইতে চৌধুরাই উপাধি ও সনন্দ লাভ করেন এবং চৌয়ালিশ পরগণার নেতৃত্ব (শ্রীকর্ণিত্ব) প্রাপ্ত হন। বিনোদ খাঁর পুত্র শ্রীকণ্ঠ, তৎপুত্র নীলাম্বর, তৎপুত্র অনন্তরাম, তৎপুত্র চণ্ডিদাস, তৎপুত্রগণ কমলাক্ষ ও হরিহর। কমলাক্ষের দুইপুত্র রামকান্ত ও শ্রীচন্দ্ররায়। খুল্লতাত হরিহরগুপ্ত সহ রামকান্ত মাসকান্দি মৌজা পরিত্যাগে সনকাপন মৌজায় গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। উপরোক্ত শ্রীচন্দ্ররায়ের দুইপুত্র সাচারায় ও গৌরীরায় মাসকান্দি মৌজায় অবস্থান করেন। উক্ত সাচারায় চৌধুরী ত্রিপুর গুপ্তবংশীয় শ্রীরাম গুপ্তকে বহু ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়া চৌয়ালিশ পরগণার অলহা মৌজায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শ্রীরাম গুপ্ত সাচারায় চৌধুরীর কন্যা অলকাকে বিবাহ করেন। শ্রীরাম গুপ্তের পরবর্তী ইতিহাস অলহা, মুটুকপুর, নয়াপাড়ার গুপ্তবংশ বিবরণে বর্ণনা করা যাইবে।

চৌয়ালিশ পরগণায় শ্রীরাম গুপ্তের বংশধরগণ প্রতিষ্ঠিত হইলে কালক্রমে উক্ত পরগণাস্থিত এই কায়ুগুপ্ত বংশীয়গণ ও ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয় শ্রীরাম গুপ্তের পরবর্ত্তীগণ মধ্যে শ্রীকর্ণিত্ব নিয়া সামাজিক বাদ বিসংবাদের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত সাচারায় চৌধুরীর ভ্রাতা গৌরীরায়ের পৌত্র স্বনামখ্যাত প্রাণবল্লভ রায়চৌধুরী বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে উক্ত নবাবের নামানুসারে চৌয়ালিশ পরগণা হইতে "সায়েস্তা নগর" নামে পৃথক একটি পরগণার সৃষ্টি করেন।

তৎপর হইতে ঐ কায়ুগুপ্ত বংশীয়গণ সায়েস্তানগর পরগণার চৌধুরাই ও সামাজিক নেতৃত্বপদ (শ্রীকর্ণিত্ব) প্রাপ্ত হন। কালক্রমে বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ বংশীয়গণ আব্বা ও দলিয়া মৌজা প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়েন।

পিতাপুত্রে মতবিরোধহেতু বিনোদখাঁর কৃতী বংশধর প্রাণবল্লভ রায় চৌধুরী মাসকান্দি মৌজা পরিত্যাগক্রমে আব্বা মৌজায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় তাঁহার বংশে বর্ত্তমানে শ্রীঅভয়াচরণ গুপ্ত চৌধুরী বি. এ.; তৎপুত্র শ্রীঅনাথবন্ধু গুপ্ত চৌধুরী বি. এ. ও ভ্রাতা শ্রীনিরোদবরণ গুপ্ত চৌধুরী পেন্‌সনার প্রভৃতি বাস করিতেছেন।

উক্ত প্রাণবল্লভ গুপ্ত চৌধুরী বংশীয় আব্বা মৌজা নিবাসী, কাছাড় জেলার শিলচর টাউনের মালুগ্রাম মহলা প্রবাসী বিখ্যাত ধনী, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও দানবীর ৺বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্ব্বসাধারণে বি. সি. গুপ্ত নামে বিখ্যাত। তিনি সন ১৩২১ বাং উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিন শ্রীহট্ট টাউন সন্নিকট নিজ তারাপুর চা বাগানে প্রকাণ্ড একটি পাকা দালানে ৺শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণদেবতার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জানা যায় উক্ত দেবতাবিগ্রহের সেবাপূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উক্ত চা-বাগান সংশ্লিষ্ট সাকুল্য ভূম্যাদি ও প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রমিসারী নোট্ দান করিয়াছেন। শ্রীহট্ট জিলার যে সব গ্রামে জলকষ্ট ছিল, সেই সব গ্রামে জলকষ্ট নিবারণার্থ বহু টাকা দান করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তি আছে। নানাভাবে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তিনি অনেক টাকা দান করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। শিলচর টাউনের মালুগ্রাম মহলায় তাঁহার ভূমির উপর শ্রীশ্রীপঞ্চানন শিবের পঞ্চরত্ন মন্দির এবং ৺শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর আখড়া প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রীহট্ট জিলায় পরার্থে এবম্বিধ দান একমাত্র মুরারীচাঁদ রায় ব্যতীত আর কাহারও আছে কিনা জানা যায় না। বহুতর সৎকার্য্যের দ্বারা বি. সি গুপ্ত এতদঞ্চলে ধন্য হইয়া রহিয়াছেন। সন ১২৪৬ বাংলায় ২২শে কার্ত্তিক এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং সততা ও কর্ম্মদক্ষতার দ্বারা বহু বিত্তের অধিকারী হইয়া সন ১৩৪১ বাংলায় ১৮ই আষাঢ় পরলোক গমন করেন। শিলচর টাউনে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর শ্মশানের উপর তদীয় পুত্রগণ দুইটি সুন্দর মন্দির তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন।

উক্ত বি. সি. গুপ্তের প্রথমপুত্র বিখ্যাত চা-কর শ্রীবিপুলচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী বি. গুপ্ত নামেই বিখ্যাত। তিনি তদীয় স্বর্গত তৃতীয়পুত্র বিশ্বমাধবের স্মৃতিরক্ষার্থ শিলচরে একটি যক্ষা হাসপাতাল স্থাপন উদ্দেশ্যে ৫৫,০০০্

পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহা বিপুলবাবুর জনকল্যাণের সাধু প্রচেষ্টা বটে। তিনি সদালাপী, নীতিমান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বটেন। ১২৭৭ বাংলার ১৮শে অগ্রহায়ণ সোমবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বি. সি. গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র সংসার নির্লিপ্ত শ্রীবিদিত চন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী শ্রীহট্ট জিলা বৈদ্য সমিতির স্থায়ী সভাপতি ও কলিকাতার বৈদ্য ব্রাহ্মণ সমিতির সভ্য বটেন। তিনি বহুশাস্ত্রবিদ্, দেব, অতিথি ও আর্ত্তসেবা পরায়ণ; পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয়, নিরামিষাসী নিরহঙ্কারী পরমবৈষ্ণব। তিলকমালা সেবন ও হরিনাম কীর্ত্তন তাঁহার নিত্য-কার্য্য। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত পুরুষ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তাঁহার রচিত আধ্যাত্মিক ভাবের নানা প্রকার গান অতুলা। তিনি সন ১২৭৮ বাংলার ৮ই চৈত্র বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। এখনও ৮৪।৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার যুবকের ন্যায় কর্ম্মশক্তি অটুট আছে।

বি. সি. গুপ্তের তৃতীয় পুত্র শ্রীবিনোদচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী সাধারণে সাধুবাবু বলিয়া খ্যাত। তিনি সংসার নির্লিপ্ত নিরহঙ্কারী, শান্তিপ্রিয়, মিষ্টভাষী, বাল্যাবস্থা হইতে নিরামিষ ভোজী, তীর্থ সেবাপরায়ণ ঋষিকল্প সুশ্রী পুরুষ বটেন। যেখানে গৌরভক্তি সেখানে চরিত্রটিও মধুময় হয়। তাঁহার বৈষ্ণবপ্রীতি ও সেবা এবং শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ অর্চ্চনা সকলই অতুলনীয়। সন ১৩২৬ বাংলা হইতে প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে সমস্তদিন উপবাস থাকিয়া ৺শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের সেবা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। ইনি ১২৮০ বাংলার ২৬শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন।

বি. সি. গুপ্তের চতুর্থ পুত্র শ্রীরাধালাল গুপ্ত চৌধুরী সন ১২৮১ বাংলার ৬ই চৈত্র শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উচিতবক্তা, মিতব্যয়ী বৈষ্ণবাচারী ধার্ম্মিক পুরুষ বটেন। তিনি শ্রীহট্ট সন্নিকটস্থ তারাপুর চা-বাগানে থাকিয়া পিতৃ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির সেবা পূজা নিয়মিতরূপে পরিচালনা করিতেছেন।

৫ম পুত্র ৺বিনয় প্রসন্ন গুপ্ত চৌধুরী সন ১২৯৪ বাংলার ৮ই কার্ত্তিক সোমবার জন্মগ্রহণ করেন এবং সন ১৩৫৯ বাং ৩১ শে আষাঢ় পরলোক গমন করেন। তিনি বি. সি. গুপ্ত এণ্ড সন্স কোম্পানী, কাছাড় নোটিড জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী প্রভৃতির ডাইরেক্টার ছিলেন। তিনি অর্থনীতি, রাজনীতি, ও সমাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। দেশহিতে ও সমাজহিতে তাঁহার অবদান কম ছিল না। তিনিও অপর ভ্রাতাদের ন্যায় সাধু শান্ত-স্বভাব সম্পন্ন পরম বৈষ্ণব পুরুষ ছিলেন। বি. সি. গুপ্তের পুত্রগণ তাঁহাদের স্বর্গীয়া মাতা ৺শিব সুন্দরীর নামে শিলচর টাউনে একটি নারীশিক্ষাশ্রম ও প্রসূতি আগার স্থাপন করেন।

স্বনামখ্যাত বি. সি. গুপ্তের সকল পৌত্রগণই কৃতী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহারা মহানুভবতা ও দানশীলতার জন্য এতদঞ্চলের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীহট্ট জিলা বৈদ্য সমিতির সেক্রেটারী শ্রীবিজয় মাধব গুপ্ত চৌধুরী বি. এস-সি. এই গ্রন্থখানা মুদ্রণ ক্রমে সাধারণে প্রকাশ করার ভার গ্রহণ করিয়া বৈদ্য জাতির বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি শ্রীহট্ট ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর Founder General Manager, কাছাড় নোটিড জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী ও বি. সি. গুপ্ত এণ্ড সন্স কোম্পানীর ডাইরেক্টার। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সন ১৩৬২ বাংলার বৈশাখ মাসের ২২শে তারিখ শুক্রবার বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা ও যজ্ঞ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন করেন। এই দেবতার পূজা এতদ্দেশে বিরল বটে।

"কায়ু" গুপ্ত বংশীয় প্রাগুক্ত রামকান্ত রায় তাহার খুল্লতাত হরিহর গুপ্ত সহ সনকাপন মৌজায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

রামকান্ত রায়ের পুত্র রমাকান্ত, তৎপুত্র তিলকচন্দ্র। তিলকচন্দ্রের বংশধরগণের উপাধি "চৌধুরী"। তাঁহার পাঁচপুত্র মধ্যে প্রথম পুত্র রাধাবল্লভের ও দ্বিতীয় পুত্র গৌরীবল্লভের বংশধরগণ জ্ঞাতিবিরোধে উৎপীড়িত হইয়া সনকাপন মৌজা পরিত্যাগ করিয়া খাওটীয়া প্রকাশিত দলিয়া মৌজায় বসতি স্থাপন করেন। গৌরীবল্লভের পুত্র জনার্দ্দন রায়ের পুত্র মাধব রায় ও পৌত্র যদুনন্দন রায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। যদুনন্দন কাশারিকোণা গ্রামে বসতি স্থাপন

করেন। যদুনন্দনের শাখায় শ্রীঅশ্বিনীকুমার গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ( ইঁহার কন্যা শ্রীমতী সুহাসিনী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে পিতার তত্ত্বাবধানে স্বাধীন জাতীয় চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সর্বসাধারণের উপকার সাধন করিতেছেন। ), ৺গজেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীবিমল জ্যোতি গুপ্ত চৌধুরী ও তৎপুত্র শ্রীসতীন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী বি. এ. এর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযোগেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরীর পুত্র জগজ্জীবন গুপ্ত চৌধুরী একজন দেশ সেবক। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন।

যদুনন্দনের খুল্লতাত যাদব রায়ের পুত্র গোলাব রায় চৌধুরী প্রতিপত্তিশালী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। উক্ত গোলাব রায় চৌধুরী একাধিকবার নৌকাপূজা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। উক্ত গোলাব রায় চৌধুরীর পুত্র গণেশ রায় চৌধুরী। তৎপৌত্র শ্রীবিপিনচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী একজন ক্ষমতাশালী, বিবেচক, ধার্ম্মিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ইঁহার চারি পুত্র ১। শ্রীবিনয়ভূষণ গুপ্ত চৌধুরী ২। শ্রীবিদিতচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী ৩। শ্রীবিপুলচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী বি. এ. ও ৪। শ্রীবিশ্বজ্যোতি গুপ্ত চৌধুরী। ইঁহারা সকলেই স্বাধীন ব্যবসা করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

এ শাখায় মহেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী শিলংএ আসাম সেক্রেটারিয়েটে স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও কর্ম্মকুশলতায় রেজিষ্ট্রার ও তৎপর আণ্ডার সেক্রেটারীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে 'রায় বাহাদুর' খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র মতিলাল বিলাত হইতে শিক্ষা সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার অল্পকাল পর অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

উক্ত গণেশ রায় চৌধুরীর বংশধরগণ মধ্যে শ্রীরাকেশচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী মৌলবী বাজারের একজন খ্যাত-নামা মোক্তার এবং শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীপবিত্রচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীরসময় গুপ্ত চৌধুরী ও শ্রীসুধাময় গুপ্ত চৌধুরী বি. এ. জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শিলং বসবাস করিতেছেন।

গণেশ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরীবল্লভ রায়, তৎপুত্র প্রাণবল্লভ। প্রাণবল্লভের পুত্র কমললোচন গুপ্ত চৌধুরীর পুত্র শ্রীযামিনীকুমার গুপ্ত চৌধুরী দলিয়া মৌজা পরিত্যাগ করিয়া বারহাল মৌজার অধিবাসী হইয়াছেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বংশের বংশাবলী ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তজ্জন্য তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

উপরোক্ত জনার্দ্দন রায়ের পুত্র জীবনকৃষ্ণ, তৎপুত্র জয়গোবিন্দ। ঐ জয়গোবিন্দের পৌত্র ব্রজকৃষ্ণ গুপ্ত চৌধুরী দলিয়া পরিত্যাগ করিয়া মহাসহস্র চলিয়া যান।

গণেশ রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরকিশোর রায়ের পৌত্র দীননাথ গুপ্ত চৌধুরী দলিয়া পরিত্যাগ করিয়া খিদুর চলিয়া যান।

উপরোক্ত যাদব রায়ের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ রায়। তৎপুত্র বিষ্ণুপ্রসাদ। তৎপুত্র মুলুক রায় চৌধুরী দলিয়া পরিত্যাগ করিয়া সাড়িয়া চলিয়া যান। মুলুক রায়ের পুত্র ঈশানচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, তৎপুত্র শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী সাড়িয়ায় বাস করিতেছেন।

প্রাগোক্ত রাধাবল্লভের বংশধরগণ মধ্যে শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত চৌধুরী অতি সদাশয়, মিষ্টভাষী অমায়িক, বিদ্বান ব্যক্তি। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকামিনীকুমার গুপ্ত চৌধুরী আসাম সেক্রেটারিয়েটে আণ্ডার সেক্রেটারী। তিনি মিষ্টভাষী উদারচেতা কর্ম্মকুশল ব্যক্তি। অপর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহেমন্তকুমার গুপ্ত চৌধুরী একজন দেশকর্ম্মী এবং শিলংএর বিখ্যাত সাংবাদিক।

উপরোক্ত গৌরীবল্লভের প্রথম পুত্র গণেশ্বরের পুত্র জগজীবনের বংশধরগণ মধ্যে—শ্রীচন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী দলিয়া নিজবাটীতে অবস্থান ক্রমে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র সম্পদ

রায়ের পুত্র সানন্দের একমাত্র পৌত্র বিষ্ণুপ্রসাদ গুপ্ত চৌধুরী দলিয়া পরিত্যাগ ক্রমে পুনরায় সনকাপন মৌজার অধিবাসী হন। তাঁহার পৌত্র শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী ও শ্রীনরেন্দ্রকিশোর গুপ্ত চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

গৌরীবল্লভের তৃতীয় পুত্র বানারসী রায়ের পৌত্র রাজকৃষ্ণ রায়। তৎপৌত্র লাল রায় চৌধুরী দলিয়া পরিত্যাগ করিয়া পাগলায় গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বংশধরগণ এখনও বসতকার আছেন—তন্মধ্যে কৈলাসচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী ও শ্রীরমণীমোহন গুপ্ত চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাগুক্ত তিলকচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র রাজবল্লভ রায়। তৎপুত্র রমাবল্লভ। রমাবল্লভের দুই পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও রামচন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের বংশধরগণ সনকাপন মৌজায় বসবাস করিতেছেন—তন্মধ্যে শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী ও শ্রীরাকেশরঞ্জন গুপ্ত চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

রামচন্দ্রের পৌত্র কিশোর রায় চৌধুরী সনকাপন পরিত্যাগ করিয়া আতুয়াজান পরগণার পাইলগাঁও মৌজায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ মধ্যে শ্রীশিশিরকুমার গুপ্ত চৌধুরী, এম. বি. এর নাম উল্লেখযোগ্য।

তিলকচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র রামবল্লভের পুত্র রামগোবিন্দ রায়। তৎপুত্র হরজীবন ও রামকৃষ্ণ। হরজীবন সংসার পরিত্যাগ ক্রমে বৈষ্ণব হইয়া যান এবং বৈষ্ণব হরিদাস নাম গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র জয়কৃষ্ণ গুপ্ত চৌধুরী সনকাপন পরিত্যাগ ক্রমে চাপঘাট পরগণার হাসানপুর মৌজায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ মধ্যে শ্রীআনন্দকিশোর গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীনগেন্দ্রকিশোর গুপ্ত চৌধুরী ও শ্রীহরেন্দ্রকিশোর গুপ্ত চৌধুরী প্রভৃতি বাস করিতেছেন।

উপরি উক্ত হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র চণ্ডীপ্রসাদ—তাঁহার তিন পুত্র জয়চন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বিপিনচন্দ্র। বিপিনচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরীর পুত্র শ্রীবিনোদচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী ও ডাক্তার শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত চৌধুরী সনকাপনের অধিবাসী। জয়চন্দ্র গুপ্ত চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী পরগণা ডৌয়াদি কেওটকোণা মৌজায় বাটী নির্ম্মাণ ক্রমে বসবাস করিতেছেন।

প্রাগুক্ত তিলকচন্দ্রের পঞ্চম পুত্রের বংশধরগণ মধ্যে নবীনচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী একজন ধার্ম্মিক, বিনয়ী, সততা-পরায়ণ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনর্ম্মদাকুমার গুপ্ত চৌধুরী, এডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করিতেছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশিবপদ গুপ্ত চৌধুরী, এম. এ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। তিনি শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ হইতে আই. এ. পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

৺নবীন চন্দ্র গুপ্ত চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীনীরদকুমার গুপ্ত চৌধুরী আজীবন কংগ্রেস সেবী। ১৯২১ সালে শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি সরকারী বৃত্তি ত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলন ও আগষ্ট বিপ্লবে যোগদান করিয়া পাঁচবার কারাবরণ করেন ও অন্যান্য নির্য্যাতন ভোগ করেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীনিস্তারণ গুপ্ত চৌধুরী একজন খ্যাতনামা দেশসেবী ও সাংবাদিক। চতুর্থ পুত্র শ্রীনিবারণচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী এখনও সনকাপন মৌজায় বসবাস করিতেছেন। পঞ্চম পুত্র শ্রীনরেশচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, বি. কম. কলিকাতায় স্বাধীন ব্যবসা করিতেছেন। নীরদকুমার ও নিস্তারণ বর্ত্তমানে শিলচরে বাস করিতেছেন।

৺নবীনচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরীর মধ্যম ভ্রাতা ৺নন্দকুমার গুপ্ত চৌধুরীর একমাত্র পুত্র শ্রীনলিনীকুমার গুপ্ত চৌধুরী একজন খ্যাতনামা দেশসেবী। ১৯২১ সালে অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য আন্দোলনেও যোগদান করিয়া চারিবার কারাবরণ করেন এবং বহুদিন অন্তরীণ থাকেন। বর্ত্তমানে তিনি করিমগঞ্জ মহকুমার রামকৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন।

৺নবীনচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরীর চারি পুত্র—শ্রীকামাখ্যা চরণ গুপ্ত চৌধুরী শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীকুমুদরঞ্জন গুপ্ত চৌধুরী ও শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত চৌধুরী, বোম্বে, তিনসুকিয়া প্রভৃতি স্থানে স্বাধীন ব্যবসা করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

হরিহর গুপ্তের সনকাপন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহার পাঁচ পুত্র—চাঁদরায়, গোবিন্দ, জগদানন্দ, গঙ্গানন্দ, রামানন্দ প্রকাশিত তিলক রায়। চাঁদরায় ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয়ের বংশধরগণের উপাধি "চৌধুরী" এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ রামানন্দ প্রকাশিত তিলক রায়ের বংশধরগণের উপাধি পুরকায়স্থ।

৺চাঁদরায়ের বংশধরগণ মধ্যে ৺জগন্নাথ গুপ্ত চৌধুরী ও গোপালচরণ গুপ্ত চৌধুরী প্রভাবশালী ও কৃতীপুরুষ ছিলেন। জগন্নাথ রায়ের বংশধর শ্রীঅমরচাঁদ গুপ্ত চৌধুরী বর্ত্তমানে ভূজবল গ্রামে বাস করিতেছেন।

গোপালচন্দ্র রায়ের কৃতি পৌত্র ৺দেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী চরিত্রবান, উদারচেতা, শান্তিপ্রিয়, পরোপকারী ও বিজ্ঞ উকীল ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী

গোপাল রায়ের মধ্যম ভ্রাতা গৌরী রায়ের পৌত্রগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীবিরাজমোহন গুপ্ত চৌধুরী সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অবসর গ্রহণান্তে বিহার প্রদেশের ছাপরা জিলায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রীললিত মোহন গুপ্ত চৌধুরী সনকাপন মৌজায় নিজবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। তৃতীয় শ্রীধরণীমোহন গুপ্ত চৌধুরী ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্ম্ম নগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন।

৺গোপাল রায়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺হরিচরণ রায়ের পৌত্র ৺বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী, বি. এল. মৌলবী বাজারে কয়েক বৎসর আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকাবস্থায় অকালে ইহলীলা সংবরণ করেন।

পূর্ব্বোক্ত ৺গোবিন্দ রায়ের বংশধরগণ সনকাপন মৌজা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন—তন্মধ্যে শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী বর্ত্তমানে শিলং-এ অবস্থান করিতেছেন।

৺হরিহর গুপ্তের পঞ্চম পুত্র রামানন্দ প্রকাশিত তিলক রায়ের বংশে অনেক কৃতী ব্যক্তির উদ্ভব হয়। তাঁহার পৌত্র বৈদ্যনাথের চারি পুত্র—গোপাল চরণ, প্রাণবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ ও শ্রীবল্লভ। গোপালচরণের তিন পুত্র গোবিন্দ রায়, মটুক রায় ও ভরত রায়। ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে মটুক রায় একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র মাধব রায়, তিলক রায় ও সুনা রায়। ৺তিলক রায়ের পৌত্র গৌরকিশোর—তৎপুত্রদ্বয় ৺কুলচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ ও ৺নবকিশোর গুপ্ত পুরকায়স্থ। ৺কুলচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়েস্থের পুত্রগণ শ্রীমহিমচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ, শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত পুরক যস্থ, ৺সতীশচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ, বি এল. ও শ্রীকিরণচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ।

৺কুলচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্রবলে একজন নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে শ্রীমহিমচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ একজন সরল, অমায়িক, মিষ্টভাষী অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারি।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ সনকাপন নিজ বাটিতে অবস্থান করিয়া সংসার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ৺সতীশচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থের একমাত্র পুত্র শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ, এম. বি. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ, বি. এল. কলিকাতায় আইন ব্যবসা করিতেছেন। শ্রীকিরণচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ জামসেদপুর টাটা কোম্পানীর অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

৺নবকিশোর গুপ্ত পুরকায়স্থের একমাত্র পুত্র শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ একজন একনিষ্ঠ দেশসেবক। ১৯২১ সালে অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য আন্দোলনেও যোগদান করিয়া দুইবার কারাবরণ করেন এবং অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করেন। তিনি বর্ত্তমানে সনকাপন মৌজায় নিজ বাটিতে অবস্থান করিতেছেন।

প্রাগুক্ত ৺গোবিন্দ রায়ের চারি পুত্র—রাজচন্দ্র, বিনোদচন্দ্র, আকুতচন্দ্র ও আদিত্যচরণ। রাজচন্দ্রের পুত্র

জগদাচরণ, তৎপৌত্র ৺স্বরূপচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থ। ৺স্বরূপচন্দ্র গুপ্ত পুরকায়স্থের পুত্রগণ মধ্যে শ্রীসুরেন্দ্রকুমার গুপ্ত পুরকায়স্থ একজন প্রাচীন জোতদার ও সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি সনকাপন নিজ বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।

ঐ কানু-বংশের বিখ্যাত জমিদার সাচা রায় চৌধুরী অলহাবাসী ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয় শ্রীরাম গুপ্তকে অলহা মৌজা সহ বহুতর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সাচা রায় চৌধুরীর শাখায় শ্রীহেমচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী বর্ত্তমান আছেন। তিনি এখন অলহাবাসী।

সাচা রায় চৌধুরীর ভ্রাতা গৌরী রায়ের পৌত্র গোবিন্দ রাম গুপ্তের শাখায় শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী ও পুত্র রামকৃষ্ণ রায়ের শাখায় শ্রীগোপেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী মাসকান্দি মৌজায় বাস করিতেছেন।

৺গৌরী রায়ের অপর পুত্র যাদব রায়ের শাখায় ৺তিলকচন্দ্র মাসকান্দি হইতে সাতগাঁও পরগণার ভীমশী মৌজায় চলিয়া যান।

এ বংশীয়গণের অনেকের বাড়ীর বড় বড় দীর্ঘিকার পারে শিব মন্দির এবং বাড়ীতে গৃহ দেবতার নিত্য পূজা বর্ত্তমান আছে। এই বংশের আদিপুরুষ বিনোদ খাঁ কাটাবিলের জল নিকাসনার্থ পশ্চিমাভিমুখী প্রায় ৩॥ মাইল লম্বা একটি খাল খনন করান। ছয় শত বৎসর যাবৎ ইহা "খাঁর খাল" নামে পরিচিত থাকিয়া নৌকা চলাচল ও বহু ক্ষেত্রের জমি সৃষ্টি করিয়া বিনোদ খাঁর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

## বংশলতা

৯। কেশব ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )

১০। প্রাণবল্লভ (আন্দা) মাধব ধনরাম মুকুন্দ গোবিন্দ (১০৩পৃষ্ঠায়) চান্দরায় হরিবল্লভ

১১। সাহেব ভবানী মোহন

১১। জগৎবল্লভ রতন বল্লভ রাজবল্লভ

১১। অনুপ রামভদ্র

১২। কৃষ্ণবল্লভ জয়গোবিন্দ

১২। রাধাবল্লভ

১২। বীরবল্লভ রমাবল্লভ

১২। কালীকিঙ্কর

১৩। গোপী বল্লভ গৌরী বল্লভ (পরপৃষ্ঠায়)

১৩। চান্দ কাশীকান্ত

১৩। রামবল্লভ রায়কৃষ্ণ রাজকৃষ্ণ

১৩। হরবল্লভ নীলকণ্ঠ

১৪। রাজচন্দ্র লালচন্দ্র ব্রজবল্লভ

১৪। গৌরমণি তারানাথ (আন্দা)

১৪। কালী নাথ দোল- গোবিন্দ শ্যামা চরণ

১৫। গোলক চন্দ্র বৈকুণ্ঠচন্দ্র (শিলচর— মালুগ্রাম, পর পৃষ্ঠায় )

১৫। অম্বিকা বিমলা খগেন্দ্র

১৫। অভয়া চরণ নীরোদ বরণ বিদ্যুৎ বরণ রমণী সুরেন্দ্র বীরেন্দ্র রাজেন্দ্র ক্ষিতীশ

১৬। নিদাঘ শিশির নিখিল

বিষ্ণুপদ কালীপদ

১৬। রামেন্দ্র ১৬। অজয়

১৭। কিরণশশী শ্রীপদশশী রঞ্জনশশী

১৬। অনাথবন্ধু অন্নদাশঙ্কর অবনী অমিয়বরণ অশোক বিজয় অজয় কান্তি অমিতাভ অজিতাভ অশিতাভ

১৩। হরিনারায়ণ (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
১৪। কীর্ত্তিনারায়ণ কান্ত নারায়ণ
১৫। পূর্ণচন্দ্র (গৃহ জামাতা অলহা)
১৬। প্রবোধ প্রকাশ হেমচন্দ্র
১৭। হরিপদ কালীপদ হিমাংশু হেমন্ত
১৪। গোপীবল্লভ (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
১৪। হুলাস মুলুক হুকমত ব্রজকিশোর
১৫। স্বরূপচন্দ্র প্রাণকৃষ্ণ
১৫। বিশ্বনাথ

১৫। বৈকুণ্ঠ চন্দ্র (শিলচর—মালুগ্রাম, পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
১৬। বিপুলচন্দ্র বিদিতচন্দ্র বিনোদচন্দ্র রাধালাল বিনয়প্রসন্ন
১৭। বেণী মাধব ব্রজ মাধব বিশ্ব মাধব বিরজা মাধব বীরেন্দ্র মাধব অরুণ উদয়
১৭। বনমালী
১৭। বিজয় মাধব
১৭। রবীন্দ্র লাল রাজেন্দ্র লাল
১৭। বিষ্ণু মোহন ব্রজ মোহন বংশী মোহন
১৮। রণেন্দ্র ভাস্করমাধব
১৮। বিভাষ বসুদেব বিধান বিমলেন্দু
১৮। রণেন্দ্র
১৮। অমিতাভ
১৮। বিশ্বজিৎ অভিজিৎ
১৮। জহর মতিলাল

(১০০ পৃষ্ঠার পর)
৯। যাদব রায় (মাসকান্দি)
১০। শিব মণি রাঘব
১১। ভবানন্দ জগন্নাথ
১২। দেবীপ্রসাদ কবিবল্লভ সোনাচান্দ
১৩। দ্বিপচন্দ্র
১৩। স্বরূপচন্দ্র (বচনধর)
১৩। তিলকচন্দ্র (সাতগাও তীথগী)
১৪। দোলচন্দ্র
১৪। কৃষ্ণচন্দ্র
১৪। মুরারীচন্দ্র
১৫। সুরেন্দ্রনাথ
১৫। মোহিনী মোহন
(১০০ পৃষ্ঠার পর)
৯। রামকৃষ্ণ (মাসকান্দি)
১০। কৃষ্ণচন্দ্র
১১। জয়কৃষ্ণ
১২। রাজকৃষ্ণ মাধব রামপ্রসাদ
১৩। রাধাকৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ
১৪। গোপালকৃষ্ণ
১৪। কৃষ্ণচন্দ্র
১৫। গিরীন্দ্র
১৬। গোপেন্দ্র

৭। রামকান্ত রায় ( সনকাপন ) ( ১০০ পৃষ্ঠার পর )

৮। রমাকান্ত

৯। তিলকচন্দ্র

১০। রাধাবল্লভ গৌরীবল্লভ (পর পৃষ্ঠায়) রাজবল্লভ (১০৭ পৃষ্ঠায়) রামবল্লভ শ্রীরামবল্লভ (১০৮ পৃষ্ঠায় )

১১। রামগোবিন্দ

১১। রূপরাম সোনারাম

১২। হরজীবন বৈষ্ণব হরিদাস রামকৃষ্ণ

১২। শিবপ্রসাদ (পোষ্য)

১৩। জয়কৃষ্ণ (মৌজে হাসানপুর চাপঘাট)

১২। বিনোদরাম ( দলিয়া ) মদনরাম

১৩। গোপীবল্লভ

১৪। কাশীনাথ

১৩। কাশীরাম নীলকণ্ঠ লালচন্দ্র কুলচন্দ্র

১৫। নবকিশোর নন্দকিশোর গৌরকিশোর (পর পৃষ্ঠায়)

১৪। গোলক চন্দ্র জগতচন্দ্র

১৬। আনন্দ কিশোর বিনয় কিশোর শ্রীশচন্দ্র

১৬। নগেন্দ্র কিশোর সত্যেন্দ্র কিশোর সুশীল

১৪। নবীন চন্দ্র কালী কুমার রাম কুমার কৃষ্ণ কুমার হর কুমার পরপৃষ্ঠায় রজনী কান্ত পরপৃষ্ঠায়

১৭। সমরজিৎ

১৭। বিমলাংশু

১৭। নির্ম্মলেন্দু নিশিতেন্দু

১৫। রাজ কুমার ১৫। কামিনী কুমার

১৭। অমরেন্দ্র অরুণেন্দু অজিত অমিয় অসিত অমলেন্দু

১৬। রজতকুমার

১০। গৌরীবল্লভ (সনকাপন) (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

১১। গণেশ্বর সম্পদ রায় (দলিয়া) বারাণসী রায় (সনকাপন) চান্দ রায় জনার্দ্দন রায় (দলিয়া) (১০৫ পৃষ্ঠায়)

১২। জগজ্জীবন (দলিয়া) (১০৫ পৃষ্ঠায়)

১২। মাধব সানন্দ জয়দেব

১২। রমাবল্লভ রামবল্লভ

১২। শ্রীচন্দ্র রায় সুন্দর রায়

১২। শ্যামানন্দ উমানন্দ

১৩। রাজকৃষ্ণ (দলিয়া)

১৪। কাশীনাথ বিষ্ণুপ্রসাদ

১৪। গোপীনাথ

১৪। উপেন্দ্রনারায়ণ

১৫। চণ্ডীপ্রসাদ

১৫। প্রাণকৃষ্ণ নীল রায় লাল রায় (পাগলা)

১৬। সুরেশ অতুল নরেন্দ্র

১৬। প্রকাশ চন্দ্র প্রসন্ন (পোষ্য)

১৬। মথুর চন্দ্র শরৎ চন্দ্র কুলচন্দ্র কৈলাসচন্দ্র

১৭। অরুণ শিবপ্রসাদ

১৮। অজিত অজয় অসিত

১৭। রূপেশ নৃপেশ উপেন্দ্র

১৭। সারদা রজনী

১৭। মৃত্যুঞ্জয় সুব্রত সত্যব্রত দেব প্রসাদ শপাৎ

১৮। সত্যেন্দ্র

১৮। রতীশ দুর্গাদাস

১৯। সুব্রত

১১। জনার্দ্দন রায় (দলিয়া) ১০৪ পৃষ্ঠার পর

- ১২। জগন্নাথ (কাশারীকোণা)
  - ১৩। যদুনন্দন
    - ১৪। কালীচরণ
    - রঘুনাথ
  - হরিচরণ
    - ১৪। হুলাষচন্দ্র
    - দীপচন্দ্র
      - ১৫। শিবচন্দ্র
        - ১৬। নবীনচন্দ্র
          - ১৭। বিমল জ্যোতি
            - যতীন্দ্র বি.এ.
            - বীরেন্দ্র
          - প্রশান্ত জ্যোতি
          - সত্য জ্যোতি
            - সমরেন্দ্র
    - কৃষ্ণচন্দ্র
      - ১৫। রাজচন্দ্র
    - ভোলানাথ
  - রামকৃষ্ণ
    - ১৪। গৌরকিশোর
      - ১৫। কৈলাসচন্দ্র
    - নীলকণ্ঠ
      - ১৫। গোবিন্দ
        - ১৬। গজেন্দ্র
          - গিরীন্দ্র
          - মৃণাল
        - জগজ্যোতি
        - নগেন্দ্র
      - শরৎ
  - দেবীপ্রসাদ
    - ১৪। দোলগোবিন্দ
      - ১৫। দয়াল কৃষ্ণ
      - অভয় চরণ
        - ১৬। অশ্বিনী
          - ১৭। অজিত
          - অচিন্ত্য
          - রণধীর
        - যোগেন্দ্র
          - ১৭। জগজ্জীবন
          - জীতেন্দ্র
          - জগদীশ
          - জগবন্ধু
- যাদব রায় (পর পৃষ্ঠায়)
- জীবনকৃষ্ণ
  - ১৩। জয়গোবিন্দ
    - ১৪। জয়কৃষ্ণ
      - ১৫ রাধাকৃষ্ণ
      - নবকৃষ্ণ
      - ব্রজকৃষ্ণ মহাসহস্র
        - ১৬। সুরেন্দ্রনাথ
        - সত্যেন্দ্রকুমার
          - ১৭। সুধাংশু
          - নির্ম্মাল্য
          - বিশু
- গোবিন্দকৃষ্ণ
  - ১৩। গজেন্দ্রকিশোর
    - ১৪। যুগলকিশোর
      - ১৫। জয়কিশোর

১২। যাদব রায় (দলিয়া) পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর

১৩। গোলাব রায় দুর্গাপ্রসাদ রায়

১৪। গোপাল রায় গৌরকিশোর রায় গণেশ রায় নিম্নে দ্রষ্টব্য গৌরীবল্লভ রায় বৈদ্যনাথ

১৪। বিষ্ণু প্রসাদ হরি প্রসাদ কৃষ্ণ প্রসাদ গোবিন্দ প্রসাদ

১৫। রাজকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ

১৫। প্রাণবল্লভ গুণবল্লভ

১৫। মুলুক রায় (সাড়িয়া) ১৫। রাজচন্দ্র (পোদ্দা)

১৫। স্বরূপ রায় সদানন্দ রায়

১৬। ঈশ্বর চন্দ্র গুরু দয়াল চন্দ্র কুমার

১৬। নবীন ঈশান গিরীশ

১৬। দীননাথ রায় (খিদুর) কেদারনাথ

১৭। গোপেশ যোগেশ

১৭। মহেন্দ্র যোগেন্দ্র উপেন্দ্র

দীগেন্দ্র সুধীর সূর্য্য সত্যেন্দ্র

১৬। পদ্মলোচন কমল লোচন সূর্য্যকুমার বনমালী

১৭। কামিনী যামিনী (বারহাল)

১০। রাজবল্লভ রায় ( সনকাপন ) ( ১০৩ পৃষ্ঠা হইতে )
১১। রমাবল্লভ
১২। হরিশ্চন্দ্র
রামচন্দ্র
১৩। হরগোবিন্দ রূপচন্দ্র কৃষ্ণপ্রসাদ ( নীচে )
১৩। রামকৃষ্ণ
১৪। রামনাথ জগন্নাথ কিশোর পাইলগাঁও গোলক
১৪। গৌরকিশোর ( নীচে ) প্রাণকৃষ্ণ ব্রজ কিশোর যুগল কিশোর নব কিঃ নন্দ কিঃ গোপী কিঃ
১৪। অভয়াচরণ ঈশ্বরচন্দ্র সুখদামোহন শশীমোহন
১৫। পরমানন্দ রামলোচন রাধারমণ
১৬। প্রাণনাথ
১৭। শচীন্দ্র হরি শিশির রণধীর
১৬। প্রফুল্ল
১৬। রাকেশরঞ্জন সুধীররঞ্জন সুবোধরঞ্জন
১৬। রাজেন্দ্র ব্রজেন্দ্র রুক্মিণী যশোদা
১৭। প্রভাস প্রশান্ত মন্মথ
১৭। রথীন্দ্র রণেন্দ্র রণজিৎ
১৩। কৃষ্ণপ্রসাদ ( উপরোক্ত )
১৪। দর্পনারায়ণ রামগোবিন্দ কালীচরণ (পুষ্য) চণ্ডীপ্রসাদ রাজকৃষ্ণ
১৫। হরকিশোর
১৫। জয়চন্দ্র নবীনচন্দ্র সুনামনি রাসবিহারী বিপিনচন্দ্র
১৬। যোগেন্দ্র (ভৌয়াদী কেয়টকোনা) দেবেন্দ্র
১৬। বিনোদ বিনয় চন্দ্রশেখর
১৭। দ্বিজেন্দ্র
১৭। যতীন্দ্র যশোদা পিযুশ দীলিপ নিখিল
১৭। বিভুপদ কৃষ্ণপদ হরিপদ শিবপদ
১৪। গৌরকিশোর ( উপরোক্ত )
১৫। গোবিন্দচন্দ্র তারাচন্দ্র প্রকাশচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র শরচ্চন্দ্র
১৬। গগনচন্দ্র
১৬। প্রতুল
পরেশ
১৭। প্রিতীশ পিযুশ প্রমথ প্রণয় প্রভাংশু বিজন
১৭। পবিত্র পুণ্যব্রত বাবুল তুবুল

১০। শ্রীরামবল্লভ ( সনকাপন ) ( ১০৭ পৃষ্ঠা হইতে )
- ১১। রঘুনাথ
  - ১২। সুন্দররাম
    - ১৩। জয়কৃষ্ণ
    - শ্রীবল্লভ
    - যাদব
      - ১৪। গৌরকিশোর
        - ১৫। তারাচরণ
          - ১৬। সারদা
        - কৃষ্ণচরণ
          - ১৬। সুখময়
        - জগতচন্দ্র
    - গঙ্গাপ্রসাদ
    - দুর্গাপ্রসাদ
    - কিশোর
  - আনন্দরাম
    - ১৩। বৈদ্যনাথ
      - ১৪। ভোলানাথ
    - সাহেবরাম
      - ১৪। শম্ভুনাথ
      - শিবনাথ
    - গোলারাম
      - ১৪। গোপীনাথ
        - ১৫। ভৈরবচন্দ্র
        - নবকিশোর
          - ১৬। নবীনচন্দ্র ( নীচে )
          - নন্দকুমার
            - ১৭। নলিনীকুমার
              - ১৮। হারাণ
          - কৈলাসচন্দ্র
            - ১৭। কামাখ্যা
              - ১৮। গোপাল
              - দুলাল
            - প্রমোদ
            - কুমুদ
            - মনোরঞ্জন
    - আকুতরাম
    - শ্যামরাম
    - রামকৃষ্ণ

৮। সুন্দররায় ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৯। কাশীনাথ
শম্ভুনাথ
বাণেশ্বর
১০। চণ্ডীপ্রসাদ
উং সন্তোষরায় ( নিম্নে )
১০। মধুসূদন
রাধাবল্লভ
১১। রঘুনাথ
সাহেবরায়
মোহনরায়
১০। রাধাবল্লভ
১১। আদিত্যরাম ( নিম্নে )
১২। মুলুক রায়
১৩। হরিশ্চন্দ্র
মানিকচন্দ্র
রাজকৃষ্ণ
১৪। গোলক
কটু
৯। হরিনাথ ( পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর )
১০। কাশীনাথ
রঘুনাথ
কৃষ্ণনাথ
১১। রাধানাথ
ব্রজনাথ
শম্ভুনাথ
১১। রমানাথ
১১। কাশীনাথ
কমলনাথ
কান্তনাথ
১০। চণ্ডীপ্রসাদ ( উপরোক্ত )
১১। সোনারায়
রাজচন্দ্র
সম্পদরায়
বৈদ্যনাথ
১২। জগন্নাথ
১২। চান্দরায়
রামভদ্র
১২। বিজয়রায়
১২। দুর্গাচরণ
১৩। রামশরন
১৩। গোলাবরায় ( পর পৃষ্ঠায়)
১৩। রামপ্রসাদ
১৩। কাশীনাথ
বিশ্বনাথ
জয়চন্দ্র
যাদব
১৪। গোপীনাথ
১৩। আদিত্যরাম
দুর্ল্লভরাম (নীচে)
নন্দরাম
বিপ্রচরণ
ভবানীপ্রসাদ
১৪। হরেকৃষ্ণ
রায়কৃষ্ণ
১৪। রাজকিশোর
গৌরকিশোর
নন্দকিশোর
১৫। রাধাকৃষ্ণ
মাধবরায়
১৬। তারাচান্দ
রসিকচান্দ
১৩। দুর্ল্লভরাম ( উপরোক্ত )
১৪। দুলালচাঁদ
জাজচাঁদ
১৫। সুনাচাঁন্দ
পূর্ণচন্দ্র
১৬। ঈশ্বর
অধরচাঁদ
সুখময়
গগন
বিহারী
১৭। অমরচাঁদ ( গৃহজামাতা ভুজবল )
১১। আদিত্যরাম ( উপরোক্ত )
১২। অনুপরাম
সুবিদরাম
১৩। দ্বিপচরণ
কৃষ্ণচরণ
যুগলচরণ
সুধাচরণ
প্রাণকৃষ্ণ
১৩। পুরুষোত্তম (ভেকাশ্রিত বৈষ্ণব)
১৪। প্রকাশ
সূর্য্যকুমার
১৫। প্রসন্ন
১৫। শ্রীশচন্দ্র ( শিলং )
১৩। প্রমথ

৭। রামানন্দ প্রঃ তিলকরায় পুরকায়স্থ সনকাসন ( ১০৮ পৃষ্ঠার পর )

৮। গোপীনাথ প্রঃ যদুনাথ

৯। বৈদ্যনাথ

১০। গোপালচরণ প্রাণবল্লভ ( পর পৃঃ) কৃষ্ণবল্লভ শ্রীবল্লভ

১১। গোবিন্দ রায় ( পর পৃঃ ) মুকুট রায় ভরত রায়

১২। মাধবরায় তিলকরায় সোনারায় ১২। ভবানী আনন্দ

১৩। রায়কৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ১৩। শিব প্রসাদ গঙ্গা প্রসাদ গোলাব

১৪। জয়কৃষ্ণ

১৪। রাজকৃষ্ণ মুলুকচাঁদ গৌরকিশোর

১৫। গোলক গোবিন্দ কুলচন্দ্র তারাচরণ নবকিশোর

১৬। শ্রীশচন্দ্র

১৬। মহিমচন্দ্র যোগেশচন্দ্র সতীশচন্দ্র ক্ষীতীশচন্দ্র কিরণচন্দ্র

১৭। রবীন্দ্র ১৭। দিলীপ

১৭। প্রমথ সুশীল সুনীল পীযুষ ১৭। জগদীশ জ্যোতিষ

## ইলাশপুর, হরিনগর ও মাঝপাড়ার কায়ু গুপ্ত বংশ

প্রবর—কাশ্যপ—অপসার—নৈয়ধ্রুব।

কায়ু গুপ্তের ১ম পুত্র বনমালী, তৎপুত্র মাঠ, তৎপুত্র ধন। ঐ ধন গুপ্তের ১ম পুত্র কার্পটি শাখায় মনোহর কবিরঞ্জনের বংশধরেরা খুলনা জেলার সেনহাটীতে বাস করিতেছেন। ঐ কার্পটি শাখার কামদেব গুপ্তের বংশধরেরা ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ বিক্রমপুর পরগণার জপসা, নগর ও মগর প্রভৃতি স্থানবাসী।

উক্ত ধন গুপ্তের তৃতীয় পুত্র শার্ঙ্গ বা সারঙ্গ গুপ্তের পুত্রগণ মধ্যে মহাদেব গুপ্তের বংশধরেরা বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামবাসী, অপর পুত্র ব্যাসগুপ্ত। ব্যাস গুপ্তের পুত্র জয়পতি, তৎপুত্র শ্রীপতি, তৎপুত্র শ্রীনায়ক, তৎপুত্র শ্রীকণ্ঠ, তৎপুত্র তেকড়ি গুপ্ত। ইনি রাঢ় দেশবাসী ছিলেন। এই তেকড়ি গুপ্তের ১ম পুত্র বিশ্বনাথ গুপ্তের বংশধরগণ বরিশাল জিলার গৈলা গ্রামবাসী এবং ২য় পুত্র পণ্ডিত ধ্রুবানন্দ শ্রীহট্টাধিপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র পণ্ডিত জগদানন্দ শ্রীহট্ট সহরের প্রান্তবর্ত্তী বরশালা মৌজায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহরের দুই তিন মাইল উত্তরে শ্রীহট্টের গৌড়ের প্রাচীন রাজধানী বর্ত্তমান গড়দুয়ার, চৌকিদীঘি ও খাসদবীর প্রভৃতি মহল্লা লইয়া বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন রাজধানীর সংলগ্ন উত্তরেই প্রাচীন বড়শালা মৌজা। বড়শালাতে হিন্দু রাজত্বকালে এবং মুসলমান রাজত্বের প্রথম ভাগে উচ্চ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের বাস-ভবন ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে রাজধানী ক্রমে দক্ষিণ দিকে সরিয়া পড়ে। পরবর্ত্তীকালে বড়শালা গ্রামের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাওয়ায় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ সেই স্থান ক্রমে পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে বড়শালার অনেকাংশ লাক্কাতুড়া ও মালনীছড়া প্রভৃতি চা বাগানে পরিণত। চা বাগান ব্যতীত বড়শালার অনেকাংশ জঙ্গলাকীর্ণ। শ্রীহট্টের আখালিয়ার ব্রাহ্মণ শাসনের ভট্টাচার্য্যগণের, আখালিয়ার চক্রবর্ত্তীগণের, আখালিয়ার দাশ মজুমদারগণের, রায় নগরের গুপ্ত মজুমদার গণের, গড়দুয়ারের মুসলমান মজুমদার সাহেবগণের পূর্ব্ববর্ত্তী সরওয়ার খাঁ হিন্দু নাম সর্ব্বানন্দ গুপ্ত ও ঢুলালী হরিনগরের এই গুপ্ত বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী সকলেই বড়শালাবাসী ছিলেন।

কথিত আছে শ্রীহট্টের বড়শালাবাসী পণ্ডিত জগদানন্দের পুত্র বৈদ্যজাতির গৌরব ও শ্রীহট্ট-জননীর কৃতী সন্তান শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সহচর পণ্ডিত মুরারী গুপ্ত ঢুলালীর গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠতম রত্ন। মুরারীগুপ্ত সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডি.লিট্. মহাশয়ের "বৃহৎ বঙ্গ", পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কৃত "জাতিতত্ত্ব বারিধি", শ্রদ্ধেয় বসন্তকুমার সেন প্রণীত "বৈদ্যজাতির ইতিহাস" ও "চক্রপাণি দত্ত", অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি কৃত "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত", রায়সাহেব মজুমদার কৃত শ্রীহট্ট গৌরব" ও "শ্রীহট্ট গ্রীবামহাপীঠ", বহরমপুরের ডাঃ ত্রিভঙ্গমোহন সেনশর্ম্মা বিরচিত "কুলদর্পণম" এবং এ গ্রন্থকার কৃত 'সাধক রঘুনাথ' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত মুরারী পূর্ব্বভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপে দর্শনাদি অধ্যয়নের জন্য গমন করেন। তিনি প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদী ছিলেন তৎপর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পণ্ডিত মুরারী গুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিলীলা সম্বন্ধে "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিত" নামক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় ১৫১৩ খৃঃ রচনা করেন। ইহা সাধারণতঃ মুরারী গুপ্তের "কড়চা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"-কার রাঢ়ীয় বৈদ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তদ্‌গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারী গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥
তাঁর এই সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণন করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥

চক্রদত্ত গ্রন্থের ১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে "মুরারী গুপ্ত মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঢুলালী পরগণার গুপ্তবংশে বৈষ্ণব চূড়ামণি মহাত্মা মুরারী গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। ঢুলালী পরগণার গুপ্তবংশ—রাঢ়ীয় সমাজের বরাহনগর হইতে শ্রীহট্টে সমাগত।"

"শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল লেখক বৈদ্যবংশজ লোচনদাস স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"শ্রীমুরারী গুপ্ত যে বা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে॥
শ্লোক বন্ধে কৈল পুঁথি চৈতন্য চরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারীর মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গ চরিত॥"

পণ্ডিত মুরারী গুপ্ত কেবল সংস্কৃতে "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিত" গ্রন্থ রচনা করিয়াই লেখনী ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার সরস লেখনী মাতৃভাষার সেবায়ও নিয়োজিত ছিল। বঙ্গভাষায় তাঁহার বিরচিত পদাবলী কবিত্বে অতুলনীয়।

প্রাচীন কবি জয়ানন্দ স্বীয় "চৈতন্য মঙ্গল" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"মুরারী গুপ্ত কবীন্দ্রের কবিত্ব সুশ্রেণী
পরম অক্ষর তার পদে পদে ধ্বনী॥"

শ্রীহট্টবাসীর অশেষ গৌরবের কথা এই যে যখন বঙ্গভাষা শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে নাই, তখন তাঁহাদেরই স্বদেশবাসী জনৈক মহাত্মা কর্ত্তৃক ইহা পরিপুষ্ট হয় এবং সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক গৌরাঙ্গলীলা গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম লোক নয়নগোচর হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আরো লিখিত আছে,—

শ্রীমুরারী গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যার॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥

বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে :—

"ভব রোগ নাশ বৈদ্য মুরারী নাম যার
শ্রীহট্টে অবতীর্ণ বৈষ্ণবের অবতার॥"

পণ্ডিত মুরারী গুপ্ত প্রায় ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে টোল স্থাপন পূর্ব্বক বিদ্যার্থীগণকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। বৈদ্য জাতির মধ্যে সংস্কৃত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনার উদাহরণ দিতে গেলে বৈদ্যগণ সর্ব্বত্রই মুরারী গুপ্তের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন—ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

পণ্ডিত জগদানন্দ গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত বলভদ্র গুপ্ত বড়শালাবাসী ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে বড়শালার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাওয়ায় পণ্ডিত বলভদ্র গুপ্তের পুত্র পণ্ডিত কাশীনাথ রায় বৃদ্ধ বয়সে বড়শালা ত্যাগক্রমে তাঁহার ছয় পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, অনন্ত ও গঙ্গাহরি রায় সহ শ্রীহট্ট হইতে ষোল মাইল দক্ষিণে দুলালী পরগণার ইলাশপুর নামক স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পণ্ডিত কাশীনাথ রায় দুলালীতে আগমন করেন বলিয়া অনুমান করা যায়. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সযত্নে রক্ষিত Dacca University manuscript No 1488 (7) একখানা গাছের ছালের উপর লিখিত দলিলে উক্ত কাশীনাথ রায় গুপ্তের নাম দস্তখত দেখিতে পাওয়া যায়। তারিখের অংশ কীট ভক্ষিত হওয়ায় অপাঠ্য। উক্ত পুঁথিশালায় রক্ষিত manuscript No. 1488 (2)—কাশীনাথ রায় গুপ্তের ১ম পুত্র রামনাথ রায় গুপ্ত কর্ত্তৃক তালপাতার উপর লিখিত দলিল বটে, উক্ত দলিল ৪২৬ পরগণাতি ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে লিখিত হয়। ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় উক্ত তারিখ ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। উক্ত দলিল পাঠে দেখা যায় যে তৎসময়ে দিল্লীর বাদশাহ সাজাহান ও শ্রীহট্ট শাসক ইস্পেন্দিয়ার বেগ ছিলেন। উক্ত পুথিশালার D. U. Ms. No. 1488 3) উক্ত রামনাথ রায় গুপ্ত কর্ত্তৃক বৃক্ষ ছালের উপর লিখিত আরেকখানি দলিল। ইহার তারিখ পরগণাতি ৪২৮। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ (১৬৩০ ইং জুন মাস)। উক্ত দলিল পাঠে জানা যায় যে তৎসময়ে দিল্লীর বাদসাহ ছিলেন সাজাহান, বঙ্গাধিপতি কাশিম খাঁ ও শ্রীহট্ট শাসক মির্জ্জা ইস্পেন্দিয়ার বেগ এবং উজির নরোত্তম দাশ। উক্ত পুথিশালার D. U. No. 1488 (5) ও No. 1488 (6) এই দুই দলিলে উক্ত

কাশীনাথ রায় গুপ্তের ৩য় পুত্র দেওয়ান ভরতচন্দ্র রায় গুপ্তের নাম দস্তখত পাওয়া যায়। উক্ত দলিলদ্বয় হইতে জানা যায় যে, তৎসময়ে দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন সাজাহান, বঙ্গাধিপতি নবাব ইস্‌লাম খাঁ ও শ্রীহট্ট শাসক মোহাম্মদ জমা। এই দুইখানা দলিলের তারিখ যথাক্রমে ৪৩৬, ২রা আশ্বিন (১৬৩৮ ইং সেপ্টেম্বর) ও ৪৩৭ পরগণাতি ৪ঠা ভাদ্র (১৬৩৯ ইং আগষ্ট)। তৎসময়ে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় দলিল রেজিষ্টারীর কোন নিয়ম ছিল না। দেশস্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দলিলে দস্তখত করিলে তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রকৃত দলিল বলিয়া গণ্য হইত।

কাশীনাথ রায়ের ঢুলালী আগমনের কিছুকাল পূর্ব্বের ঢুলালীর ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ এস্থলে সংক্ষিপ্ত ভাবে দেওয়া গেল। শ্রীহট্টের হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে ৭০০৮০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ঢুলালী ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ প্রায় সমস্তই জলতলে ছিল। কালক্রমে ভরাট হইয়া কয়েকটি চর জলের উপর ভাসিয়া উঠে। প্রায় ৫৭০ বৎসর পূর্ব্বে দরবেশ শাহ্ জলালের শ্রীহট্ট আগমনের ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে জানা যায় যে শ্রীহট্ট সহরের নিকটস্থ সুরমা নদীর দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া দিনারপুর পরগণার সদরঘাট পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তই জলতলে ছিল। মাঝে মাঝে কয়েকটি চর দৃষ্ট হইয়াছিল মাত্র। ঢুলালী পরগণার ইলাশপুর, তাজপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কতকস্থান এতদঞ্চলের প্রাচীনতম চর ভরাট ভূমি বলিয়া অনুমান করা যায়। পাঠান রাজত্বকালে ঢুল আলী খাঁ নামে একজন মুসলমান রাজকর্ম্মচারী বর্ত্তমান ঢুলালী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পরগণা সকলের রাজকর আদায় করিতেন। উক্ত ঢুল আলী খাঁর নামেই ঢুলালী পরগণার নাম। ইহার প্রধান সহকারীর নাম ছিল তাজল আলী। এই তাজল আলীর নামেই তহশীল কাছারী যে স্থানে অবস্থিত ছিল সেই স্থানের নাম হয় তাজপুর। বুড়িগঙ্গা নদী হইতে যে খাল পশ্চিমমুখী তহশীল কাছারীর পুষ্করিণীতে গিয়াছে তাহা ঢুল আলী খাঁর অপর সহকারী ইছমাইল খাঁর নামানুসারে অদ্যাপিও "ইছমাইলের খাল" বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ঢুল আলী খাঁর সময়ের তহশীল কাছারী বর্ত্তমান তাজপুর হাই স্কুলের কতক দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অদ্যাপিও উক্ত কাছারীবাড়ীর পুষ্করিণী ও ইছমাইলের খাল জীর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। তাজপুর হইতে নবাবী আমলের তহশিল কাছারী উঠিয়া গেলেও বর্ত্তমানে জিলা তাজপুর নামে শ্রীহট্ট সদর মহকুমার একটি তহশীল আছে। সে সময়ে বর্ত্তমান কালের ন্যায় ঢুলালী পরগণা সুবিস্তৃত ছিল না। ইলাশপুর, তাজপুর ও তৎসন্নিকটস্থ কতক ভূভাগ ব্যতীত অপরাপর ভূম্যাদি জলমগ্ন ছিল। এই সকল নবোত্থিত চরভরাট ভূমিতে কৈবর্ত্তগণ বাস করিত। কৈবর্ত্ত সরদার ইলাশদাসের নামে তাহার বাসভূমি ইলাশপুর নামে অভিহিত। বর্ত্তমান তাজপুর পোষ্টাফিস্ ইলাশপুর মৌজায় অবস্থিত। ইলাশপুর ঢুলালী মধ্যে প্রাচীনতম বস্তি বিধায় এককালে ইহা "গ্রাম" অর্থাৎ বাসভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। সে ভাবে অদ্যাপিও ইলাশপুরের সংলগ্ন পূর্ব্ব ও পশ্চিমস্থ মৌজাসকলকে গ্রামের তলা বা গ্রামতলা নামে অভিহিত করা হয়। ইলাশদাসের পরবর্ত্তীগণের সময়ে লক্ষীনারায়ণ দাশ নামক জনৈক বৈদ্য ঢাকা জিলা হইতে ঢুলালীতে আগমন করেন এবং ইলাশপুরে বাসস্থান নিম্মাণ করেন। তিনিই ঢুলালী দাশপাড়াবাসী দাশ পুরকায়স্থগণ ও লালকৈলাস এবং রবিদাসবাসী দাশ চৌধুরীগণের আদিপুরুষ। লক্ষীনারায়ণ দাশের পরবর্ত্তী বিবরণ ঢুলালীর ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাশবংশ আখ্যায়িকায় লিপিবদ্ধ করা হইবে।

পণ্ডিত কাশীনাথ রায় গুপ্ত ঢুলালীর ইলাশপুর মৌজায় আগমনের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি ইলাশপুর মৌজার মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ দির্ঘীকা খনন করাইয়া নিজ বাটী প্রস্তুত করেন। কাশীনাথের ১ম পুত্র রামনাথ রায় গুপ্তের বংশধর শ্রীরমেশচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী প্রভৃতি বর্ত্তমানে এবাড়ীতে বাস করিতেছেন। পণ্ডিত কাশীনাথ রায় গুপ্ত ইলাশপুরে বাসস্থান নিম্মাণ করার পর প্রোক্ত লক্ষীনারায়ণ দাশের পরবর্ত্তীগণ ইলাশপুরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে দাশপাড়া মৌজায় চলিয়া যান।

এই সময়ে গ্রামতলাবাসী ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীগণের পূর্ব্ববর্ত্তী এতদঞ্চলে আসিয়া ইলাশপুরের সন্নিকটে গ্রামতলা মৌজায় বাটী নিম্মাণ করেন। এই বাড়ী বর্ত্তমান পোষ্টাফিসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত।

পণ্ডিত কাশীনাথ রায় গুপ্তের ১ম পুত্র রামনাথ রায় গুপ্তের দস্তখতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সযত্নে রক্ষিত দলিল সম্পর্কে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজকীয় সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তিনি যে শিবলিঙ্গ পুজা করিতেন, তাহা অদ্যাপি তাঁহার বাটীর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তদীয় বংশধরেরা এখনও এই শিবলিঙ্গ পুজা করিয়া থাকেন।

উক্ত রামনাথ রায় গুপ্তের .ম পুত্র গোপীকান্ত রায় গুপ্ত এবং দেওয়ান ভরতচন্দ্র রায় গুপ্তের ১ম পুত্র রঘুনাথ রায় গুপ্তের দস্তখতযুক্ত গাছের ছালের উপর লিখিত একখানি দলিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত হইতেছে। তাহা D. U. Ms. No. 1451 (10, সন ১০৭৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ অর্থাৎ ১৬৭০ ইং এপ্রিল মাসে সম্পাদিত। দলিলপাঠে বুঝা যায় তৎসময়ে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর বাদশাহ, বঙ্গের নবাব সায়েস্তা খাঁ এবং শ্রীহট্টাধিপতি ছিলেন নবাব সৈয়দ ইব্রাহিম খাঁ। এই সমস্ত দলিলের সংবাদ শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীহট্টের মহাফেজখানায় রক্ষিত একখানি প্রাচীন দলিলে দেখা যায় যে সন ১১১৫ বাংলার ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে ঢুলালীর জমিদার বর্গান উল্লেখে আট ব্যক্তি পঞ্চখণ্ডের সুপাতলা গ্রামস্থিত সুপ্রসিদ্ধ ৺শ্রীশ্রীবাসুদেব দেবতাকে ঢুলালী পরগণা হইতে কতক ভূমি দান করিয়াছিলেন। উক্ত দানপত্রে ৺শ্রীশ্রীবাসুদেবের পুজারী বাণেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে।

দানপত্রে দস্তখতকারী ঢুলালীর জমিদার বর্গান—

(১) হরিনারায়ণ গুপ্ত—কাশীনাথ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র ইলাশপুরবাসী লক্ষ্মণ রায়ের পুত্র।

(২) রাজা রায়<br>(৩) বিশ্বনাথ রায় গুপ্ত<br>(৪) নারায়ণ গুপ্ত<br>} কাশীনাথ রায়ের তৃতীয় পুত্র হরিনগরবাসী দেওয়ান ভরত রায় গুপ্তের পুত্রগন।

(৫) মনোহর রায় গুপ্ত— কাশীনাথ রায়ের ৬ষ্ঠ পুত্র মাজপাড়াবাসী গঙ্গাহরি রায় গুপ্তের পুত্র।

(৬) গোবিন্দ রাম শর্ম্মা— গ্রামতলাবাসী ব্রাহ্মণ চৌধুরীগণের পূর্ব্ববর্ত্তী।

(৭) মুকুন্দরাম দাশ<br>(৮) বারানসী দাশ<br>} ঢুলালীর লালকৈলাস ও রবিদাস (প্রকাশিত হুঙ্গরী) গ্রামবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাশবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী।

পণ্ডিত কাশীনাথ রায় গুপ্তের ১ম পুত্র রামনাথ রায় গুপ্ত শাখায় জগদীশ রায়, রামজীবন রায়, রামচন্দ্র রায়, বিনোদ রায় ও চান্দ রায় নামে ঢুলালী পরগণায় কয়েকটি তালুক দৃষ্ট হয়। রামনাথের পৌত্রগণ মধ্যে উক্ত জগদীশ রায় ক্ষমতাবান জমিদার ছিলেন। তিনি নিজ জমিদারী কাদিপুর মৌজা হইতে ভরত বৈষ্ণবকে বিস্তৃত একখণ্ড ভূমি দান করেন। ইহাই বৈষ্ণবের দেওয়াল নামে অভিহিত হয়। তথায় অদ্যাপিও একটি প্রাচীন বৃহৎ দীঘি দেখা যায়। এ দীঘির পারেই শোভারামের পাটস্থান। এই পাটস্থান বিশেষ জাগ্রত। শ্রীহট্টের আমিল নবাব আহাম্মদ মজিরের দস্তখতী একখানি সনন্দ পাঠে জানা যায় যে ভরত বৈষ্ণবের পুত্র শোভাচান্দ, উক্ত শোভাচান্দের ১১৯৩ সনে মৃত্যু হইলে তৎপুত্র গৌরচান্দ বৈষ্ণব ঐ দানকৃত ভূম্যাদির অধিকারী হন। জগদীশ রায় নামীয় ঢুলালী পরগণার শ্রেষ্ঠ তালুকটি তদীয় পৌত্র গঙ্গানারায়ণ রায় চৌধুরী দশনা বন্দোবস্তকালে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে পুনঃ বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।

উক্ত রামনাথ রায় গুপ্তের অধঃস্তন সপ্তম পুরুষে তিলকচন্দ্র শিরোমণির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিলকচন্দ্রের পিতার নাম মোহনচন্দ্র কবিরাজ ও মাতার নাম পূর্ণমাসী দেবী। তিলকচন্দ্র রায় গুপ্ত ১১৮৪ বাংলার উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিলকচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। গীতা, ভাগবত ইত্যাদি হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থসকল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিলকচন্দ্র "শিরোমণি" উপাধি লাভ করেন। তিনি কবিরাজী ব্যবসা করিতেন। তিলকচন্দ্রের ঔষধে লোকে মহাব্যাধি হইতেও আরোগ্য লাভ করিত। তিলকচন্দ্র শ্রীহট্ট জিলায় সকল

ধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত একখানি গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। তাঁহার রচিত স্বহস্ত লিখিত "সহজ চরিত্র" নামক একখানি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থখানা ১২৩১ বঙ্গাব্দে সমাপ্ত হয়। তিলকচন্দ্রের সময়ে "তিন শিরোমনী"র নাম দেশ বিখ্যাত ছিল। ঢাকা জিলার "কালাচাঁদ শিরোমণি", ত্রিপুরা জিলার "কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি" এবং শ্রীহট্ট জিলার এই গুপ্ত বংশজ "তিলক রায় গুপ্ত শিরোমণি" এই তিলকচন্দ্রের প্রধান শিষ্য ছিলেন—দক্ষিণ শ্রীহট্টের ঢোপাশাবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভু পর্ষদ সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ বংশজ ইটা বরমানের শ্যামকিশোর ঘোষ অধিকারী প্রভৃতি বহুশত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শূদ্রগণ তিলকচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিলকচন্দ্র ব্রাহ্মণ শিষ্য করায় শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার একান্ত বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সেজন্য মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষে শাস্ত্রযুদ্ধ হইত। সন ১২৩৩ বাংলায় ইটার সার্ব্বভৌম মহাশয়কে মুখপাত্র করিয়া তার্কিকদল তাঁহার সহিত শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এ সম্পর্কে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। উক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লীলা কাহিনী সম্বলিত রঘুনাথ লীলামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে :—

"তিলকচন্দ্র শিরোমণি ভাগবত উত্তম।
তাঁর নিন্দা করে যত তার্কিকের গণ॥
সর্ব্বদা পণ্ডিতগণ আসে আর যায়।
তিলকচন্দ্র গুপ্তে জিনিবারে নাহি পায়॥"

তিলকচন্দ্র দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি সংসার বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ স্থান অতিক্রম করিয়া ১২৫২ বাংলার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীহট্ট শহরে তিলকচন্দ্র সমাধিপ্রাপ্ত হন। তিলকচন্দ্র শিরোমণির বসতবাটী বর্ত্তমানে তাজপুর পোষ্টাফিসের প্রায় পোয়া মাইল দক্ষিণে শ্রীহট্ট গোয়ালা বাজার সেরপুর সড়কের পশ্চিমে ছাড়াবাড়ী অবস্থায় অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

পণ্ডিত কাশীনাথ রায় গুপ্তের ১ম পুত্র শ্রীরামনাথ রায় গুপ্তের বংশধরেরা বর্ত্তমানে ইলাশপুর মৌজাবাসী। ইহাদের উপাধি চৌধুরী। ইঁহাদের গৃহদেবতার নাম শ্রীশ্রীরাধামাধব। এ শাখায় শ্রীরমেশচন্দ্র, শ্রীকরুণাময়, শ্রীকুমুদরঞ্জন গুপ্ত চৌধুরী ও কলিকাতা প্রবাসী শ্রীপরেশচন্দ্র গুপ্ত বি. এ. শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী এম. এ. বি. এল. শ্রীপ্রশান্তকুমার গুপ্ত চৌধুরী এম. এস. সি প্রফেসার প্রভৃতি বাস করিতেছেন।

পণ্ডিত কাশীনাথ রায় গুপ্তের ২য় পুত্র লক্ষণ রায় গুপ্তের ছয় পুরুষের পরে বংশলোপ হইয়াছে। লক্ষণ রায় গুপ্তের বংশধরেরাও ইলাশপুরবাসী ছিলেন।

পণ্ডিত কাশীনাথ রায়ের তৃতীয় পুত্র ভরত রায় গুপ্ত বাংলা, পার্শি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজ অসাধারণ প্রতিভাবলে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান ছিলেন। এ-পদ রাজস্ব বিভাগে সর্ব্বোচ্চ ছিল। ভূস্বামিগণকে দেওয়ানের প্রভাবাধীন থাকিতে হইত। পণ্ডিত কাশীনাথ রায় গুপ্তের স্বত্ব সাবেক চুলালী পরগণার দশ আনা জমিদারী হইতে দেওয়ান ভরত রায় গুপ্ত একা ছয় আনার অধিকারী হন। কাশীনাথের বাকী চারি আনার দুই আনা এই গুপ্ত বংশের ইলাশপুরবাসী গুপ্তগণের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং অবশিষ্ট দুই আনা মাজপাড়া বাসী গুপ্তগণের পূর্ব্ববর্ত্তীগণেরা প্রাপ্ত হন। সাবেক চুলালীর ছয়পনী জমিদারী চুলালীর অন্যান্য বৈদ্য ও গ্রামতলাবাসী ব্রাহ্মণ চৌধুরীগণের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ছিল।

দেওয়ান ভরতচন্দ্র রায় গুপ্তের পরবর্ত্তিগণের চুলালী পরগণার সর্ব্বাপেক্ষা বড় অংশের অর্থাৎ ছয়পনী অংশের জমিদারী পাওয়া হেতু তাঁহাদের পক্ষে পৃথক একটি পরগণা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এবং তাঁহাদের পরগণার নাম

হরিভক্ত বিধায় "হরিনগর" রাখেন। সাবেক দুলালী পরগণার দশপণ নিয়া বর্ত্তমান দুলালী পরগণা। দুলালী ও হরিনগর পরগণার ভূমি ওতপ্রোত ভাবে সংমিশ্রিত এবং উভয় পরগণা মিলিয়া একই সমাজ।

Sylhet District Records edited by W. K. Firminger vol. I. pp. 46–47 দৃষ্টে দেখা যায় হরিনগর পরগণার জমা ৬০৮৯-৪-১৫-০ = ।৴০ পনী, দুলালী পরগণার জমা ৯৭৬৩-১০-১১-২ = ॥৴০ পনী।

হরিনগর পরগণার "অখণ্ড চৌধুরাইর" অধিকারী এ-গুপ্ত বংশের হরিনগরবাসী গুপ্তগণ বটেন।

সাবেক দুলালী পরগণার ছয়পনী অংশের মালিক হওয়ার পর দেওয়ান ভরত রায় গুপ্ত ইলাশপুর মৌজা ত্যাগ ক্রমে ইহার প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে বুড়িগঙ্গা নদীর সন্নিকটে ১৩ একর ভূমি নিয়া একটি বৃহৎ দীঘিকা খনন করাইয়া তাঁহার পশ্চিমে নিজবাটী প্রস্তুত করেন। তিনি নিজ বশত মৌজার নাম তাঁহার পিতা পণ্ডিত কাশীনাথের নামানুসারে "কাশীপাড়া" রাখেন। কাশীপাড়া হরিনগর পরগণার কশবা বিধায় সাধারণতঃ হরিনগর নামেই প্রসিদ্ধ।

দেওয়ান ভরতরায় গুপ্ত অনেক ভূসম্পত্তি দেবত্র, ব্রহ্মত্র, মুদতমাস ও চেরাগীতে দান করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূমি দশসনা বন্দোবস্ত কালে ৫৩টি তালুকে পরিণত হইয়াছে।

দেওয়ান ভরত রায় গুপ্তের কর্ম্মস্থল সুদূর মুর্শিদাবাদে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রগণ রঘুনাথ, শ্রীনাথ, রাজারায়, বিশ্বনাথ ও নারায়ণ হরিনগর বাসী হন এবং দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানগণ মুর্শিদাবাদবাসী হন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের সঙ্গে হরিনগরের গুপ্তগণের পরিচয় নাই। দেওয়ান ভরত রায় গুপ্ত সম্বন্ধে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, কুলদর্পণ, শ্রীহট্ট গৌরব প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত উক্ত দেওয়ান ভরত রায়ের ১ম পুত্র রঘুনাথ রায় গুপ্তের দস্তখতি ১৬৭০ খৃঃ এর দলিল সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। রঘুনাথ হরিনগরবাসী ও তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

দেওয়ান ভরত রায় গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীনাথ রায় গুপ্ত হরিনগর ত্যাগক্রমে কার্য্যব্যপদেশে ঢাকায় গমন করেন এবং তৎপর বিক্রমপুরবাসী হন। প্রাচীন বংশাবলীতে লিখিত আছে যে শ্রীনাথ রায় গুপ্ত বিক্রমপুর যাইয়া "কুলছত্র" পাইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত এ বংশীয় রাধাগোবিন্দ রায়ের লিখিত কুলপঞ্জিকায় উল্লেখ আছে যে :—

"কুলদ্বীপ হৈলা শ্রীনাথ রায় মহাশয়।
হরিনগর ছাড়িয়া গেলা ঢাকার জিলায়॥
কুলছত্র পাইলেন যোগ্যতার গুণে।
মানিলেক তথাকার শূদ্রাদি ব্রাহ্মণে॥
ত্রিদণ্ডী পরাইয়া দিলা ব্রাহ্মণসকল।
ভুজেশ্বরে শ্রীনাথ রায় হইলা উজ্জ্বল॥
তাঁহার হইল এক পুত্র গুণধাম।
শ্রীরাম বলিয়া রাখিলা তাঁহার নাম॥
শ্রীরামের হইলা পুত্র একজন।
রাখিলা তাঁহার নাম উদয় নারায়ণ॥
দুই পুত্র পাইলা উদয় নারায়ণ।
রাম মাণিক্য কৃষ্ণ মাণিক্য দুইজন॥
তাঁহাদের সন্তানাদি হৈছে কি না হয়।
বহুদূর স্থান খবর না আইসয়॥"

রাম মাণিক্যও কৃষ্ণ মানিক্য রায় গুপ্তের পরবর্ত্তিগণ বিক্রম পুরবাসী।

রাজারাম রায় গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ রায় গুপ্তের পুত্রের নাম মুক্তারাম গুপ্ত। তিনি ১১৬৫ সালের ১৭ই রমজান তারিখে হরিনগর পরগণার কচপুরাই মৌজাবাসী রামভদ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে "কালাসারা" ও ভেরুথলা মৌজা হইতে অনেক ভূমি দান করেন। উক্ত মুক্তারাম ১১৮৫ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে রাঘবরাম ভট্টাচার্য্যকে হামতনপুর মৌজা হইতে বিস্তর ভূমি দান করেন। এতৎব্যতীত তিনি জুড়া রায় গুপ্ত ও বিজয় রায় গুপ্ত সহ বহু ব্রহ্মোত্তর করিয়া গিয়াছেন। তৎ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইবে। এই সকল ব্রহ্মোত্তর পত্রাদি দান গ্রহীতা ভট্টাচার্যবংশীয় হরিনগর, দাশপাড়া নিবাসী হরিনগর শাখার কুলপুরোহিত শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য হইতে শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী, এম. এস সি, বি এল, প্রাপ্ত হইয়াছেন

উক্ত মুক্তারাম রায়গুপ্তের পুত্রগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র হরিনগর হইতে ময়মনসিংহ জিলার সুসঙ্গ গিয়া বাস করেন। দেওয়ান ভরত রায়গুপ্তের চতুর্থ পুত্র বিশ্বনাথ রায়গুপ্ত সন ১১১৫ বাংলার ২৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের দানপত্র মূলে অপরাপর জমিদার বগান সহ পঞ্চখণ্ডের শ্রীশ্রীবাসুদেব দেবতাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। উক্ত বিশ্বনাথ রায় গুপ্ত নামে হরিনগর পরগণার একটি বৃহৎ তালুক আছে। দশ্‌সনা বন্দোবস্তকালে তদীয় প্রপৌত্র গোলাব রায় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট হইতে তাহা পুনঃ বন্দোবস্ত করেন। উক্ত বিশ্বনাথ রায় গুপ্তের পৌত্র বিজয়নারায়ণ রায় ১১৬৬ সালে রাঘবরাম ভট্টাচার্য্যকে কয়েকটি ব্রহ্মোত্তর পত্রমূলে বিস্তর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। বিজয় রায় নামে হরিনগর পরগণায় একটি তালুক আছে। বিজয় নারায়ণ রায়ের পুত্র গোলাব রায় চৌধুরী তৎকালে প্রতিপত্তিশালী শিক্ষিত জমিদার ও শ্রীহট্টের দেওয়ান ছিলেন।

Sylhet District Record edited by W. K Firminger Vol. 1. pp 157—158 এ দেখা যায় যে, ১১৮৯ বঙ্গাব্দের ১০ই বৈশাখ তারিখে শ্রীহট্ট জিলার জমিদার বগান তৎকালীন শ্রীহট্টের রেসিডেণ্ট মিঃ লিণ্ডসে, দেওয়ান মাণিকচান্দ, মুৎসুদ্দি প্রেম নারাইন ও গোরহরির কর্ম্মচ্যুতির প্রার্থনা করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে দুলালী হরিনগরের সমুহ জমিদারগণের মুখপাত্র উক্ত গোলাব রায় চৌধুরী ছিলেন।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে ও শ্রীহট্ট গৌরব গ্রন্থে দেখা যায় দেওয়ান গোলাব রায় ঢাকাদক্ষিণে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বিগ্রহের নূতন মন্দির প্রস্তুতক্রমে বর্ত্তমান স্থানে বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং তথায় একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট হইতে ঢাকাদক্ষিণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাড়ী পর্য্যন্ত একটি সড়কও নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে উক্ত গোলাব রায় নামে সুরমা নদীতীরে শ্রীহট্ট হইতে ০ মাইল দূরে ঠাকুরবাড়ী রাস্তার নিকট গোলাবগঞ্জ বলিয়া একটি বাজার স্থাপিত হইয়াছিল।

উক্ত গোলাব রায় চৌধুরীর পৌত্র চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী শিক্ষিত ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। অন্যকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া নিজে স্বেচ্ছায় বহু দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র গোলোকনাথ রায় চৌধুরী একজন প্রতিভাবান উকিল ছিলেন। দেওয়ান ভরত রায় গুপ্তের চতুর্থ পুত্র বিশ্বনাথ রায়ের পঞ্চম অধস্তন পুরুষে জগজ্জীবন রায় চৌধুরী ধার্ম্মিক ও দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রত্যহ শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তৎপুত্র দানবীর জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী কেবলমাত্র জমিদার ছিলেন না, অতিথি সেবা ও দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দান করা তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। তিনি নিজে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি নিজ জমিদারী মধ্যে বহু আখড়ায় বিস্তর দেবোত্তর ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহট্ট সহরের ৺শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরের আখড়ায় তাঁহার দান অতুলনীয়। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

বিশ্বনাথ রায় গুপ্তের বংশধরগণ মধ্যে শিব রায়, শ্যাম রায় ও রামরতন রায় নামে হরিনগর পরগণায় কয়েকটি তালুক আছে। এ-শাখায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী মোক্তার, শিলং প্রবাসী শ্রীহেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী,

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীগোপেন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী বি. এল. শ্রীহট্ট, শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত চৌধুরী ও শিলং প্রবাসী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী বি. এ. শ্রীহিমাংশুশেখর গুপ্ত চৌধুরী, এম. এস. সি. শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত চৌধুরী এম. এ. ও শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গুপ্ত চৌধুরী বি. এ. জীবিত আছেন। ইঁহাদের গৃহদেবতার নাম বাসুদেব।

দেওয়ান ভরতচন্দ্র রায় গুপ্তের পঞ্চম পুত্র নারায়ণ রায় গুপ্ত তদগ্রজ ভ্রাতা বিশ্বনাথ রায় গুপ্ত হইতে পৃথক হইয়া সাবেক বাড়ীর পশ্চিমে নতুন বাড়ী প্রস্তুতক্রমে তথায় বসতি করেন। নারায়ণ রায় গুপ্ত তৎসময়ে ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মী বাসুদেব ধাতুময় শ্রীমূর্ত্তিযুগল ও শ্রীশ্রীদধিবাহন শালগ্রাম চক্র নিজ গৃহদেবতা রূপে স্থাপন করেন। ঐ বাসুদেব মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। উর্দ্ধ দুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র ধৃত এবং নিম্নের দুই হস্তে বেনুবাদনরত; পশ্চাতে গোবৎস। উক্ত দেবতাগণ নারায়ণ রায় গুপ্তের বংশধর সকলেরই কুলদেবতা।

নারায়ণ রায় গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র রমাবল্লভ রায় গুপ্ত হরিনগর হইতে ময়মনসিংহ জিলার সুসঙ্গ দুর্গাপুরে চলিয়া যান।

নারায়ণ রায় গুপ্তের প্রথম পুত্র কৃষ্ণবল্লভ। তৎপুত্র রামমোহন রায় চৌধুরী প্রকাশিত জুড়া রায় চৌধুরী এবং হরমোহন রায় চৌধুরী ওরফে দুলা রায়। জুড়া রায় চৌধুরী বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। হরিনগর পরগণার একটি মহাল জুড়া রায় নামে অভিহিত ও উক্ত মহালটি হরিনগর, দুগালী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পরগণা সকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাল। উক্ত জুড়া রায় চৌধুরী পূর্ব্বোল্লিখিত বিজয়নারায়ণ রায় গুপ্ত ও মুক্তারাম রায় গুপ্ত সহযোগে রাঘবরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে ১১৬৫ সনের একখানি ও ১১৬৬ সনের চারিখানি দানপত্রমূলে ও একক ১১৬৯ সনের বৈশাখ মাসের ২৫শে তারিখের দানপত্রমূলে বহু ভূমি ব্রহ্মত্র দেন।

জুড়া রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রমাকান্ত রায় চৌধুরী প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। উক্ত রমাকান্ত রায় চৌধুরী নামে হরিনগর পরগণায় একটি সুবৃহৎ মহাল আছে। রমাকান্ত রায় চৌধুরী তাহার অপর ভ্রাতাগণ কালিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী ও দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী সহযোগে বুরুঙ্গা পরগণার নিজ বুরুঙ্গা গ্রামের কেবলকৃষ্ণ শর্ম্মা অধিকারীকে (গোস্বামীকে) সন ১২০৬ বাংলার ১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে কতক ভূমি দান করেন। কেবলকৃষ্ণের বংশীয়গণ বুরুঙ্গার গোস্বামী বলিয়া পরিচিত।

রমাকান্ত রায় চৌধুরী অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গগামী হন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী ধার্ম্মিক ও দীর্ঘজীবী সুপুরুষ ছিলেন। সর্ব্বদাই শিবপূজায় রত থাকিতেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী পারশী নবিশ উকিল ছিলেন, তাঁহার নামে হরিনগর পরগণায় একটি তালুক আছে।

উক্ত কালিকাপ্রসাদ রায়ের প্রথম পুত্র রাজচন্দ্র রায় প্রকাশিত ধনরায় চৌধুরী, দ্বিতীয় পুত্র রামচন্দ্র রায় প্রকাশিত কিশোর রায় চৌধুরী, তৃতীয় রামলোচন রায় প্রকাশিত লোচন রায় চৌধুরী ছিলেন। ধনরায় চৌধুরী ভ্রাতৃত্রয় তৎকালে এতদঞ্চলের শ্রেষ্ঠ জমিদার ছিলেন।

ধন রায় চৌধুরী প্রজাবৎসল, ন্যায়পরায়ণ, উদারচেতা ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার যশ শ্রীহট্ট জিলার সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত ছিল। তিনিই এ দীন গ্রন্থকারের পরম পূজনীয় পিতামহঠাকুর (ঠাকুরদাদা)।

কালিকাপ্রসাদ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র উল্লিখিত কিশোর রায় চৌধুরী অত্যন্ত তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তিনি ৺শ্রীশ্রীনারায়ণ শালগ্রাম চক্র স্থাপন করেন। থাক জরিপের সময়ে দেশস্থ সকলের আম্‌মোক্তার স্বরূপ মহালাতের সীম সীমানা আমীনগণকে দর্শাইয়া দিয়া থাক কাগজে দস্তখত করিয়াছিলেন।

ধনরায় চৌধুরীর প্রথম পুত্র হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী তদীয় নাবালক পুত্র প্রসন্নকুমারকে রাখিয়া অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ধনরায় চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী এ দীন গ্রন্থকারের পরমারাধ্য পিতৃদেবতা।

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

তিনি নানা শিল্প ও কলাবিদ্যা বিশারদ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মত জাত্যাভিমানী ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। **তিনি এই দেশে সর্ব্বপ্রথম বিবাহে খাটে তুলিয়া সপ্ত প্রদক্ষিণের প্রথা উঠাইয়া মাটিয়া সপ্ত প্রদক্ষিণের প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।** তিনি রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ও রক্ত চন্দনের ফোঁটা কপালে দিতেন। সন ১২৫৯ বাংলায় তাঁহার জন্ম হয় এবং সন ১৩৩১ বাংলায় ২৭শে ফাল্গুন কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথিতে তিনি স্বর্গগামী হন।

৺ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রথম পুত্র ৺নবনীকুমার গুপ্ত চৌধুরী বি. এ. পরোপকারী, সমাজ সেবক ও দেশসেবক ছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্বেচ্ছায় সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করেন। তিনি ভাজপুরে সর্ব্বপ্রথম হাইস্কুলের গোড়াপত্তন করেন। তিনি দীর্ঘকাল বিশেষ দক্ষতার সহিত শ্রীহট্ট জিলার একমাত্র ইংরাজী সাপ্তাহিক The Sylhet Chronicle-এর সম্পাদনা করেন।

হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরীব পুত্র প্রসন্নকুমার রায় প্রকাশিত কুলরায় চৌধুরী গীতবাদ্য বিশারদ ছিলেন।

প্রাগুক্ত রামচন্দ্র রায় প্রঃ কিশোর রায় চৌধুরীর একমাত্র পুত্র শ্রীরুক্মিণীকান্ত গুপ্ত চৌধুরী নিষ্ঠাবান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি বটেন। তিনি শ্রীশ্রীলক্ষীনারায়ণ শালগ্রাম চক্র ও ৺শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ধাতুময় দেবতা যুগল ও ৺শ্রীশ্রীবলবিদ্যাধর নামক দেবতা স্থাপন করেন। তাঁহার ১ম পুত্র শ্রীরাধাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী এম এস সি. বি. এল. চরিত্রবান, তীক্ষ্ণধী এড্‌ভোকেট এবং একজন উদীয়মান ব্যবহারজীবী।

ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী এম. এস সি বি এল. শ্রীহট্টের লুপ্ততীর্থ ৺শ্রীশ্রীগ্রীবা মহাপীঠ ছয় শত বৎসর প্রচ্ছন্ন থাকার পর শ্রীহট্ট সহর হইতে ৮ মাইল দূরে কালাগোল নামক চা বাগানের অভ্যন্তরে "কালীস্থান" নামক স্থানে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে "গ্রীবাপীঠের পুনঃ প্রকাশ" নামক এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস নামক আরও একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল শ্রীহট্ট বৈদ্যসমিতির যুগ্ম সম্পাদকও ছিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত লোচন রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী কলাবিদ্যা বিশারদ বটেন। জুড়া রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী অত্যন্ত সুশ্রী ও পারশী নবীশ উকিল ছিলেন। তিনি শিব পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না তৎপুত্র স্বরূপ রায় চৌধুরী অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী পুরুষ ছিলেন। তদীয় পৌত্র সারদাকুমার গুপ্ত চৌধুরী সুরসিক, ধার্ম্মিক ও গীতিবাদ্য নিপুণ ব্যক্তি ছিলেন

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত এ শাখায় বর্ত্তমানে শ্রীসুরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীঅজিতকুমার গুপ্ত চৌধুরী। শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীসতীশচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী। শ্রীবীরেশচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীসীতেশচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীশিশিরকুমার গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীশৈলজারঞ্জন গুপ্ত চৌধুরী, বি. কম শ্রীসমরেন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীনির্ম্মলকান্তি গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীবিমলকান্তি গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীমৃণালকান্তি গুপ্ত, শ্রীঅমিয়কান্তি গুপ্ত চৌধুরী এম. এ, শ্রীচিত্তরঞ্জন গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীপ্রবীরকুমার গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীপ্রদীপকুমার গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীসুধেন্দুকুমার গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীসুশান্তকুমার গুপ্ত চৌধুরী প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন।

পণ্ডিত কাশীনাথ রায়ের চতুর্থ পুত্র শক্রয় রায় গুপ্ত নিঃসন্তান ছিলেন। পঞ্চম পুত্র অনন্ত রায় গুপ্তের পৌত্র

পুরুষোত্তম গুপ্ত খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ চলিয়া যান। অপর পৌত্র রামচন্দ্র ভরাম গুপ্তের দুই পুত্র মায়া রাম গুপ্ত ও বিজয় রাম গুপ্ত রায়নগরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের কোনও সন্তানাদি হয় নাই।

পণ্ডিত কাশীনাথ গুপ্তের ষষ্ঠপুত্র গঙ্গাহরি গুপ্তের পুত্রগণ মনোহর গুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত ও মাধব গুপ্ত প্রভৃতি ইলাশপুর মৌজা ত্যাগক্রমে তথাকার অল্পপূর্ব্বে হরিনগরের সংলগ্ন পশ্চিমে হরিপুর প্রকাশিত মাজপাড়া মৌজায় বাটী নির্ম্মাণ করতঃ তথায় বাস করেন। ১১১৫ বাংলার ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের দানপত্র মূলে মনোহর গুপ্ত অপর :জমিদার বর্গসহ পঞ্চখণ্ডের ৺শ্রীশ্রীবাসুদেব দেবতাকে কতক ভূমি দান করেন একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ঢুলালী পরগণায় গঙ্গাহরি নামে বৃহৎ একটি তালুক দৃষ্ট হয়। দশসনা বন্দোবস্ত কালে গঙ্গাহরি রায় চৌধুরীর প্রপৌত্র রাজবল্লভ রায়, জগমোহন রায়, গৌরীচরণ রায় প্রকাশিত কীর্ত্তিচন্দ্র রায় এ তালুক ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট হইতে পুনঃ বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। গঙ্গাহরি রায় চৌধুরীর পরবর্ত্তী মনোহর রায়, শ্রীকৃষ্ণ রায়, মাধব রায়, রমাবল্লভ রায় ও রঘুনন্দন রায় প্রভৃতির নামে ঢুলালী পরগণায় পৃথক পৃথক তালুক দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাহরি রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র মাধব রায় চৌধুরীর পৌত্র কীর্ত্তিচন্দ্র রায় প্রকাশিত গৌরীচরণ গুপ্ত চৌধুরী তৎকালে বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ঢুলালীর মোন্সেফ নিযুক্ত হন। কীর্ত্তিচন্দ্র বাটীর একাংশে কাছারী খণ্ডে ঢুলালীর বিচার করিতেন। এই কাছারী বাড়ীতে তিনি একটি সুন্দর দালান নির্ম্মাণ ক্রমে তথায় তিন প্রকোষ্ঠে তিনজন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই শিবের বাড়ী বলিয়া পরিচিত।

পূর্ব্বোক্ত মাধব রায় চৌধুরীর অধঃস্তন বংশধরগণ মধ্যে রামচরণ গুপ্ত চৌধুরী ও তদীয় পুত্র রাসবিহারী গুপ্ত চৌধুরী কাছাড়ের দেওয়ানজী ছিলেন। উক্ত রামচরণ গুপ্ত মাজপাড়া মৌজা পরিত্যাগ করিয়া বোয়ালজুরের আদিত্যপুর মৌজায় যাইয়া বসবাস করেন। অদ্যাপি তাঁহার পরবর্ত্তীগণ আদিত্যপুরের অধিবাসী। পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র রায় চৌধুরী মোন্সেফের পুত্র রাধাগোবিন্দ গুপ্ত কবিতাছন্দে এ গুপ্ত বংশের একখানি কুলপঞ্জিকা রচনা করেন। তদীয় ১ম পুত্র রামগোবিন্দ গুপ্ত উকিল ও কনিষ্ঠ পুত্র দীননাথ গুপ্ত মোক্তার ছিলেন। রামগোবিন্দের ১ম পুত্র রায় সাহেব রুক্মিণীকান্ত শ্রীহট্টের কালেক্টরীর সুদক্ষ দেওয়ানজী ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢুলালী ও হরিনগরের Village Authority & Court এর Chairman থাকিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার করিতেন। তদীয় অনুজ ৺রমণীকান্ত গুপ্ত একজন সুদক্ষ দারোগা ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোহিনীকান্ত শ্রীহট্টের দেওয়ানজী ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম শ্রীহট্ট সহরে কাপড়ের মিলের প্রতিষ্ঠা করেন। রায়সাহেব রুক্মিণীকান্তের পুত্র রমেশচন্দ্র গুপ্ত সুরসিক ও গীতিবাদ্য নিপুণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি "সুখোদয়" নামক নাটক ও ঢুলালী হরিনগরের গুপ্তবংশের সংক্ষিপ্ত একখানি কুলপঞ্জিকা এবং ইংরাজীতে তাঁহার নিজ পরিবারের একখানি পারিবারিক বিবরণ মুদ্রিত করেন। রমণীকান্ত গুপ্তের পুত্র যোগেশচন্দ্র গুপ্ত ফরেষ্টের ডেপুটী রেঞ্জার ছিলেন। রায় সাহেব রুক্মিণী কান্তের মৃত্যুর পর কিছুকাল ইনি Village Court এর চেয়ারম্যান ছিলেন।

রোহিনীকান্তের প্রথম পুত্র উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বি. এ. আসামের কমিশনারের পারসনেল এসিষ্ট্যান্ট ও তৎপর পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্ববাঙ্গালার ডেপুটী ডাইরেক্টার অব প্রকিওরমেণ্টের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করা কালে অল্প রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর গুপ্ত, বি. এ. এবং কনিষ্ঠপুত্র শ্রীঅমলেন্দুশেখর গুপ্ত, বি. এ., বি. এস-সি. বর্ত্তমানে বিলাতে একাউন্টেন্সী শিক্ষা করিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র রায় চৌধুরী মোনসেফের দ্বিতীয় পুত্র রামগোপাল গুপ্ত ঢুলালী মাজপাড়া পরিত্যাগক্রমে ইটা পরগণার দাশপাড়ায় স্থায়ী বাসস্থান-নির্ম্মাণ করেন। তথায় তদীয় বংশধর শ্রীগিরিজাচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীগৌরীপদ গুপ্ত বাস করিতেছেন।

কীর্ত্তি রায় মোনসেফের ৪র্থ পুত্র শিবচরণ গুপ্তের পুত্র শরৎচন্দ্র জীবনের প্রথমাবস্থায় শ্রীহট্টে মোক্তারী ব্যবসা করিতেন। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, আড়ম্বরবিহীন ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি জপ, তপ ও শিবপূজা করিয়া দিন কাটাইতেন। তিনি গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা দিতেন। তাঁহার ১ম পুত্র ডাক্তার সারদাচন্দ্র গুপ্ত স্পষ্টবাদী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনিও পিতার ন্যায় শিবপূজা করিতেন ও রক্তচন্দনের ফোঁটা দিতেন। সারদাচন্দ্রের কনিষ্ঠ শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত, বি. এ. বি. টি. অবসর প্রাপ্ত হেড্‌মাষ্টার এবং ইঁহার কনিষ্ঠ শ্রীসতীশচন্দ্র গুপ্ত অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেন। সারদাচন্দ্রের ১ম পুত্র শ্রীস্বর্ণকমল গুপ্ত উদারচেতা, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। ইঁহার অনুজগণ শ্রীশচীন্দ্রকুমার গুপ্ত, B. Sc. (Mining), শ্রীসুশীলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসুনীলকুমার গুপ্ত, B. Sc. (Agr.) ইঁহারা সকলে প্রতিভাবান ব্যক্তি।

কীর্ত্তিচন্দ্রের ৩য় পুত্র ব্রজগোবিন্দের ২য় পুত্র বৈদ্যনাথ গুপ্ত একজন প্রতিভাবান চা-কর ছিলেন। তিনি এ জিলায় বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম চা বাগানের গোড়া পত্তন করেন। তাঁহার নিকট হইতে বহু ইংরাজ ম্যানেজার চা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শিলং-এ থাকিয়া পূজা সন্ধ্যায় অবসর জীবন যাপন করিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র রায় চৌধুরী মোন্‌সেফের ভ্রাতা কালীচরণ রায় চৌধুরীর পুত্র কালাচাঁদ গুপ্ত পুলিশ বিভাগের একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার ১ম পুত্র কালীকুমার জ্যোতিষশাস্ত্রে, সংস্কৃতে ও গীতবাদ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি আগমের ক্রিয়াতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন এবং কয়েকখানি আগমের চণ্ডী, মালসীগান ও সংকীর্ত্তনের ঠাট গান রচনা করেন। তিনি সর্ব্বদা শিবপূজা করিতেন এবং কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা দিতেন। ইঁহারই উপযুক্ত পুত্র গীতবাদ্যবিশারদ কামিনীকুমার গুপ্ত এই দেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মৃদঙ্গ বাদক ও গায়ক ছিলেন। ৪।৫ বৎসর হয় তিনি আশী বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন কিন্তু এই বয়সের ভিতরে তিনি কোন মোকদ্দমায় বাদী কি আসামী এমন কি একটি সাক্ষী হিসাবেও আদালতে হলফ পাঠ করেন নাই ৮

কালীকুমার গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকুমার গুপ্ত শ্রীহট্ট ফৌজদারী আদালতে পেশকার ছিলেন। ইঁহারই সুযোগ্য পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র সচ্চরিত্র সাহিত্যিক শ্রীক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত এম এ. অবসর প্রাপ্ত হেডমাষ্টার বটেন। কীর্ত্তিচন্দ্র রায় চৌধুরী মোন্‌সেফের অপর ভ্রাতা রঘুনন্দন রায় চৌধুরীর শাখায় শ্রীসুরেন্দ্রকুমার গুপ্ত সংসার ত্যাগক্রমে স্বামী সৎসঙ্গানন্দ নাম গ্রহণে ৺শ্রীশ্রীকাশীধামবাসী।

গঙ্গাহরি রায় চৌধুরীর পৌত্র রামজীবন রায় চৌধুরীর শাখায় কুঞ্জবিহারী গুপ্ত একজন জনহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই তাজপুর পোষ্টাফিস হইতে মাঝপাড়া পর্য্যন্ত সড়কের গোড়া পত্তন করেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গুপ্ত বি. এ. I. G. P. এর Head Assistant ছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি শিলং সহরে অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। গঙ্গাহরি রায় চৌধুরীর শাখায় শ্রীশশীভূষণ গুপ্ত, নিরোদবিহারী গুপ্ত, কামদাকুমার গুপ্ত, হৃষিকেশ, ব্যোমকেশ, সমরেশ, যোগানন্দ, সাধনানন্দ, বি. এ. সুনীলকুমার, নিশিকান্ত, সুখদা রঞ্জন, শশাঙ্কশেখর এবং শচীশ B. Com. সুকোমল, সুকুমার, সিতাংশুশেখর প্রভৃতি জীবিত আছেন।

এ কায়ুগুপ্ত বংশীয়গণের উপাধি চৌধুরী। তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই নিজস্ব গৃহদেবতা ধাতুময় যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই বংশীয়গণ শক্তিমন্ত্রের উপাসক, বর্ত্তমানে অল্পসংখ্যক কৃষ্ণমন্ত্রেরও উপাসনা করেন।

বংশলতা

মন্দার গুপ্ত—( মানভূম জিলার করঞ্জকুট )
১। কায়ু গুপ্ত—( বরাহনগর রাঢ়দেশ )
২। বনমালী
বাসুদেব
মুরারী
অনন্ত
৩। ঘাট
৪। ধন
৫। কার্পটী
মধু
সারঙ্গ
৬। মদন
৬। কৃষ্ণ
ব্যাস
শ্রীকণ্ঠ
৭। জগন্নাথ ( ভাবাবলী গ্রন্থ প্রণেতা )
৭। জয়পতি
৮। সুধাকর
৮। শ্রীপতি
৯। মৃত্যুঞ্জয়
৯। শ্রীনায়ক
১০। রাঘব
১০। শ্রীকণ্ঠ
১১। রামভদ্র ( কবিচন্দ্র )
১১। তেকড়ি
১২। শিবদাস ( কবিরাজ )
১২। বিশ্বনাথ ( গৈলা )
ধ্রুবানন্দ ( শ্রীহট্ট বড়শালা ) ( পর পৃঃ )
১৩। জগন্নাথ
১৩। বিষ্ণু
মহাদেব ( কবিকর্ণপুর, গ্রাম গৈলা, জিলা বরিশাল )
১৪। জয়রাম ( কবিরাঘব )
১৫। শ্রীরাম
১৬। রামজীবন ( কবিচিন্তামনি )
১৭। মনোহর কবিরঞ্জন (সেনহাটী, খুলনা)
কামদেব ( জপসা, ফরিদপুর)
১৮। শিবপ্রসাদ
১৮। রামরাম
১৯। নবকৃষ্ণ
১৯। কৃষ্ণচন্দ্র
২০। গৌরিশঙ্কর
২০। গোপীচন্দ্র
২১। কালীপ্রসন্ন
২১। জগচ্চন্দ্র
২২। দেবীপ্রসন্ন ( সেনহাটী জিঃ খুলনা )
২২। রজনীকান্ত ( নগর ফরিদপুর উকিল, ঢাকা )
২৩। মনোরঞ্জন
হেমরঞ্জন
২৪। বিশ্বরঞ্জন
২৪। কৃষ্ণরঞ্জন

১২। পণ্ডিত ধ্রুবানন্দ গুপ্ত ( ১২৩ পৃষ্ঠার পর )
জগদানন্দ
নিত্যানন্দ
ভবানন্দ জমিদার ( বড়শালা )
মুরারী শ্রীশ্রীচৈতন্যপার্ষদ
বলভদ্র ( বড়শালা )
১। কাশীনাথ, ঢুলালী ইলাশপুর
২। রামরায়
লক্ষ্মণরায়
ভয়ন্তরায় (১২৬) পৃষ্ঠায়
শত্রুঘ্নরায়
অনন্তরায়
গঙ্গাহরি রায়
৩। গোপীকান্ত
জগন্নাথ ( পর পৃষ্ঠায় )
৪। রামকৃষ্ণ রায় ( নীচে )
রামগোপাল
রামজীবন
রামচন্দ্র রায়
৫। আনন্দ রায়
৫। জয়কৃষ্ণ
বদলচাঁদ রায়
৫। জগজীবন
সুনারায়
৬। কালীচরণ রায়
দেবীচরণ রায়
ভবানীচরণ রায়
শিবানীচরণ রায়
৬। মোহন রায়
অনুপ রায়
যশোবন্ত রায়
৭। কৃষ্ণচরণ রায়
৭। অমৃতরায়
৭। ধনরায়
প্রাণকৃষ্ণ
তিলকচন্দ্র শিরোমণি
নীলগোবিন্দ
৭। রামকৃষ্ণ রায়
ঢুলালচাঁদ রায়
লালচাঁদ রায়
ব্রজকিশোর রায়
৮। গোবিন্দ রায়
গগন রায়
৪। রামকৃষ্ণ রায় ( উপরোক্ত )
৫। সম্পদ
বিনোদ রায়
অনন্ত
রামশঙ্কর
৬। সদানন্দ রায়
চান্দরায়
হরিশ্চন্দ্র রায়
রামবল্লভ রায়
৬। মাণিক্য রায়
সুবিদ রায়
আকুত
মুলুক
৭। বিদ্যানন্দ
শম্ভু নারায়ণ
শিব নারায়ণ
৭। সাহেব রায়
বৈদ্যনাথ
রামকান্ত
৭। সানন্দ রায় ( চৌয়ালিশ, নয়াপাড়া )
৮। রাধাকান্ত
৭। কেবলকৃষ্ণ, রায়ঘড়
৮। রাধাকৃষ্ণ রায়ঘড়
৯। রামকুমার
রুক্মিণী
রজনী
রমণী
১০। রাকেশ

৩। জগন্নাথ রায়চৌধুরী ইলাশপুর (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

৪। জগদীশ রায়

৫। যাদব　মাধব রায়

৬। অনুপনারায়ণ রায়　গঙ্গানারায়ণ রায়　শ্যামনারায়ণ রায়　সুন্দরনারায়ণ রায়

৭। শিবনারায়ণ　দর্পনারায়ণ　লক্ষীনারায়ণ　কীর্ত্তিনারায়ণ

৭। সর্ব্বানন্দ রায়　রামরাজিন্দ্র　রামগোবিন্দ　রাম নারায়ণ　রামহরি

৮। সজীবনারায়ণ　সূর্য্যনারায়ণ

৮। চৈতন্যচরণ

৮। রামলোচন　পদ্মলোচন　কমললোচন (নীচে)

৯। রসময়　রমেশ

৯। প্রসন্নকুমার

১০। রনধীর　আশুতোষ

১০। পরেশ　প্রভাত　প্রবোধ　প্রদ্যোৎ

১১। প্রশান্ত　১১। প্রবীর

৮। কমললোচন রায়, ইলাসপুর (উপরোক্ত)

৯। কামিনীকুমার

১০। করুণাময়　কৃপাময়　কৃষ্ণময়

১১। কিশলয়

১১। কণকেন্দু　রজতেন্দু　শোভনেন্দু　কিশোরেন্দু

পণ্ডিত কাশীনাথ রায় চৌধুরীর ৩য় পুত্র, দেওয়ান ভরতচন্দ্র রায় চৌধুরী, সাং কাশীপাড়া, পং হরিনগর
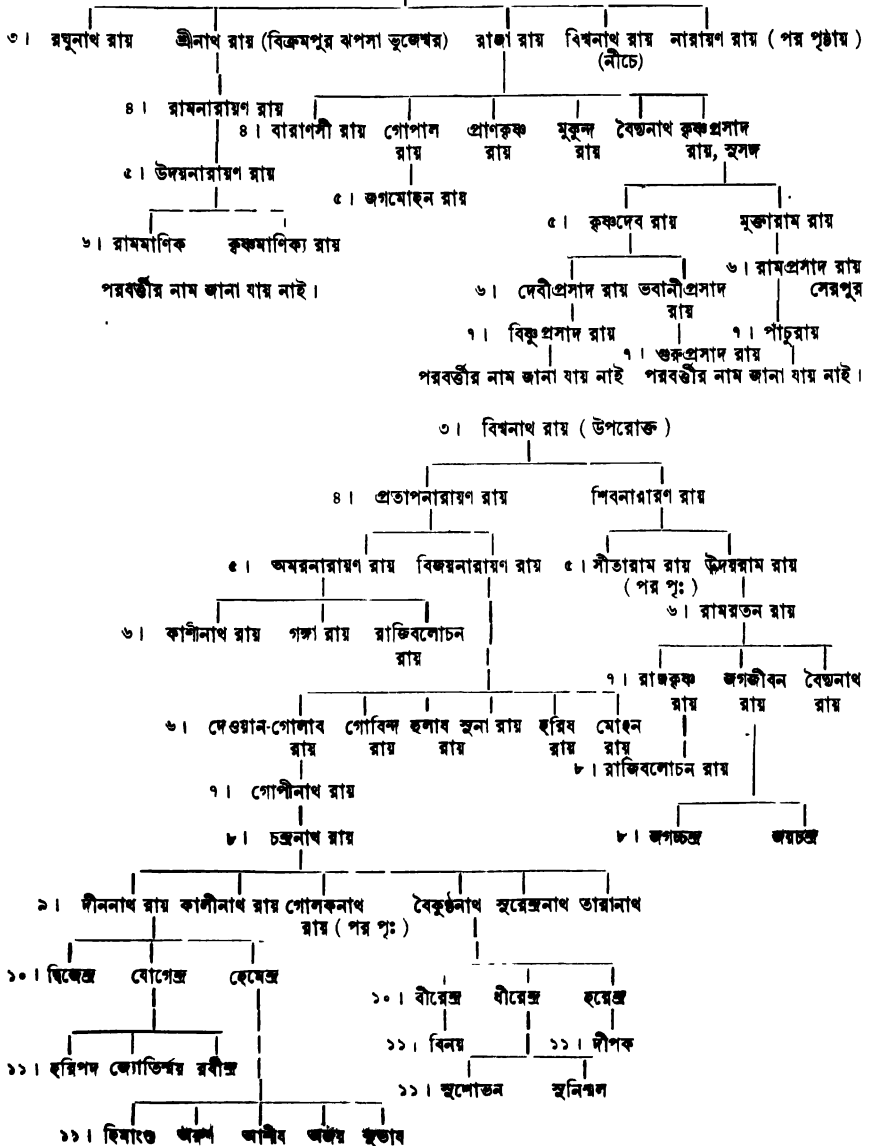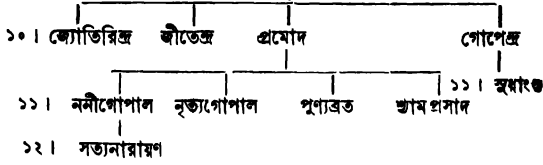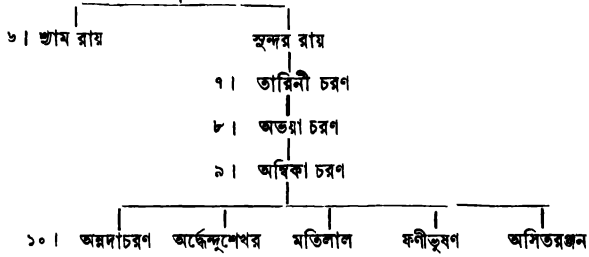
দেওয়ান ভরত চন্দ্র রায় চৌধুরীর পঞ্চম পুত্র নারায়ণ রায়চৌধুরী সাং কাশীপাড়া পং হরিনগর

৭। রাজচন্দ্র রায় (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
৮। হরিশ্চন্দ্র রায়
ঈশান রায়
৯। প্রসন্ন কুমার রায়
প্রঃ কুল রায়
৯। নবনী
সত্যেন্দ্র
নরেন্দ্র
(এ গ্রন্থকার)
নৃপেন্দ্র
১০। প্রফুল্ল
প্রতাপ
প্রঃ চান্দ রায়
প্রদ্যুম্ন
প্রদ্যোৎ
১০। নিরঞ্জন নির্ম্মলকান্তি বিমলকান্তি মৃণালকান্তি অমিয়কান্তি
১১। প্রবীর
১১। প্রণব
১১। প্রশান্ত
প্রতুল
প্রদীপ

৬। দুর্গাপ্রসাদ রায় (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
৭। স্বরূপ রায়
৮। শরৎ রায়
৯। সারদাকুমার রায়
সূর্য্যকুমার রায়
১০। সতীশ
১০। সুরেশ
বীরেশ
১১। শিশু সুশান্ত সত্যব্রত শৈলজা সুধাংশু সুব্রত সুভাষ শুভেন্দু
১১। বিজন অশোক জহরলাল তপন
১১। সুকুমার সরল বেণু কিশলয়
কুমার গোপাল

৫ম পুরুষ হরমোহন রায় প্রঃ চুলা রায় (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
৬। নন্দকিশোর
নীলকণ্ঠ
তিলক রায় সুবিদ রায় রাধাকৃষ্ণ
লালচাঁদ
কীর্ত্তিচন্দ্র
৭। দ্বিপ রায়
৭। হরকিশোর রামকিশোর নবকিশোর
প্রঃ মনী রায় প্রঃ মানা রায়
৭। গোলক রায়
নবীন রায়
কৃষ্ণ রায়
৮। দেবেন্দ্র রায় সুরেন্দ্র রায়
মহেন্দ্র রায়
৮। নগেন্দ্র
নলিনী
৯। নন্দলাল
৯। নিশিথ
৯। সুখেন্দু সুনীল সুবিনয় সুকোমল সুখময় সুবিমল সমরেন্দ্র
১০। শিবপ্রসাদ
৯। জ্যোতির্ম্ময় জ্যোৎস্নাময় মৃন্ময় ধ্রুবজ্যোতি চন্দ্রজ্যোতি

পণ্ডিত কাশীনাথ রায় চৌধুরীর ৫ম পুত্র অনন্ত রায় চৌধুরী
৩। ঘনশ্যাম
গোবিন্দ চন্দ্র
( মুসলমান হইয়া জাতিভ্রষ্ট )
৪। রামদুর্লভ গুপ্ত
পুরুষোত্তম গুপ্ত
( ১৭০০ খৃঃ পর কোনও একসময়ে চাকুরীর জন্য মুর্শিদাবাদ চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার পরবর্ত্তীগণের কোন ঠিকানা জানা যায় না )
৫। মায়া রায়
বিজয় রায়
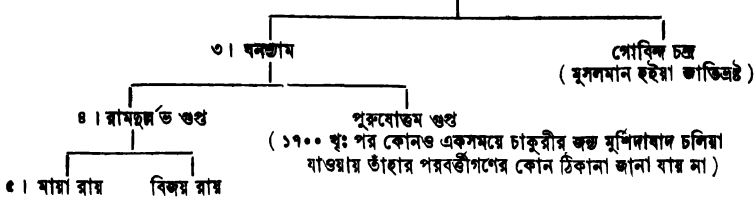
পণ্ডিত কাশীনাথ রায় চৌধুরীর ৬ষ্ঠ পুত্র গঙ্গাহরি রায় চৌধুরী পং দুলালী মৌং হরিপুর প্রঃ মাজপাড়া
২। গঙ্গাহরি রায় চৌধুরী
৩। হরিহর রায়
মনোহর রায়
কৃষ্ণপ্রসাদ রায়
গোবিন্দ রায়
মাধব রায়
৪। রামনারাইন
সুনা রায়
৪। মধুসূদন রায়
৪। ভবানী প্রসাদ
রূপ নারাইন
আনন্দ নারাইন
তোতা রায়
৪। জগজীবন
রামজীবন
কৃষ্ণজীবন
( নিম্নে দ্রষ্টব্য) পর পৃষ্ঠায়
৫। ধন রায়
৫। মদন রায়
মোহন রায়
কালিকাপ্রসাদ
৫। বিষ্ণুপ্রসাদ রায়
অনন্ত রায়
যদুনন্দন রায়
জগমোহন রায়
৬। জগন্নাথ রায়
৬। মহাদেব
কেবলকৃষ্ণ
বিষ্ণুপ্রসাদ
মহেশ্বর
রামগোপাল
রামকৃষ্ণ
রামজয়

৪। রামজীবন রায় ( উপরোক্ত )
৫। রাজবল্লভ রায়
রমাবল্লভ রায়
৬। রাজকৃষ্ণ
৬। রামচরণ রায় ( আদিত্যপুর )
রামসুন্দর রায়
৭। রাসবিহারী রায়
৭। বিপিন বিহারী রায়
কুঞ্জবিহারী রায়
অটল বিহারী রায়
৮। রজনীরঞ্জন
৮। জ্যোতির্ম্ময়
কৌশিকরঞ্জন
কুমুদ বন্ধু
৯। কালীপদ
৯। রমেন্দ্র
সুধীররঞ্জন
সুনীলরঞ্জন
হিমাংশুরঞ্জন
৯। কল্যাণব্রত
কান্তিপদ
শ্যামাপদ

৪। কৃষ্ণজীবন রায় (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
৫। কীর্ত্তিচন্দ্র রায় দুর্গাচরণ রায় কালীচরণ রঘুনন্দন রায় আনন্দ রায় চণ্ডীচরণ রায়
প্রঃ গৌরচরণ মোনসেফ (নীচে)
৬। বিশ্বনাথ রায় ৬। সর্ব্বানন্দ রায়
৬। কালীশঙ্কর রায় কৃষ্ণমাণিক্য রায় প্রাণকৃষ্ণ কালাচাঁদ (নীচে) লালচাঁদ গোলক রায়
৭। বৈকুণ্ঠনাথ রায় ৭। নন্দকুমার রায়
৭। প্রকাশ রায় রামকুমার রায়
৮। উপেন্দ্রকুমার মহেন্দ্রকুমার সুরেন্দ্রকুমার সন্ন্যাস নাম স্বামী সৎসঙ্গানন্দ
৮। রজনী রায় রোহিণী রাজকুমার দেবেন্দ্র সত্যেন্দ্র
৯। রতীশ

৬। কালাচাঁদ রায় (উপরোক্ত)
৭। কালীকুমার রায় কৃষ্ণকুমার রায় হরকুমার রায়
৮। কামিনীকুমার অশ্বিনীকুমার ৮। কুমুদচন্দ্র ক্ষীরোদবিহারী
৯। কামদাকুমার
৯। ক্ষিতিভূষণ দিলীপ কল্যাণ দীপক
১০। কামাক্ষীকুমার

৫। কীর্ত্তিচন্দ্র রায় (উপরোক্ত)
৬। রাজগোবিন্দ রায় রাধাগোবিন্দ রায় (পর পৃষ্ঠায়) ব্রজগোবিন্দ রায় (পর পৃষ্ঠায়) শিবচরণ রায় (পর পৃষ্ঠায়) যুগলচরণ রায়
৭। দোলগোবিন্দ রায় রামগোপাল রায় (ইটা, দাশপাড়া)
৮। দ্বারকা দয়াময় রসময় ৮। গিরীশ রায় কৈলাস রায়
৯। রবীন্দ্রকুমার ৯। ক্ষীরোদ
৯। গিরীজা গৌরীপদ
১০। জ্ঞানেন্দ্র গণেশ গৌরাঙ্গ
১০। গুরুপদ বিভাষ বিজন বিজয় অজয়

৬। রাধাগোবিন্দ রায় ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৭। রামগোবিন্দ রায়
জয়গোবিন্দ রায়
চন্দ্রনাথ রায়
দীননাথ রায়
নবীন রায়
৮। যামিনী রায়
ইন্দ্র রায়
৮। রুক্মিণী রায়
রমণী রায়
রোহিণী রায়
রজনী রায়
নলিনী রায়
৯। রমেশ রায় ( নীচে )
যোগেশ রায় (নীচে)
৯। উমেশ
সুবোধ
উমাপতি
১০। পূর্ণেন্দু
অমলেন্দু
১০। সুদীপ

৯। যোগেশ রায় ( উপরোক্ত )
১০। যোগানন্দ
প্রেমানন্দ
সাধনানন্দ
ব্রহ্মানন্দ

৯। রমেশ রায় ( উপরোক্ত )
১০। পরেশ
হৃষিকেশ
ব্যোমকেশ
সমরেশ
১১। শঙ্করেশ
১১। বিজয়বসন্ত
প্রণবেশ
প্রিয়ব্রত
প্রশান্তকুমার

৬। ব্রজগোবিন্দ রায় ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৭। বিজয়নাথ রায়
বৈদ্যনাথ রায়
৮। বঙ্কবিহারী রায়
৯। বিনয়ভূষণ
৮। বিনোদবিহারী
সুরেন্দ্রনাথ
নীরোদবিহারী
৯। সুনীল
৯। নিশিকান্ত
নীলকান্ত
১০। বিশ্বপতি
ভাস্করকান্তি
তুষারকান্তি
১০। আশিষ

## ঢুলালী পরগণার গুপ্তপাড়া—পুরকায়স্থ পাড়ার গুপ্তবংশ

ত্রিপুর গুপ্ত, গোত্র কাশ্যপ

প্রবর—কাশ্যপ—অপসার—নৈয়ধ্রুব।

গুপ্ত পাড়া ও পুরকায়স্থ পাড়া মৌজাদ্বয় পরগণা ঢুলালী ও হরিনগরের অন্তর্গত। হুগলী জিলার গুপ্তিপাড়া গ্রামে ত্রিপুর গুপ্তবংশীয় কাশ্যপ গোত্রজ মহীধর গুপ্তের বাসস্থান ছিল বলিয়া কথিত হয়। এই বংশীয় কবিরাজ সহস্রাক্ষ গুপ্ত দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীহট্ট আসিয়া ঢুলালী পরগণার ইলাশপুর গ্রামবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাশের বাড়ীতে অতিথি হন। তথায় কিছুকাল বাস করার পর ভরদ্বাজ গোত্রীয় উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দাশ কবিরাজ সহস্রাক্ষ গুপ্তের নিকট আপন দুহিতাকে বিবাহ দেন।

সহস্রাক্ষ গুপ্ত ঢুলালীতে কবিরাজী ব্যবসা আরম্ভ করিয়া নিজ বাসস্থানের জন্য ইলাশপুর মৌজার সংলগ্ন পশ্চিমে একটি বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং পূর্ব্ব বাসস্থান স্মরণার্থে উক্ত বাড়ী ও তৎচতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি নিজ অধিকার ভুক্ত করিয়া গুপ্তপাড়া নামাকরণে একটি গ্রামের সৃষ্টি করেন।

সহস্রাক্ষ গুপ্তের হিরণ্যাক্ষ, পুষ্পরাক্ষ, হরিনাথ ও জগন্নাথ নামে চারি পুত্র ছিলেন। হিরণ্যাক্ষের তিনপুত্র—বাণীনাথ রায়,প্রকাশিত বসন্ত রায়, উমানাথ ও মথুরানাথ। বসন্ত রায় ও উমানাথ রায়ের বংশধরগণ গুপ্তপাড়া মৌজায় স্থিতি করেন। মথুরানাথের পঞ্চম পুরুষে বংশ লোপ হয়।

সহস্রাক্ষ গুপ্তের দ্বিতীয়পুত্র পুষ্পরাক্ষ গুপ্ত সদর শ্রীহট্টের অন্তঃপাতি রায়কেলী মৌজায় চলিয়া যান এবং তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে তথায় সহস্রাক্ষের খাল নামক একটি খাল খনন করান। তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এ-বংশের রায়কেলী মৌজায় শ্রীরেবতীরমণ গুপ্ত, বি. এ., শ্রীকামাখ্যানাথ গুপ্ত, শ্রীঅখিলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পুষ্পরাক্ষ গুপ্তের বংশতালিকা আমরা পাই নাই। এই শাখার শ্রীসুখদারঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি রায়কেলী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সুনামগঞ্জের কশবা পাগলায় বসবাস করিতেছেন।

সহস্রাক্ষের চতুর্থপুত্র জগন্নাথ গুপ্ত মুর্শিদাবাদের নবাবের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ঢুলালী পরগণার পুরকায়স্থ পদবী লাভ করেন। তিনি গুপ্তপাড়া মৌজা পরিত্যাগ করিয়া তদপশ্চিমে বাড়ী নির্ম্মাণ করেন, যে স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই স্থান পুরকায়স্থ পাড়া বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। জগন্নাথ গুপ্ত পুরকায়স্থের পরবর্তী ব্রজগোপাল গুপ্ত পুরকায়স্থ ঢুলালীতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্তী

কালে উক্ত স্কুলটি মঙ্গলচণ্ডী মধ্য ইংরাজী স্কুল এবং তৎপর ইহা হাইস্কুলে পরিণত হইয়াছে। ব্রজগোপাল গুপ্ত একটি হস্ত লিখিত কুলপঞ্জিকা কবিতাছন্দে রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বংশে ব্রজনারায়ণ রায় ও জয়নারায়ণ রায় মুন্সী ,খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। জয়নারায়ণ মুন্সীর পুত্র ৺চন্দ্রকুমার গুপ্ত পুরকায়স্থ ধার্ম্মিক, সুবিবেচক, উদারচেতা, জনপ্রিয় ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। ব্রজনারায়ণ গুপ্ত পুরকায়স্থের পুত্র সূর্য্যনারায়ণ গুপ্ত পুরকায়স্থ সন্ন্যাস হইয়া সংসার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিরুদ্দেশ হন। লক্ষ্মীনারায়ণ, ভানু নারায়ণ প্রভৃতি নামে দুর্লাণীতে ইঁহাদের কয়েকটি তালুক দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত নামীয় তালুক ও আনন্দনারায়ণ গুপ্ত তালুকদ্বয়; আনন্দনারায়ণ গুপ্তের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ গুপ্ত পুরকায়স্থ দশসনা বন্দোবস্ত কালে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট হইতে পুনরায় বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।

পুরকায়স্থ পাড়া শাখার গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম চক্র বর্ত্তমানে শ্রীউপেন্দ্রকুমার গুপ্ত এম. এ. বি-এল. উকিলের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। তথায় নিত্য পূজা নিয়মিতরূপে পরিচালিত হইতেছে।

পুরকায়স্থ পাড়া শাখায় শ্রীমহেন্দ্রকুমার গুপ্ত পুরকায়স্থ পেনসনপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী। তিনি সংসার-নির্লিপ্ত শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি, কলিকাতায় থাকিয়া অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। তদীয় পুত্রগণ কলিকাতাবাসী শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত পুরকায়স্থ, বি. এ. শ্রীমোহিতরঞ্জন গুপ্ত পুরকায়স্থ, বি. এ ও মৃণালরঞ্জন গুপ্ত পুরকায়স্থ, বি. এ. , ইঁহারা সকলেই স্বাধীন ব্যবসায়ী। স্বনামখ্যাত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীউপেন্দ্র কুমার গুপ্ত, এম. এ. বি-এল. শ্রীহট্ট জজকোর্টের উকিল। তিনি মিষ্টভাষী, শান্তিপ্রিয়, সুবিবেচক ও জনপ্রিয় বটেন। ইঁহারই সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতি সাবিত্রী গুপ্তা, এম. এ. ( ডবল ) শ্রীহট্ট উইম্যান কলেজের অধ্যাপিকা।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার গুপ্তের অনুজ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার গুপ্ত আসাম গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি পরোপকারী, উদারচেতা ব্যক্তি, শিলং টাউনে বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোজিত থাকিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীউপেন্দ্রকুমার গুপ্ত ও হেমেন্দ্রকুমার গুপ্ত ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের গ্রামে .পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে "চন্দ্রকুমার বালক বিদ্যালয়" ও মাতার নামে "সনৎকুমারী বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়াছেন।

এই শাখায় শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত পুরকায়স্থ একজন নীতিমান পুরুষ বটেন। শ্রীচরিত্রনারায়ণ গুপ্ত পুরকায়স্থ কবিরঞ্জন, কবিরাজী ব্যবসা করিতেছেন। শ্রীদেবব্রত গুপ্ত পুরকায়স্থ বি. এস-সি ও শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত বি. এ. প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

গুপ্ত পাড়া শাখায় সহস্রাক্ষ গুপ্তের পৌত্র বসন্ত রায় গুপ্ত একজন ক্ষমতাবান উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ একটি রাস্তা প্রস্তুত ও একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা গুপ্ত পাড়া মৌজার উত্তর পূর্ব্বাংশে খনন করাইয়াছিলেন। ঐ রাস্তা ও দীঘি অদ্যাপি"বসন্ত রায়ের জাঙ্গাল" ও "বসন্ত রায়ের দীঘি" বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই শাখায় বসন্ত রায় গুপ্তই শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। এ বংশের জগবন্ধু গুপ্ত পরম বৈষ্ণব ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত 'রূপচিন্তামণি" গ্রন্থের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। তৎকৃত "অপূর্ব্ব দর্শন পদাবলী" পাঠে তাঁহার ভজন নিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১২৬৬ বাংলায় ২০শে আশ্বিন বুধবার তাঁহার জন্ম এবং সন ১৩০৯ বাংলার ৫ই বৈশাখ মৃত্যু হয়। এই মহাত্মার সংসার জীবনের কার্য্যাবলী সহ ভজনাবলী সম্বন্ধে সন ১৩১৯ বাংলায় ১লা আশ্বিন তারিখে " জগবন্ধু গুপ্তের জীবন কথা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হয়। জগবন্ধু গুপ্তের দুইপুত্র—জ্যেষ্ঠ পরম ধার্ম্মিক, কর্ম্মনিষ্ঠ, আত্মনির্ভরশীল, শান্তিপ্রিয় শ্রীযতীন্দ্রকুমার গুপ্ত। তিনি এম. এ. পাশ একটিমাত্র ছেলে নিয়া কলিকাতায় বর্ত্তমানে বসবাস করিতেছেন। শ্রীযতীন্দ্রকুমার গুপ্তের অনুজভ্রাতা করিমগঞ্জ প্রবাসী ডাক্তার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীবিনোদবন্ধু ,গুপ্ত তদীয় পিতৃপ্রতিষ্ঠিত গিরিধারী দেবতার সেবা স্থিরতর রাখিয়াছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবিশ্বজিৎ গুপ্ত, বি. এ. পুলিশ ইন্সপেক্টর। এই বংশের শ্রীবিভূতিভূষণ

গুপ্ত এম. এ. প্রফেসর ; শ্রীভূপতিভূষণ গুপ্ত, বি. এ. আবগারি ইন্সপেক্টর ; শ্রীপ্রদ্যুম্নকুমার গুপ্ত, এম. এ. বি-টি ; শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ গুপ্ত বি. এ. প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গুপ্ত পাড়া শাখার প্রাচীনতম দেবতা "৺শ্রীশ্রীবাসুদেব" গুপ্ত পাড়া মৌজাবাসী শ্রীবিধুভূষণ গুপ্তের বাড়ীতে থাকিয়া নিত্যপূজা গ্রহণ করিতেছেন।

এই গুপ্ত বংশের গুপ্ত পাড়া শাখার পূর্ব্বোক্ত বসন্ত রায়ের পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ খুশালরাম গুপ্ত, গুপ্ত পাড়া-গ্রাম ত্যাগে সুরমা নদীর দক্ষিণে শ্রীহট্ট সহরের সন্নিকটবর্ত্তী জৈনপুর প্রকাশিত গোটাটিকর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজচন্দ্র গুপ্ত অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমানে গোটাটিকর বাসী শ্রীযামিনী কুমার গুপ্ত, শ্রীনলিনীকুমার গুপ্ত, আসামের সেক্রেটারীয়েটের রেজিষ্ট্রার শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অদ্যাপি তাঁহাদের পুরোহিত দাশপাড়া বাসী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টাচার্য্যগণ বটেন। তাঁহাদের গৃহদেবতা বিগ্রহের নিত্যপূজা নিয়মিতরূপে অদ্যাপি পরিচালিত হইতেছে।

## বংশলতা

১০। কৃষ্ণকুমার (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
১১। কামিনী
কুমুদ
মনোরঞ্জন
১২। কন্দর্প
১২। রূপেশ
পল্টু
মিণ্টু
শিশু
৪। জগদানন্দ (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
৫। রামনাথ রায়
সুদাম রায়
মাণিক রায়
৬। ভোলানাথ
৬। গঙ্গারাম
৬। গোপীনাথ
৭। রামনারায়ণ
৭। যাদবরাম
৭। দৈবকীনন্দন
৮। রাজবল্লভ
হরবল্লভ
৮। হৃদয়ানন্দ
৯। পূর্ণানন্দ
৯। হিরারাম
৯। রামবল্লভ
রাধাবল্লভ
১০। তিলকরাম
১০। রতনবল্লভ
বিষ্ণুবল্লভ
১১। প্রাণবল্লভ
রামচন্দ্র
১১। শিবনারায়ণ
বিদ্যানারায়ণ
১২। প্রসন্নকুমার
হরকুমার
১৩। হরিপদ
১৩। প্রফুল্ল
প্রমোদ
১৪। প্রেমেশ
প্রাণেশ
৪। সদানন্দ উং শ্যাম রায় (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
৫। রমাকান্ত
রামকৃষ্ণ
৬। রতিকান্ত
রাঘবচরণ
৭। রঘুনন্দন
৭। ভবানীচরণ
গোপীবল্লভ
৮। জয়কৃষ্ণ
৮। গৌরিবল্লভ
(পর পৃষ্ঠার)

৩। উমানাথ গুপ্ত (গুপ্তপাড়া)

- ৪। রামনাথ
  - ৫। মাধব
    - ৬। অনন্ত
      - ৭। আদিত্য রায়
        - ৮। কেশব রায়
          - ৯। সুনা রায়
          - রায় কৃষ্ণ
            - ১০। রাজকৃষ্ণ
            - গৌরকৃষ্ণ
            - হরেকৃষ্ণ
        - দুর্গা রায়
          - ৯। স্বরূপচন্দ্র
            - ১০। দ্বিপচন্দ্র
    - মদনরাম
      - ৭। শুভারাম
      - কাশীরাম
        - ৮। বলরাম
        - মুকুটরাম
          - ৯। রামনাথ
          - রামমোহন
            - ১০। রামলোচন
              - ১১। নবীনচন্দ্র
              - নবকুমার
                - ১২। [illegible]
                - নর্ম্মদা
                - মনোরঞ্জন
            - রামনারাইন
- রামগোবিন্দ
  - ৫। রত্নেশ্বর
    - ৬। বানেশ্বর
    - রামেশ্বর
      - ৭। সম্পদ
        - ৮। কয়গোবিন্দ
        - জয়গোবিন্দ
        - রামশঙ্কর
          - ৯। রামকৃষ্ণ
            - ১০। রামরতন
            - দীননাথ
              - ১১। অম্বিকাচরণ

২। জগন্নাথ গুপ্ত ( পুরকায়স্থ ) পুরকায়স্থপাড়া
৩। গোপাল
গোবিন্দ
৪। গণেশ
৪। জটাধর
৫। লক্ষ্মীনারায়ণ
৫। ভগীরথ
৬। রামজীবন
৬। হরিনারায়ণ
ভানুনারায়ণ
৭। ব্যতীতরাম
৭। রামনারায়ণ উং আনন্দনারায়ণ
৭। জয়নারায়ণ শিবনারায়ণ কৃষ্ণনারায়ণ
৮। কীর্ত্তিনারায়ণ
কাশীনারায়ণ
৮। কালীরতন রামরতন শ্যামরতন
৯। নরনারায়ণ উং ছিরণ রায় ( নিম্নে )
৯। কান্ত নারায়ণ কমল নারায়ণ ধর্ম্ম নারায়ণ ব্রজ নারায়ণ
৯। কিশোর
৮। সানন্দ নারায়ণ প্রতাপ নারায়ণ প্রদাপ নারায়ণ
১০। বিজয় নারায়ণ ১০। সূর্য নারায়ণ
৯। স্বরূপ নারায়ণ ( নিম্নে )
৯। নরনারায়ণ ( উপরোক্ত )
১০। জয়নারায়ণ
নবনারায়ণ
১১। চন্দ্রকুমার
১১। নবকুমার মহেন্দ্রকুমার
১২। উপেন্দ্রকুমার
হেমেন্দ্রকুমার
১২। মনোরঞ্জন মোহিতরঞ্জন মৃণালরঞ্জন
১৩। হীতেন্দ্র কুমার হীরেন্দ্র কুমার হিমাদ্রি কুমার হরেন্দ্র কুমার প্রদীপ অশোক
১৩। তপনকুমার
১৩। মলয়রঞ্জন মিহিররঞ্জন
৯। স্বরূপনারায়ণ ( উপরোক্ত )
১০। ব্রজগোপাল
চৈতন্যগোপাল
১১। ব্রজেন্দ্র সুরেশ যতীন্দ্র
১১। চরিত্রনারায়ণ হরেন্দ্রনারায়ণ
১২। পুষ্পরঞ্জন
১২। জীতেন্দ্র নৃপেন্দ্র
১২। সুব্রত দেবব্রত শান্তিব্রত বিপ্রব্রত সত্যব্রত
১৩। চন্দন অঞ্জন

## চৌয়ালিশের মুটুকপুর, অলহা ও নয়া পাড়ার ত্রিপুর গুপ্তবংশ

গোত্র=কাশ্যপ, প্রবর=কাশ্যপ—অপ্সার—নৈয়ধ্রুব।

মুটুকপুর নিবাসী শ্রীকুমুদচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী "মুকুটপুর গুপ্ত পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক হাতের লিখা একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থের নকল আমাদিগকে দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে গোপীনাথ গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি মিথিলা হইতে আসিয়া শ্রীহট্ট জিলার সাতগাঁওএর প্রসিদ্ধ শুভঙ্কর খাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়া এ জিলায় বসতি স্থাপন করেন।

এই শুভঙ্কর খাঁন চক্রদত্ত বংশীয় ৯ম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন। ইঁহার কন্যাকে গোপীনাথ গুপ্ত বিবাহ করেন। গোপীনাথ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উমানন্দ গুপ্ত। উমানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবানন্দ তৎপুত্র বংশীবিনোদ। এই বংশীবিনোদ গুপ্তই চৌয়ালিশের মুটুকপুরে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। জলোকা নদীর দক্ষিণে মুটুকপুর গ্রামে একটি বড় দীঘি অবস্থিত, ইহা বংশীবিনোদের দীঘি বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। এই দীঘি সম্বন্ধে নানা প্রকারের আশ্চর্য্যজনক জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত কুমুদ বাবুর বহিতেও তাহার উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে এই সমস্ত বিস্তারিত ভাবে দেওয়া গেলনা। প্রবাদ যে এই দীঘি খনন করা কালে বংশীবিনোদ গুপ্ত নাকি একটি "স্বর্ণ মুটুক" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এবং তদ্ নিমিত্ত আপন গ্রামের নাম মুটুকপুর রাখিয়া ছিলেন। বংশীবিনোদ গুপ্তের পুত্রের নাম রমানাথ তৎপুত্রগণের নাম বসন্ত ও কন্দর্প গুপ্ত। বসন্ত গুপ্তের দুই পুত্র শ্রীরাম ও রঘুনাথ গুপ্ত। চক্রপানি দত্ত গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে মাসকান্দি নিবাসী সাচা রায় চৌধুরী এই ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয় শ্রীরাম গুপ্তকে বহু ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া "অলহা" গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবাদ আছে যে উক্ত সাচা রায় চৌধুরীর কন্যা "অলকার" নামে উক্ত মৌজার নাম "অলকা" রাখা হয়। পরবর্ত্তিকালে উহা ক্রমশঃ অলহা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীরাম গুপ্তের সময়ে নবাব সরকার হইতে এই বংশ চৌধুরী উপাধি লাভ করেন।

শ্রীরাম গুপ্তের পাঁচ পুত্র— কেশবানন্দ, গোবিন্দ, মধুসূদন, বিশ্বরূপ ও গোপীনাথ। ইহাদের মধ্যে কেশবানন্দই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে বহুতর ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। অশেষ গুণবান ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কেশবানন্দ চৌয়ালিশ পরগণার শ্রীকর্ণিদ্ব প্রাপ্ত হন। কেশবানন্দের অধঃস্তন সন্তান ঐ ত্রিপুর বংশীয় দশম পুরুষ ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী তৎপর তাঁহার একমাত্র পুত্র ৺দুর্গাকুমার গুপ্ত চৌধুরী রহস্যজনক মৃত্যু পর্য্যন্ত চৌয়ালিশ পরগণার শ্রীকর্ণিত্ব যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিয়া যান। কেশবানন্দের ভ্রাতা গোবিন্দ চৌধুরীর ষষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষে স্বনামখ্যাত সারদাচরণ গুপ্ত চৌধুরীর উদ্ভব হয়। তিনি ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, নীতিমান, প্রজাবৎসল ও সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারের কথা দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত। শ্রীরাম গুপ্ত শাখায় বর্ত্তমানে শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত চৌধুরী, শৈলজাচরণ গুপ্ত চৌধুরী, বিমলাচরণ গুপ্ত চৌধুরী বি. এ. দেশ সেবক দক্ষিণাচরণ গুপ্ত চৌধুরী এম এ বি. এল. ভূতপূর্ব্ব এম. এল. এ. হীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত চৌধুরী বি. এ., অমলকান্তি গুপ্ত চৌধুরী বি. এ. প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের বাড়ীতে ইষ্টক মন্দিরে ধাতুময় দেবতামূর্ত্তি ও দীঘির পাড়ে ইষ্টক মন্দিরে শিবলিঙ্গের নিত্য পূজা চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীরাম গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ গুপ্ত চৌধুরী মুটুকপুরেই স্থিতি করেন। তথায় ইষ্টক মন্দিরে গৃহ দেবতার পূজার্চ্চনা হইত। বর্ত্তমানে এই শাখায় শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীকুমুদচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী ডাক্তার প্রভৃতি বর্ত্তমানে আছেন। বংশীবিনোদ গুপ্তের পুত্র রমানাথ গুপ্ত; তৎকনিষ্ট পুত্র কন্দর্প গুপ্ত

মুটুকপুর গ্রামের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে নয়াপাড়া মৌজায় বসতি স্থাপন করেন। তথায় একটি বড় দীঘি খনন করাইয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ক্রমে শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্যাপিও নয়াপাড়া বাসী এ-ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয়গণ পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত দেবতাগণের নিত্য নৈমিত্তিক সেবা-পূজা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। এ বংশীয় চন্দ্রনাথ চৌধুরী, তারানাথ চৌধুরী ও ব্রজনাথ চৌধুরী ভ্রাতৃত্রয়ের নিত্য শিবপূজা এবং রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ও কপালে রক্তচন্দনের বড় ফোঁটা দিতে এ গ্রন্থকার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। বর্ত্তমানে এ বংশের নয়া পাড়া শাখায় শ্রীকামিনীকুমার গুপ্ত চৌধুরী ডাক্তার, রাজকুমার গুপ্ত চৌধুরী পেনসনার, কবিরাজ গজেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, কালীপদ গুপ্ত চৌধুরী বি. এসসি. ও দ্বিজপদ গুপ্ত চৌধুরী বি. এ. প্রভৃতি জীবিত আছেন। তাঁহারা শক্তিমন্ত্রের উপাসক।

অলহা শাখার শ্রীরাম গুপ্ত মাসকান্দি নিবাসী কায়ু গুপ্ত বংশীয় সাচা রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক অলহা মৌজায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কালক্রমে কায়ু গুপ্ত বংশীয় ও ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয়গণ মধ্যে সামাজিক নেতৃত্ব নিয়া বাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। ১৬৬৩ খ্রী হইতে ১৬৯৬ খ্রী মধ্যে কায়ু বংশীয় প্রাণবল্লভ 'চৌধুরী সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে বঙ্গের নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে প্রাণবল্লভ চৌধুরী প্রভৃতির অধিকৃত সাবেক চৌয়ালিশের প্রায় অর্দ্ধাংশ ভূমি নিয়া উক্ত নবাবের নামে সায়েস্তানগর নামক পৃথক একটি পরগণার সৃষ্টি করেন। সেই সময় হইতে কায়ু গুপ্ত বংশীয়গণ সায়েস্তানগর পরগণার সামাজিক শ্রীকর্ণিত্ব করিতে থাকেন ও ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয়গণ চৌয়ালিশের শ্রীকর্ণিত্ব আপোষে প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বোক্ত শুভঙ্কর খাঁর বংশে বর্ত্তমানে সাতগাঁও পরগণায় আলিসার কুল নিবাসী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দত্ত ও শ্রীনলিনীমোহন দত্ত প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন।

## বংশলতা

গদাধর ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
গোপীনাথ (শ্রীহট্ট) ঈশান
উমানন্দ শিবানন্দ
১। বংশী বিনোদ ( চৌয়ালিশ মুটুকপুর )
২। রমানাথ
৩। বসন্ত
কন্দর্প ( নয়াপাড়া )
( ১৪২ পৃষ্ঠায় )
৪। শ্রীরাম (অলহা)
রঘুনাথ ( মুটুকপুর ) ১৪২ পৃষ্ঠায়
৫। কেশবানন্দ
( নীচে )
গোবিন্দ
মধুসূদন
বিশ্বরূপ
গোপীনাথ
৬। গৌরীবল্লভ
রূপচন্দ্র
৬। জগন্নাথ
৬। মাধব
৭। সানন্দ
৭। ধনরাম
৭। ভবানী প্রসাদ
(পর পৃষ্ঠায়)
দেবী প্রসাদ
দুর্গা প্রসাদ
৮। উদয় রায়
চান্দরায়
৮। কালিকাপ্রসাদ
কৃষ্ণপ্রসাদ
৮। দোলগোবিন্দ
কৃষ্ণগোবিন্দ
৯। কীর্ত্তিচন্দ্র
স্বরূপচন্দ্র
বৈদ্যনাথ
৫। কেশবানন্দ ( উপরোক্ত )
৬। যাদব
রত্নবল্লভ
৭। রামজীবন
জয়নারায়ণ
ভারতচন্দ্র
(পর পৃঃ
বিজয়চন্দ্র
৭। শ্যামচন্দ্র
রামচন্দ্র
৮। শিব নারায়ণ
সুবুদ্ধি নারায়ণ
রাজীব নারায়ণ
নীলকণ্ঠ
কালী নাথ
রঘু নাথ
৮। বিশ্ব নাথ
মোহনরায়
সাহেব রায়
৮। খুশীরাম
অনুপরাম
গোপীনাথ রাম
৯। গোপাল
গোবিন্দ
৯। ব্রজ কিশোর
গৌর কিশোর
নব কিশোর
৯। নন্দকিশোর
শরৎচন্দ্র
৯। স্বরূপ রায়
মানিকরায়
কন্যা
( ব্রহ্মময়ী গুহ জামাতা সাং
মাসকান্দি নিবাসী পূর্ণচন্দ্র গুপ্তচৌধুরী )
১০। ঈশ্বরচন্দ্র
১০ গিরীশচন্দ্র
১১। দুর্গাকুমার
৯। যুগলকৃষ্ণ
জীবনকৃষ্ণ
প্রাণকৃষ্ণ
১২। বিনোদ
সুকোমল

৭। ভবানী প্রসাদ ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৮। হরগোবিন্দ
রাজবল্লভ
সদানন্দ
যদুনন্দন
দ্বিপচন্দ্র
৯। ব্রজগোবিন্দ যুগোল কিশোর শম্ভুনাথ
৯। শ্রীবল্লভ
৯। গোপাল
৯। রামশঙ্কর রামশরণ রামচরণ
০। শ্যামাচরণ
১০। সারদাচরণ (নীচে)
১০। বরদাচরণ
অন্নদাচরণ
১০। মথুরানাথ মহেন্দ্রনাথ
১১। গিরীন্দ্রকুমার ( পূর্ব্বনাম বিমলাচরণ ) ( পোষ্য )
১১। বীরেন্দ্র জিতেন্দ্র
১১। সমরেন্দ্র ফণীন্দ্র রবীন্দ্র নৃপেন্দ্র রথিন্দ্র
১২। বিজন
১২। অমল তপন

৭। ভারতচন্দ্র ( পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর )
৮। গঙ্গাচরণ কমলচরণ হরিচরণ
৯। লালচন্দ্র মুলুকচন্দ্র গৌরচন্দ্র
১০। গোকুলচন্দ্র গণেশচন্দ্র তারাকিশোর তিলকচন্দ্র
কন্যা রাসমণি – স্বামী
শ্রীযুক্ত বিদিতচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী ( শিলচর )

১০। সারদাচরণ ( উপরোক্ত )
১১। শৈলজাচরণ বিমলাচরণ (পোষ্য) দক্ষিণাচরণ হীরেন্দ্রকুমার
১২। সুধেন্দু প্রদীপ দিলীপ গোপাল
১২। তরুণ তাপস আশীষ

৩। কন্দর্প গুপ্ত ( নয়াপাড়া ) ১৪০ পৃষ্ঠার পর

৪। রামেশ্বর মুলুক

৫। জগদীশ

৫। প্রাণবল্লভ হরিবল্লভ বারানসী মুকুন্দ গোবিন্দ

৬ প্রতাপ রায় সম্পদ রায় ৬। কামদেব বৈদ্যনাথ জয়চন্দ্র ৬। বিজয় ৬। মোহন ধন গঙ্গা ৬। শোভারায়

৭। সাহেব রায়

৭। খুসাল ৭। রামকৃষ্ণ (পর পৃষ্ঠায়) ৭। গোলাব

৮। সর্ব্বানন্দ

৮। লক্ষ্মী মুলুক দীপ ৮। নীলকণ্ঠ কাশীনাথ রঘুনাথ ভোলানাথ ৯। প্রসন্ন কুমার কৃষ্ণ কুমার চন্দ্র কুমার কামিনী কুমার সারদা কুমার

৯। মুরারী গোকুল

৯। কৃষ্ণচন্দ্র গোপালচন্দ্র

১০। কুমুদবন্ধু

৯। রামগতি নবকিশোর ১০। গগনচন্দ্র

১১। সুধীর সুবোধ

## পং সায়েস্তানগর মৌজে আটগায়ের কাশ্যপ গৌত্রির ত্রিপুর গুপ্ত বংশ।

প্রবর = কাশ্যপ – অপ্ সার—নৈয়ধ্রুব। উপাধি—চৌধুরী।

আটগাও নিবাসী শ্রীপ্রিয়নাথ গুপ্ত চৌধুরী এম. এ. বি টি. মহাশয় তাঁহার নিজ বংশাবলীর যে নকল আমাদিগকে দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, এই বংশের আদি পুরুষের নাম লোকনাথ গুপ্ত। এই লোকনাথ গুপ্ত ইতিহাস প্রসিদ্ধ উমানন্দ গুপ্তের সন্তান। উমানন্দ গুপ্তের পিতা গোপীনাথ গুপ্ত তৎকালীন রাঢ়বঙ্গ বিখ্যাত সাতগাঁয়ের চক্রদত্ত বংশীয় শুভঙ্কর খাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। রামকান্ত দাশ কবিকৃত কণ্ঠহার নামক সদ্‌বৈদ্যকুল পঞ্জিকার ২য় সংস্করণ ১৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"গোপীনাথাদুমানন্দ শ্রীহট্ট দেশবাসিনঃ।
শুভঙ্করস্য খানস্য তনয়াতনুসম্ভবাঃ॥"

জাতিতত্ত্ব বারিধী গ্রন্থে লিখা আছে যে, রাঢ়দেশবাসী ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয় গোপীনাথ গুপ্ত শুভঙ্কর খাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্রীহট্টে আগমন করেন। ইঁহার পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জিলার চৌয়ালিশে ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয় কেহ আগমন করেন নাই।

গোপীনাথ গুপ্তের ১ম পুত্র উমানন্দ গুপ্ত ইটার রাজা সুবিদনারায়ণের সভাসদ ও রাজবৈদ্য ছিলেন। কোনও কারণে সুবিদনারায়ণের সহিত উমানন্দের মনোবাদ হওয়ায় তিনি ইটা পরিত্যাগে শ্রীহট্টের বড়শালা গ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া জাতীয় চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করেন। বড়শালার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাওয়ায় উমানন্দের পরবর্ত্তিগণ মধ্যে কেহ পাবনা জিলার বাগবাটী মৌজায় এবং কেহ ময়মনসিংহ সেরপুরে আশ্রয় স্থাপন করেন। তাঁহাদের উপাধি পত্রনবীশ। বৈদ্যজাতির ইতিহাসে লিখা আছে যে, উমানন্দের সন্তানগণ বাজুদেশ আশ্রয় করেন; পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জিলাকেই বাজুদেশ বলা হইত।

আটগায়ের গুপ্তবংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ বড়শালা কি ময়মনসিংহের সেরপুর হইতে আসিয়াছেন তাহা কেহই বলিতে পারেন নাই, কিন্তু পঞ্চখণ্ড বড়বাড়ী নিবাসী ৺রাজচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, বাউরভাগ ও আটগায়ের গুপ্তগণ তাঁহারই জ্ঞাতিবংশ এবং ইঁহারা সকলেই উমানন্দের সন্তান। সনকাপন নিবাসী ৺দেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলিয়াছিলেন যে, আটগায়ের গুপ্ত বংশের পূর্ব্বপুরুষ ময়মনসিংহ সেরপুর হইতে প্রথম বাউরভাগ মৌজায় ( কাহারও কাহারও মতে বাড়ন্তী মৌজায় ) তৎপর আটগায়ে চলিয়া আসেন। ইঁহাদের উপাধি ছিল "পত্রনবীশ"। আটগায়ে আসার পর ইঁহারা চৌধুরী উপাধি খরিদ করিয়া নেন। পূর্ব্বে চৌধুরী উপাধি হস্তান্তর যোগ্য ছিল। ৺দেবেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই কথা শ্রীবিদিত চন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী মহাশয়ও সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে উল্লেখ আছে যে, পূর্ব্বোক্ত লোকনাথ গুপ্তের বংশধর রঘুনাথ গুপ্ত চৌধুরী আটগায়ে ৺শ্রীশ্রীকালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় বসতি করেন; পূর্ব্বে তিনি চৌয়ালিশের বাড়ন্তি মৌজায় উত্তরে সম্ভবতঃ বাউরভাগ গ্রামে বাস করিতেন; পরে আটগায়ে আগমন করেন।

চক্রপাণি দত্ত গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, "চাড়িয়ার দত্তবংশীয় যাদবরায় চৌধুরী হইতে ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয় কেহ কেহ চৌধুরী উপাধি খরিদ করিয়া নেন।" উক্ত যাদব রায়ের বংশধরগণ চৈতন্যনগর পরগণার চাড়িয়া মৌজায় বাস করিতেছেন।

এই গুপ্ত বংশের রামনাথ গুপ্ত হইতে সপ্তম অধঃস্তন পুরুষে কালীনাথ রায় তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা বলে সমাজের অন্যতম নেতা হইয়াছিলেন। তিনি শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না, গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা এবং কপালে চন্দনের তিলক দিতেন। তাঁহার পুত্র স্বনামখ্যাত আনন্দকুমার গুপ্ত ও আপন পিতৃগুণে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি অবিসংবাদী নেতারূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এতদঞ্চলের উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅবলাকান্ত গুপ্ত ভূতপূর্ব্ব M. L. A. তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। সেই সময় হইতে তিনি দেশসেবা করিয়া বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। উক্ত অবলাকান্ত গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রবর্ত্তিক চড়কপূজা প্রতি চৈত্র সংক্রান্তি দিনে তাঁহারই দীঘির পারে সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই উপলক্ষে তথায় মেলা হইয়া থাকে।

এ বংশীয় ৬ষ্ঠ পুরুষ গোবিন্দ রায় একজন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তৎসময়ে শ্রীহট্টে ইংরাজী শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। প্রাণকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও গোলোককৃষ্ণ রায় পূর্ণাভিষিক্ত ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন এবং গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ ও কপালে চন্দনের ফোঁটা দিতেন।

পূর্ব্বোক্ত নবকৃষ্ণ রায় একজন যশস্বী উকিল ছিলেন। তিনি মুন্সী নামে অভিহিত হইতেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের চলাচল নিমিত্ত তাঁহার বাড়ী হইতে উত্তরাভিমুখী একমাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নিজব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই রাস্তা মাসকান্দি মৌলবীবাজার রাস্তায় মিলিত হইয়াছে। অদ্যাপি এই রাস্তা "নবরায় মুন্সীর জাঙ্গাল" বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে।

উপরোক্ত প্রাণকৃষ্ণ রায়ের ১ম পুত্র প্রসন্নকুমার গুপ্ত একজন কৃতীপুরুষ ছিলেন। তিনি আজীবন শিক্ষাপ্রচার ব্রতে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে মৌলবীবাজার শহরে সর্ব্বপ্রথম একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বনামখ্যাত হরকিঙ্কর দাস উকিল প্রভৃতির সহযোগে ও বহু চেষ্টায় ও পরিশ্রমে এই বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী স্কুলে উন্নীত করেন এবং ইঁহাদেরই চেষ্টায় মৌলবীবাজারে "জুবিলী Tank" খনিত হয়। প্রসন্নকুমার মৌলবীবাজার টাউন হইতে দীঘির পার পর্য্যন্ত তিন মাইল দীর্ঘ একটি সড়ক করাইয়া দিয়াছিলেন।

এ বংশের গিরীশচন্দ্র গুপ্তের ২য় পুত্র দেশসেবক শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত এম. এল. সি. একজন বিখ্যাত ব্যক্তি

বটেন। তিনি বহু বৎসর শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকিয়া টাউনবাসীর সেবা করিয়াছেন। দেশমাতৃকার সেবায় যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণও করিয়াছিলেন। তিনি বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোজিত থাকিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইঁহারই পুত্রদ্বয় শ্রীধ্রুবপদ ও সব্যসাচী গুপ্ত বিলাত হইতে যথাক্রমে একাউণ্টেন্সী ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালাভ করিয়া ভারতে উচ্চ বেতনে চাকুরী করিতেছেন।

এই শাখায় শ্রীপ্রিয়নাথ গুপ্ত, এম. এ. বি. টি, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত, বি. এ, শ্রীজ্যোৎস্নাময় গুপ্ত, বি. এ., শ্রীসত্যপ্রসন্ন গুপ্ত, এম. এ, শ্রীজগজ্যোতি গুপ্ত প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন।

## বংশলতা

রামকান্ত দাস কবি কণ্ঠহারোক্ত কাশ্যপ গোত্র ত্রিপুর গুপ্ত।

২। পুরুষরাম ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৩। রামনারায়ণ
রামজীবন
৪। কালীকাপ্রসাদ
রামগোপাল (নীচে)
৪। সীতারাম
৫। গৌরীপ্রসাদ
৫। গৌরীবল্লভ
কালীনাথ
৬। গোবিন্দ ( পোষ্য )
৭। গগণ
গুরুপ্রসাদ
গজেন্দ্র
৮। মাখন ময়না গোপিকা ভূপেন্দ্র
৮। জন্মেজয় জগজ্জ্যোতি জগদীন্দ্র, জগদীশ জ্যোতিষ জ্যোতিরিন্দ্র
৯। জয়ন্ত জহর পার্থ
৯। ধ্রুব গৌতম
৪। রামগোপাল ( উপরোক্ত )
৫। প্রাণকৃষ্ণ
যুগলকৃষ্ণ
নবকৃষ্ণ
গোলককৃষ্ণ
৬। নরেন্দ্র (পোষ্য)
৬। প্রসন্ন
প্রকাশ
প্রতাপ
৬। গিরীশ
গুরুচরণ (নীম্নে)
৭। প্রিয়নাথ
৭। নগেন্দ্র বীরেন্দ্র
৭। সুরেন্দ্র দেবেন্দ্র ব্রজেন্দ্র হেমেন্দ্র জীতেন্দ্র নীচে)
নিম্ন দ্রষ্টব্য)
৭। প্রমোদ প্রফুল্ল
৭। জ্ঞানেন্দ্র
ধীরেন্দ্র
৮। ধীরেন্দ্র
৮। গৌরীশঙ্কর
৮। ধ্রুবপদ সব্যসাচী
৮। জ্যোতির্ময় জীবেন্দ্র দীপক
৮ দীনেশ দীনেন্দ্র মীনেন্দ্র
৮। পরিমল সুনির্মল সুকোমল মিণ্টু
৭। সুরেন্দ্র ( উপরোক্ত )
৮। সুবোধ সুশীল সুধীর সুনীল
৭। প্রিয়নাথ ( উপরোক্ত )
৮ প্রমথ পিযুষ পরিতোষ
৬। গুরুচরণ ( উপরোক্ত )
৭। গোপেন্দ্র
সত্যেন্দ্র
জ্যোৎস্নাময়
শ্রীমন্ত
৮। সত্যপ্রসন্ন জ্ঞানদা শ্যামল নির্মল আশুতোষ
৮। রণজিৎ আশীষ তপধীর
৮। জহরলাল পান্নালাল
৮। শঙ্কর শুভঙ্কর

## আতুয়াজান পরগণার পাইলগাঁও মৌজার কাশ্যপ গোত্রীয় ত্রিপুর গুপ্তবংশ

প্রবর = কাশ্যপ = অপ্সার—নৈয়ধ্রুব

এই গুপ্তবংশীয়গণ ত্রিপুরা জিলার রুটীগ্রাম হইতে আগত। আনন্দমোহন গুপ্ত সর্ব্বপ্রথম পাইলগাঁও-বাসী হন। আনন্দমোহনের পুত্র অনঙ্গমোহন, তৎপুত্র শ্রীকালীপদ গুপ্ত, শ্রীসিদ্ধেশ্বর গুপ্ত বি. এস সি. বি ই., শ্রীঅমরমাধব গুপ্ত বি. এস. সি. বি এল, শ্রীঅজিতমাধব গুপ্ত বি এ, শ্রীঅনিলমাধব গুপ্ত এইচ এম. বি. প্রভৃতি পাইলগাঁয়ে বাস করিতেছেন।
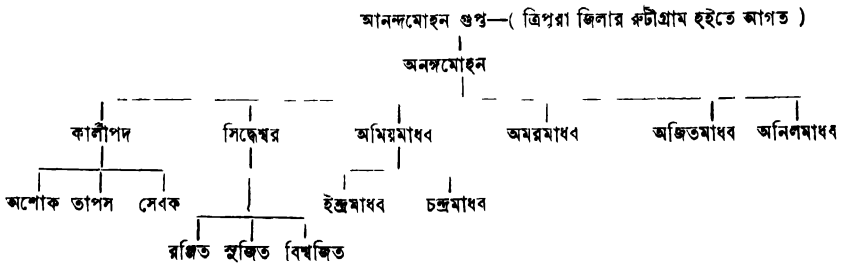
## তরফের অন্তর্গত পৈল গ্রামের বাৎস্য গোত্রীয় গুপ্তবংশ

প্রবর = ঔর্ব্ব চ্যবণ ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ।

মহাত্মা ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় দেখা যায়, গুপ্ত বংশের তিন গোত্র—কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি। কিন্তু বাৎস্য গোত্রের কোনও উল্লেখ নাই।

দাশ বংশের ছয় গোত্র—মৌদ্গাল্য, ভরদ্বাজ, শালঙ্কায়ন, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ ও বাৎস্য।

কর বংশে সাত গোত্র—পরাশর, বশিষ্ঠ, শক্তি, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বাৎস্য ও মৌদ্গাল্য।

রাজবংশের দুই গোত্র—বাৎস্য ও মার্কণ্ডেয়।

নন্দীবংশের তিন গোত্র—কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, বাৎস্য।

চক্রপাণিদত্ত গ্রন্থের ১৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—

"আমাদের বিশ্বাস গৌতম গোত্র প্রভব দত্ত বংশীয়গণ রাঢ়দেশে পরবর্ত্তী সময়ে "দত্ত" উপাধি বর্জ্জন করিয়া বৈদ্যত্ব জ্ঞাপক কেবলমাত্র "গুপ্ত" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। রাঢীয় বৈদ্য সমাজে বহুদিন যাবৎ এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। নিদানের প্রসিদ্ধ টিকাকার মহাত্মা বিজয় রক্ষিত রাঢীয় সমাজের অধিবাসীছিলেন। রক্ষিত উপাধিধারী বহু বৈদ্য সন্তানের নাম ভরত মল্লিক প্রণীত চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে লিখিত আছে। বর্ত্তমানে উক্ত বিজয় রক্ষিতের বংশধরগণ "রক্ষিত" উপাধি বর্জ্জন করিয়া কেবল "গুপ্ত" নামেই পরিচয় দিতেছেন।

"বীরভূমের অন্তর্গত দুবরাজপুরের সাব রেজিষ্ট্রার রাঢীয় সমাজের শ্রীসতীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বিখ্যাত বিজয় রক্ষিতের বংশধর। নোয়াখালির ভূতপূর্ব্ব সিভিলসার্জ্জন শ্রীজয়কৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় রাঢীয় সমাজের কাচড়াপাড়া নিবাসী। তিনি কুলীন কানুদাশ বংশীয় মহাত্মা বানদাশের বংশধর। মৌদগল্য গোত্রীয় বানদাশ বৈদ্য কুলাচার্য্য দুর্জ্জয় দাশের সহোদর ছিলেন। দাশ বংশের অধঃস্তন সন্তান হইয়াও জয়কৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার জ্ঞাতিগণ "গুপ্ত" নামেই পরিচিত।

"সিভিলিয়ান কুলতিলক মহাত্মা বিহারীলাল গুপ্তও দাশবংশ প্রভব এবং রাঢীয় সমাজের গরিফা গ্রামের অধিবাসী। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও বৈদ্য কুলাচার্য্য দুর্জ্জয় দাশের বংশধর ছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডি. গুপ্ত (দ্বারকানাথ গুপ্ত) মৌদগল্য গোত্র প্রভব পদ্মদাশের বংশধর। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা রামচন্দ্র দাশ শোভাবাজারের বিখ্যাত মহারাজা নবকৃষ্ণের দ্বার পণ্ডিত ছিলেন। এইরূপ বঙ্গজ সমাজে ও যশোহর জিলার অন্তর্গত কালিয়া নিবাসী অধ্যাপক শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এবং ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ আশুতোষ গুপ্ত মহাশয় দাশবংশের অধঃস্তন সন্তান হইয়াও "গুপ্ত" নামেই পরিচিত। বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত কবি ও ঐতিহাসিক মহাত্মা রজনীকান্ত গুপ্তও মৌদগল্য গোত্র দাশবংশ প্রভব। পণ্ডিত রাজ ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নও গুপ্ত নামে পরিচিত, তিনিও দাশবংশীয়।"

সুতরাং গুপ্ত উপাধি মধ্যে বাৎস্য গোত্রের সত্তা পরিলক্ষিত হওয়া বিচিত্র নহে।

## বংশলতা
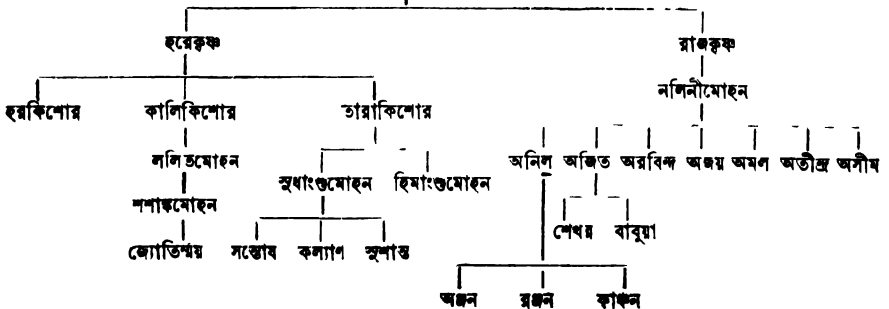
# দাশ প্রকরণ

## শ্রীহট্ট টাউন সন্নিকটস্থ আখালিয়া চান্দ রায় গৃধার শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দাশবংশ

প্রবর = শাণ্ডিল্য—অসিত—দেবল।

সেন দাশোশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেব করো ধরঃ।
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥ চন্দ্রপ্রভা ৪ পৃষ্ঠা।

আখালিয়া চান্দরায়ের গৃধার শাণ্ডিল্য দাশ বংশীয় গণের কোনও প্রাচীন ইতিহাস কিংবা বংশাবলী আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই বংশ একটি প্রাচীন বংশ। আখালিয়ার বাসুদেব ও বুড়া শিবের সেবা পূজা ইঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষের দেওয়া ২২ বাইশ হাল দেবোত্তর ভূমির আয়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

এই বংশে বহু কৃতী পুরুষ বর্ত্তমান আছেন। তন্মধ্যে শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র দাশ মজুমদার কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী মহাশয় স্বচেষ্টায় ও প্রগাঢ় অধ্যবসায়ে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বিদ্বৎ সমাজে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার কাব্যে ও সাহিত্যে "কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যদুনন্দন দাশ সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় সাব ডিপুটি কালেক্টারের পদ পরিত্যাগ করেন। জগদানন্দ মজুমদার মহাশয় জাজ কোর্টের কেরাণীর কাজ করিলেও বলিষ্ঠ নীতির বলে সমাজের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন।

### বংশলতা

- জয়কৃষ্ণ দাশ কানুনগো
  - জগচ্চন্দ্র
    - জাহ্নবীকান্ত
      - জ্যোতিশ
        - জহর
        - জগদীশ
        - জয়ন্ত
      - যশোদা
        - বিশ্বজিত
    - জগদানন্দ
      - যতীন্দ্র
      - জগদীশ
      - জানকী
  - যদুনন্দন
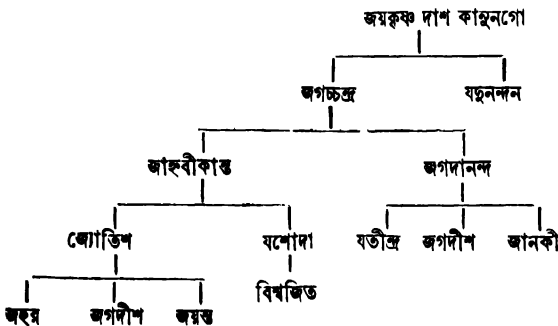
## সাতগাঁও পরগণা হইতে খারিজ গয়াশনগর পরগণার ভিমশী মৌজার আত্রেয় গোত্র, দাশ বংশ।

প্রবর = আত্রেয়—আঙ্গিরস – বার্হস্পত্য।

পং গয়াশ নগরের ভিমশী মৌজা নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্র বনমালী কর চৌধুরীর কন্যা "চনাদেবীকে" ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী নিবাসী গোপীচরণ দাসগুপ্তের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দাসগুপ্ত বিবাহ করেন। বনমালী কর চৌধুরীর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি গয়াশনগর পরগণা হইতে কতক ভূমি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দান করিয়া জামাতা শ্রীকৃষ্ণ দাশগুপ্তকে ভিমশী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণ গয়াশনগরের অধিবাসী। দশনা বন্দোবস্তকালে উক্ত যৌতুকপ্রাপ্ত ভূমি গয়াশনগর পরগণার ১২নং তাং রাজবল্লভ নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণ দাশগুপ্তের বংশধর শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি ভিমশী গ্রামে বাস করিতেছেন। উক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত পং চৌয়ালিশ, মুটুকপুর নিবাসী ত্রিপুর বংশীয় বৈদ্যনাথ গুপ্তের দৌহিত্র বটেন।

ইহাদের বংশলতা না পাওয়ায় তাহা সন্নিবিষ্ট করা গেল না।

## কশবে শ্রীহট্ট, মহলে সুবিদ রায়ের গৃধানিবাসী কাশ্যপ গোত্র দাশ দস্তিদার বংশ।

প্রবর = কশ্যপ অপ্সার—নৈধ্রুব।

শ্রীহট্ট দস্তিদার পরিবারের খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা শ্রীহট্ট এবং পার্শ্ববর্ত্তী জিলাসমূহের সকলেরই জানা আছে।

এই পরিবারের শ্রীহট্ট টাউন আগত প্রথম পুরুষের নাম ছিল কবিবল্লভ দাশ। তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থান কোথায় ছিল জানা যায় না। কবিবল্লভ পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, দিল্লীর সম্রাট ইঁহার নানা গুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে "রায়" উপাধি প্রদান করেন। তদবধি এই পরিবারের সকলেরই নামের সঙ্গে "রায়" উপাধি সংযুক্ত হইয়া আসিতেছে। এই বংশ সম্বন্ধে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

আনুমানিক ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে কবিবল্লভ শ্রীহট্টের কানুনগো ও দস্তিদার পদে নিযুক্ত হন। এই পদ উত্তরাধিকার প্রযুক্ত থাকায় তদপরবর্ত্তিগণও এই পদে নিয়োজিত হইতেন। কোন "সনদ" বা সরকারী দলিল পত্রাদিতে বহাল সাবাস্তে রাজকীয় মোহর করার অনুমতি দেওয়া দস্তিদারের কার্য্য ছিল।

কবিবল্লভের পুত্রের নাম সুবিদ রায় ও শ্যাম রায়। সুবিদ রায় পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। শ্রীহট্ট টাউনে যে স্থানে তিনি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই স্থান "সুবিদ রায়ের গৃধা" বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। সুবিদ রায়ের পুত্র সম্পদ রায় এবং তাঁহার পুত্র যাদব রায়। ইঁহারাও শ্রীহট্টের কানুনগো ও দস্তিদার ছিলেন। নিঃসন্তান অবস্থায় যাদব রায়ের মৃত্যু হয়।

সুবিদ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যাম রায়ের পুত্রের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ এবং তাঁহার দুই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় ও হরেকৃষ্ণ রায়। শ্যাম রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র হরেকৃষ্ণ রায়ই শ্রীহট্টের আমিন পদ প্রাপ্ত হইয়া "নবাব হরকিষণ দাশ

মনসুর-উল-মুলুক-বাহাদুর" নামে খ্যাত হন। নবাব হরেকৃষ্ণের শাসনকাল অতি অল্প ছিল কিন্তু এই সময় মধ্যে তিনি প্রভূত দানশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শ্রীহট্ট কালেক্টরীতে নবাবী আমলের যেসব দানপত্র রক্ষিত আছে তন্মধ্যে অর্দ্ধেকই নবাব হরকিষণ প্রদত্ত। সম্রাট মোহম্মদ শাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত নবাব হরকিষণের শাসনকাল ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

নবাব হরকিষণ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ দাশের পুত্র জয়কৃষ্ণ দাশ রায় ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টের কানুনগো ও দস্তিদার পদ প্রাপ্ত হন। পারস্য "দস্ত" শব্দের অর্থ "হস্ত"। ভূমি পরিমাপে দস্তিদারের হস্তের পরিমাণ প্রামাণ্য গণ্য হইত। আজ পর্য্যন্ত দস্তিদারী নলে ভূমি মাপের রীতি শ্রীহট্ট জিলায় প্রচলিত আছে। উক্ত জয়কৃষ্ণ দাশ মহাশয়ের হাত ২১½ ইঞ্চি লম্বা ছিল এবং ইহাই আজ পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট জিলায় প্রামাণ্য দস্তিদারী হাত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

জয়কৃষ্ণের পুত্র জীবনকৃষ্ণ দস্তিদার মহাশয় জ্যোতির্বেত্তা ছিলেন। ইঁহার দুই পুত্রের নাম দয়ালকৃষ্ণ ও গোপালকৃষ্ণ। জ্যেষ্ঠ দয়ালকৃষ্ণ পিতার ন্যায় জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

দয়ালকৃষ্ণ রায়ের অনুজ ভ্রাতা গোপালকৃষ্ণ রায় দস্তিদারও অপুত্রক ছিলেন কিন্তু তিনি পং দুলালী মৌজে হুজুরী নিবাসী গৌরহরি দাশ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণহরি দাশকে—"নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার" নামে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার মহাশয় পাঁচ পুত্র রাখিয়া অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই পাঁচ পুত্রের নাম নলিনীকান্ত, রজনীকান্ত, যামিনীকান্ত, বিরাজকান্ত ও ধরণীকান্ত রায় দস্তিদার। ইঁহারা সকলেই বিদ্বান, বিনীত ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি। ইঁহারা পাঁচ ভাইয়ের শরীর যেমন সুশ্রী, বলিষ্ঠ, মুখমণ্ডল যেমন প্রতিভামণ্ডিত, মনও তেমনি উদার, ও কোমল। এই পাঁচ সহোদরের ১ম রায় বাহাদুর নলিনীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় বহু বৎসর শ্রীহট্টে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি কিছুকাল আসাম আইন পরিষদের সভাপতিও ছিলেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় শ্রীহট্টে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল।

২য় রজনীকান্ত রায় দস্তিদার এম. এ., ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সর্ব্বশেষ শ্রীহট্টের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ তিনি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি একখানা হারমনিয়াম বাদ্য-শিক্ষা-প্রণালী গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নিরামিষ-ভোজী ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ৩য় যামিনীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় বেহালা বাদ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া অল্প বয়সেই পাঁচপুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ৪র্থ বিরজাকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছেন। ৫ম ধরণীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় বাড়ীতে থাকিয়া গৃহদেবতার সেবাপূজা ও দস্তিদার বাড়ী-ষ্টেট দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

তরফের দাশপাড়া গ্রামে দাশ দস্তিদার বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবার আছেন। কথিত আছে শ্রীহট্টের দস্তিদার ও তরফ দাশ পাড়ার দস্তিদার বংশ এক মূলোৎপন্ন। শুনা যায় তরফের চকরামপুরে একটি তালুকে উভয় পরিবারেরই সমান অংশ ছিল, পরে শ্রীহট্টের দস্তিদার ৺নবকৃষ্ণ বাবু তাহা বিক্রয় করিয়া আসেন। ইহাতে উভয় পরিবারের সম্বন্ধ থাকা সূচিত হইতেছে। তরফ দাশপাড়ার দস্তিদার বংশের কোনও বংশাবলী আমরা পাই নাই।

## বংশলতা

[ কুলদর্পণ নামীয় রাঢ়ীয় কুল গ্রন্থের ৬১৪ পৃষ্ঠায় এ বংশের কবিবল্লভ হইতে নবম পুরুষ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে ]
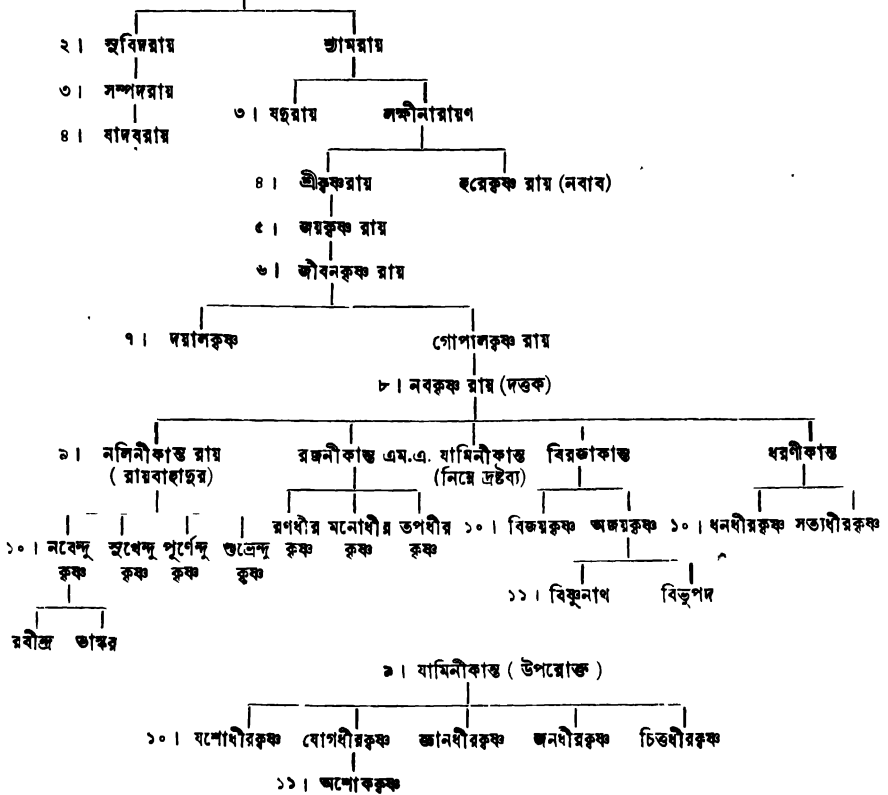
## পং তরফ, মৌং দামোদরপুর নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় দাশবংশ ( পোঃ আঃ গোচাপাড়া )

প্রবর = কাশ্যপ—অপ্সার—নৈয়ধ্রুব

দামোদরপুর নিবাসী শ্রীউমেশচন্দ্র দাশ মহাশয় লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ঢাকা জিলার সোনারগাঁও নিবাসী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল শিবশঙ্কর দাশ। তিনি ভুজেশ্বর সেন মজুমদার বংশে বিবাহ করিয়া তথায়ই স্থিতি করেন। তথায় শিবশঙ্কর দাশের পুত্র ধনরাম ও পৌত্র নরহরি দাশ পর্য্যন্ত বাস করেন। অদ্যাপি ভুজেশ্বর গ্রামে তাঁহার বাড়ী পুকুর বর্ত্তমান আছে। ইহা দাশের ;বাড়ী বলিয়া কথিত হয়।

উক্ত নরহরি দাশের পুত্র রামকৃষ্ণ দাশ বগাডুবি নিবাসী দামোদর গুপ্ত চৌধুরীর একমাত্র কন্যা গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি শ্বশুরের নামানুযায়ী দামোদরপুর গ্রাম নামকরণে তথায় বসবাস করিতে থাকেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময় "রামকৃষ্ণ দাশ" নামে তরফে একটি তালুক সৃষ্ট হয়।

শ্রীহট্ট জিলায় এই বংশীয়গণের বর্ত্তমানে ১০ম পুরুষ চলিতেছে। ইঁহারা পুর্ব্বাবধি আভিজাত বৈদ্য-গণের সহিত আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছেন। ৫ম পুরুষ রাজবল্লভ দাশ কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় সুঘরের মজুমদার বংশে বিবাহ করেন। তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ দাশ মিরাসী নিবাসী গৌতম গোত্রীয় চক্রপাণি দত্ত বংশে বিবাহ করেন। ইঁহার পুত্র রামচন্দ্র দাশ পুটিজুরির ভরদ্বাজ গোত্রীয় কর চৌধুরী বংশে বিবাহ করেন।

রামচন্দ্র দাশের তিন পুত্র—১ম পুত্র শ্রীশচন্দ্র দাশ চুন্টার শক্তি গোত্রীয় সেনবংশে, ২য় পুত্র মনমোহন দাশ সুঘরের কৃষ্ণত্রেয় দেব মজুমদার বংশে এবং ৩য় পুত্র উমেশচন্দ্র দাশ উকিল ত্রিপুরা জিলার বিনাউটি গ্রামের মৌদগল্য গোত্র দাশবংশে বিবাহ করেন। শ্রীশচন্দ্র দাশের ১ম পুত্র (৯ম পুরুষ) সুরেশচন্দ্র দাশ বিক্রমপুর পরগণার যোলঘর মৌজার শক্তি গোত্রীয় সেনবংশে বিবাহ করেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র দাশ উকিল মহাশয়ের ১ম পুত্র উপেন্দ্রকুমার দাশ আসাম হইতে মেট্রিক পাশ করিয়া আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে M. S. with honours ও Minnisota University হইতে Bio Chemistry তে Ph. D. উপাধি পাইয়া হনলুলুতে Research Chemistry Department এ Head officer নিযুক্ত হন। গত ১৯৩৭ ইং অক্টোবরে Laboratory Accident-এ ডাক্তার উপেন্দ্র দাশের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা মাসিক ৫০০৲ হিসাবে বৃত্তি পাইতেছেন।

Dr. U. K. Das memorial Scholarship নামে বার্ষিক ১০,০০০৲ টাকা একজন এদেশীয় ছাত্রকে Post graduate scholarship দেওয়া হইতেছে। ইঁহার অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আছে বলিয়া জানা যায়।

---

## বংশলতা

১। শিবশঙ্কর দাশ স্ত্রী ভবানী দেবী
|
২। ধনরাম দাশ „ রুক্মিণী দেবী
|
৩। নরহরি দাশ „ জয়া দেবী
|
৪। রামকৃষ্ণ দাশ „ গঙ্গা দেবী
|
৫। রাজবল্লভ দাশ „ গৌরী দেবী
|
৬। শ্রীকৃষ্ণ দাশ „ কিশোরী দেবী
|
৭। রমেশচন্দ্র দাশ „ সুর সুন্দরী

(পর পৃষ্ঠায়)

## পরগণা কৌড়িয়ার দিঘলী গ্রামের কাশ্যপ গোত্রীয় দাশবংশ

প্রবর = কাশ্যপ – অপ্ সার—নৈয়ধ্রুব
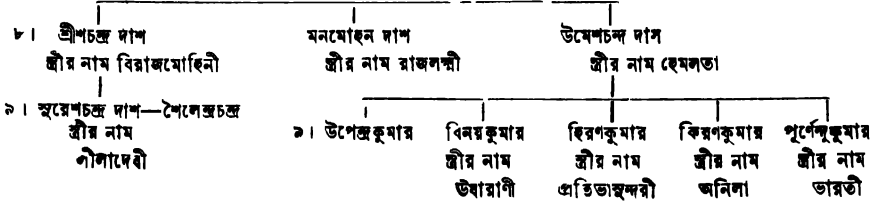
দিঘলী মৌজার কাশ্যপ গোত্রীয় দাশবংশের কোনও অতীত ইতিহাস কিংবা বংশাবলী আমরা পাই নাই। তবে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এ বংশের যে কয়জন কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

এই বংশের রায় সীতামোহন দাশ উকিল বাহাদুর বহুকাল পর্য্যন্ত উত্তর শ্রীহট্ট লোকেল বোর্ডের অপিসিয়েল ভাইস চেয়ারম্যানের কাজ সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করেন। তাঁহার কার্য্যের পারিতোষিক হিসাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহট্ট গৌরব ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশ মহাশয় কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত কলিকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজনীতি ও সংস্কার কার্য্যেও তিনি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। শ্রীহট্টের কৃতি সন্তান অদ্বিতীয় বাগ্মী রাজনৈতিক চিন্তানায়ক ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ডাক্তার সুন্দরীমোহনের আবাল্য সুহৃদ ও সহকর্ম্মী ছিলেন। সুন্দরীমোহন একজন সুসাহিত্যিকও ছিলেন। প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শেষ জীবনে তিনি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হন।

## বর্ত্তমান কাছাড় জিলার অন্তর্গত চাপঘাট পরগণার মৃজাপুর মৌজার কাশ্যপ গোত্রীয় দাশবংশ

প্রবর = কাশ্যপ—অপ্ সার—নৈয়ধ্রুব

এই বংশের কোনও বংশাবলী কিংবা অতীত ইতিহাস আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

এই বংশের কতিপয় কৃতীপুরুষের নাম আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এথায় সন্নিবিষ্ট করিতেছি। স্বর্গতঃ রাজচন্দ্র দাশ মহাশয় করিমগঞ্জের একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। কিছুকাল তিনি করিমগঞ্জের পৌরসভার সদস্য ছিলেন। ইঁহার নাম রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা কুলদর্পণ গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। বর্ত্তমানে এই বংশে রায়সাহেব দীননাথ দাশ বি. এ. অবসরপ্রাপ্ত একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনার; রায় পবিত্রনাথ দাশ বাহাদুর এম. এ. বি. এল. অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটি কমিশনার, প্রফুল্লনাথ দাশ এম. বি. সিভিল সার্জ্জন, নির্ম্মলচন্দ্র দাশ ডাক্তার ও পরেশনাথ দাশ প্রভৃতি মৃজাপুর গ্রামে সসম্মানে বাস করিতেছেন।

# জিলা শ্রীহট্ট পং চৌয়ালিশ মৌজে ফলাউন্দ প্রকাশিত বেজের গাঁও মৌজার মৌদগল্য গোত্র দাশবংশ

পঞ্চ প্রবর = ঔর্ব্ব – চ্যবন—ভার্গব—জামদগ্ন্য –আপ্নুবৎ

রাঢ়দেশের খণ্ডগ্রাম হইতে দুর্জ্জয় দাশ নামীয় জনৈক কবিরাজ জাতীয় কবিরাজী ব্যবসা উপলক্ষে দুই পুত্র সহ তদীয় পূর্ব্ব বাসস্থান রাঢ়দেশ হইতে শ্রীহট্টে আসিয়া শ্রীহট্টের নবাবের বেগমের দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করেন। তাহাতে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া এই দেশে বসবাসের জন্য তাঁহাকে কতক ভূমি জায়গীর দিয়াছিলেন। (এক দুর্জ্জয় দাশ মহাত্মা চক্রপাণি দত্তের এক কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বৈদ্যকুল পঞ্জী প্রণয়ন করেন) এই জনশ্রুতি মূলে রাঢ়ীয় সমাজের রঘুনাথ মল্লিক এক কারিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত কারিকায় এইরূপ লিখা আছে :—

'বৈদ্য কুলেতে মহাশয় দুর্জ্জয় দাশ। যাহা হইতে বৈদ্যকুলে কুলজী প্রকাশ॥
পাণিদত্ত কৃপা করি শক্তি কৈলা দান। দেবীবরে পুত্রবৈদ্য কুলের প্রধান॥

* * * * *

চারি কন্যা মধ্যে দত্তের প্রিয়ঠাকুরদাসী। শুভলগ্নে দান কৈলা মনে হই হরষি॥

'বৈদ্যকুলতত্ত্ব গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে 'দুর্জ্জয়দাশ" চক্রপাণি দত্তের কন্যা বিবাহ করাতে পিতা ও ভ্রাতার ত্যজ্য হইলে তিনি মর্য্যাদা ও কুলগৌরব বৃদ্ধির জন্য যোগসাধন করেন। পরে বাকসিদ্ধ হইলে এইরূপ প্রত্যাদেশ হয় যে তিনি প্রথমে যে বাক্য উচ্চারণ করিবেন তাহাই সিদ্ধ হইবে। তিনি সেই সময়ে ভ্রাতৃগণের প্রতি এইরূপ উক্তি করেন, যথা :—

"চণ্ডীবর কুলশ্রেষ্ঠ দুর্জ্জয় কুল ভূষণম্
গণে বাণে কুলং নাস্তি নাস্তি কুলং ধনগুকে॥"

জানিনা কুলপঞ্জিকার দুর্জ্জয় দাশ আর ফলাউন্দ গ্রামের দাশবংশের আদিপুরুষ দুর্জ্জয় দাশ এক ব্যক্তি কিনা। এই বংশের আদিপুরুষ দুর্জ্জয়দাশের অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ কবি দুর্গাপ্রসাদ দাশ পুরকায়স্থ মহাশয় প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যাহা কারিকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে শেষার্দ্ধ উদ্ধৃতক্রমে এই বংশের আখ্যায়িকা সমাপন করিব।

* * * * *

"সিদ্ধবৈদ্য পদ্মদাশ বেজ দুর্জ্জয় দাশ। মৌদগল্য গোত্রীয় বংশ রাঢ়দেশে বাস॥
খণ্ডগ্রাম নাম ছিল বসতি তাঁহান। চিকিৎসায় ধন্বন্তরি সাক্ষাৎ শমন॥
হট্টের আমিল শুনি তাঁহার ব্যাখান। আনিবারে পাঠাইলা চর তাঁর স্থান॥
বৈদ্যের অসাধ্য রোগ বেগমের হৈল। কিবা রোগ কি কারণ কেহ না বুঝিল॥
শুনিয়া চরের মুখে রোগ বিবরণ। বুড়ার হৈল দয়া স্ত্রীবধ কারণ॥
শ্রীহট্টে পৌছিয়া বেজ* দুই পুত্র লৈয়া। বেগমেরে করিলা ভাল অস্ত্র চালাইয়া॥
নবাব হৈয়া খুসী দুর্জ্জয়েরে কয়। তুমা তুল্য বৈদ্য হট্টে আর কেহ নয়॥

* বেজ শব্দের অর্থ কবিরাজ।

হেকিম হৈয়া তুমি থাক মোর পাশ। ধন দৌলত যাহা চাহ পুরাইব আশ ॥
বেজ বলে গঙ্গা ছাড়া দেশে না রহিব। আপনজনারে ছাড়ি কিমতে থাকিব।
এক পুত রাখি বুড়া দেশে যাইতে চায়। বিদ্যাবিনোদেরে দেখে বসিয়া রাস্তায় ॥
ভবরোগের মহৌষধ পাইয়া হরিষে। সকলেরে আনাইয়া রহে এই দেশে।
আমিল করিলা তারে ধনদৌলত দান। এক পুত্র বৈদ্য হৈয়া রৈল তাঁর স্থান ॥
নবাব ছদাওৎ আলী শ্রীহট্টে আমিল। খুসি হইয়া বৈদ্যরাজে লাখেরাজ দিল ॥
তামার পাতাতে দিল সনদ লিখিয়া। খানে বাড়ী ফলাউন্দ নিষ্কর করিয়া ॥

* * * * *

পাইয়া আমিল হইতে ভোম ইচ্ছামত। বৈদ্যজাতি গ্রামে কৈলা পুরোহিত স্থাপিত ॥
দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর কত দান কৈলা। গুরুঘর গ্রামে ভোম ইষ্টদেবে দিলা ॥

* * * * *

রামেশ্বর বেজ পরে হাকিমরে কহিয়া। পুত্র জগদীশে দিল পাটোয়ারী করিয়া ॥
চৌয়ালিশের পাটোয়ারী সনদ পাইয়া। গুরুঘরে রইলা গিয়া ঘর বানাইয়া ॥

* * * * *

জগদীশ পাটোয়ারীর পুত্র জনার্দ্দন। তস্য পুত্র ভবানী আর দেবী দুইজন ॥
হাকিম হইয়া খুসি জগদীশ কৰ্ম্মেতে। পুরকায়স্থ উপাধি দিলা খোস রাজী মতে ॥

* * * * *

ভবানী আমার পিতা দেবী খুল্লতাত। কালিকাপ্রসাদ দুর্গা সহোদর সাত ॥
নৌকাপূজা বহু ব্যয়ে করিলা ভবানী। এখনও তাঁহার কথা লোকমুখে শুনি ॥
সাত বেটা লইয়া পিতা বান্ধে নওয়া বাড়ী। কালিকা প্রসাদ পাইলা পাটোয়ারীগিরি ॥
একে একে তিন ভাই ছাড়ি গেলা শেষে। অপুত্রক সুনারায় করমের দোষে ॥
চতুর্থ সুবিদ রায় গুণেতে অপার। অবৈদ্যে সম্পর্ক ভয়ে রহিলা কুমার ॥
কালিকাপ্রসাদ সুত শ্রীনন্দকিশোর। শ্রীগৌর কিশোর কালী তিন সহোদর ॥
জন্মে মোর বেটা দোল শ্রীগুরু কৃপায়। দেবীপ্রসাদের পুত্র হরেকৃষ্ণ রায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ নামেতে তাঁর পাঁচ বেটা হৈল। দুই পুত্র অকালেতে সংসার ছাড়িল ॥
বৈদ্যের ঘরেতে কন্যা নামিলে কারণ। এক ভাই কাটাইল কুমার জীবন ॥
অবৈদ্যে সম্পর্ক করি চাঁদ বেজ রায়। গোষ্ঠীভয়ে গ্রাম ছাড়ি পলাইয়া যায় ॥
কুলাঞ্জলি লিখি মুই শ্রীদুর্গা প্রসাদে। বাচস্পতি বিদ্যাবিনোদ রাখ পদ্মপাদে ॥

* * * * *

এই বংশের চন্দ্রকিশোর দাশ মোক্তার একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র দেশকর্মী শ্রীদ্বিজেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত মৌলবী বাজারের অভিযান পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক।

## বংশলতা

১। দুর্জ্জয় দাশ

২। কালী দাশ

৩। গঙ্গানন্দ

৪। রঘুনন্দন

৫। রামেশ্বর

৬। জগদীশ দাশ ( পুরকায়স্থ )

৭। জনার্দ্দন

৮। ভবানীপ্রসাদ — দেবীপ্রসাদ

৯। কালিকাপ্রসাদ পাটোয়ারী — দুর্গাপ্রসাদ — ৯। হরেকৃষ্ণ

১০। নন্দকিশোর গৌরকিশোর কাশীনাথ — ১০। দোলগোবিন্দ — ১০। শ্রীকৃষ্ণ

১১। শ্যামকিশোর চন্দ্রকিশোর তারাকিশোর — ১১। দ্বিপচন্দ্র — ১১। শরচ্চন্দ্র গোপালকৃষ্ণ

১২। দ্বিজেন্দ্র পূর্ণেন্দু শৈলেন্দ্র হীতেন্দ্র — ১২। দীনেশচন্দ্র

১৩। দীনেন্দ্র দাশরথি

১৩। দিলীপ রণধীর
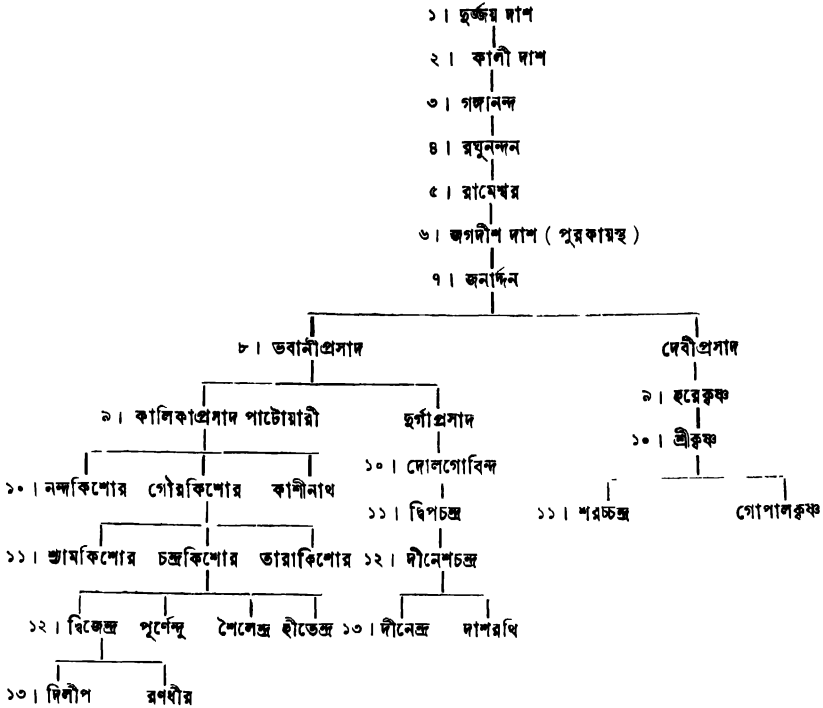
## পং তরফের তুঙ্গেশ্বর মৌজার মৌদগল্য গোত্রীয় দাশ বংশ

প্রবর = ঔর্ব্ব—চ্যবন—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ।

ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত স্বর্ণগ্রাম পোঃ আঃ অধীন মালদা গ্রাম নিবাসী মৌদগল্য গোত্র প্রভব নিমদাশ বংশীয় ৺প্যারীমোহন দাশগুপ্ত তুঙ্গেশ্বরের সেন মজুমদার বংশে বিবাহ করিয়া তুঙ্গেশ্বর গ্রামেই অবস্থিতি করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ তুঙ্গেশ্বর গ্রামের অধিবাসী।

## বংশলতা

## পং তরফের সুঘর মৌজার মৌদগল্য গোত্রীয় দাশ বংশ

প্রবর = ঔর্ব্ব—চ্যবণ – ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ।
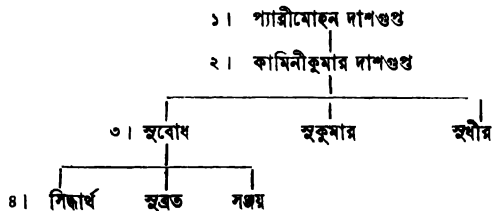
সুঘর মজুমদার বংশের ১০ম পুরুষ ভগবান চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের একমাত্র কন্যা সন্তান অন্নদাসুন্দরী দেবীকে পং মহেশ্বরদী মৌজে দুপতারা নিবাসী মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাশগুপ্তের সহিত বিবাহ দেন। বিবাহের পর হইতে উক্ত শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় গৃহজামাতারূপে সুঘর গ্রামেই বসবাস করিতেছেন।

## পং ইটা মৌজে গয়গড়ের মৌদ্‌গল্য গোত্র দাশ বংশ

প্রবর = ঔর্ব্ব – চ্যবন—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ।

এই বংশীয় শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে তাঁহার পিতার হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাদের পুরাতন বংশাবলী ব্যতীত পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে কোন কাগজ পত্র তাঁহারা পান নাই। তবে এইটুকু শুনিয়াছেন যে তাঁহাদের আদিপুরুষ পীতাম্বর দাশ সেনহাটী হইতে আসিয়া সাত গাঁয়ের শুভঙ্কর খাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার পুত্র দুর্গানারায়ণ ইটা পরগণার গয়গড় গ্রামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। তাঁহার পরবর্ত্তীগণ তদঞ্চলের বৈদ্য সমাজের সহিত আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন। রবীন্দ্রবাবু আরও লিখিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব দেবতা বিগ্রহের নিত্য সেবা পূজা ইত্যাদি রীতিমত পূজারী দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীহট্ট আগত মূল পুরুষ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের ১৫শ পুরুষ চলিতেছে।

### বংশলতা

চায়ু দাশ
|
পুর দাশ
|
নরসিংহ দাশ
|
নারায়ণ দাশ
|
প্রজাপতি দাশ
|
অরবিন্দ দাশ
|
শ্রীবৎস দাশ
|
পীতাম্বর দাশ ( ইনি সাতগাঁয়ের শুভঙ্কর খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন )
|
দুর্গানারায়ণ দাশ ( পর পৃষ্ঠায় )
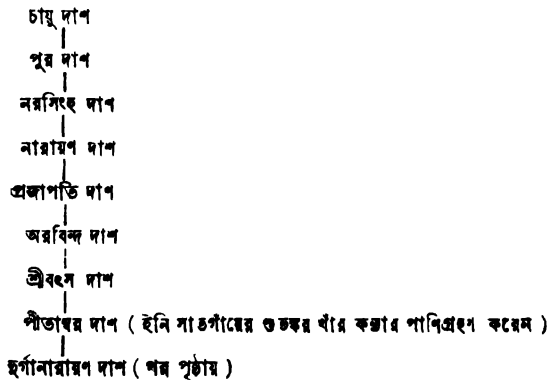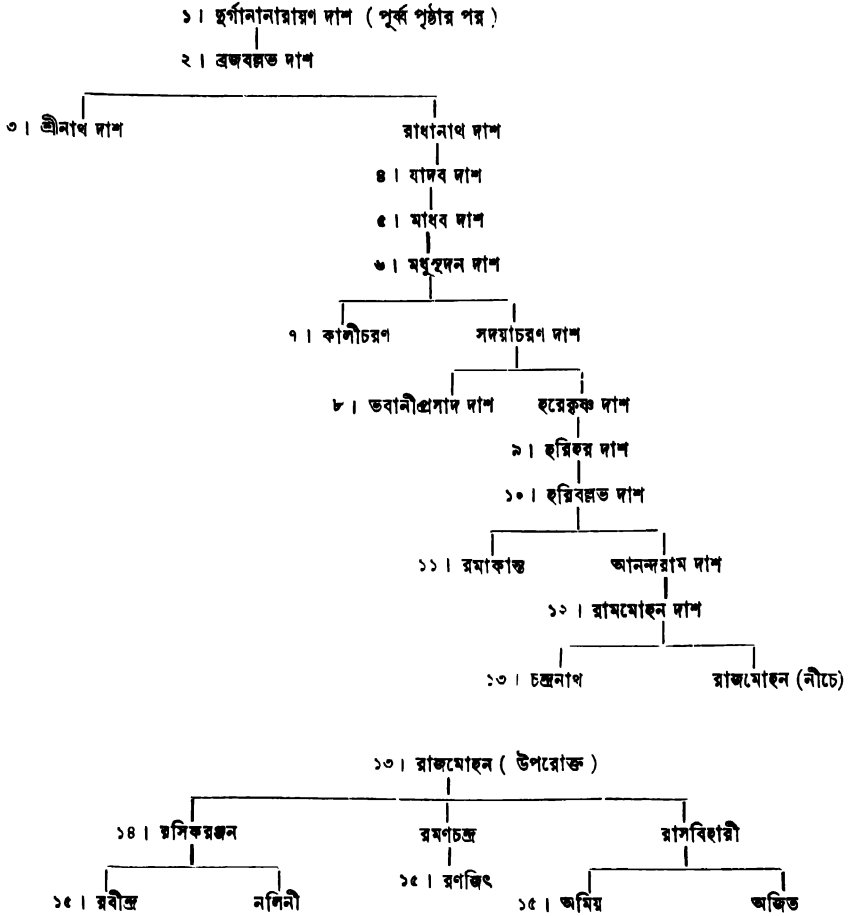
## পো: আঃ নবিগঞ্জের অধীন গুজাখাইড় মৌজার মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় দাশ বংশ

প্রবর—ঔর্ব্ব—চ্যবণ—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্লুবৎ।

গুজাখাইড় নিবাসী সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ চাঁন্দরায় দাশগুপ্ত মহাশয় ঢাকা মহেশ্বরদী পরগণার দুপতারা মৌজায় অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার এক ভগিনী তরফ জয়পুর সেন মজুমদার বংশে বিবাহিতা হন। চান্দরায়ের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তাই অধিকাংশ সময় তিনি জয়পুরেই থাকিতেন। চান্দরায়ের পুত্র গোপীনাথ নবিগঞ্জ চৌকিতে চাকুরী গ্রহণ করেন। গোপীনাথ তাঁহার পিতার নামে তথায় এক বড় মহাল নিলাম খরিদ করেন। এই মহাল খরিদই এই শাখাকে নবিগঞ্জ গুজাখাইড় গ্রামে আবদ্ধ করে।

গোপীনাথ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার চেষ্টায় ক্রমশঃ উত্তরোত্তর আরোও সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গোপীনাথ গুজাখাইড় গ্রামে দেবতা ৺গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া তথাকার বাসিন্দা হন। সেই অবধি এই পরিবার তথায় বাস করিতেছেন।

## বংশলতা
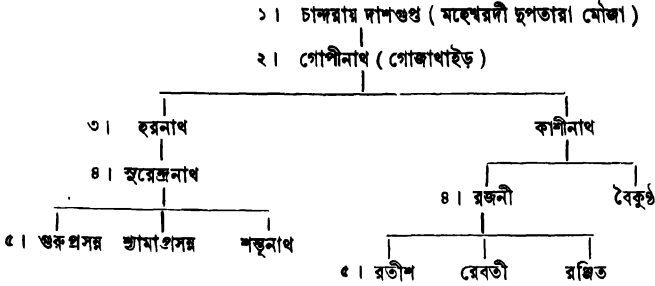
## পঞ্চখণ্ডের পালচৌধুরী উপাধীধারী মৌদগল্য গোত্রীয় দাশবংশ

পঞ্চপ্রবর—ঔর্ব্ব—চ্যবন—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে উল্লেখ আছে যে পঞ্চখণ্ডের পালবংশ অতি প্রাচীন। এই পালবংশের প্রবর্ত্তকের নাম রাজা মহীপাল বলিয়া কথিত হয়। পাল রাজগণের নামের তালিকায় বহু সংখ্যক মহীপালের নাম পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাদের কীর্ত্তির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চখণ্ডের পালবংশের প্রবর্ত্তক তাঁহাদের কেহ কিনা বলা যায় না। হইলেও কোন সময়ে কি কারণে তিনি এদেশে আসিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন তাহা জানিবার উপায় নাই। পঞ্চখণ্ডের ভূস্বামী বলিয়াই হোক কি অন্য কারণেই হোক তিনি রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

প্রায় পঞ্চবিংশতি পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশে কালীদাশ পাল নামে এক ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন। এদেশে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। তৎকালে এই অঞ্চলে অনেকাংশ অনাবাদ ছিল। কালীদাশ স্বীয় লোক দ্বারা তাহা বহুলাংশ বাসোপযোগী করেন। ফলতঃ কালীদাশ পাল হইতেই এ বংশের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কালীদাশের পৌত্রের নাম হরপ্রসাদ, ইঁহার তিনপুত্র তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বারাণসী পাল একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেন, উহা বারপালের দীঘি নামে খ্যাত হইয়াছে। এই দীর্ঘিকার তীরবর্ত্তী পালবংশীয় গণের বসতি স্থান "দীঘির পার" নামে খ্যাত হইয়াছে।

বারাণসীর ভ্রাতস্পুত্র গৌরীচরণ জনৈক বৈষ্ণবকে ২২/০ বাইশ হাল ভূমি দান করিয়াছিলেন—উহা "বৈরাগীচক" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। গৌরীচরণের ভ্রাতা গৌরকিশোর; তাঁহার পৌত্র ছিলেন চারিজন

তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামজীবন পূর্ব্ব-গৌরব স্মরণে "রাজা রামজীবন পাল" এইরূপ স্বাক্ষর করিতেন। এই সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা একরূপ স্বাধীনই ছিলেন। কাহাকেও রাজস্বাদি দিতেন না; ইহার পর তাঁহারা নবাবের অধীনতা স্বীকার করেন। রাজা রামজীবনের ভ্রাতা রাজ্যেশ্বরের পাঁচজন প্রপৌত্র ছিলেন। এই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গদাপাল বা গদাধর পাল ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে একটী প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। উক্ত দীঘি আজ পর্য্যন্ত "গদাপালের দীঘি" বলিয়া কথিত হয়। ঘুঙ্গাদিয়ার পাল বংশীয়গণ তাঁহারই অধঃস্তন বংশ।

গদাপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভু পালও একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া যশস্বী হন। ইঁহাদের ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বনে "প্রচণ্ড খাঁ" নামে খ্যাত হন। তাঁহারই বংশধর বাহাদুরপুরের মুসলমান চৌধুরীগণ বটেন।

পালবংশীয় চৌধুরীগণের অনেক দেবত্র ও ব্রহ্মোত্র দানের জনশ্রুতি আছে। পঞ্চখণ্ডের প্রাচীন বিগ্রহ ৺বাসুদেবের রথ চিত্রিত করা, রথ টানিবার রজ্জু নির্ম্মাণ করা, রথের সময় বাদ্য করা এবং ভোগের দুগ্ধ যোগান ইত্যাদি নিয়মিত প্রত্যেক কাজের জন্য তাঁহাদের প্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট ভূমির উপস্বত্ব নির্দ্ধারিত ছিল। ঐসকল ভূমিও পরে বিভিন্ন তালুকে পরিণত হয়। রথ চিত্রকরের তালুক "চান্দগঙ্গা", দুগ্ধ যোগানদারের তালুক "দুধ বক্সী", ইত্যাদি নামে খ্যাত হইয়াছে।

পালবংশে অনেক কীর্ত্তিমান পুরুষের উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে মোন্সী হরেকৃষ্ণ পাল, হরেকৃষ্ণ দাশ নামে কালেক্টারীর দেওয়ান ছিলেন। তিনি কুমিল্লা শহরে "আনন্দময়ী" কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক্রমে উক্ত বিগ্রহের সেবাপূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রায় ছয় শত টাকা বার্ষিক আয়ের ভূমি দান করেন। শ্রীহট্ট জিলায় তিনিই সর্ব্ব প্রথম "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পঞ্চখণ্ডের ১নং হইতে ১৮ নং পর্য্যন্ত তালুকগুলি এই একবংশের ব্যক্তিগণের নামে আখ্যাত ও বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

এই বংশীয়েরা আপনাদিগকে মৌদগল্য গোত্র দাশ বলিয়া দৈব ও পিতৃ কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের উপাধি পাল চৌধুরী। তাঁহারা "দাশ" পদবী উহ্য রাখিয়া "পালচৌধুরী" পদবী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বৈশ্য জাতির ইতিহাসের ১ম খণ্ড ২৮১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে পাল রাজগণের পাল উপাধি "পালক" শব্দের পরিণতি। সেন রাজগণের সময় যাঁহারা সমৃদ্ধশালী হইয়াছিলেন তাঁহারা উক্ত রাজাগণ প্রদত্ত "পাল" উপাধি গ্রহণ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। আমরা মনে করি এই বংশীয় কেহ এই উপাধি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং সেই হইতেই ইঁহারা নামের পশ্চাতে "পাল" পদবী ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। মূলতঃ ইঁহাদের "পাল" পদবী জাতিত্ব বাচক নহে, পরন্তু উপাধিবাচক বটে।

বহরমপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় ত্রিভঙ্গমোহন সেনশর্ম্মা বিরচিত "কুলদর্পন" গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৪৬৫ পৃষ্ঠায় এই পাল বংশের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নীচে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

## "পালবংশ. শ্রীহট্ট"

"শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডের পাল বংশ, বশিষ্ঠ বা শক্তি্র গোত্র। ইহারা পাল রাজগণের জ্ঞাতিবংশ।

কুল তত্বানুসন্ধিৎসু শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণ মতে পালবংশ বশিষ্ঠ গোত্রীয়।

"আদিশূর ও বল্লাল সেন গ্রন্থপ্রণেতা শ্রদ্ধাষ্পদ ৺পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী স্বীয় গ্রন্থে পাল রাজবংশকে শক্তি্র গোত্র প্রভব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন বৈদ্যকুল পঞ্জিকা "অম্বষ্ঠসংবাদিকা, অম্বষ্ঠসারামৃত" প্রভৃতি

গ্রন্থ হইতে গোত্র ও প্রবর উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থকারদের অভিমত পালরাজ বংশ শক্তি গোত্রের সেনবংশ হইতে উদ্ভূত। শ্রদ্ধেয় ৺পার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থ ১২৮৪ সালে প্রণীত হইয়াছিল।

বৈদ্যকুল পঞ্জিকাকারগণের অনেকেই পালবংশের সহিত অন্যান্য বৈদ্যবংশের আদানপ্রদান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন কোন কুলাচার্য্য আভিজাত্য গৌরবে আদানপ্রদানের কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মনে হয়, পালরাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী থাকাতেই তাঁহাদের এইপ্রকার অনিচ্ছা। মহারাজ বল্লাল সেন পালরাজবংশের অধঃস্তন সন্তান ধর্ম্মপালকে বিক্রমপুর সমাজে স্থাপিত করেন। বৈদ্যকুলাচার্য্য মহাত্মা ভরতচন্দ্র মল্লিক ও মহাত্মা কবি কণ্ঠহার পালবংশের সহিত সদ্‌বৈদ্যগণের আদানপ্রদান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পালবংশীয়গণ অকুলীন বৈদ্যের সহিত বহু সম্বন্ধ করিয়া থাকিবেন, সে কারণ অধঃস্তন সন্তানগণ সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হন নাই। এই নিগ্রহের ফলেই তাঁহারা বাধ্য হইয়া সুদূর শ্রীহট্ট দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

১। অথ কালীদাশ পাল, পঞ্চখণ্ড শ্রীহট্ট (রাঢ়ের বীরভূম হইতে শ্রীহট্টে উপনিবিষ্ট)"

উপরোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পালগণ দাশ কি সেন পদবী ও গোত্র যাহাই ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহারা বৈদ্যশ্রেণীভুক্ত। ইঁহারা যে বৈদ্য তাঁহাদের আদান প্রদানের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

দীঘিরপার গ্রামে বর্ত্তমানে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী বি.এ. প্রভৃতি ও ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে শ্রীবিপিনচন্দ্র পালচৌধুরী প্রভৃতি সসম্মানে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের বংশাবলীখানা আমরা প্রাপ্ত হন নাই।

## পং সেনবর্ষ প্রকাশিত সেলবরষের সলপ গ্রাম নিবাসী মৌদ্গাল্য গোত্র দাশবংশ

পঞ্চপ্রবর = ঔর্ব্ব—চ্যবন—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ।

ময়মনসিংহ জিলার পড়ুখালি গ্রাম হইতে রামচন্দ্র দাশ মজুমদার মহাশয় অনুমান তিন মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে যাইয়া উপনিবিষ্ট হন। তিনি যে স্থানে বাড়ী নিম্মাণ করিয়াছিলেন সেই স্থান রামচন্দ্রপুর বলিয়া কথিত হয়। ইঁহার পরবর্ত্তী লক্ষ্মীনারায়ণ দাশ মজুমদার মহাশয় বিষয় সম্পত্তি লাভ করিয়া রামচন্দ্রপুর হইতে শ্রীহট্ট জিলার সেনবর্ষ প্রঃ সেলবরষ পরগণার সলপগ্রামে বদ্ধমূল হয়েন। তদবধি তাঁহার পরবর্ত্তীগণ উক্ত সলপ গ্রামের অধিবাসী। শ্রীহট্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এডভোকেট শ্রীহরেন্দ্রমোহন মজুমদার এম, এ, বি, এল, মহাশয় উক্ত লক্ষীনারায়ণ মজুমদারের পৌত্র বটেন। এই বংশের আভিজাত্য বিষয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্তের জাতিতত্ত্ব বারিধি গ্রন্থের ৫৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
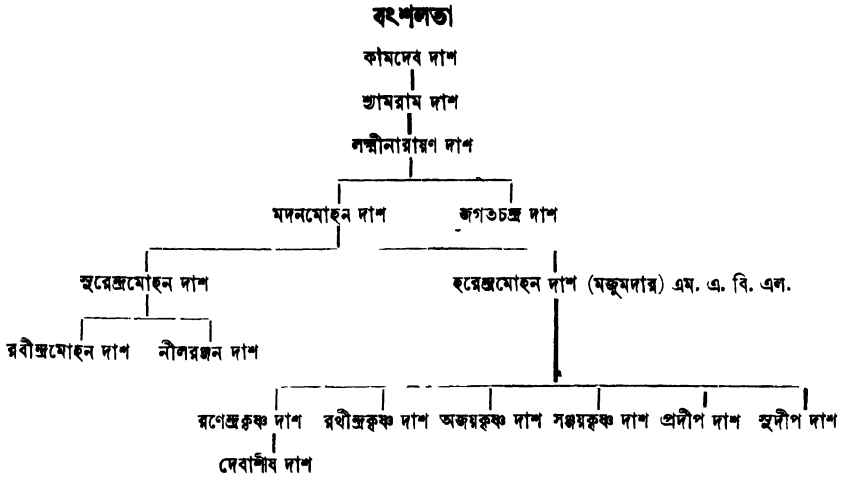
## শ্রীহট্ট, তাজপুর পোষ্টাফিসের অধীন ভুলালী ও হরিনগর পরগণার দাশপাড়া গ্রামের ভরদ্বাজ গোত্র দাশবংশ।

প্রবর = ভরদ্বাজ – আঙ্গিরস— বার্হস্পত্য।

লক্ষ্মীনারায়ণ দাশ আদিম রাঢ়দেশ বাসী। তিনি বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে গুরু পুরোহিতাদিসহ ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের নপাড়া বা নয়াপাড়া গ্রামে ( অধুনা পদ্মাগর্ভগত ) আসিয়া বিবাহক্রমে তথায় বসতি স্থাপন করেন। লক্ষ্মীনাথ বা লক্ষ্মীনারায়ণ বিক্রমপুর আসায় সম্ভবতঃ "চন্দ্রপ্রভা" গ্রন্থকার তাঁহার আর কোন খবর জানে না তাই লিখিয়াছেন—

"লক্ষ্মীনাথোঽবিবাহেন দৈবাদ্দেশান্তরং গত।"

লক্ষ্মীনারায়ণ দাশ ভুলালীর প্রজা বিদ্রোহ দমন ও বেদথলী জমিদারীর শাসনদণ্ড পরিচালনার জন্য জমিদার পুত্র তাজল মুলুকের অনুমতি পত্র সহ স্বীয় গৃহদেবতা, গুরু ও পুরোহিত ধরাধর মিশ্র, পুজারী মদন ওঝা, স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদি সহ আনুমানিক ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভুলালীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় বিদ্রোহী প্রজা ইলাষদাশগণের বাড়ীর সন্নিকটে আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ দাশ দেশবাসী অন্যান্য প্রজা-গণের সাহায্যে বিদ্রোহী ইলাষদাশগণকে দমন করিতে উদ্যত হইলে বিদ্রোহীরা ভয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ দাশের শরণাপন্ন হইয়া আপোষে এই স্থান ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান বোয়ালজুর পরগণায় চলিয়া যান। তথায় উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনে ইলাষপুর নামকরণে আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথা হইতে হাওর পর্য্যন্ত নৌকা চলাচলের নিমিত্ত "টেকারদাড়া" নামকরণে একটী খাল কর্ত্তন করেন। এই গ্রাম ও খাল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ভুলালীতে তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান হইতে যে খাল হাওর পর্য্যন্ত গিয়াছিল তাহার নামও "টেকারদাড়া"। এই নামীয় গ্রাম ও খাল ভুলালীতেও বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ ও অতীত স্মৃতি অক্ষুন্ন

রাখার জন্য নূতন বসতি-স্থানের ও খালের অনুরূপ নামকরণ করিয়া থাকিবেন। ইহাদের পরবর্ত্তীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

অতঃপর ইলাষদাশগণের সহিত আপোষের সর্ত্তানুসারে লক্ষ্মীনারায়ণ দাশ, ইলাষদাশগণের বাসস্থানের নাম ইলাষপুর, তথা হইতে নৌকাচলাচলের খালের নাম "টেকার দাড়া" স্থিরতর রাখেন। ইলাষ দাশগণের মধ্যে প্রধান তিন ব্যক্তির নামে ইলাষপুরের নিকটবর্ত্তী কয়েকখণ্ড ভূমির নাম যথাক্রমে রবিদাস, বীরদাস ও লালকৈলাস মৌজা, ইঁহাদের এক ভগ্নী অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন বলিয়া তাহার বাসস্থানের নাম সুরতপুর মৌজা হয়। জমিদার দিলার খাঁর ধর্ম্মযাজকের বাসস্থানের নাম মিঞারপাড়া মৌজা; মুসলমানদের কবর স্থানের নাম মোকামপাড়া মৌজা, পাঠান সৈন্যগণের বাসস্থানের নাম পাঠানপাড়া মৌজা, সৈন্যেরা যে স্থানে সারি দিয়া খেলা করিত তাহার নাম সাইরদা মৌজা, বন্দীশালা যে স্থানে ছিল তাহার নাম আন্ধাইরকুণা মৌজা, দিলার খাঁ যে স্থানে আমোদ প্রমোদ করিতেন তাহার নাম খাসিকাপন মৌজা, তাঁহার নৌকা রত্না নদীর যে স্থানে বাঁধা থাকিত তাহার নাম ডহরবন্দ মৌজা, ভট্টগণ যে স্থানে বাস করিতেন তাহার নাম ভাটপাড়া মৌজা, যে স্থানে দিলার খাঁ গান করাইতেন তাহার নাম হাউসপুর মৌজা, জমিদার পুত্র তাজল মুলুক যে স্থানে বাস করিতেন তাহার নাম তাজলপুর বা তাজপুর মৌজা, লক্ষ্মীনারায়ণ দাশ যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার নাম দাশপাড়া মৌজা এবং মোল্লারা যে স্থানে বাস করিতেন সে স্থানের নাম মোল্লাপাড়া মৌজা রাখা হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ দাশের প্রথম পুত্র মধুসূদন নিঃসন্তান অবস্থায় পিতা বর্ত্তমানে মারা যান। দ্বিতীয় পুত্র হরিহরখাঁ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তৃতীয় পুত্র সনাতন দাশ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারই পরবর্ত্তীগণ দাশপাড়ায় বাস করিতেছেন। এই বংশীয়গণ নবাব সরকার হইতে পুরকায়স্থ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বে যোগ্যতম ব্যক্তিই পরগণার পাটোয়ারীর কাজ করিতেন। এই বংশীয় জগন্নাথ দাশপুরকায়স্থ পরগণার শেষ পাটোয়ারী ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ উঠিয়া যায়। এই বংশের প্রতাপনারায়ণ দাশ পুরকায়স্থ মুর্শিদাবাদের নবাবের পেস্কার, কান্তনারায়ণ দাশ পুরকায়স্থ শ্রীহট্ট জজ আদালতের উকিল ছিলেন। ইঁহার পুত্র কালীনাথ দাশ পুরকায়স্থ অত্যন্ত সুশ্রী, তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার পুত্র শ্রীরুক্মিণীকুমার দাশ পুরকায়স্থ তাঁহার বাড়ীতে পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত দেবতা বিগ্রহের নিত্য সেবাপূজা রীতিমত চালাইয়া যাইতেছেন।

উপরোক্ত জগন্নাথ দাশপুরকায়স্থ মহাশয়ের পৌত্রগণ শ্রীবরদামোহন দাশ পুরকায়স্থ বি. এল., শ্রীঅন্নদামোহন দাশ, শ্রীপ্রমদামোহন দাশ, শ্রীমোক্ষদামোহন দাশ বি. এ. অবসর প্রাপ্ত হেডমাষ্টার, শ্রীমোহিনীমোহন দাশ ও শ্রীসুখদামোহন দাশ পুরকায়স্থ। ইঁহারা সকলেই বিনীত ও মিষ্টভাষী বটেন। ইঁহাদের ভদ্রতায় বিমোহিত হইতে হয়।

এই বংশীয় দীননাথ দাশ পুরকায়স্থ মহাশয়ের ছয়পুত্র মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় দাশপুরকায়স্থ বর্ত্তমানে শ্রীহট্ট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ, সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শ্রীশ্রীস্বামী সৌম্যানন্দ।

এই বংশীয় শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ ও শ্রীললিতমোহন দাশ পুরকায়স্থ বর্ত্তমানে দুলালী মাঝপাড়া গ্রামের অধিবাসী বটেন।

এই বংশীয় যুগলকিশোর দাশ পুরকাস্থ বিবাহসূত্রে ইটা পরগণার পাচগাঁও মৌজায় উপনিবিষ্ট হয়েন। তথায় তাঁহার পুত্রগণ নবীনচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ বসবাস করেন। পূর্ব্বোক্ত নবীনচন্দ্রের চারিপুত্র শ্রীপ্রমোদচন্দ্র, শ্রীকুমুদচন্দ্র, প্রভাতচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ। ইঁহারা সকলেই বর্ত্তমানে শিলচর টাউন প্রবাসী বটেন। ঈশানচন্দ্র দাশপুরকায়স্থ মহাশয়ের চারিপুত্র শ্রীযোগেশচন্দ্র জেইলার, দীনেশচন্দ্র হেড্ এসিষ্টান্ট, শিলং

ভুপেশচন্দ্র ডাক্তার ও সুরেশচন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ বটেন। এই বংশীয় নবকিশোর দাশ পুরকায়স্থ পং লক্ষ্মীপুরের সোনাপুর মৌজায় বসবাস করেন। তথায় তাঁহার পুত্র শ্যামকিশোর দাশ পুরকায়স্থ প্রভৃতি জীবিত আছেন। এই বংশের পরলোকগত সর্ব্বানন্দ দাশ পুরকায়স্থ ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদয়াচরণ দাশ পুরকায়স্থ ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বৃদ্ধ প্রপিতামহ শিবচরণ দাশপুরকায়স্থ শ্রীহট্টের সমীপবর্ত্তী আখালিয়া গ্রামে বসতিস্থাপন করেন। ইঁহাদের পরবর্ত্তীগণ আখালিয়াই বাস করিতেছেন। এই বংশসম্ভূত বীরেন্দ্রনাথ দাশ একজন খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণ ও অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, নির্ম্মল চরিত্র ও বিচক্ষণবুদ্ধি পুরুষ ছিলেন। উচ্চাশিক্ষিত হইয়াও ব্রিটিশ সরকারের অধীনে তিন কোন চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। দেশ বিভাগের পর আখালিয়া ত্যাগ করিয়া তিনি কাছাড় জিলার হইলাকন্দিতে চলিয়া আসেন এবং ১৯৫২ সালে অকালে পরলোক গমন করেন।

এই বংশের মধুসুদন দাশ পুরকায়স্থের পুত্রও আখালিয়ায় যাইয়া বসবাস করেন। তথায় বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধর অতুলচন্দ্র দাশ, উমেশচন্দ্র দাশ, রমেশচন্দ্র দাশ, ও কামদাচরণ দাশ পুরকায়স্থ বসবাস করিতেছেন।

এই বংশীয় চন্দ্রোদয় দাশ পুরকায়স্থ চৌকি মান্দারকান্দি যাইয়া বসবাস করেন। তথায় তাঁহার বংশধরগণ সুখে সম্মানে বাস করিতেছেন।

## বংশলতা

৯। অনন্ত ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
১০। চন্দ্রোদয় ( চৌকিমান্দারকান্দি )
কৃষ্ণবল্লভ
জয়গোবিন্দ
১১। বারানসী
১২। ভবানী (পর পৃষ্ঠায় )
১২। জয়হরি (পূঃ পৃঃ পর)
১১। হরজীবন (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
১২। সাহেবরাম (পূঃ পৃঃ পর)
১২। কমলাকান্ত (পূঃ পৃঃ পর)
১৩। জয় গোবিন্দ
হর গোবিন্দ
১২। কৃষ্ণজীবন
হরগোপাল
১৩। তারাচান্দ
১৩। কালীচরণ ( নিম্নে )
১৪। জগন্নাথ ( নিম্নে )
শিবনাথ
১৩। কালিকা প্রসাদ
দুর্গা প্রসাদ
দেবী প্রসাদ
১৩। হরেকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ
১৪। প্রকাশচন্দ্র
গোলকচন্দ্র
১৪। কৃষ্ণকুমার
চন্দ্রকুমার
১৪। রামকুমার
রামগোবিন্দ
১৫। চারুচন্দ্র
১৪। জগন্নাথ ( উপরোক্ত )
১৫। জগজ্জীবন
জয়চন্দ্র
জগচ্চন্দ্র
১৬। বরদা
সারদা
অন্নদা
প্রমদা
মোক্ষদা
১৬। মোহিনী
ক্ষেত্র
১৬। সুখদা
১৭। সুধাংশু
১৭। জীতেন্দ্র
শচীন্দ্র
১৭। শরদিন্দু
পূর্ণেন্দু
সুধেন্দু
সত্যেন্দু
১৭। দেবব্রত
( সুনু )
( ছানু )
( ভানু )
১৭। হিমাংশু
প্রেমাংশু
সীতাংশু
সত্যাংশু
অমিয়াংশু
বিমলাংশু
১৩। কালীচরণ ( উপরোক্ত )
১৪। কৃষ্ণচরণ
কান্তনাথ
দেবীচরণ
১৫। রামগোবিন্দ
রাজগোবিন্দ
কীর্ত্তিনারায়ণ
১৫। রামলোচন
১৬। রামমোহন
১৬। কামিনী
১৬। রমেশ (মাঝপাড়া)
ললিত
১৭। রজনী
১৭। লোকেশ
ধীরেশ
সমরেশ
১৮। মাখন
চিন্ময়
পুলিন
নলিনী
১৮। রবীন্দ্র
রমেন্দ্র
রসেন্দ্র
রণধীর
রণজিৎ
রণবীর
রণজয়

৩। পুরুষোত্তম ( ১৬৫ পৃষ্ঠার পর )

৪। প্রতাপনারায়ণ — রামনাথ

৫। রামলোচন

৬। রামসর্ব্বস্ব

৭। হরেকৃষ্ণ

৮। রাধাকৃষ্ণ

৯। মধুসূদন — রামেশ্বর ( পর পৃষ্ঠায় )

১০। কৃষ্ণানন্দ

১১। কৃষ্ণবল্লভ

১২। প্রাণকৃষ্ণ

১৩। ভানুনারায়ণ — আনন্দনারায়ণ — মদননারায়ণ ( আখালিয়া )

১৪। শিবনারায়ণ ( পর পৃষ্ঠায় ) — ধর্ম্মনারায়ণ ( পর পৃষ্ঠায় )

১৪। কালিকা প্রসাদ — দেবী প্রসাদ — হরি প্রসাদ — গৌরপ্রসাদ ( পর পৃষ্ঠায় )

১৪। রামকৃষ্ণ

১৫। রামকৃষ্ণ ( পর পৃষ্ঠায় )

১৫। রামচন্দ্র — জগচ্চন্দ্র — নবীনচন্দ্র — শরচ্চন্দ্র — হরকুমার

ডাং মুনা রায় ( পর পৃষ্ঠায় )

৯। রামেশ্বর ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )

১০। রামানন্দ — বারাণসী — বিশ্বনাথ

১১। রামহরি — শিবানন্দ (রামানন্দের পুত্র)

১১। বিপদবারণ (বারাণসীর পুত্র)

১১। জগন্নাথ — জয়গোবিন্দ — জয়হরি — হরিনাথ (বিশ্বনাথের পুত্র)

১২। রামকৃষ্ণ (রামহরির পুত্র)

১২। শিবচরণ (আথলিয়া) (শিবানন্দের পুত্র)

১২। জয়গোবিন্দ (বিপদবারণের পুত্র)

১২। জয়গোপাল (জগন্নাথের পুত্র)

১৩। কৃষ্ণপ্রসাদ (রামকৃষ্ণের পুত্র)

১৩। সাহেবচরণ — জয়মনি (শিবচরণের পুত্র)

১৩। রামজীবন (জয়গোবিন্দের পুত্র)

১৩। কীর্ত্তি — ভানু — গঙ্গানারায়ণ (জয়গোপালের পুত্র)

১৪। শিবনারায়ণ (কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র)

১৪। স্বরূপচরণ (সাহেবচরণের পুত্র)

১৪। বীরনারায়ণ (জয়মনির পুত্র)

১৪। রামমোহন (রামজীবনের পুত্র)

১৪। রাম সুন্দর — রাধা কৃষ্ণ — ভোলানাথ — ধর্ম্ম নারায়ণ — লক্ষ্মী নারায়ণ

১৫। দীননাথ (পর পৃঃ) (শিবনারায়ণের পুত্র)

১৫। সুবলচরণ (স্বরূপচরণের পুত্র)

১৫। বিশ্বনাথ (বীরনারায়ণের পুত্র)

১৫। ললিতমোহন — রমনীমোহন (পর পৃঃ) (লক্ষ্মী নারায়ণের পুত্র)

১৬। সর্ব্বানন্দ — সদয়াচরণ (সুবলচরণের পুত্র)

১৬। বৈকুণ্ঠনাথ (বিশ্বনাথের পুত্র)

১৬। অনঙ্গমোহন (ললিতমোহনের পুত্র)

১৭। সুরেন্দ্র — সুধেন্দ্র (সদয়াচরণের পুত্র)

১৭। বীরেন্দ্রনাথ (বৈকুণ্ঠনাথের পুত্র)

১৮। সুধীর — শিবপ্রসাদ (সুরেন্দ্রের পুত্র)

সত্যব্রত — সঞ্জয় — ঝুণ্টু (সুধেন্দ্রের পুত্র)

১৮। বিশ্বজিৎ (বীরেন্দ্রনাথের পুত্র)

## লক্ষ্মীনারায়ণ দাশের ভুলালী জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়

ভুলালী জাটপাড়া নিবাসী শ্রীজাহ্নবাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত মদন দাশ বংশাবলীর যে সকল আমাদের হস্তগত হইয়াছিল তাহা অবলম্বনে এবং প্রবাদ ও প্রাচীন ব্যক্তিগণের মুখনিসৃত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া মদন দাশ হইতে রাজেন্দ্র দাশ চৌধুরী পর্য্যন্ত মোটামোটি বিবরণ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। ইহাতে যদি কোনও স্থলে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে তবে সুবিজ্ঞ পাঠক এবং মদন দাশ বংশীয়গণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা যাইতেছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ দাশের দুই বিবাহ। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সকলের বিবরণ ও বংশাবলী ভুলালী হরিনগরের দাশপাড়া নিবাসী দাশবংশ আখ্যায়িকায় বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আখ্যায়িকায় ২য়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের ও তৎপরবর্ত্তী সকলের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ দাশের প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে তাঁহার ১মা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে বৃদ্ধ বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ১ম পক্ষের সন্তানগণ পিতা ও বিমাতার উপর বিরূপ ছিলেন। দ্বিতীয় বিবাহে লক্ষ্মীনারায়ণ দাশের এক পুত্র হয়। ইহার নাম রাখা হয় মদন দাশ। কিম্বদন্তী যে মদনদাশের জন্মের কিছুকাল পর লক্ষ্মীনারায়ণ দাশের মৃত্যু হইলে তাঁহার ১ম পক্ষের সন্তানগণ মদন দাশকে সমাজ ও সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করার মানসে গুরু ও পুরোহিত ইত্যাদি বর্জ্জিতাবস্থায় তাঁহাদের বিমাতাকে এক ঘরে করিয়া রাখেন। তখন লক্ষ্মীনারায়ণের অসহায়া বিধবা পত্নী নির্য্যাতিত হইয়া শিশুপুত্র মদন দাশ ও বিবাহকালীন দানপ্রাপ্ত দাসীকে সঙ্গে নিয়া নিজ বাসস্থান হইতে ৮।৯ মাইল দক্ষিণে বানাইয়া হাওরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ

পার্শ্বে বর্ত্তমান দাসয়াই নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন। অতঃপর মদন দাশ সাবালক হইয়া আপন বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে নিজ অংশের সম্পত্তি পাওয়ার জন্য শ্রীহট্ট- আদালতে বিচারের প্রার্থনা করিলে বিচারে তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ইহার পর মুর্শিদাবাদে বঙ্গাধিপতির বিচারালয়ে আপিল দায়ের করিলে বিচারক এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ডিক্রি দেন এবং তিন ভাইএর মধ্যে সমান তিনভাগ করার আদেশ দেন। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ দাশের ১ম পক্ষের সন্তান হরিহর দাশ খাঁ ও সনাতন দাশ খাঁ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বিচারক মদন দাশকে লক্ষ্মীনারায়ণ দাশের সাকুল্য সম্পত্তির ডিক্রি দেন। ইহাতে সনাতন দাশ বিপন্ন হইয়া নবাব দরবারে চাকুরীর জন্য আবেদন করিলে তাহা মঞ্জুর হয় এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ কতকভূমি জায়গীর দেওয়া হয়।

মদন দাশ তৎপুত্র দুর্লভ দাশ, ইহার পুত্র কন্দর্প দাশ পর্য্যন্ত তিন পুরুষ মধ্যে মদন দাশের ডিক্রি প্রাপ্ত ভূমি দখল করিতে কিংবা দুলালী বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই বরং দুলালীর ব্রাহ্মণগণ ও অপর বৈদ্যগণের সঙ্গে নানাপ্রকার বাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে কন্দর্প দাশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজেন্দ্র দাশের সময়ে দুলালী পরগণাস্থিত গ্রামতলার ব্রাহ্মণগণ ইলাশপুর, হরিনগর ও হরিপুরের গুপ্তগণের সহিত সম্পত্তির একটি আপোষ বাটোয়ারা হইয়া যায়। দুলালীর দুইপণ ইলাসপুরবাসী কায়ুগুপ্তগণ, দুইপণ হরিপুর প্রকাশিত মাঝপাড়া বাসী গুপ্তগণ ও ছয়পণ অংশ হরিনগর বাসী গুপ্তগণ, দুইপণ গ্রামতলাবাসী ব্রাহ্মণগণ এবং বাকী চারিপণ রাজেন্দ্র দাশ নিজে প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্র দাশ দাশপাড়া বাসী সনাতন দাশ বংশীয়গণ ও গুপ্তপাড়া বাসী সহস্রাক্ষ গুপ্ত বংশীয়গণকেও কতক সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্রদাশের সহায্য দান তাঁহারা সহাস্যে প্রত্যাখ্যান করেন।

যদিও হরিনগরের দেওয়ান ভরতচন্দ্র রায়ের মধ্যস্থতায় রাজেন্দ্র দাশের সঙ্গে দুলালীর অপরাপর বৈদ্যগণের সামাজিক পংক্তি ভোজনের একটা মীমাংসা হইয়াছিল, তথাপি দাশপাড়াবাসী সনাতন দাশ বংশীয়গণ ও লালকৈলাস, রবিদাস ও হজুরী নিবাসী মদনদাশ বংশীয়গণ মধ্যে পরস্পর জ্ঞাতাশৌচ পূর্ব্বাবধি অদ্য পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়া আসিতেছে না, অথচ ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধও হইতেছে না।

সাংসারিক ও সামাজিক আপোষ মীমাংসা হইয়া গেলে রাজেন্দ্র দাশ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পুরুষের বাসস্থান দাসয়াই মৌজা ত্যাগ করিয়া দুলালীর আপোষ বাটোয়ারা মতে আপন দখলীয় ভূমি লালকৈলাস মৌজায় আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তিনি বাড়ীর সাক্ষাতে একটি বড় দীঘি খনন করাইয়াছিলেন, অদ্যাপি ইহা "রাজিনদাশের দীঘি" বলিয়া কথিত হয়। বর্ত্তমানে রাজেন্দ্র দাশের বসত বাড়ীতে শ্রীশশীমোহন দাশ চৌধুরী ও শ্রীরসিকচন্দ্র দাশ চৌধুরী প্রভৃতি বসবাস করিতেছেন। রাজেন্দ্র দাশ তাঁহার এই বাড়ীর উত্তরে মঙ্গলচণ্ডী দেবতা স্থাপন করেন। অদ্যাপি এই দেবতার নিত্য পূজা হইতেছে।

অতঃপর আপোষের সর্ত্তানুসারে ভাগ্যবান রাজেন্দ্র দাশ হরিনগর পরগণার সৃষ্টিকর্ত্তা মুর্শিদাবাদের দেওয়ান ভরতচন্দ্র রায়ের সহায়তায় বাঙ্গলার নবাব সায়েস্তা খাঁ হইতে হরিনগর ছাড়া দুলালীর অপর সরিকান সহ একযালী চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হন। ( ইলাশপুরের ও হরিপুরের গুপ্তগণ ও গ্রামতলার ব্রাহ্মণগণই দুলালীর অপর সরিকান ছিলেন)।

মন্তব্য—ইব্রাহিম খাঁ ও সুলতান সুজা ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঢাকার নবাবীপদে অভিষিক্ত ছিলেন। ১৬৫০ খৃঃ মীরজুমলা নবাবীপদ লাভ করেন, ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হইলে সুপ্রসিদ্ধ সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার নবাব হইয়া ঢাকায় আগমন করেন এবং ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্য্য ত্যাগ করেন। পুনর্ব্বার ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে নবাব হইয়া ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। তৎপর বৃদ্ধ বয়সে ইব্রাহিম পুনরায় নবাবীপ্রাপ্ত হন।

প্রবাদ আছে যে রাজেন্দ্র দাশ নবাব হইতে চৌধুরীই সনন্দ নিয়া আসাকালীন স্বর্ণকৌশিক গোত্রীয় বিমলানন্দ ভট্টাচার্য্য নামীয় এক ব্যক্তিকে সঙ্গে আনিয়া ভাটপাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন পৌরহিত্য পদে বৃত করেন। তদবধি ভাটপাড়া বাসী বিমলানন্দ বংশীয়গণ মদন দাশ বংশীগণের কুল পুরোহিত বটেন। রাজেন্দ্র দাশ ঈশাগপুর নিবাসী জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে আপন গুরুত্বে বরণ করেন। তদবধি জগদীশ তর্কালঙ্কার বংশীয়গণ মদন দাশ বংশীয়গণের গুরু বটেন। মদন দাশ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত এই বংশীয়গণকে লক্ষীনারায়ণ দাশের স্থাপিত দাশপাড়াবাসী শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ধরাধর মিশ্রের বংশধর ভট্টাচার্য্যগণ কেন যে শিষ্যত্বে কিংবা যাজনীকত্বে গ্রহণ করেন নাই এবং ভাটপাড়া বাসী বিমলানন্দ বংশীয় ইঁহাদের পুরোহিত ভট্টাচার্য্যগণ ও দাশপাড়া বাসী ভট্টাচার্য্যগণ মধ্যে কেন যে পূর্ব্ব হইতে অদ্য পর্য্যন্ত পংক্তি ভোজন প্রচলিত নাই তাহা রহস্যাবৃত বটে।

স্বর্গত রাজচন্দ্র দাশ চৌধুরী মহাশয় দেশে নিজব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া রোগক্লিষ্ট জনগণের অনায়াসে চিকিৎসিত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়া দেশের ও দশের বিশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারই সুযোগ্য পুত্র শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন দাশ চৌধুরী ও শ্রীগিরীজাপ্রসন্ন দাশ চৌধুরী বি এ.। এই বংশীয় ভারতচন্দ্র দাশ চৌধুরীর পুত্রদ্বয় শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দাশ চৌধুরী পোষ্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাশ চৌধুরী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

এই বংশীয় রাধিকা মোহন দাশ চৌধুরী অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর দেশে সুশিক্ষার বিস্তার করিয়া চির যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষকতায় প্রথম "মঙ্গলচণ্ডী মধ্যবঙ্গ" বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং পরে ইহা মধ্য ইংরাজী ও তৎপরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ায় দেশে শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই বংশীয় ১১শ পুরুষ প্রমোদচন্দ্র দাশ চৌধুরী পাইলগাঁয়ে বসবাস করিতেছেন। এই বংশের ১১শ পুরুষ রামশঙ্কর দাশ চৌধুরী ঢাকা দক্ষিণ রায়গড় গ্রামে চলিয়া যান। তথায় তাঁহার পুত্র শ্রীরণধীর দাশ চৌধুরী বাস করিতেছেন। এই বংশীয় গোলকনাথ দাশ চৌধুরী তাঁহার পিতৃভূমি হুজুরী মৌজা ত্যাগে কশবা পাগলায় যাইয়া বসবাস করিতে থাকেন, তথায় তাঁহার পৌত্রগণ শ্রীগোপেন্দ্রনাথ, শ্রীগনেন্দ্রনাথ ও শ্রীগবেন্দ্রনাথ দাশ চৌধুরীগণ বাস করিতেছেন। এই বংশের দশম পুরুষ ভারতচন্দ্র দাশ চৌধুরী পং কৌড়িয়ার দীঘলি গ্রামে যাইয়া বসবাস করিতেছেন।

এই বংশীয় কালীকান্ত দাশ চৌধুরী লাতু চলিয়া যান, তথায় তাঁহার পুত্র নিশিকান্ত দাশ চৌধুরী বাস করিতেছেন।

## বংশলতা

১। লক্ষীনারায়ণ দাশ (দুলালী, ইলাষপুর)
|
২। মদনদাশ
|
৩। দুর্লভদাশ
|
৪। কন্দর্পদাশ
(২–৪: দাসরাই মৌজা)
|
৫। রাজেন্দ্রদাশ [ চৌধুরী দুলালী, লালকৈলাস মৌজা ]

( দুলালীর ১নং তাং রাজেন্দ্রদাশ ) ১৬৯৮ খৃঃ অথবা ১১০৫ বাংলার ১১ই ফাল্গুন তারিখের একখানা দলিলে কেনারাম দাশ, বানেশ্বর দাশ এবং হরিনগরের বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী সহযোগে রাজেন্দ্র দাশের দস্তখত পাওয়া যায়

৫। রাজেন্দ্র দাশ
৬। মুকুন্দরাম দাশ
ছুলালীর ২নং তাং মুকুন্দরাম দাশ ১৬৯৮ ইং তে একখানা দলিলে ইঁহার দস্তখত পাওয়া যায়।
মুটুকরাম দাশ
বারাণসী দাশ (লালকৈলাস)
সুখদেব দাশ ১৭৫৭ খৃঃ একটী দলিলে (৮নং তাং সুখদেব দাশ) ইঁহার দস্তখত পাওয়া যায়
৭। বিষ্ণুরাম ১১৬৬ বাংলার একটি দলিলে ইঁহার দস্তখত পাওয়া যায়
রায়বল্লভ
বানীনাথ
৮। গৌরিকিশোর
৭। রামশঙ্কর দাশ
রবিদাশ
জয়দেব দাশ
কামদেব দাশ
সন্তোষ দাশ ১৭৫৯ খৃঃ একখানা দলিলে ইঁহার দস্তখত পাওয়া যায়।
৯। গোপালকৃষ্ণ
৮। রঘুনাথ (নীচে)
রামনাথ উং বিশ্বনাথ
জগন্নাথ
ভুলানাথ
৮। রঘুনাথ
৯। রাজকৃষ্ণ
রাধাকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ
অচিন্ত্য
১০। রাজচন্দ্র উং কীর্ত্তিচন্দ্র
১০। মাণিক
জয়চন্দ্র
রবিলোচন
কৃষ্ণকুমার
১১। জগৎচন্দ্র
ভারতচন্দ্র
প্রসন্ন (পোষ্য) জলালপুর
নন্দকুমার
১২। নৃপেন্দ্র
১১। রাধিকা মোহন
কিশোরী মোহন
১১। কুমুদ
প্রমোদ
পাইলগাঁও
১২। প্রভাত
প্রফুল্ল
১২। রবীন্দ্র
রণেন্দ্র
১২। প্রভাত
প্রদীপ
১৩। পূর্ণেন্দু
নন্দন
১৩। প্রশান্ত
পরিমল
প্রদ্যোৎ
প্রদীপ
প্রণব
প্রমথ
৮। রামনাথ দাশ সাং রবিদাস
৯। রঘুনন্দন উং বীরবল্লভ
ব্রজবল্লভ (নীচে)
দেবপ্রসাদ
চণ্ডীপ্রসাদ
লালচাঁদ
১০। রামচন্দ্র
রামবল্লভ উং প্রকাশচন্দ্র (নীচে)
রামকিশোর
মুরারীচন্দ্র
১০। চন্দ্রনাথ
তারিকা
১১। কাশীচন্দ্র
১১। অমরচন্দ্র
১১। শশীমোহন
শ্রীশচন্দ্র
১১। দীনেশ
যোগেশ
নরেশ
দুর্গেশ
১২। সতীশচন্দ্র
১২। অম্বিকা
অন্নদা
১২। সুধাংশু
১২। বিমল
জগজ্যোতি
সত্যজ্যোতি
জ্যোতি
১৩। শশধর উং
রমেন্দ্র
১৪। জগদীশ
১৩। সুশীল
অজিত
অমিত
পিযুষ
১২। দিগেন্দ্র
বিজেন্দ্র
দিনেন্দ্র

৭। জয়দেব দাশ লালকৈলাস (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

৮। জয়গোবিন্দ — গোলাব — গগন — জগৎ — মাধব

জয়গোবিন্দ:
৯। কালিকাপ্রসাদ — জয়গোপাল

কালিকাপ্রসাদ:
১০। জয়নারায়ণ

জয়গোপাল:
১০। জয়কৃষ্ণ — জয়দুর্গা — জয়গঙ্গা — রামগঙ্গা

জয়গঙ্গা:
১১। জয়শঙ্কর — হরিশঙ্কর

জয়শঙ্কর:
১২। যোগেন্দ্র — সুরেন্দ্র — মহেন্দ্র — শচীন্দ্র (ইহাকে শম্ভুনারায়ণ সিংহ পোষ্য গ্রহণ করেন) — হেমেন্দ্র

হেমেন্দ্র:
১৩। তারানাথ — দুর্গাপদ — সিতাংশু — হিমাংশু

রামগঙ্গা:
১১। কৃষ্ণশঙ্কর — রামশঙ্কর (রায়ঘড়)

রামশঙ্কর:
১২। রণধীর মোক্তার — রঞ্জিত — পটল

রণধীর মোক্তার:
বিজু — বিশু

গোলাব:
৯। গকুল — শিবপ্রসাদ — ব্রজনাথ — প্রাণনাথ — গৌরহরি

গকুল:
১০। গোলক

গৌরহরি:
১০। রামহরি — প্রাণহরি — জয়হরি — গঙ্গাহরি — কৃষ্ণহরি ( পোষ্য নাম নবকৃষ্ণ রায় )

প্রাণহরি:
১১। প্রসন্নহরি

প্রসন্নহরি:
১২। পরিতোষ — পূর্ণেন্দু — প্রণব — প্রবাল — প্রদীপ — পল্লব — পরাগ

## পুরাতন কয়েকখানি দলিলের নকল

সন ১১০৫ বাংলা অথবা ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র দাশ চৌধুরী ও হরিনগর পরগণায় কাশীপাড়া মৌজার বিশ্বনাথ চৌধুরী যে জীবিত ছিলেন তাহার নিদর্শনার্থ নিম্নলিখিত দলিলখানার অবিকল নকল এখানে সন্নিবিষ্ট করা গেল।

ইয়াদিকির্দ্দ শরণ মঙ্গলালয় শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সদাশয়েষু।

লিখিতং শ্রীগঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী ও রমাপতি বিশারদস্য পত্র মিদং।

কার্য্যাঞ্চাগে মৌ° শ্রীনাথপুর ও নেওটপুর গ্রামের সীমানা লৈয়া তুমার আমার সন আমাহন। তুমি রত্নেশ্বর গুপ্তর স্থান হনে নলপ্রমাণ চারিহাল জমি খরিদ করিয়াছিলায় রত্নেশ্বর মজকুরে তুমার যে জমি সমঝাইয়া দিছিলা সেই জমির মধ্যে আমরা নেওটপুরের জমি দাওয়া করিয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পারৎ দিগম্বরপুর সীমানায় জমি তছরূপ করিয়াছিলাম বলিয়া ও ছাওয়াল রাম মাছুথাল সাঁক্ষি দিছিলা তাতে তুমি মুদ্দই হইলায় তারা খিলাপ সাহিদ দিছে করিয়া এতে শ্রীযুত কেশব রায় ও বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি যে আমিনী করিয়া সুহদা করিয়া শুনাইলা যে জমি আমরা আমল করিয়াছিলাম। আমরাও বাক্যাবদ্ধ হইয়াছিলাম। আগর যে হদ্দ আছিল সে বাতিল হইল।

এতদর্থে পত্র দিলাম। ইতি সন ১১০৫ বাং—১১ ফাল্গুন।

শ্রীগঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী
শ্রীরমাপতি বিশারদ

## ইয়াদিকির্দ শ্রীরামজীবন চক্রবর্ত্তী মহাশয়েষু

লিখিতং শ্রীপং ছলালী ও হরিনগর চৌধুরীয়ান পুরকায়স্থয়ান ও জোয়ার দায়াণ তালুকদারাণ ৺ব্রহ্মোত্তর পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমরা আপন আপন বজায় কার্য্যতে আমরার খিরাস মৌং হাউসপুর তপশীল মোয়াজী ১,০৫ এক কুলবা জমি জঙ্গলা খারিজ জমা আপন আপন পিতৃমাতৃ কার্য্যতে দিছি তারে প্রীতে তোমাকে ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিলাম, আবাদ ও তছরুপ করিয়া পুত্রপৌত্র ভোগ করহ সরকার জব জমা বন্দি হইতে তুমার ৺ব্রহ্মোত্তর বা হালচিঠা জব আনা পরবরহকোন প্রকার খর্চ্চা তোমার উপর না লাগিব।

তপশিল জমি—

মৌং কালাবাদী—১৲ মৌং হাউসপুর— মৌং দিলারপুর—

এতদর্থে ব্রহ্মোত্তর পত্র করিয়া দিলাম। ইতি সন ১১৬৭ বাংলা বৈশাখ।

দং শ্রীবিজয়রাম গুপ্ত—(ইনি হরিনগরের বিশ্বনাথ রায় চৌধুরীর পৌত্র)

দং শ্রীমুক্তারাম গুপ্ত—( „ „ রাজা রায়ের পৌত্র)

দং শ্রীশুভারাম গুপ্ত—

দং শ্রীসন্তোষরাম দাশস্য—সাং হজরী।

## মৌজা প্রঃ দীঘিরপারের ভরদ্বাজ গোত্র দাশবংশ

প্রবর=ভরদ্বাজ— আঙ্গিরস— বার্হস্পত্য।

এই গ্রামে মাত্র এক বাড়ীতে ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাশবংশ বর্ত্তমান আছেন। ইহাদের পূর্ব্ব বিবরণ আমাদের হস্তগত না হইয়া থাকিলেও সৎক্রিয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই বংশে বর্ত্তমানে শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র দাশ মহাশয় পং চৌয়ালিশের অলহা মৌজা নিবাসী ত্রিপুর গুপ্ত বংশীয় স্বনামখ্যাত সারদাচরণ গুপ্ত চৌধুরী মহাশয়ের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। এই বংশে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাশ প্রভৃতি জীবিত আছেন। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষের নামে পঞ্চখণ্ড পরগণায় কয়েকটি তালুক দৃষ্ট হয়। ইহাদের বাড়ী দাশের বাড়ী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

## পরগণা উচাইলের ব্রাহ্মণ ভুরা গ্রামের ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাশবংশ

প্রবর=ভরদ্বাজ—আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য

ঢাকা মহেশ্বরদী নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় শ্রীহট্ট জিলার উচাইল পরগণার ব্রাহ্মণডুরা গ্রামের কাশ্যপ গোত্রীয় প্রসন্নকুমার দেব চৌধুরীর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া গৃহজামাতারূপে ব্রাহ্মণডুরা গ্রামেই স্থিতি করেন। তাহার পরবর্ত্তীগণ এই গ্রামেরই অধিবাসী।

### বংশলতা

১। গোবিন্দচন্দ্র দাশগুপ্ত
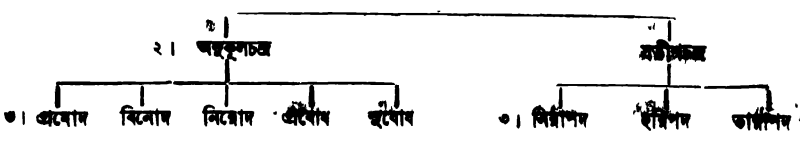
## পঞ্চখণ্ড কালা পরগণার দাশ গ্রামের ভরদ্বাজ গোত্র দাশ বংশ।

প্রবর = ভরদ্বাজ—আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য।

পঞ্চখণ্ড দাশ গ্রাম নিবাসী শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয়গণ আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে উক্ত পরগণার দাশগ্রাম শ্রীধর দাশ ও বড় বাড়ী মৌজার দাশ বংশের আদি পুরুষ ৺গঙ্গাদাশ প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া পঞ্চখণ্ড কালাপরগণার দাশউরা নামক গ্রামে আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

গঙ্গাদাশের তিন পুত্র, ভবানীদাশ, রাঘবদাশ ও শিবদাশ দাশউরা মৌজায় স্থায়ীভাবে বাস করেন। অবশেষে রাঘব দাশ ও শিবদাশের শাখা পঞ্চখণ্ড হইতে খারিজ পরগণায় বাহাদুরপুরের অন্তর্গত একটি স্থানকে শ্রীধর দাশ নামকরণে তথায় যাইয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। দাশগ্রাম ও শ্রীধর দাশ মৌজাদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী বটে। দাশবংশীয় লোকের বসতি হেতুই এই গ্রামদ্বয়ের নাম যথাক্রমে দাশগ্রাম ও শ্রীধর দাশ হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে দাশ বংশের কয়েক বাড়ী, বড়বাড়ী মৌজায় স্থানান্তরিত হয়। পঞ্চখণ্ড পরগণায় যথাক্রমে পাল চৌধুরী বংশ, দত্ত চৌধুরী বংশ, দাশ বংশ, সেন বংশ এবং গুপ্ত বংশীয় লোকের বসতি হইয়াছিল।

পূর্ব্বকালে দাশবংশের কেহ কেহ রাজকীয় ও অন্যান্যভাবে উচ্চ সম্মানিত ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহাদের নিজ নিজ বাড়ী কানুনগো, মুনসী, চৌধুরী ও মজুমদার বাড়ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করে।

পঞ্চখণ্ডে হাইস্কুল, টোল, ডাক্তারখানা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, ভিলেজ অথরিটি অফিস, বয়ন বিদ্যালয়, খাদি প্রতিষ্ঠান, ঋণদান সমিতি ও প্রসিদ্ধ হাট বিয়ানী বাজার প্রভৃতি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ দাশবংশের চেষ্টা উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে স্থাপিত হইয়াছিল।

দাশ গ্রামের ভবানী দাশের শাখায় চণ্ডীপ্রসাদ মুনসী একজন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন কালী সাধক পুরুষ ছিলেন। "নেতী ধৌতি" প্রভৃতি আদি দৈবিক অনেক ক্রিয়া তাঁহার নিত্য অভ্যাসগত ছিল। সাধক বাড়ী বলিয়া তাঁহার বাড়ী এখনও কথিত হইয়া আসিতেছে। তৎপুত্র গঙ্গাপ্রসাদ মুনসী পারশীতে একজন সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে চাকুরী করিতেন। তৎ পৌত্র গৌরচন্দ্র দাশ মোনসেফের কার্য্য করিতেন। তিনি ইংরাজী জানিতেন না বলিয়া পারশীতে মোকদ্দমার রায় লিখিতেন। উক্ত গৌরচন্দ্র দাশ মোনসেফেরই একমাত্র পুত্র স্বনাম খ্যাত পবিত্রনাথ দাশ।

বিষ্ণুপ্রসাদ দাশ কানুনগো তখনকার দিনে একটি সম্মানিত সরকারী চাকুরীতে ছিলেন—তৎপুত্র বরদাপ্রসাদ দাশ মহাশয় একজন প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও যত্নে বিয়ানীবাজার ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, সেই জন্য তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহারই নামে উক্ত ডাক্তারখানার নামকরণ হইয়াছে। বিয়ানী বাজার সাব রেজিষ্ট্রারী অপিসের সহিত বরদাপ্রসাদ দাশ মহাশয়ের স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য। তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় পঞ্চখণ্ড Rural রেজিষ্ট্রারী অপিস প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। জলঢুপে তিনি বহুদিন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়াছেন।

গৌরকিশোর দাশ মজুমদার একজন সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গগনচন্দ্র দাশ মজুমদার সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হইয়া কবিরাজী শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি জয়পুর-যোধপুর মহারাজ সভায় সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলীকে ন্যায় ও দর্শনাদির আলোচনায় চমৎকৃত করিয়া মহারাজা হইতে রৌপ্য পদকে খোদিত "বিষ্ণুদত্ত ব্রহ্মচারী" উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল জীবনের সূত্রপাত হওয়ার অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। মৃত্যুর পর কলিকাতার বঙ্গবাসী পত্রিকাতে তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল।

রামরতন দাশ কানুনগো একজন বিচক্ষণ ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র রমেশচন্দ্র দাশ ও উমেশ চন্দ্র দাশ উকিল। রামরতন দাশ উকিলের অগ্রজ রাজীবলোচন দাশের ২য় পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাশ করিমগঞ্জের একজন মোক্তার ছিলেন। রাঘব দাশের কোনও বংশধর জীবিত না থাকায় তাহাদের বিষয় কিছুই জানা যায় নাই।

শিব দাশের শাখা :—

শ্রীধরদাশ মৌজা নিবাসী গগনচন্দ্র দাশ, রজনীচন্দ্র দাশ, উপেন্দ্রচন্দ্র দাশ, সুরেশচন্দ্র দাশ, নলিনী মোহন দাশ, অমিয় ভূষণ দাশ বি. এস-সি.; বি. এল, ( অতিরিক্ত ডিপুটী কমিশনার, আসাম ), সুধাংশুমোহন দাশ বি. এ. জেইলার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

৺নন্দ কিশোর দাশ কানুনগো মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে পঞ্চখণ্ডে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইংরাজী নবীশ গিরীশচন্দ্র দাশ মহাশয়ের প্রধান শিক্ষকতায় তাঁহাদের বহির্বাটীতে একটি মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। কিছুকাল পর স্কুলটিকে বিয়ানীবাজারস্থ তাঁহার নিজ জায়গায় স্থানান্তরিত করেন। ৺কৃষ্ণকিশোর পাল চৌধুরী ও তৎপুত্র স্বনাম খ্যাত ৺কালীকিশোর পাল চৌধুরী বহুবৎসর স্কুলটি পরিচালনা করিয়াছিলেন। অতঃপর দাশগ্রাম নিবাসী কর্ম্মবীর পবিত্রনাথ দাশ মহাশয়ের হস্তে পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। প্রভাবশালী অক্লান্ত কর্ম্মী সর্ব্বজন প্রিয় পবিত্রনাথ দাশ মহাশয় উক্ত স্কুলের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজের চেষ্টা ও যত্নে নিজ হইতে বহু টাকা ব্যয়ে স্কুলের গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। পবিত্রনাথ এই স্কুলটিকে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত করিয়া জ্যেষ্ঠতাত হরগোবিন্দ দাশের নামে স্কুলটি "হরগোবিন্দ হাই স্কুল" নামকরণ করেন। বিয়ানী বাজারের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি মুখ্যতঃ তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারই সুযোগ্য পুত্র প্রমথনাথ দাশও পিতার ন্যায় দেশের হিতসাধনে ব্রতী আছেন। প্রোক্ত গিরীশচন্দ্র দাশ কানুনগো মহাশয়ের পুত্র সুরেশচন্দ্র দাশ কানুনগো রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমানে শিলং এ বাস করিতেছেন।

## বংশলতা

৭। মাণিকচন্দ্র (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
৮। গোলকচন্দ্র কালীচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র
৯। হরচন্দ্র
৯। হেমচন্দ্র কলাবিদ্যাবিশারদ
শশীমোহন
৬। গঙ্গাপ্রসাদ (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
৭। হরপ্রসাদ
৮। হরগোবিন্দ গৌরচন্দ্র ( মুন্সেফ্ )
৯। পবিত্রনাথ
১০। প্রমথ সুমথ

৫। রমানাথ ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৬। দুর্লভরাম
৭। রামবল্লভ রাধাবল্লভ রামশঙ্কর গোপীবল্লভ
৮। গৌরবল্লভ
৮। বিষ্ণুপ্রসাদ শ্রীবল্লভ বারবল্লভ
৯। বরদাপ্রসাদ
১০। বীরেন্দ্র ব্রজেন্দ্র বারীন্দ্র
১১। বিধু ইন্দু
১১। বিজয় বিনয় বনোয়ারী
১১। বিনোদ বঙ্কিম
বিশ্বনাথ
৭। সাহেবরাম
৮। গৌরকিশোর
৯। কালীকিশোর আনন্দ ঈশানচন্দ্র গগনচন্দ্র ( বিষ্ণুদত্ত ব্রহ্মচারী )
১০। অশ্বিনী
১০। প্রতিভা (কন্যা)

২য় পুরুষ রাঘবদাশ
৩। রামকৃষ্ণ
৪। প্রাণকৃষ্ণ
কেশবরাম
৫। হরেকৃষ্ণ
৫। শ্রীকৃষ্ণ
৬। জয়কৃষ্ণ রাজকৃষ্ণ গঙ্গাপ্রসাদ
৭। রায়কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ চন্দ্রকিশোর

৮। হরেকৃষ্ণ — প্রাণকৃষ্ণ

৯। নবকিশোর — নন্দকিশোর

৯। গিরীশচন্দ্র

১০। সুরেশচন্দ্র

১০। আনন্দকিশোর — তারাকিশোর

১১। সমরেন্দ্র — সুভাষ

৬। কামদেবরাম ( উপরোক্ত )

৭। কৃষ্ণজীবন — উদ্ধব — বিজয়

৮। কালিকাপ্রসাদ — যুগলকিশোর — ৮। গৌরচরণ

৯। নবীনচন্দ্র ( বীরশ্রী গ্রাম )

১০। নৃপেন্দ্র — নলিনী — চিত্তরঞ্জন — পটু

৫। গণেশরাম ( উপরোক্ত )

৬। রাজবল্লভ — রামবল্লভ — রাজবল্লভ — জানকীনাথ

৭। গোপীনাথ

৭। গুরুপ্রসাদ — মাণিকচন্দ্র ( পর পৃষ্ঠায় ) — উমেদচন্দ্র

৮। রাজেন্দ্রপ্রসাদ

৮। উত্তরাচন্দ্র — রেবতীরমণ — রজনীচন্দ্র বি. এ. — উপেন্দ্রচন্দ্র (পঃ পৃঃ)

৯। হিমাংশু — চিত্তরঞ্জন — বিজয়ভূষণ — ৯। অমিয়ভূষণ — অজিত — অমল — অশোক

৭। মাণিকচন্দ্র ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৮। মহিমচন্দ্র
গগনচন্দ্র
৯। মনোরঞ্জন সুখরঞ্জন সুময় সুধীর
৯। সুধাংশু
জ্যোতির্ম্ময় দেবব্রত সত্যব্রত চারুব্রত প্রেমব্রত
বি. এস্-সি., এম্. বি.
এম্. এস্-সি.
বি. এ
বি. এ
এম্. এস্-সি
১০। সুচিত অজিত দীপক
বি. এস্-সি.

৫। শ্যাম রাম (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
৬। খুশালরাম দেবীপ্রসাদ
৭। গৌরপ্রসাদ চণ্ডীপ্রসাদ রাধিকাপ্রসাদ কালিকাপ্রসাদ
৮। তারাপ্রসাদ
৯। কৃষ্ণকুমার কেদারনাথ
১০। নলিনী নীরোদ বিনোদ দেবেন্দ্র
১০। প্রভাতচন্দ্র কুমুদচন্দ্র
১১। বীরেশ কৃষ্ণপদ

৮। উপেন্দ্রচন্দ্র ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৯। সুরেন্দ্র শরদিন্দু মনোজ পূর্ণেন্দু বিমলেন্দু অমলেন্দু সুভাষ প্রবাস বিকাশ খোকা

# দত্ত প্রকরণ

সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
রাঢে বঙ্গে বরেন্দ্রেচ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশ॥

রাঢ, বঙ্গ ও বরেন্দ্র ভূমি এই তিন স্থলেই বৈদ্যদিগের মধ্যে সেন দাশ, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র ও রক্ষিত এই তেরটি ঘর প্রসিদ্ধ।

বৈদ্য সমাজে দত্ত বংশ দশ গোত্রে বিভক্ত। শাণ্ডিল্য, কৌশিক, কাশ্যপ, মৌদগল্য, পরাশর, আত্য আত্রেয়, অগ্নিবেশ্য, কৃষ্ণাত্রেয় ও ভরদ্বাজ। ( বৈদ্য জাতির ইতিহাস ৩২১ পৃষ্ঠা )

## ইটা পরগণার অন্তর্গত গয়ঘড় গ্রামের শাণ্ডিল্য দত্ত বংশ।

( তিন প্রবর - শাণ্ডিল্য—অসিত—দেবল )

গয়ঘড় মৌজার দত্ত বংশীয়গণের আদি পুরুষ রাঢ দেশের পশ্চিম বটগ্রাম হইতে হটায় আগমন করেন। ইহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বৈদ্য সন্তান।

( "বটগ্রাম লোধ্রবলো শাণ্ডিল্য দত্ত পত্তনে" চন্দ্রপ্রভা ৮ম পৃষ্ঠা )

রাঢীয় কুলগ্রন্থ "কুলদর্পণের" ৬২ পৃষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে আছে যে "মহারাজ বল্লাল সেনের ভয়ে আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাঢীয় সমাজের বটগ্রাম হইতে শাণ্ডিল্য দত্তবংশীয় তিন সহোদর মেদিনীধর, চক্রধর ও ধরাধর সর্ব্বপ্রথম শ্রীহট্টের ইটাপরগণায় তাঁহাদের কুলগুরু ও কুল পুরোহিত গুরাধর মিশ্র সহ গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। মেদিনীধর দত্ত ইটার অধিপতি নিধিপতির জনৈক পরবর্তী হইতে গয়ঘড় মোজায় কতক ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হন।"

কথিত হয় যে উক্ত তিন সহোদর মধ্যে চক্রধর দত্ত দত্তগ্রামে এবং ধরাধর দত্ত ত্রিপুরা জিলার কালিকচ্ছ চলিয়া যান। জ্যেষ্ঠ মেদিনীধর দত্ত গয়ঘড় মোজায়ই স্থিতি করেন। গয়ঘড়বাসী মেদিনীধর দত্তের পুত্রের নাম পদ্মনাভ, ইহার পুত্রের নাম বংশী দাস, তৎপুত্র বিজয়রাম, বিজয় রামের পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথের পুত্র পুরুষোত্তম, ইহার তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্গাবর হংসখলা গ্রামে একটি দীঘি খনন করেন। উহা "দুর্গাবরের দীঘি" বলিয়া অদ্যাবধি কথিত হইয়া আসিতেছে। মধ্যম পুত্রের নাম হরিনাথ, হরিনাথের পুত্র ভুবনানন্দ। ইহারই পুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ "ষষ্ঠিবর দত্ত।" ষষ্ঠিবর দত্ত গৌরীপাঠ সহ উমামহেশ্বর শিবের এক পাষাণ মূর্ত্তি বহির্ব্বাটীকার এক গৃহে স্থাপন করেন। অদ্যাপি চৈত্র সংক্রান্তি যোগে এই দেবতার সম্মুখে চড়ক পূজা হইয়া থাকে। ষষ্ঠিবর দত্ত কবি ও সুগায়ক ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক ভরাহপূজায় গানের নিয়ম প্রচলিত হয়। তিনি কবিতা ছন্দে একখানা "পদ্মাপুরাণ" গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার রচিত পদ্মাপুরাণ কেবল শ্রীহট্টের ঘরে ঘরেই প্রচলিত নহে, পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে এই গ্রন্থ পাওয়া যায়। রচনায় ভাব ও লালিত্যে এই পদ্মাপুরাণই সর্ব্বাদৃত। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে এই ভনিতা পাওয়া যায় "কহে ষষ্ঠিবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী জয়দেবী মনসার বর।" তালচর হাতে নিয়া নাচিয়া নাচিয়া পদ্মাপুরাণ গান গাওয়ার

নিয়ম এই ষষ্টিবর দত্তই এই দেশে সর্ব্বপ্রথম প্রচলন করেন। কথিত আছে বিষহরির বরে ষষ্টিবর বংশীয় কাহাকেও সর্প দংশন করে না এবং তাহারাও সর্পকে বধ করেন না। ষষ্টিবর দত্ত তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পুরস্কার স্বরূপ গৌড়ের বাদশাহ হইতে "গুণরাজ খান" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি যশোহর বৈদ্য সমাজে সম্বন্ধ করিয়া যশস্বী হয়েন। তাঁহার কন্যা ধন্বন্তরি কবি সেন বংশীয় মহাত্মা চতুর্ভুজ সেন বিবাহ করেন। এই চতুর্ভুজ সেন বৈদ্যকুল-পঞ্জী রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

ষষ্টিবর দত্তের চারিপুত্র। ইহারা পিতৃপ্রতিষ্ঠিত উমামহেশ্বর দেবতার একত্রে বাস করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের বাড়ী ও তৎ চতুষ্পার্শ্বের ভূম্যাদি উমামহেশ্বরের পূজক রামজীবন ঠাকুরকে অর্পণ করেন এবং কনিষ্ট ভ্রাতৃত্রয় গয়গড় গ্রামেই পৃথক বাড়ী নিম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ শতানন্দ দত্ত কানুনগো মহাসহস্র গ্রামে গিয়া বাস করেন। তাঁহার পৌত্র সোনারাম দত্ত বাটীর সম্মুখে এক দীঘি খনন করেন। ইনি ব্রাহ্মণগণকেও অনেক ভূমি দান করেন। সোনারাম দত্তের বংশধর সম্পদরাম দত্ত, শিবরাম দত্ত ও জীবনরাম দত্তের সময় পরিবার বৃদ্ধি হওয়ায়, শিবরাম দত্ত দাসপাড়া গ্রামে গিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে মহাসহস্র গ্রামে শ্রীসূর্য্য কুমার দত্ত কানুনগো ও দাসপাড়া গ্রামে শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত কানুনগো প্রভৃতি বাস করিতেছেন।

এই বংশীয় ৯ম পুরুষ রঘুদত্তের বংশধর ষোড়শ পুরুষ রঘুনাথ দত্ত গয়গড় গ্রাম হইতে চৌতলী পরগণার মাজডিহি গ্রামে মাতুলালয়ে যাইয়া তথায় বসবাস করেন। ইহার বংশধর পূর্ণচন্দ্র দত্ত কানুনগো।

গয়গড় গ্রাম হইতে রামকৃষ্ণ দত্ত কানুনগোর পুত্র গৌর কিশোর দত্ত কানুনগো পং মৌরাপুর, মাইজগাঁও মৌজায় যাইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। ইহার বংশে তথায় বর্ত্তমানে জগদীশ চন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র দত্ত ও শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত কানুনগো বাস করিতেছেন।

এই বংশীয় নবম পুরুষ রঘুদত্তের বংশধরগণ মধ্যে সদানন্দ দত্ত কানুনগো গয়গড় গ্রাম হইতে ভানুগাছ পরগণার মঙ্গলপুর নামক গ্রামে চলিয়া যান। বর্ত্তমানে শ্রীদীনেশ চন্দ্র দত্ত কানুনগো, শ্রীরতীশ চন্দ্র দত্ত কানুনগো বি.এ. প্রভৃতি মঙ্গলপুরে বাস করিতেছেন।

এই বংশীয় একাদশ পুরুষ সর্ব্বানন্দ দত্ত কানুনগো গয়গড় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দত্তগ্রামে যাইয়া বাড়ী নিম্মাণ করেন। তথায় তাঁহার পৌত্র শ্রীকামিনীকুমার দত্ত ও উপেন্দ্র কুমার দত্ত কানুনগো প্রভৃতি বাস করিতেছেন।

ষষ্টিবর দত্তের প্রথম পুত্র শতানন্দ দত্তের বংশধরের ষোড়শ পুরুষ কালীচরণ দত্ত কানুনগোর পুত্র গৌরচরণ দত্ত বাংলা পরগণার তিলাবীজুরা গ্রামে যাইয়া বাস করিতে থাকেন; তথায় তাঁহার বংশধর শ্রীসুন্দরী মোহন দত্ত কানুনগো প্রভৃতি জীবিত আছেন।

কিম্বদন্তী যে এই বংশের সপ্তদশ পুরুষ রাজকৃষ্ণ দত্ত, কানুনগো ভানুগাছ পরগণার বিক্রমকলস গ্রামে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। আরও প্রকাশ যে, এই বংশীয় অপর আর এক শাখা ভানুগাছ সুনাপুর চলিয়া যান। ইহাদের ব্যবসা নাকি গুরুতা, উপাধি অধিকারী, ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। এই বংশের পঞ্চদশ পুরুষ জয়গোবিন্দ দত্ত আলিনগর পরগণার আংশিক চৌধুরী এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নবল্লভ দত্ত উক্ত পরগণার আংশিক কানুনগো পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দুই সহোদর গয়গড় মৌজা পরিত্যাগ করিয়া হরিহরপুর প্রঃ নয়াগ্রাম যাইয়া বাসস্থান নিম্মাণ করেন এবং সর্ব্বমঙ্গলা দেবতা স্থাপন করেন। ১৮শ পুরুষে রত্নবল্লভ দত্ত কানুনগো বংশ নির্ব্বংশ হয়। তাঁহার বাড়ী বর্ত্তমানে সর্ব্বমঙ্গলার বাড়ী নামে খ্যাত। জয়গোবিন্দ চৌধুরীর বংশে বর্ত্তমানে ১৯শ পুরুষ শ্রীরাকেশ চন্দ্র দত্ত চৌধুরী ও শ্রীকামিনী কুমার দত্ত চৌধুরী তাঁহাদের পুত্রাদি সহ জীবিত আছেন।

গয়গড় গ্রামে বর্ত্তমানে শ্রীহট্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীতরণীনাথ দত্ত কানুনগো, বি. এল. নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া যশোভাজন হইয়াছেন। শ্রীসুরেশ চন্দ্র কানুনগো দিল্লীতে কৃষি বিভাগের একটি

উক্ত চাকুরিতে নিয়োজিত আছেন। এই বংশীয়গণের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই এখনও কিছু দেবতা বিগ্রহের নিত্য পূজা প্রচলিত রহিয়াছে। ইহারা সকলেই শক্তিমন্ত্রের উপাসক।

## বংশলতা

- ১০। কমলচরণ ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
  - ১১। গোপীনন্দন
    - ১২। চণ্ডীচরণ
      - ১৩। কালীপ্রসাদ
      - রামবল্লভ
        - ১৪। বিষ্ণুবল্লভ
          - ১৫। হরবল্লভ
            - ১৬। রামকৃষ্ণ
              - ১৭। গৌরকৃষ্ণ ( মৌরাপুর )
                - ১৮। হলধররাম
                  - ১৯। হরগোপাল
                    - ২১। রমেশ
                    - যোগেশ
                      - ২১। জগদীশ
                      - জ্যোতিষ
                    - প্রসন্ন
                      - ২১। প্রদ্যুম্ন
                - সদানন্দ
                - নিত্যানন্দ
              - প্রাণকৃষ্ণ
            - গোপালকৃষ্ণ
            - শ্যামকৃষ্ণ
              - ১৭। শম্ভু
              - কৃষ্ণ
              - শরৎ
          - রাজবল্লভ
        - রমাবল্লভ
        - গোপীবল্লভ
          - ১৫। গৌরীবল্লভ
          - রঘুনাথ
          - জানকীবল্লভ
            - ১৬। জগতবল্লভ
            - গুণবল্লভ
              - ১৭। গুরুচরণ
            - বীরবল্লভ
              - ১৭। বরদাচরণ
        - কৃষ্ণবল্লভ
    - সুবুদ্ধিচরণ
      - ১৩। মুটুকরাম
        - ১৪। বৈদ্যনাথ
        - আদিত্যনাথ
          - ১৫। আনন্দরাম
    - রাজীবচরণ
      - ১৩। সম্পদরাম

১ । লক্ষ্মীনাথ দত্ত ( ১৮৪ পৃষ্ঠার পর )

১৩। নারায়ণ  রূপরাম  মুকুন্দ  শ্রীনাথ

১৪। রামজীবন  অস্পষ্ট  কেশব  রাজারাম  ১৪। শম্ভুচন্দ্র (পর পৃষ্ঠায়)  জয়চন্দ্র

১৫। উদয়রাম  দুর্ল্লভরাম  ভবানন্দ

১৬। রাধাকৃষ্ণ  হরেকৃষ্ণ  নবকৃষ্ণ  ১৬। দেবীপ্রসাদ  ১৬। সদানন্দ (ভাদুগাছ)  সর্ব্বানন্দ (মঙ্গলপুর)

১৭। লালচন্দ্র

১৭। স্বরূপচন্দ্র  বিদ্যানন্দ  রামকৃষ্ণ  প্রাণকৃষ্ণ

১৮। কৃষ্ণচন্দ্র  কালীকিঙ্কর  ১৮। কমিনী  যামিনী

১৯। দীনেশ  যোগেশ  ১৯। রতীশ (নীচে)  ক্ষিতীশ  সতীশ  ১৯। শম্ভুনাথ

২০। দুর্গাপদ  শ্যামাপদ  ২০। অমিতাভ  গৌরী  অরুণাভ  ১৯। চিত্তরঞ্জন  অসিতরঞ্জন  নিশীথরঞ্জন  নীহাররঞ্জন  পৃথ্বীশরঞ্জন

২০। চিন্ময়

২০। জগদীশ  পৃথিশ  প্রমথেশ  গঙ্গেশ  গণেশ

১০। শ্রীরাম দত্ত (১৮৪ পৃষ্ঠার পর)

- ১১। রামভদ্র
  - ১২। গণেশ্বর (পর পৃষ্ঠায়)
  - বানেশ্বর
    - ১৩। রাজবল্লভ
      - ১৪। রমাবল্লভ
        - ১৫। গৌরীবল্লভ
      - জগতবল্লভ
    - প্রাণবল্লভ
      - ১৪। শ্রীবল্লভ
      - জানকীবল্লভ
  - নন্দেশ্বর
    - ১৩। রূপেশ্বর
      - ১৪। ভুবনেশ্বর
        - ১৫। রাঘব
          - ১৬। রাজীবলোচন
            - ১৭। রাধাগোবিন্দ
              - ১৮। বৈকুণ্ঠনাথ
            - রামগোবিন্দ
            - গৌরগোবিন্দ
            - ব্রজগোবিন্দ
          - বৈদ্যনাথ
          - রঘুনাথ (চৌতুলী)
            - ১৭। তারানাথ
              - ১৮। ঈশ্বর
                - ১৯। পূর্ণচন্দ্র
                  - ২০। প্রদীপ
              - ঈশান
        - কেশব
      - কুলদা
    - রত্নেশ্বর
    - বিশ্বেশ্বর
    - রামেশ্বর
- যদুনাথ
  - ১২। জগন্নাথ
    - ১৩। বিশ্বনাথ
    - বাণীনাথ
    - প্রাণনাথ

৯। ভুবনানন্দ (১৮৬ পৃষ্ঠার পর

১০। কবি ষষ্ঠীবর দত্ত (ইনি মুসলমান বাদশাহ হইতে গুণরাজ খাঁন উপাধি প্রাপ্ত হন)

১১। শতানন্দ রামচন্দ্র কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বর
(পর পৃষ্ঠায়) (১৯৩ পৃঃ) (১৯৩ পৃঃ)

১২। চান্দরায় শ্রীচন্দ্র তিলক উদয়চন্দ্র গোপীচন্দ্র দেবীচন্দ্র মুলুকচন্দ্র

১৩। শ্রীবল্লভ ১৩। গোবিন্দ ১৩। দ্বিপচন্দ্র ১৩। উত্তমচন্দ্র ১৩। প্রাণবল্লভ

১৩। রূপচন্দ্র গকুলচন্দ্র

১৪ রাজবল্লভ

১৩। সুনারায় রাধাবল্লভ গৌরীবল্লভ রাজবল্লভ
(পর পৃষ্ঠায়)

১৪। পুরুষরাম যাদবরাম জগদীশ মথুরা

১৪। ধনরাম সম্পদরাম

১৪। জগতরাম
(১৯০ পৃষ্ঠায়)

১৪। চান্দরাম ১৫। ধনরাম

১৫। ভরতরাম

১৫। শোভারাম

১৫ গোলাব রাম দুলাল রাম

১৫। জনার্দন কাঞ্চন নরোত্তম রসোত্তম

১৬। সাহেবরাম

১১। রামচন্দ্র দত্ত ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় পর )
১২। রমাপতি উমাপতি
প্রজাপতি
পশুপতি রুদ্রপতি ( নীচে )
১৩। চান্দরায়
১৪। রাজারায়
১৩। গকুলচন্দ্র রত্নেশ্বর প্রাণবল্লভ ১৩। নরহরি জয়হরি
(১৯২ পৃষ্ঠায়)
প্রাণহরি রামহরি
১৪। অনুপরাম
১৪। চান্দরায়
১৪। সুনা জগত রাজ রতি
রাম বল্লভ বল্লভ বল্লভ
১৫। কালিকাপ্রসাদ
১৬। মৃত্যুঞ্জয়
১৫। রঘুনাথ পেচাইরায় রামবল্লভ কানাইরায় গোলক
১৬। লালচন্দ্র গৌরচন্দ্র

১৩। রাধাবল্লভ ( পূব্ব পৃষ্ঠার পর )
১৪। দুর্লভরাম
যাদবরাম কুলরাম
১৫। রামরায় অনুপরায়
রতিরাম দুর্গারায় জনার্দ্দনরায়
১৫। শ্যাম বিনোদ
১৬। কালীচরণ
১৬। হরেকৃষ্ণ রামশরণ রূপ দ্বীপ মাণিক
১৬। রামকৃষ্ণ নন্দকিশোর
১৬। গোপী গোরী
বল্লভ বল্লভ
১৬। প্রাণকৃষ্ণ
১৭। হর যুগল
গোপাল কৃষ্ণ
১৭। রাজকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ
১৮। জয়কুমার প্রসন্নকুমার

১২। রুদ্রপতি দত্ত ( গয়ঘড় ) উপরোক্ত
১৩। হরিশ্চন্দ্র
বারাণসী কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল মধুসূদন যাদ
১৪। বলরাম ১৪। ঘনশ্যাম
১৪। দুর্লভ সম্পদ জগদীশ জানকী শ্রীনাথ বিশ্বনাথ বৈদ্যনাথ ১৩। সুনা শ্যাম প্রতাপ
( পঃ পৃঃ ) ( ১৯১ পৃঃ )
১৪। অনুপ
১৫। আনন্দ হরগোবিন্দ
১৫। হরিনাথ গোপীনাথ হরেকৃষ্ণ
( পর পৃষ্ঠায় )
১৫। তিলক কৃষ্ণ
১৬। রাজকৃষ্ণ চন্দ্র চন্দ্র
১৬। জগন্নাথ
১৬। হর সন্তোষ
গোপাল
১৭। শ্রীকৃষ্ণ

১৪। জগতরাম ( ১৮৮ পৃষ্ঠার পর )
১৫। প্রতাপরাম জীবনরাম সম্পদরায় ( মহাসহস্র ) শিবরাম ( দাশপাড়া )
১৬। জগদীশ মোহনচন্দ্র
১৬। সদানন্দ
১৬। সুন্দর সুবিদ সন্তোষ সুখদেব সর্ব্বানন্দ
১৭। জয়গোবিন্দ
১৭। শিব স্বরূপ শম্ভু
১৭। শ্রীকৃষ্ণ
১৭। সুধাচন্দ্র শ্যামচন্দ্র রামচন্দ্র
১৮। জগন্নাথ দীননাথ
১৮। সূর্য্যকুমার চন্দ্রকুমার
১৮। শরৎচন্দ্র ১৮। সারদাচন্দ্র ১৮। রাসচন্দ্র
১৯। দ্বারিকা মথুর পার্শ্বনাথ প্রিয়নাথ
১৯। সুরেশচন্দ্র
১৯। রাজেন্দ্র
২০। দিগেন্দ্র
১৯। সুধীর সুধাংশু সুবিনয় সুনীল সমরেন্দ্র
১৯। সতীশ সত্যেন্দ্র সীতেশ সুবোধ শৈলেন্দ্র সুধাংশু
২০। চুনী ভানু পানু গঙ্গেশ গণেশ

১৪। সম্পদ ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
১৫। সানন্দ কামদেব রামদেব বিনোদ
১৬। রূপরাম দুর্গা চণ্ডী কালী ভবানী দেবী
১৬। হরিপ্রসাদ রাজবল্লভ নীলকণ্ঠ ব্রজবল্লভ
১৬। দুলালকিশোর রমাবল্লভ
১৭। মুলুক ( নিরুদ্দেশ )
১৭। কালীকাপ্রসাদ
১৭। কালীচরণ
১৮। সারদা অযোধ্যা মথুরা ( ইনি দত্তক রাজেন্দ্রনাথ দাম, সাধুহাটী )

১৫। হরেকৃষ্ণ (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
১৬। গৌরকৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণ যুগলকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ
১৭। শ্যামকিশোর নবকিশোর কৃষ্ণকিশোর জয়কিশোর
১৭। রাজকুমার রামকুমার বিমলাচরণ অভয়াচরণ
১৮। নরেন্দ্রকিশোর
১৮। গিরিজা মহেন্দ্র শ্রীশ
১৮। অমরেন্দ্র বি, এস্ সি
১৯। নিকুঞ্জ নৃপেন্দ্র জিতেন্দ্র
১৯। সুনীলকান্তি শ্যামলকান্তি সরলকান্তি
১৯। অমল বিমল
১৯। পীযুষকান্তি প্রফুল্লকান্তি শ্রীমন্তকান্তি শ্রীকান্তকান্তি সলিলকান্তি

১৪। জানকী ( ১৮৯ পৃষ্ঠার পর )
১৫। জয়গোবিন্দ চৌধুরী (হরিহরপুর প্রঃ নয়াগ্রাম) ( নিম্নে )
রত্নবল্লভ ( কানুনগো ) হরিহরপুর প্রঃ নয়াগ্রাম ( ১৯২ পৃঃ )
মুকুন্দবল্লভ
রমাবল্লভ
রাজবল্লভ
শুভারাম
রাধাবল্লভ
১৬। রূপচন্দ্র
১৭। স্বরূপ মুলুক
১৮। গোবিন্দ ঈশ্বর গকুল প্রেমদয়াল
১৯। বসন্ত
২০। বীরেন্দ্র কামাখ্যা
১৬। কবি বল্লভ হরি বল্লভ শ্রীবল্লভ ( নিম্নে ) গৌরী বল্লভ
১৭। হর বল্লভ জগত বল্লভ
১৬। বীরবল্লভ বিদ্যাবল্লভ
১৭। তারানাথ
১৮। গুরুচরণ
১৯। প্যারী গিরিজা গিরীন্দ্র

১৬। শ্রীবল্লভ ( উপরোক্ত )
১৭। দীননাথ কমল ব্রজনাথ চন্দ্রনাথ কৃষ্ণনাথ বৈকুণ্ঠ দ্বারিকা
১৮। শশী দ্বিজেন্দ্র
১৯। শিশির তরুণ আশুতোষ
১৮। প্রমোদ
১৮। কুমুদবন্ধু

১৫। জয়গোবিন্দ ( উপরোক্ত )
১৬। রাজীবলোচন কমলাকান্ত রাঘবানন্দ মাধবানন্দ কাশীনাথ যাদবানন্দ
১৭। রামলোচন
১৭। করুণাকান্ত উঃ দ্বীপচন্দ্র বামনারাইন কান্তনারাইন
১৮। কৃষ্ণনারাইন প্রসন্নকুমার ( চিরকুমার )
১৮। কালীকুমার রামকুমার
১৯। কামিনী
২০। কেতকী
১৯। রাকেশ
২০। রবীন্দ্র রথীন্দ্র

১৩। গোকুলচন্দ্র (গয়ঘড়) ১৮৯ পৃষ্ঠার পর

১৪। মুটুকরাম — বলরাম — গোপীনাথ

১৫। ব্রজবল্লভ, শ্রীরাম, কালীচরণ, শ্যামানন্দ (মুটুকরামের পুত্র)

১৫। ভবানীপ্রসাদ (বলরামের পুত্র)

১৫। অনন্তরাম, কার্ত্তিকরাম, ধনরাম (গোপীনাথের পুত্র)

১৬। মাণিকচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র (নিঃ), লালচন্দ্র, কিশোর, মুলুক, দ্বীপ

১৬। স্বরূপ, গোপাল

১৬। শিবনারায়ণ, হরিপ্রসাদ, কালিকাপ্রসাদ

১৬। জগন্নাথ, বিশ্বনাথ

১৭। ঈশানচন্দ্র, নবীনচন্দ্র

১৭। ভারত, ভৈরব, স্বর্গা

১৭। ইন্দ্রকুমার

১৭। কুঞ্জকিশোর

১৮। নগেন্দ্র, যোগেন্দ্র, শশীন্দ্র

১৮। তরণীনাথ বি এল., ধরণীনাথ এম্. এ., বি এল.

১৯। সুধীর, ক্ষিতীশ

১৯। সুধেন্দু বি এ.

১৯। জ্যোতিন্ময়, জ্যোৎস্নাময়, জগদিন্দু, জগজ্জ্যোতি

১৯। তরুণকান্তি এম এস-সি, তপনকান্তি, তুষারকান্তি বি এস সি, তাপসকান্তি, তড়িৎকান্তি, তমালকান্তি

১১। বিশ্বেশ্বর দত্ত ( গয়গড় ) ১৮৮ পৃষ্ঠার পর

১২। ভূপতি ভৃগুপতি (পর পৃষ্ঠায়) রঘুপতি শ্রীপতি রতিপতি

১৩। মধুসূদন কামদেব ১৩। শ্রীরাম কেশবরাম মুটুকরাম গোবিন্দরাম তিলকরাম

১৪। যজ্ঞরাম রামজীবন নন্দরাম ভোলারাম যশুরাম ১৪। শোভারাম

১৫। অনুপরাম ১৫। রাজুরায় রামেশ্বর সুনারায়

১৫। রূপনাথ বৈদ্যনাথ হরেকৃষ্ণ ১৬। রাধাকৃষ্ণ

১৬। মুলুক ১৬। দ্বিপচন্দ্র গৌরচন্দ্র হরিচন্দ্র ১৬। সাহেবরাম রঘুনাথ ধনরাম

১৭। শিবপ্রসাদ ১৭। দীননাথ

১৮। তারিণীচরণ অভয়াচরণ অম্বিকাচরণ পার্ব্বতীচরণ শ্যামাচরণ মহেন্দ্রচরণ

১৯। সুরেশচন্দ্র রমেশচন্দ্র ১৯। অরবিন্দ অজিত অনিল গোপাল নেপাল রাখাল ১৯। পবিত্র প্রমথ ১৯। কানাই বলাই

২০। সুব্রত সত্যব্রত দেবব্রত প্রিয়ব্রত শুভব্রত ১৯। সুখময় সুখেশ বুলু

( ষষ্ঠীবর দত্তের ঘর সমাপ্ত )

## ইটা পরগণার দত্ত গ্রামের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দত্ত বংশ।

তিন প্রবর = শাণ্ডিল্য—অসিত—দেবল

ইটার প্রসিদ্ধ শ্যামরায় দেওয়ানের পূর্ব্বপুরুষ চক্রধর দত্ত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাঢ় দেশের বটগ্রাম হইতে আগমন পূর্ব্বক ইটায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বাসস্থান দত্তগ্রাম নামে খ্যাত হয়। চক্রধর দত্তের আগমন সম্পর্কে গয়গড় দত্তবংশ আখ্যায়িকায় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

চক্রধর দত্তের পুত্র জগন্নাথের নবম পুরষে হরবল্লভ দত্তের জন্ম হয়। হরবল্লভ দত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি দেশের পাটোয়ারী পদে নিযুক্ত হন। পাটোয়ারী রাজস্ব বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী। ইঁহারা বেতন পাইতেন না। তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। এই হরবল্লভের প্রার্থনা মূলেই ইটা, কানিহাটী, বরমচাল ও লংলার স্বতন্ত্র কানুনগো পদ সৃষ্ট হয়। হরবল্লভ পাটোয়ারী পদ হইতে ইটার কানুনগো পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই হরবল্লভ দত্তের পুত্র শ্যামরায় পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব কার্য্যালয়ে কোন একটি নিম্ন পদে নিযুক্ত হইয়া নিজ কার্য্য তৎপরতায় ও বুদ্ধিবলে অল্পকালের মধ্যেই ভাগলপুরের দেওয়ানের পদে উন্নীত হইয়া বহুকাল সম্মানের সহিত উক্ত পদে অধিষ্টিত ছিলেন। তিনি ইটা হইতে আলিনগর পরগণা খারিজ করিয়া আলিনগরের চৌধুরাই সনন্দ আনয়ন করেন। তিনি গয়গড় গ্রামের জয়গোবিন্দ দত্তকে আলিনগরের চৌধুরাই স্বত্বের আংশিক এবং রত্নবল্লভ দত্তকে আলিনগরের আংশিক কানুনগো পদ প্রদান করেন।

---

মন্তব্য: শ্রীহট্ট সদরের কানুনগো লোদী খাঁ ও জাহান খাঁ প্রভৃতিই শ্রীহট্টের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জাহান খাঁ আশৈশব কানুনগো ও দীর্ঘজীবি ছিলেন। তৎপর তাঁহার পুত্র কেশওয়ার খাঁ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের কানুনগো নিযুক্ত হন। তিনি সাধারণের নৌকা চলাচলের সুবিধার জন্য লালাবাজারের পশ্চিমে "বাবনা" নদী হইতে "আমিরাদি নদী" পর্য্যন্ত একটী খাল কর্ত্তন করাইয়া দেন। ইহা "কেশরখালী" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কেশওয়ার খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা হায়াৎ খাঁ কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। হায়াৎ খাঁর মৃত্যুর পরে কেশব খাঁর পুত্র মহাতাব খাঁ উক্তপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহার সময় হইতেই কানুনগোর ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

শ্যামরায় স্বগ্রামে একটী দীঘি কাটাইবার জন্য নবাবের নিকট প্রার্থনা করেন। নবাব তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে প্রস্তাবিত দীঘি খননের মজুর দেওয়ার জন্য তরপ, বানিয়াচঙ্গ, ইটা, বালিশিরা, সাতগাঁও, সমসেরনগর ভানুগাছ, লংলা, ঢাকাদক্ষিণ ও পঞ্চখণ্ড পরগণা প্রভৃতির জমিদার ও কানুনগো গণের উপর পরওয়ানা জারি করিলে, উক্ত পরগণা সকলের জমিদারবর্গ নিজ নিজ অধীনস্থ মজুর পাঠাইয়া দেওয়ায় দেওয়ানের ইচ্ছামত এক বৃহৎ দীঘি খনন করা হয়। ইহা "দেওয়ান দীঘি" বলিয়া খ্যাত হয়। এই দীঘির কার্য্য ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। দেওয়ান দীঘি অদ্যাপি শ্যামরায় দেওয়ানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেওয়ান শ্যামরায় পুনরায় মুর্শিদাবাদে গমন করেন। কিন্তু তিনি আর এতদ্দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই ; ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্যাম রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লালা বিনোদ রায় অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন। সাধারণে তিনি লালা নামে খ্যাত হন। ইঁহার কোন পুত্র সন্তান জাত না হওয়ায় তাঁহার বিশাল ভূসম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য স্বজাতি কৃষ্ণরাম দত্তের পুত্র রামনাথকে রাজবল্লভ এবং গয়গড় নিবাসী রঘু দত্ত শাখার রমাবল্লভ দত্তের দ্বিতীয় পুত্রকে আনন্দ রায় নামকরণে একসঙ্গে দুইটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। লালা বিনোদ রায় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। দশসনা বন্দোবস্ত কালেও তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ে শ্যাম রায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্পদ রায়ের একমাত্র পুত্র রত্নবল্লভ দত্ত কানুনগো ও দেওয়ান শ্যাম রায়ের একমাত্র পুত্র রঘুনন্দন ওরফে রামকান্ত দত্ত চৌধুরী জীবিত ছিলেন। হরবল্লভ দত্তের ত্যজ্যবিত্ত ও তৎ পুত্রগণের অর্জ্জিত সমস্ত ভূসম্পত্তিই লালা বিনোদ রায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল।

দশসনা বন্দোবস্তকালে লালা বিনোদ রায় আলিনগর পরগণার ১৮ নং তাং স্বীয় ১ম পোষ্যপুত্র "রাজবল্লভ রায়" নামে এবং ইটা পরগণার ১৭ নং তাং তাঁহার দ্বিতীয় পোষ্য পুত্র "আনন্দ রায়" নামে বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। জানা যায় এই তালকাতের রাজস্ব ২২০০০৲ টাকা ছিল। এই সকল তালুকের ভূমির পরিমাণ নিয়া পারিবারিক কলহের সূত্রপাত হয়। এই কারণে লালা বিনোদ রায় দত্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে গমন করেন। তথায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লালার মৃত্যু হয়। বর্ত্তমানে লালা বিনোদ রায় চৌধুরী শাখায় শ্রীরসময় দত্ত চৌধুরী, শ্রীরাকেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী ও মনোরঞ্জন দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি ভবানীনগরে বাস করিতেছেন।

সম্পদ রায় কানুনগোর পৌত্র রাজীব রায় কানুনগো হরবল্লভ দত্তের দীঘির উত্তর পারে পৃথক একটি বাড়ী তৈয়ার করিয়া তথায় চলিয়া যান। বর্ত্তমানে শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, পরেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ঐ বাড়ীতে বাস করিতেছেন। সম্পদ রায় কানুনগোর অপর পৌত্র কালীচরণ রায়ের বংশধর শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কানুনগো প্রভৃতি মূলবাড়ীতেই বাস করিতেছেন। দেওয়ান শ্যাম রায় চৌধুরীর বাড়ীতে শ্রীঅনিলকুমার দত্ত চৌধুরী, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি বাস করিতেছেন। ইহারা দেওয়ানের স্থাপিত কালী দুর্গা মূর্ত্তির নিত্য পূজা পরিচালনা করিতেছেন।

চক্রধর দত্তের চতুর্থ পুরুষ শ্রীমৎ রায়ের একমাত্র কন্যা পং চৌয়ালিশ নিবাসী শক্তি গোত্রীয়

---

মন্তব্য: নবাবী আমলে ইটা পরগণার চৌধুরাই স্বত্বের মালিক ছিলেন রাজা সুবিদ নারায়ণের বংশধরগণ এবং কানুনগো পদ ছিল নন্দীউড়ার অর্জ্জুন বংশের। নন্দীউড়া নিবাসী বাণেশ্বর অর্জ্জুন সর্ব্বপ্রথম ইটা পরগণার কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধরগণ হরবল্লভ দত্তের কানুনগো পদ প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কানুনগো পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ইটার কানুনগো পদ হরবল্লভ দত্তের পর তাঁহার পুত্র সম্পদরাম দত্ত প্রাপ্ত হন। ইনিই ইটা পরগণার শেষ কানুনগো। ইটা হইতে সমসেরনগর পরগণা খারিজ হইলে ঐ পরগণার চৌধুরাই পদ মনসুর নগরের দেওয়ান বাড়ী এবং পঞ্চেশ্বর মৌজা নিবাসী সম্পদরাম সেন সমসের নগর পরগণার কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। সম্পদ রাম সেন হইতে তিলকরাম সেন কানুনগো পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে আলিনগর খারিজ হইয়া গেলে দেওয়ান শ্যামরায় আলিনগরের চৌধুরাই পদ প্রাপ্ত হন।

সায়নানন্দ সেন বিবাহ করিয়া তিনি শ্বশুর গৃহেই বসবাস করিতে থাকেন। মৌলবীবাজারের উকিল শ্রীউমেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি উক্ত সায়নানন্দের বংশধর বটেন।

সপ্তম পুরুষ বাণেশ্বর দত্ত শাখায় ত্রয়োদশ পুরুষ চন্দ্র নাথ দত্ত কানুনগো গৃহ-জামাতা রূপে পং চৌয়াল্লিশ মৌং দলিয়ায় যাইয়া বসবাস করেন। তথায় তাহার পুত্রদ্বয় শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত কানুনগো ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কানুনগো বাস করিতেছেন।

এই বংশীয় সারদাচরণ দত্ত কানুনগো লংলা পরগণার শঙ্করপুর গ্রামে চলিয়া যান। তথায় বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র শ্রীশিশিরকুমার দত্ত কানুনগো উকিল প্রভৃতি বাস করিতেছেন।

## বংশলতা

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত কুলদর্পণ নামীয় গ্রন্থের ৫৭৬ পৃষ্ঠার লিখিত মত চক্রধর দত্ত হইতে ৮ম পুরুষ মহেশ্বর দত্ত পর্য্যন্ত লিখিত হইল।

৯। গদাধর প্রঃ লক্ষ্মীকান্ত (পূর্ব্বপৃষ্ঠার পর)

১০। হরবল্লভ কানুনগো রাজবল্লভ ১৯৯ পৃষ্ঠায়)

১১। সম্পদরাম দত্ত (কানুনগো) শ্যামরায় চৌধুরী দেওয়ান (১৯৮পৃঃ, লালাবিনোদ রায় চান্দরায় সুনারায় ভবানীনগর (১৯৮ পৃঃ)

১২। রত্নবল্লভ উং ফুলরায়

১৩। রাজকৃষ্ণ রাজীব (নীচে) হরেকৃষ্ণ সদানন্দ কালীচরণ শিবরাম রামস্বরূপ

১৪। গৌরীশঙ্কর রাধাচরণ ১৪। দুলাথরাম স্বরূপরাম ১৪। বৈদ্যনাথ

১৪। কালিকাপ্রসাদ দুর্গাপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ বিষ্ণুপ্রসাদ চন্দ্রনাথ

১৫। কৃষ্ণ প্রসাদ কালী কুমার আনন্দ কিশোর রাম কুমার

১৫। রমেশ দীনেশ রাকেশ

১৬। রণধীর রণেন্দ্র অমলেন্দু

১৫। রমণ উমেশ দেবেশ নরেশ

১৬। নিশিকান্ত নিরোদরঞ্জন নিখিলেশ

৮। নন্দীশ্বর দত্ত ( কানুনগো ) ১৯৬ পৃষ্ঠার পর

৯। জগদীশ মুকুন্দরাম মাণিকরাম বলভদ্র

১০। সম্পদরাম

১০ হরিনারায়ণ রামনারায়ণ

১১। রতিরাম

১২। চন্দ্রনাথ ১১। শিবরাম রামশঙ্কর মহেশরাম ১১। হীরা রাম চান্দ রাম ভবানীপ্রসাদ গোপীবল্লভ

১২। জয়নারায়ণ

১২। প্রতাপরাম দুর্লভরাম খুসালরাম সাহেবরাম

১৩। রূপনারায়ণ

১৩। স্বরূপনারায়ণ

১৩। সর্ব্বানন্দ সদানন্দ বিদ্যানন্দ

১৪। শরৎ ভরত নবীন সারদা ( জাতিচ্যুত )

১৫। নরেন্দ্র

১৫। বিপুল ভূপেন্দ্র

১৫। সতীশ ক্ষিতীশ রতীশ শ্রীশ

১৬। বীরেশ্বর

১৬। রঞ্জিৎ রণেন্দ্র

৮। বাণেশ্বর দত্ত কানুনগো ( ১৯৬ পৃঃ পর )

৯। পুরুষরাম    গঙ্গারাম

১০। কেশবরাম    রঘুরাম    রাঘবরাম    ১০। গোবিন্দরাম    রামগোবিন্দ

১১। চান্দরাম দুর্লভরাম    ১১। বিজয়রাম    কৃষ্ণরাম    ১১। কুলরাম কৃষ্ণরাম    ১। রাম বল্লভ   জানকী বল্লভ   জগত বল্লভ   ব্রজ বল্লভ   রাজ বল্লভ

১২। রত্নবল্লভ সানন্দরাম    ১২। কালিকা প্রসাদ    শিব প্রসাদ    ১২। রামশঙ্কর ভবানীশঙ্কর কালীশঙ্কর রামনাথ    ১। হরি বল্লভ   রাজ বল্লভ   গৌর বল্লভ

১৩। সদয়রাম    ১৩। রামশরণ    ১৩। গিরীশ

১৩। কালী প্রসাদ    কৃষ্ণ প্রসাদ    কামাখ্যা প্রসাদ    ১৩। কাশীনাথ বিশ্বনাথ ভোলানাথ

১৪। রাজনারায়ণ

১৪। রামনারায়ণ

১৪। চন্দ্রনাথ    মথুরানাথ    জগন্নাথ
( ইনি চৌয়াল্লিশের দলিয়া গমন করেন )

১৫। উপেন্দ্রনাথ    মহেন্দ্রনাথ

১৬। চিত্তরঞ্জন

১৬। মিহির    নৃপেন্দ্র

৮। শরণেশ্বর দত্ত ( ১৯৬ পৃষ্ঠার পর )

৯। জগদানন্দ মাধবানন্দ ভবানন্দ

১০। রামনাথ

১০। হরিশ্চন্দ্র ( পরপৃষ্ঠায় ) গোপীনাথ

১১। তিলকরায় কালীরাম

১১। জীবনরাম

১২। মনারাম ধনারাম শিবরাম রাম রাম যুগল রাম গঙ্গারাম

১২। বিশুরাম

১২। সুনারাম রাজারাম সাহেব রাম গোপালরাম মোহনরাম

১৩। রামনাথ

১৩। গুণবল্লভ

১৩। সুবুদ্ধি নীলকণ্ঠ

১৩। চণ্ডিপ্রসাদ

১৪। দুর্গাপ্রসাদ

১৪। কালিকাপ্রসাদ নবকিশোর ওরফে টেকই রায়

১৫। নগেন্দ্রকিশোর

১৬। সুধীর সুকুমার সুধন্ত সুশান্ত সুনীল

১৭। দেবিদাস কৃষ্ণদাস শিবদাস

## বেজুড়া, জগদীশপুর, মুড়াকরি প্রভৃতি মৌজা নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্র দত্ত বংশ।

প্রবর = ভরদ্বাজ—আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য।

এই দত্ত বংশ শ্রীহট্ট বৈদ্যসমাজে সুপরিচিত। এই বংশের জগদীশপুর নিবাসী রথীনাথ দত্ত চৌধুরী বি. এল, মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ জীবদত্ত অনুমানিক ১২৬৮ শকাব্দে রাঢ় দেশের বটগ্রাম হইতে পূর্ব্ব দেশে আগমন করেন কিন্তু পূর্ব্ব দেশের কোন্ স্থানে কখন তিনি আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন তাহা নির্ণয় করা যায় না।

জীবদত্তের পূর্বদেশে আগমন করার পরবর্ত্তী চারি পুরুষ সম্বন্ধে কোন অতীত বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। জীবদত্তের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীমন্ত দত্ত স্বীয় গুরু ও পুরোহিতাদিসহ বেজুড়া গ্রামে আসিয়া একটী দীর্ঘিকা খনন পূর্ব্বক নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ ক্রমে গৃহ দেবতা শ্রীশ্রীবাসুদেবের ধাতুময় বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপন করেন। শ্রীমন্ত দত্তের পৌত্র অর্জ্জুন দত্ত অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলমান বাদশাহ সরকার হইতে বেজুড়া পরগণার স্বাধীন চৌধুরাই ও বালাদস্তখতের (প্রথম দস্তখতের) অধিকার সূচক সনন্দ লাভ করেন। এই জলৌশ ১৯ মহরমের লিখিত মির আবু তুরাবের মোহরযুক্ত পার্শী সনন্দের বাংলা অনুবাদে দেখা যায়, বেজুড়া পরগণার বালাদস্তখতের অধিকার ইতিপুর্ব্বে পুর্ব্বোক্ত অর্জ্জুন দত্তেরই ছিল। অর্জ্জুনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যাম দত্ত, ইহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত, সন্তোষের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জগদীশ ও ভ্রাতা রামভদ্র দত্ত বালাদস্তখতের ক্ষমতা প্রদায়ী সনন্দ লাভ করেন। এই রামভদ্র দত্ত সাধারণের নৌকা চলাচলের নিমিত্ত বেজুড়া গ্রাম হইতে পশ্চিমাভিমুখী ক্ষোয়দহ নদী পর্য্যন্ত একটী খাল কর্ত্তন করেন। অদ্যাপি ইহা "রামভদ্রের খাল" বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত রামভদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র রত্নেশ্বর ও রতিনন্দন এবং জগদীশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজবল্লভ দত্ত এই তিন ব্যক্তি এক সংযোগে বালাদস্তখত করিতেন। তৎপর রতিনন্দনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পরাণ দত্ত ও রামভদ্রের পুত্র রত্নেশ্বরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রঘুনাথ ও জগদীশের পুত্র রাজবল্লভের সঙ্গে বালাদস্তখতের ক্ষমতা সম্বলিত সনন্দ লাভ করেন।

প্রোক্ত রতিনন্দন চৌধুরীর পুত্রগণ বেজুড়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা জিলার কালিকচ্ছ গ্রামে চলিয়া যান। তথায় তাঁহাদের বংশধর বর্ত্তমানে শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত চৌধুরী ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও শ্রীসুধীরচন্দ্র দত্ত চৌধুরী জিলা-জজ, শ্রীসুকুমার দত্ত চৌধুরী, শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত চৌধুরী, শ্রীমণিভূষণ দত্ত চৌধুরী, শ্রীইন্দুভূষণ দত্ত চৌধুরী, শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত চৌধুরী বি, এল, প্রভৃতি বাস করিতেছেন।

রতিনন্দনের পুত্রগণ কালিকচ্ছ গ্রামে চলিয়া গেলে রাজবল্লভ ও রঘুনাথ "রাজ—রঘু" নামে বালাদস্তখত করিতেন। ইঁহাদের মৃত্যু হইলে রাজবল্লভের পুত্র রাম বল্লভ ও রঘুনাথের পুত্র রঘুয়ানন্দ "রাম—রঘু" নামে, তৎপর ইঁহাদের পুত্রগণ যথাক্রমে রামপ্রসাদ ও রামসন্তোষ "প্রসাদ—সন্তোষ" নামে পুরুষানুক্রমে চৌধুরাই ও বালাদস্তখতের অধিকার প্রদায়ী সনন্দ লাভ করেন। দশনা বন্দোবস্ত কালে রামপ্রসাদ দত্তের ও রামসন্তোষ দত্তের দখলীয় তালুকের ভুমি ১নং তালুক "প্রসাদ—সন্তোষ" হিস্যে রামবল্লভ ও হিস্যে রামসন্তোষ নামকরণে সর্ব্বত্র পরিচিত হয়।

বেজুড়া পরগণার বেজাডুবা, নারাইনপুর, হরিশ্যাম ও বুল্লা মোজার কুম্ভকারগণ উক্ত পরগণাস্থিত নিম্নভূমি হইতে অবাধে মাটী সংগ্রহ করিয়া রন্ধন কার্য্যের উপযোগী হাড়ি পাতিল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। বর্ত্তমানে এই প্রথাও রহিত হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

অনেক পূর্ব্বে বেজুড়া পরগণায় প্রধান চারিটী হিন্দু বংশ ছিল, তাহা হইতে জাতি ধ্বংস হইয়া আরো কয়েকটী মুসলমান বংশ হয়। ইঁহারা সকলেই বেজুড়া পরগণার অধিকাংশ ভূমির মালিক ছিলেন। এই চারি বংশ যথা:—(১) জগদীশপুরের ও বেজুড়ার দত্তচৌধুরীগণ; (২) ছাতিয়াইনের চন্দ চৌধুরীগণ, (৩) নিজবেজুড়া বরগ ও ইটাখলার নন্দীমজুমদারগণ, (৪) সুরমার দেব চৌধুরীগণ;—ইহাদেরে খণ্ড জমিদার বলে।

পারিবারিক কলহ মূলেই হউক কিংবা অন্য কোনও কারণেই হউক পুর্ব্বোক্ত জগদীশ দত্ত চৌধুরী অথবা তৎপুত্রগণ বেজুড়া গ্রাম পরিত্যাগে রঘুনন্দনপাহাড়ের পশ্চিম পাদমূলে আসিয়া আপন বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এই বসতিস্থান ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান নিয়া "জগদীশপুর" নামকরণে একটী গ্রামের সৃষ্টি করেন।

এই বংশে রামবল্লভ শাখায় শ্রীহট্টের পেস্কার রাজকুমার দত্ত একজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শ্রীহট্ট সহরের কাষ্টঘর মহল্লাস্থ নিজ বাসায় বহু অনাথ ছাত্র থাকার স্থান দান করিয়া অনেকের মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ৺ধরণীনাথ দত্ত বি. এল. একজন সদালাপী ও সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। ৺প্রিয়নাথ দত্তএম.এ. বি.এল.

এড্‌ভোকেট কলিকাতা থাকিয়া ওকালতি করিতেন। তিনি বিপন্ন শ্রীহট্টবাসীর নানা প্রকার সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। এই শাখায় ষোড়শ পুরুষ ৺রমেশচন্দ্র দত্ত একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। জগদীশপুর নিবাসী শোভারাম দত্ত চৌধুরী শাখায় পঞ্চদশ পুরুষ ৺গিরীশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী একজন তেজস্বী, ন্যায়পরায়ণ ও আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর পরলোকগত রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী বি. এল. ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ৺জগতচন্দ্র দত্ত চৌধুরী হবিগঞ্জের উকিল ছিলেন। উক্ত রায়বাহাদুর ৺যোগেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরীর পুত্রগণের বদান্যতায় জগদীশপুর হাইস্কুল ও একটী ইষ্টকালয় যুক্ত লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। তাঁহাদের এই দানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বিদ্যালয়টী "যোগেশচন্দ্র হাইস্কুল" নামে অভিহিত করা হয়। এই শাখায় উমেশচন্দ্র দত্ত একজন দেশবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন; একদা ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর ইটাখলা রেলষ্টেশনে ইহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৺নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত চৌধুরী বি, এল, মহাশয় শ্রীহট্টের একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। তিনি কয়েকবার অস্থায়ী মোনসেফের কাজও করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন সময় যে সকল নেতাদের উদ্‌যোগে শ্রীহট্টে ন্যাশনেল স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল নিকুঞ্জ বিহারী তাঁহাদের অন্যতম। ইহারই সুযোগ্য পুত্র শ্রীবিনোদ বিহারী দত্ত কণ্ট্রেকটার, শ্রীকুমুদ বিহারী দত্ত ওরফে মাখন দত্ত উকিল ও শ্রীনলিন বিহারী দত্ত বি, এ। এই শাখায় পঞ্চদশ পুরুষ হরিশ্চন্দ্র দত্ত চৌধুরী প্রকাশিত ভকা চৌধুরী একজন সাহসী তেজস্বী ও ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি রঘুনন্দন পাহাড়ের বিখ্যাত খুনের মোকদ্দমায় অন্যতম আসামী ছিলেন এবং বিচারে বেকসুর খালাস পান। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী মোক্তার ছিলেন, ইহারই পুত্র শ্রীরেবতীকান্ত দত্ত চৌধুরী কলিকাতায় ডাক্তারী ব্যবসা করিতেছেন। এই শাখার উপেন্দ্রনাথ দত্ত একজন নীতিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া সাধারণে প্রকাশ, ইহার পুত্রগণ শ্রীঅরবিন্দ দত্ত চৌধুরী বি. এ. ও শ্রীফণীন্দ্র চন্দ্র দত্ত এম. এ.। হরিনারায়ণ দত্ত শাখায় শ্রীবিশ্বরঞ্জন দত্ত বি.এল. পুলিস বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী।

এই বংশের দশম পুরুষ উদয় মাণিক্য দত্ত চৌধুরী বংশের রামবিষ্ণু দত্ত চৌধুরী পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া তরপ পরগণার সুলতানসী গ্রামে চলিয়া যান। তথায় তাঁহার কোনও বংশধর আছেন কি না জানা যায় না।

এই শাখার একাদশ পুরুষ ঈশ্বর প্রসাদ দত্ত চৌধুরী ত্রিপুরা জিলার ফান্দাউক গ্রামে চলিয়া যান। তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে গিরীশচন্দ্র দত্ত একজন খ্যাতনামা ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

রামভদ্র দত্ত চৌধুরীর পুত্র রতিনন্দন দত্ত বেজুড়া গ্রাম পরিত্যাগে ত্রিপুরা জিলার কালিকচ্ছ গ্রামের অধিবাসী হইয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত রামভদ্র দত্তের অপর পুত্র হরবল্লভ দত্ত বেজুড়া গ্রামে স্থিতি করেন। এই শাখার চতুর্দ্দশ পুরুষ কাশীনাথ দত্ত ইংরাজ আমলের প্রথমাবস্থায় লস্করপুরের মোনসেফ ছিলেন। তিনি অপুত্রক বিধায় স্বীয় বাড়ী ও দীঘি সহ প্রায় ১০/ হাল ভূমি নৈয়ায়িক শ্রীগোপীরমন তর্করত্নের পূর্ব্ববর্ত্তীকে দান করিয়া কাশীবাসী হন।

এই বংশীয় ষষ্ঠ পুরুষ কালাচাঁদ দত্ত বংশে কালিকাপ্রসাদ, সোনারাম ও কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত বেজুড়া গ্রাম পরিত্যাগে লাখাই পরগণার মুড়াকরি গ্রামে গমন করেন। তথায় তাঁহাদের নামানুসারে তিনটি তালুক সৃষ্টি হয়।

এই বংশের কবিবল্লভ দত্ত চৌধুরী বেজুড়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বানিয়াচঙ্গ পরগণার দত্তপাড়া মৌজার অধিবাসী হন।

(বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গমোহন সেনশর্মা বিরচিত কুলদর্পণ নামীয় গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় ২য় পর্য্যায়ে লিখিত আছে যে হবিগঞ্জের অন্তঃপাতী বেজুড়া পরগণাস্থিত জগদীশপুরের দত্ত:চৌধুরীগণের আদিপুরুষ দক্ষিণ রাঢ় হইতে মহারাজ বল্লাল সেনের ভয়ে শ্রীহট্টে আগমন করেন।)

বংশলতা
১। জীবদত্ত
২। গোপাল
৩। বশিষ্ঠ
৪। গৌরা হাজারী
দুর্গাবর ভাস্কর কল্যাণ রাখাল প্রতাপ
জাতি ধ্বংস
৫। রূপ নারায়ণ
৫। কর্ণ খাঁ ভাগ্যবন্ত দেবচাঁদ নারায়ণ নবরঙ্গ খাঁ
৬। মুরারী
৭। কায়েত খাঁ
৬। জগদানন্দ শ্রীমন্ত কালাচাঁদ দত্ত ( ২০৮ পৃষ্ঠায় )
৮। জয়ানন্দ
৭। শ্রীবল্লভ গজেন্দ্র
৯। সুবিদ সম্পদ
৮। অর্জ্জুন দত্ত
৮। যশোবন্ত শ্রীরাম
১০। প্রাণ বল্লভ রমা বল্লভ
১০। শুভরাজ রাজারাম
৯। মুকুন্দ
৯। শ্যাম সন্তোষ রামভদ্র ( ২০৬ পৃষ্ঠায় )
৯। মদন দামোদর
১০। রঘুনন্দন গোপাল
১০। আদিত্য
১১। দেবীপ্রসাদ
১০। জগন্নাথ
১০। জগদীশ
উদয়মানিক্য (২০৭ পৃষ্ঠায় )
১১। রাজবল্লভ জগতবল্লভ ( পর পৃষ্ঠায় ) রমাবল্লভ অনন্ত শুকদেব ( ২০৫ পৃষ্ঠায় )
১২। রাজকিশোর
১২। রামবল্লভ রত্নবল্লভ
১৩। রামপ্রসাদ শ্যামাপ্রসাদ
১৩ আনন্দরাম রামেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র
১৪। রামকুমার শিবকুমার
১৪। রামনাথ কাশীনাথ
১৫। রাজকুমার
১৫। ভারতচন্দ্র
১৫। দুর্গাচরণ তারিণীচরণ অভয়াচরণ
১৫। প্রাণনাথ দ্বারিকনাথ মথুরানাথ দয়ানাথ (পর পৃঃ)
১৬। রমেশ
১৬। যজ্ঞেশ্বর
১৬। দক্ষিণাচরণ
১৬। অশ্বিনী (পোষ্য)
১৬। ধরণীনাথ বি. এল্
১৭। নিরেশ হৃষিকেশ নৃপেশ অনিমেষ সত্যেশ দীনেশ
১৭। মণীন্দ্র ফণীন্দ্র এম. এ. বি. এল এডভোকেট
১৭। জীতেন্দ্রেশ্বর ভুবনেশ্বর সত্যেন্দ্রেশ্বর বীরেন্দ্রেশ্বর গোপেশ্বর নগেন্দ্রেশ্বর শৈলেন্দ্রেশ্বর

১৫। দয়ানাথ ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
১৬। সীতানাথ
প্রিয়নাথ এম. এ. বি. এল
এডভোকেট
পরেশনাথ
১৭। সুধীর
সুবোধ
১৭। অজিত
কনক
প্রদ্যোৎ
১৭। দীপক
আলোক

১১। জগতবল্লভ দত্ত ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
১২। জয়নারায়ণ
১৩। জয়গোবিন্দ
জয়কিশোর
জয়গোপাল
হরেকৃষ্ণ
১৪। যুগলকিশোর
জয়চন্দ্র
১৪। দীনবন্ধু
দয়ালবন্ধু
জগবন্ধু
১৪। জগতবন্ধু
১৫। জয়তারক
১৫। জয়নাথ
১৫। জগতকুমার
জয়কুমার
১৬। জগতপালক জগতজীবন শ্রীমন্ত নলিনী
১৬। যোগেন্দ্রনাথ
সুরেন্দ্রনাথ
১৭। জগদীশ
১৭। সুধাংশু
১৭। বিশ্বরঞ্জন বি, এল, চিত্তরঞ্জন
১৭। জ্যোতির্ম্ময় সজ্জিৎ

১১। সুখদেব দত্ত ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
১২। সোনারাম
শোভারাম
১৩। কেবলকৃষ্ণ
সুবলকৃষ্ণ
(পর পৃষ্ঠায়)
সূর্য্যমণি
১৪। হৃদয়কৃষ্ণ নবকৃষ্ণ বৃন্দাবন কালীকৃষ্ণ
কালীকুমার ১৪। কমলকৃষ্ণ উদয়চন্দ্র ভৈরবচন্দ্র ঈশানচন্দ্র
১৫। কামিনীকুমার
১৫। উপেন্দ্র শশীন্দ্র যতীন্দ্র দেবেন্দ্র মহিম প্রসন্ন
বিপিন ১৫। গিরীশ চন্দ্র যোগেশ চন্দ্র জগতচন্দ্র
বি. এল ১৬। যতীন্দ্র
১৬। প্রবোধ
১৬। বিধুভূষণ ইন্দুভূষণ
রায়বাহাদুর
ডিঃ ম্যাঃ
১৬। সুকুমার
জয়কুমার
১৭। নরেশ সমরেশ শৈলেশ

৯। রামভদ দত্ত (বেজোড়া) ২০৪ পৃষ্ঠার পর

১০। রত্নেশ্বর
রামকৃষ্ণ
হরিবল্লভ (বেজোড়া)
রতিনন্দন (কালিকচ্ছ)

১১। রঘুনাথ
১১। কৃষ্ণজীবন রামকান্ত
১১। রত্নবল্লভ (২০৭ পৃঃ) রাজারাম
১১। খুশাল
পরাণ

১২। রঘুনন্দন
১২। কবিবল্লভ (বানিয়াচঙ্গ)
১২। কৃষ্ণরাম
১২। শ্রীবল্লভ ব্রজবল্লভ গোপীবল্লভ

১৩। রামসন্তোষ
১৩। কেবলকৃষ্ণ
১৩। যুগল কিশোর নব কিশোর
১৩। শিবচন্দ্র (২০৭ পৃঃ) কীর্ত্তিচন্দ্র

১৪। জীবনকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ
১৪। ভোলানাথ
১৪। গৌরচন্দ্র

১৫। রমণকৃষ্ণ গগনকৃষ্ণ প্রয়াগকৃষ্ণ (উকিল, হাইলাকান্দি)
১৫। দিগেন্দ্র
উপেন্দ্র

১৬। সুশীলচন্দ্র ডিঃ মাঃ সুধীরচন্দ্র জিলাজজ সুকুমার
১৬। বিনয়ভূষণ বি এ. মণিভূষণ বি.এ. ইন্দুভূষণ

১৭। বিজয় বিবেক
১৭। বিভূতি শিবাজী

১১। রত্নবল্লভ (বেজোড়া) পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর
১২। জয়বল্লভ
কীর্ত্তিবল্লভ
১৩। শিবচরণ
১৩। রামসন্তোষ কাশীনাথ জগন্নাথ
১৪। কাশীনাথ গৌরমোহন
১৪। হরনাথ ঈশানচন্দ্র
১৫। রাজমোহন মদনমোহন
১৫। কৃষ্ণচন্দ্র
১৬। বিপিনমোহন
১৬। গিরীন্দ্র

১০। উদয়মাণিক্য ( ২০৪ পৃষ্ঠার পর )
১১। ঈশ্বরপ্রসাদ (ইনি ত্রিপুরা জেলায় ফান্দাউক গ্রামে গমন করেন) গঙ্গাপ্রসাদ
১২। আজ্ঞাপ্রসাদ রামপ্রসাদ
১২। কালিকাপ্রসাদ বিষ্ণুপ্রসাদ
১৩। কাশীনাথ
১৩। রামচন্দ্র
১৩। রামবিষ্ণু
(ইনি তরফের সুলতানসী গ্রামে গমন করেন)
১৪। পীতাম্বর
১৪। শরৎচন্দ্র
১৫। গিরিশচন্দ্র ( ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট
মহেশচন্দ্র

১৩। শিবচন্দ্র ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
১৪। ভৈরবচন্দ্র
সদয়চন্দ্র
উদয়চন্দ্র
১৫। চন্দ্রকুমার
১৫। কৈলাসচন্দ্র
১৫। অভয়াচন্দ্র
১৬। অতুলচন্দ্র
১৭। অনিলচন্দ্র
বি.এল.
অবনীচন্দ্র অবিনাশচন্দ্র

৬। কালাচাঁদ দত্ত ( ২০৪ পৃষ্ঠার পর )
৭। বিজয়রাম
৮। বিক্রমরাম
রঞ্জিতরাম
শোভারাম ( মুড়াকরি )
৯। হরিচন্দ্র রামচন্দ্র কাশীচন্দ্র
৯। মহেশ
৯। শ্যামরাম ( নীচে )
১০। শ্রীচন্দ্র শ্রীবল্লভ ১০। জীবন মঙ্গলা
কৃষ্ণ নন্দ
১০। ভাগ্যমন্ত সুবিদ
১১। রঘুনাথ ১১। রামেশ্বর ( মুড়াকরি )
১২। কৃষ্ণচন্দ্র
কালিকাপ্রসাদ
সোনারাম
১৩। গৌরকিশোর
১৩। রঘুনাথ
১৩। হরগোবিন্দ
১৪। কালীকুমার
১৪। শরৎ গোলক প্রকাশ
১৪। গোপীনাথ ( মুড়াকরি )
১৫। প্রভাত
১৫। রাজকুমার প্রসন্ন
১৫। প্রমোদ
১৫। কুঞ্জমোহন ঈশ্বরচন্দ্র কৈলাসচন্দ্র চন্দ্রমোহন
১৬। শশীন্দ্র সুরেন্দ্র ১৬। অক্ষয় অমর
১৬। রমেশচন্দ্র সুরেশচন্দ্র
১৬। মহানন্দ
১৭। রবীন্দ্র সত্যেন্দ্র বি.এ.
১৭। সুশীল শিশির সমীরণ মোক্তার
১৭। সুশীতল সুশীল নরেশ ১৮। রথীন্দ্র আনন্দ অচিন্ত্য অসিত গোপাল
৯। শ্যামরাম ( উপরোক্ত )
১০। উদয়রাম
মদনরাম
১১। চন্দ্ররাম
১১। রামচন্দ্র ভরতচন্দ্র
১২। যাত্রাধর
১২। কৃষ্ণচন্দ্র
১২। ভবানীপ্রসাদ জগদীশ
১৩। কুলরায়
১৩। সুন্দরানন্দ
১৪। রাধাচরণ দশরথ
১৪। প্রকাশ বিনোদ গঙ্গাচরণ মথুরাচন্দ্র
১৫। গৌরকিশোর ১৫। রাজচন্দ্র
১৫। রামচন্দ্র
১৫। মহেন্দ্র
১৫। বিশ্বনাথ কেশব
১৬। পূর্ণচন্দ্র

## উচাইল পরগণার চারিনাও মৌজা, তরফ পরগণার হরিহরপুর মৌজা এবং মৌরাপুর পরগণার ফেঁচুগঞ্জ নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্র দত্ত বংশ।

প্রবর = ভরদ্বাজ—আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য।

চারিনাও, হরিহরপুর ও ফেঁচুগঞ্জ নিবাসী এই দত্ত বংশীয়গণ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কালিকচ্ছ মৌজার ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভোলানাথ রায়ের বংশধর বলিয়া পরিচিত।

বর্ত্তমান পুরুষ হইতে কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে এক ব্যক্তি কালিকচ্ছ গ্রাম হইতে ইছাপুরা আগমন করেন। এবং তথা হইতে পরে ইহার পরবর্ত্তী এক ব্যক্তি উচাইল পরগণার চারিনাও মৌজায় আগমন করেন। ইঁহার কি নাম ছিল তাহা জানা যায় না। চারিনাও গ্রাম নিবাসী শিলং প্রবাসী এ বংশীয় যামিনীকান্ত দত্ত রায় মহাশয় একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বটেন। তাঁহার ছয় পুত্রের নাম শ্রীদেবপ্রসাদ, শ্রীপীযুষকান্তি, শ্রীপান্নালাল, শ্রীজহরলাল, শ্রীহীরালাল ও শ্রীঅজয়কুমার। এই শাখায় শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত রায় কলিকাতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। শ্রীবিপিনচন্দ্র দত্ত রায়, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত রায় ও শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ তাঁহাদের সম্মান প্রতিপত্তি স্থিরতর রাখিয়া চারিনাও গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

এই বংশীয় কমলকৃষ্ণ দত্তরায় নামীয় এক ব্যক্তি তরফ পরগণার সিউরীকান্দি গ্রামে আসিয়া স্বীয়নামে একটি তালুক সৃষ্টি করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রামজয় দত্ত রায় বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার নাবালক পুত্রদ্বয় মনোরঞ্জন দত্ত রায় ও নীহাররঞ্জন দত্তরায় বি, এ, মহাশয়গণকে নিয়া সিউরীকান্দি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া হরিহরপুর প্রকাশিত সেনেরগাঁও মৌজায় যাইয়া তদীয় শ্বশুরালয়ের নিকট একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বদ্ধমূল হয়েন। তদবধি তাঁহারা হরিহরপুর গ্রামের অধিবাসী।

এই বংশের ফেঁচুগঞ্জবাসী বর্ত্তমান প্রাচীন ব্যক্তি শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত রায়ের পিতা ৺উমেশচন্দ্র দত্ত রায় মহাশয় বিগত ৬৫—৭০ বৎসর পূর্ব্বে ষ্টিমার কোম্পানীর কার্য্য উপলক্ষে কালিকচ্ছ গ্রাম হইতে ফেঁচুগঞ্জ আক্রমণ করেন। তদবধি তাঁহার পরবর্ত্তীগণ ফেচুগঞ্জের অধিবাসী। কালিকচ্ছ গ্রামে ও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীর ভদ্রাসন বর্ত্তমান আছে। ইঁহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তির বিষয় শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরায় সুপরিচিত শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত রায় মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে কালিকচ্ছ গ্রামের জগত রায়ের দীঘির অংশ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত প্রকাশচন্দ্র দত্ত রায় সন ১৩০৬ বাংলায় পূর্ব্বোক্ত সিউরীকান্দি গ্রাম নিবাসী রামজয় দত্তরায় হইতে খরিদ করিয়া নিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই দীঘির নাম বীরেশরায়ের দীঘি বলিয়া খ্যাত। ৺বীরেশচন্দ্র দত্ত রায় মহাশয় শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ইহা হরিহরপুর নিবাসী মনোরঞ্জন দত্ত রায়ের লিখা হইতেও সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কারণাধীন উচাইলের চারিনাও নিবাসী শ্রীযামিনীকান্ত দত্ত রায় প্রভৃতি ফেঁচুগঞ্জবাসী শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত রায় এবং হরিহরপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত রায় প্রভৃতি যে একই বংশ সম্ভূত ইহা অভ্রান্তভাবে বলা যাইতে পারে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত রায় মহাশয় তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ রামনারায়ণ দত্ত রায় হইতে তাঁহাদের বংশাবলী আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।

## বংশলতা

## পরগণা পঞ্চখণ্ডের সুপাতলা গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় দত্ত বংশ

প্রবর—কৃষ্ণাত্রেয়—বশিষ্ট—আত্রেয়।
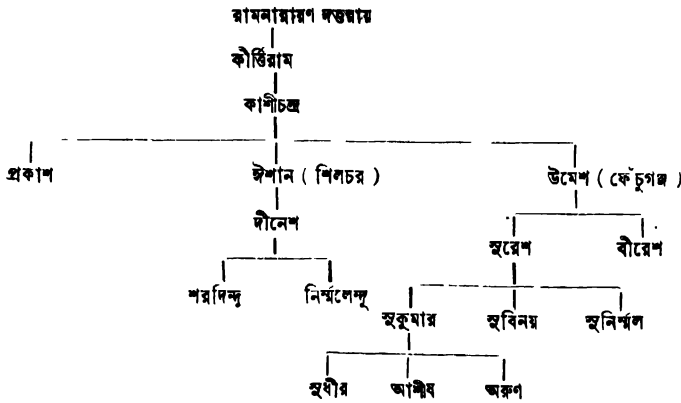
সুপাতলা মৌজার দত্তবংশ অতি প্রাচীন এবং সম্মানিত বংশ ; ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী। কুলদর্পণ নামীয় রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকার ২১৫ পৃষ্ঠায় এই বংশ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বহু চেষ্টা করিয়া ও এই বংশের কোনও প্রাচীন বিবরণ এই বংশীয় চৌধুরীগণের কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হই নাই ; সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের উত্তরার্দ্ধ ৩য় ভাগ ৩য় অধ্যায়ের ১৭২ পৃষ্ঠায় যে সামান্য তথ্য এই বংশ সম্বন্ধে লিখা আছে তাহাই আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"পঞ্চখণ্ডের পাল ও দত্ত বংশ এ সাবডিবিসনের অতি প্রাচীন। পাল বংশের এক কি দুই পুরুষ পরে শ্রীমান দত্ত প্রথমে পঞ্চখণ্ডে উপনিবিষ্ট হন বলিয়া কথিত হয়। দত্ত বংশের খ্যাতি প্রতিপত্তিও সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমরা সুপাতলার কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় এই সুপ্রাচীন দত্ত বংশের কোন বিবরণই জ্ঞাত হইতে পারি নাই।"

"রিচির দত্তচৌধুরীগণ" সুপাতলার দত্তবংশের এক শাখা সম্ভূত। সুপাতলার এই সুবিখ্যাত দত্তবংশের জনৈক খ্যাতিমান পুরুষের নাম "সরিদত্ত" ছিল। ইহার প্রভাব প্রতিপত্তির হেতু অনেকেই ইহাকে দত্ত বংশ—প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জানেন। ইদানীং এই বংশে গোপীনাথ দত্ত চৌধুরী ও যুগলকিশোর দত্ত চৌধুরী প্রভৃতির উদ্ভব হয়। পঞ্চখণ্ডের ১৯ হইতে ২৪ নং তালুকগুলি দত্ত বংশীয় ব্যক্তিগণের নামেই আখ্যাত ও বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

পঞ্চখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ৺বাসুদেব দেবতার বাড়ী এই দত্ত বংশীয় গণের বাড়ীর অতি সন্নিকটে অবস্থিত। শ্রীসজীব চন্দ্র দত্ত চৌধুরী, শ্রীযামিনীকুমার দত্ত চৌধুরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, শ্রীগৌরীকুমার দত্ত চৌধুরী, শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়গণ সুপাতলা গ্রামে সসম্মানে বাস করিতেছেন।

## বংশলতা

১। শ্রীমান দত্ত ( সুপাতলা )
২। শ্রীনিধি দত্ত
মাধবরাম দত্ত
( পর পৃষ্ঠায় )
যদুভব দত্ত
( ২১৩ পৃষ্ঠায় )
৩। রামভদ্র
৪। রঘুনাথ
কমলাকান্ত
৫। চণ্ডিপ্রসাদ
শঙ্করদাস
৫। ভবানীদাস
রামদাস
(নীচে)
রামেশ্বর
৬। শ্রীবল্লভ
। সমুদ্র পার্ব্বতী রুদ্র রমাকান্ত রমাপতি
৬। মধুসূদন
গোবিন্দপ্রসাদ অনন্ত
৬। রঘুনাথ জীবনরাম
৭। রাধারাম
৭। গঙ্গাপ্রসাদ
৭। জয়রাম পরাণরাম
৭। দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণ মাধব
৭। আনন্দ সানন্দ
৭। কৃষ্ণ প্রসাদ বিষ্ণুপ্রসাদ
৮। আতারাম
৮। সানন্দ রাম রাজারাম রতন রাম
৮। রাম কান্ত জুড়া রাম গৌবী কান্ত
৮। রাজনারায়ন কৃষ্ণগোবিন্দ
৯। দেবিপ্রসাদ
১০। দুলালচন্দ্র

৫। রামদাস ( উপরোক্ত )
৬। রামনাথ শ্রীনাথ
কাশীনাথ
যদুনাথ বিশ্বনাথ জগন্নাথ
৭। সম্পদ
৭। কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণজীবন
৭। বিনোদরাম জীবনরাম গঙ্গাপ্রসাদ
৮। শিবপ্রসাদ
৮। গৌরীপ্রসাদ
যশোমন্ত
(পর পৃষ্ঠায়)
৯। সুবিদ
সুন্দর
অজ্ঞাত
৯। গোপীনাথ ( পর পৃষ্ঠায় )
১০। রাধামোহন
১০। জগমোহন কৃষ্ণমোহন রামমোহন
১০। দুর্গাচরণ মুলুক মানিক দীপ
১১। প্রসন্নকুমার ( পঃ পৃঃ ) কালীকুমার
চন্দ্রকুমার ইন্দ্রকুমার সূর্য্যকুমার
১২। সুকুমার
১২। কামিনী কৃষ্ণকুমার কামদা
১২। চরিত্রকুমার শিশির কুমার চিত্তরঞ্জন সুনীল কুমার
১৩। অরুণকান্তি
১৩। কিরনেন্দু কমলেন্দু পিন্টু

১১। প্রসন্নকুমার ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
১২। গৌরীকুমার
প্রদ্যুম্ন
প্রভাত
১৩। গজেশ গুরুসদয় নীহার
১৩। প্রীতিময় প্রমোদ প্রবোধ প্রতুল প্রতাপ
১৩। পীযুষকান্তি পরিতোষ প্রেমতোষ

৯। গোপীনাথ ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
১০। নবকিশোর
যুগলকিশোর তারাকিশোর হরকিশোর
১১। সতীশচন্দ্র নবীনচন্দ্র
১১। গুরুচরণ হরকালী
সজীব যোগেশ যতীন্দ্র
১২। সত্যেন্দ্র শৈলেন্দ্র
১২। হীরালাল হীরেন্দ্র বি. এ. হরিপদ হরিজয় হর্ষনাথ
১২। সমরেন্দ্র সুবিনয় সুনির্ম্মল
১৩। সুবল সুপ্রিয় সদানন্দ
১২। জগদানন্দ জ্যোৎস্নাময় যশোদা যোগানন্দ জীবানন্দ যদুনন্দন পূর্ণানন্দ

৮। যশোমন্ত দত্ত ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৯। দুর্গাপ্রসাদ
শ্যামসুন্দর
১০। প্রাণকিশোর
১০। গৌরকিশোর
নন্দকিশোর
১১। গিরীশচন্দ্র
১১। নরেন্দ্র
নীরোদ
১২। গিরিজা সুরজা
১২। নগেন্দ্র নৃপেন্দ্র
১২। ফণীন্দ্র
১৩। সুধীর
১৩। গোপীকা রতীশ
১৩। নির্ম্মলেন্দু ব্রজেন্দু অমলেন্দু বিমলেন্দু
১৩। বাপ্পা
১৩। কল্যাণ

২। মাধবরাম দত্ত ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৩। রূপরাম যাদবরাম
৪। সুনারাম
৪। পরমানন্দ
৫। রামেশ্বর
( পর পৃষ্ঠায় )

৫। রামেশ্বর (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

৬। নারায়ণ বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর বারাণসী

৭। নরহরি শ্রীহরি সানন্দ ৭। চাড়ু জগন্নাথ ৭। গকুল তিলকরাম ৭। রাধারাম খণ্ডদত্ত জগদীশ রূপেশ্বর

৮। জুড়ারাম ৮। জুড়ারাম

৮। কেশব হাড়ি ৮। শান্তরাম রাজবল্লভ ৮। খুশাল রাম সুনা প্রসাদ চণ্ডি ৮। জীবন রাম রূপ রাম দুর্গাপ্রসাদ

৯। যশোমন্ত গোপাল

৯। নীলরাম

৮। কিনাই জগদীশ বিজয় মাধব প্রতাপ

৯। রামকৃষ্ণ

৯। শ্যামরায় সাহেব রাম দেবীপ্রসাদ কেবল কৃষ্ণ ৯। সুন্দর রাম উমেদ রাম মোহন রাম মুক্তারাম

১০। রাজকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ

১০ কালীনাথ ১০। রাধা নাথ ব্রজ নাথ ১০। মাণিকরাম

১১। তারকচন্দ্র (রায়বাহাদুর)

১১। রজনী রামচন্দ্র রাজেন্দ্র

১২। হরিপদ

## রিচি পরগণার কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় দত্তবংশ।

প্রবর = কৃষ্ণাত্রেয় — বশিষ্ঠ = আত্রেয়।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে এই বংশ পঞ্চখণ্ডের সুপাতলাবাসী দত্ত বংশীয়গণের এক শাখাসম্ভূত। এই বংশের খ্যাতি প্রতিপত্তিও সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রিচিতে হিন্দু ভদ্রলোকের বসতি ছিল না। জনৈক মুসলমান জমিদার তখন রিচি পরগণার মালিক ছিলেন। কারণাধীন পঞ্চখণ্ড সুপাতলার জনৈক দত্তচৌধুরী এই স্থানে আসিয়া বাস করেন ও কতক ভূমির মালিক হন। তরফ নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ দত্ত চৌধুরীর পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া রিচিতে আসিয়া বাস করেন।

নবাগত দত্ত চৌধুরীর পুত্র ও পৌত্রগণ অচিরকাল মধ্যেই রিচির প্রায় ছয়পণ অংশের মালিক হইয়া পড়েন। তৎপর জয়গোবিন্দ চৌধুরীর সময় সমস্ত পরগণা দত্তবংশের হস্তগত হয়। জয়গোবিন্দের পুত্রগণের নাম জয়গোপাল ও জয়নারায়ণ। ইঁহারা পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। জলা ও প্রান্তর ভূমি বলিয়া তদঞ্চলে স্বভাবতই দস্যুভীতি ছিল। কিন্তু জয়নারায়ণের প্রতাপে তৎকালে এই অঞ্চলে দস্যুর নাম শুনা যাইত না। তাঁহার গৌরবময় জীবনকালের পরিমাণ মাত্র ৩৮ বৎসর। ইঁহারই বংশধরগণ রিচিতে সসম্মানে বাস করিতেছেন। এই বংশীয়গণের জমিদারী বর্ত্তমানে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

এই বংশে বহু কৃতী পুরুষের উদ্ভব হয়। বাহুল্যভয়ে তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কতিপয় ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত চৌধুরী হবিগঞ্জে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ৺মথুরচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, রজনীকান্ত চৌধুরী বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন। ৺ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত বি. এল, শ্রীহট্টের উকিল ছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীদ্বিজেন্দ্রমোহন দত্ত হবিগঞ্জের একজন বিখ্যাত উকিল, তিনি সরকারী ও বেসরকারী বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। শ্রীনৃপেন্দ্র মোহন দত্ত এম, এ, শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, শ্রীসত্যেন্দ্র মোহন দত্ত ও শিলচরবাসী শ্রীবিপিনচন্দ্র দত্তচৌধুরী মহাশয়গণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বটেন। এই বংশীয় শ্রীঅজিত কুমার দত্তচৌধুরী পূর্ব্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগ তদন্তকারী স্পেসিয়েল অফিসার নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের প্রত্যেক বাড়ীতেই নিজনিজ গৃহ দেবতা বিগ্রহের নিত্য পূজা প্রচলিত আছে।

এই বংশীয়গণের বংশাবলীর নকল আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

## ঢাকাদক্ষিণের কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় দত্তবংশ।

প্রবর = কৃষ্ণাত্রেয়—বশিষ্ট = আত্রেয়।

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ঢাকাদক্ষিণ পরগণায় হৃদয়ানন্দ দত্ত নামীয় এক ব্যক্তি বর্ত্তমান দত্তরালী গ্রামের পূর্ব্বাংশে আসিয়া বাস করেন। দত্তগণের বাসস্থান বলিয়া এই গ্রামের নাম দত্তরালী হইয়াছে। সুপাতলা ও রিচির দত্তবংশীয়গণ এবং দত্তরালীর দত্তবংশীয়গণ সমগোত্রীয়, জানি না ইঁহারা সকলেই এক বংশীয় কি না।

হৃদয়ানন্দের পুত্রের নাম নয়নানন্দ; ইঁহার তিন পুত্র; দৈবকীনন্দন, দেবীদাস ও বিপুলানন্দ। তিন ভ্রাতা গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে টীলা ভূমিতে স্ব স্ব বাড়ী প্রস্তুত করেন। দৈবকীনন্দনের বাড়ীর নাম পূর্ব্বপাড়া, দেবীদাসের বাড়ীর নাম মাঝপাড়া এবং বিপুলানন্দের বাড়ীর নাম উত্তরপাড়া বলিয়া খ্যাত। দৈবকীনন্দন তাঁহার বাড়ীর নিকটে যে দীঘি খনন করিয়াছিলেন তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। দৈবকীনন্দনের পুত্র

শ্রীনাথ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। ঢাকাদক্ষিণে প্রাচীনকালাবধি চারিদস্তখত প্রচলিত আছে। যথা :—শ্রীনাথ, কবি, দিল মোহম্মদ, নবি।

শ্রীনাথের বংশ বলিতেই ৺রায় বাহাদুর কালীকৃষ্ণ দত্তচৌধুরীর বংশ বুঝায়। মোগল সম্রাট হইতে এই বংশীয়গণ চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হয়। এই বংশীয়গণ স্বগোত্রীয় পুরোহিত আনিয়া কানিসাইল মৌজায় স্থাপন করেন। দেশে মহাপুরোহিত না থাকায় শ্রীনাথ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ হইতে একজনকে মহাপুরোহিত নিয়োগ করিয়া ঢাকাদক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীনাথের ষষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ কালিকাপ্রসাদ দত্তচৌধুরী একজন প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। তৎপুত্র ৺রায়বাহাদুর কালীকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী একজন নিষ্ঠাবান ও মিষ্টভাষী পুরুষ ছিলেন। তিনি দত্তরালী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও তদীয় পিতার নামে "কালিকাপ্রসাদ দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন করিয়া দেশের এবং দশের বিশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। রায় বাহাদুর মহাশয়ের দুইপুত্র—জ্যেষ্ঠ শ্রীকালীপসন্ন দত্তচৌধুরী বিগত ১৮ বৎসর উত্তর শ্রীহট্ট লোকেল বোর্ডের সভ্য এবং দত্তরালী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও কালিকাপ্রসাদ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সেক্রেটারীর কাজ সুদক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। তিনি উত্তর শ্রীহট্ট ঋণসালিশী বোর্ডের সভ্য ছিলেন। ইঁহার দুই পুত্রের নাম কালীপদ ও কালিদাস।

রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকালীসদয় দত্তচৌধুরীও কিছুকাল উত্তর শ্রীহট্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি তেজস্বী ও কার্য্যদক্ষ পুরুষ বটেন। ইঁহার পাঁচ পুত্রের নাম যথাক্রমে কালীরঞ্জন, কালীভূষণ, কালীকুসুম, কালীবিজয় ও কালীশঙ্কর।

নয়নানন্দের দ্বিতীয় পুত্র দেবীদাসের সপ্তম অধঃস্তন পুরুষের নাম চন্দ্রনাথ। ইহার চারিপুত্র—দীননাথ, হরনাথ, অবন্তীনাথ ও দ্বারিকানাথ। প্রথম দীননাথের পুত্রের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী। দ্বিতীয় হরনাথের পুত্র শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্তচৌধুরী এম. এস. সি. অধ্যাপক, তৎপুত্র রাকেশচন্দ্র। তৃতীয় স্বনামখ্যাত অবন্তীনাথ দত্তচৌধুরী শিলচরের সরকারী উকিল ছিলেন। ইঁহারই সুযোগ্য পুত্র শ্রীআশুতোষ দত্তচৌধুরী বি. এল. ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। চতুর্থ দ্বারিকানাথের পুত্র শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এস. সি. কণ্ট্রাক্টরী করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত দেবীদাসের ষষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ গোপীনাথের পুত্র ৺ব্রজনাথ দত্তচৌধুরী মহাশয় দত্তরালী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহট্ট সহর সন্নিকটস্থ আখালিয়ায় চলিয়া যান। শিলং প্রবাসী শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দত্ত ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি উক্ত ব্রজনাথ দত্তের পুত্রগণ বটেন।

নয়নানন্দের তৃতীয় পুত্র বিপুলানন্দের অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ শ্রীচন্দ্রমোহন দত্ত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বটেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত চৌধুরী শিলচর মালুগ্রামে একটি চাউল প্রস্তুতের কারখানা পরিচালনা করিতেছেন।

---

## অন্য আর এক বংশ

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে উল্লেখ আছে যে দত্তরালীর মোনসী পাড়ায় কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় আরও এক দত্তবংশীয়গণের বাস। এই বংশে জানকীরাম দত্ত একজন উন্নত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রতিকান্ত ও মধুসূদন নামে দুই পুত্র ছিলেন। মধুসূদনের দুই পুত্র, ইঁহাদের নাম গণেশরাম ও জয়রাম। এই দুই ভ্রাতার নামে যথাক্রমে ঢাকা-দক্ষিণের ১২৭ ও ১২৮নং তালুক বন্দোবস্ত হয়। জয়রামের ধনরাম ও জগজীবনরাম নামে দুই পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে ধনরামের পুত্রের নাম চণ্ডীদত্ত এবং জগজীবনের রামগঙ্গা, রামগোবিন্দ, রামকেশব ও রামরতন নামে চারিপুত্র ছিলেন। হালাবাদী জরিপ সময়ে রামগোবিন্দ ও রামগঙ্গা নামে ১২৬ নং তালুক ও চণ্ডিদাসের নামে ১৩২ নং তালুক বন্দোবস্ত হন

রামগঙ্গা সদরবোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। তিনি মিশ্রবংশীয় রতিকান্ত তর্কসিদ্ধান্তকে ব্রহ্মত্রদান করেন। ইঁহার পুত্রের নাম ব্রজমোহন, তৎপুত্র মাধব, তৎপুত্র গোলকচন্দ্র তৎকালীন ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সবজজ পদে উন্নীত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত রামগোবিন্দের পুত্রগণের নাম কৃষ্ণগোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দ। তন্মধ্যে রাধাগোবিন্দের পুত্র নবকিশোর দত্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। ইঁহার পুত্রগণ বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি. এল. উকিল বটেন।

## হবিগঞ্জ মহকুমার কাশিমনগর পরগণার অন্তর্গত ধর্ম্মঘর মৌজার কাশ্যপ গোত্রীয় দত্তবংশ।

প্রবর = কাশ্যপ — অপ্‌সার — নৈয়ধ্রুব।

রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা কুলদর্পণ গ্রন্থের ৫৮৭ পৃষ্ঠা হইতে ৫৯২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কাশ্যপ গোত্র দত্তবংশ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় (১) নদীয়াপাড়া কৃষ্ণনগর (২) মাঝের পাড়া কৃষ্ণনগর (৩ কেতুগ্রাম বর্দ্ধমান (৪) বিক্রমপুরের বালিগাঁ, বেজগাঁ ও মালপদিয়া গ্রাম সকলে কাশ্যপ গোত্র দত্ত বংশীয় বৈদ্যগণ বিদ্যমান আছেন।

কাশিমনগর ধর্ম্মঘরের কাশ্যপ গোত্রীয় দত্ত মজুমদার বংশীয়গণের আদিপুরুষ রাঢ় দেশ হইতে আগমন করেন। তাঁহার নাম ছিল শূলপাণি দত্ত। তিনি এতদ্দেশে আসিয়া বাৎস্য গোত্রীয় কুলপুরোহিত বংশকে ২০/ বিশ হাল জমি ব্রহ্মত্রদানক্রমে ধর্ম্মঘর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। শূলপাণি দত্ত একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। শূলপানি দত্তবংশে বর্ত্তমানে ষোলপুরুষ চলিতেছে। ইঁহাদের উপাধি মজুমদার। তাঁহাদের ধর্ম্মঘরস্থিত খারিজা তালুক "কৃষ্ণ-আত্মা" নামে পরিচিত।

এই বংশীয়গণ শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ময়মনসিংহ ও মহেশ্বরদীর অভিজাত বৈদ্যগণের সহিত আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বৈদ্যজাতির ইতিহাসের ৩৩৬।৩৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে কাশ্যপ গোত্রীয় দত্তবংশের আদিস্থান বাকলা সমাজের অন্তর্গত শোলাপটি প্রভৃতি স্থান।

ধর্ম্মঘর মজুমদার বংশে বহু কৃতীপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত মজুমদার, শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত মজুমদার এম. এ. অধ্যাপক, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দত্ত মজুমদার বি. এ., শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত মজুমদার, শ্রীপ্রভাত চন্দ্র দত্ত মজুমদার, শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত মজুমদার দারোগা, শ্রীকুমুদবন্ধু দত্ত মজুমদার, শ্রীদীনবন্ধু দত্ত মজুমদার,

শ্রীদুর্গাদাস দত্ত মজুমদার ও শ্রীআশুতোষ দত্ত মজুমদার প্রভৃতি বিশেষ সম্মানের সহিত ধর্ম্মঘর গ্রামে বাস করিতেছেন।

এই বংশের শ্রীসুধাংশুকুমার দত্ত মজুমদার এম. এস. সি, মহাশয় ধর্ম্মঘর মৌজা ত্যাগে তরফের যাত্রা গ্রামের অধিবাসী হইয়াছেন।

তাঁহাদের বংশলতা পাওয়া যায় নাই।

## হবিগঞ্জ মহকুমার তরফের অন্তর্গত দত্তপাড়া মৌজার কাশ্যপ গোত্রীয় দত্তবংশ।

প্রবর—কাশ্যপ—অপ্সার—নৈয়ধ্রুব।

এই বংশের আদিপুরুষ মুলুকরাম দত্ত কবিরাজী ব্যবসা উপলক্ষে রাঢ়দেশ হইতে তরফের দত্তপাড়া গ্রামে আসিয়া কবিরাজী ব্যবসা আরম্ভ করেন। তথায় তিনি একটি প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ার ও দীঘি খনন করেন। প্রবাদ এই যে তরপের সুলতানসী, লস্করপুর, ফরিদপুর, কলুটোলা, তুঙ্গেশ্বর, জয়পুর ও সুঘরের জমিদারবর্গের সমূহ রাজস্ব ইঁহারই মারফতে লস্করপুর রাজসরকারে দাখিল করা হইত। এই রাজস্ব আদায় নিমিত্ত যে স্থানে কাছারী বাড়ী ছিল সেই স্থান ও তৎপার্শ্বস্থ উচ্চ স্থান সকলকে "চৌকী কাছারীবন্দ" নামে বর্ত্তমানেও অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

দশনা বন্দোবস্তকালে পূর্ব্বোক্ত জমিদারবর্গের দখলীয় ভূম্যাদি তরপ পরগণার ১নং তালুক নাতির ও বাতির (সুলতানসী), ২নং তাং মদনরজা (শঙ্করপুর), ৩নং তাং ইনাতউল্লা (ফরিদপুর কলুটোলা), ৪নং তাং রামেশ্বর সেন (তুঙ্গেশ্বর) ৫নং তাং হরেকৃষ্ণ সেন (জয়পুর) ৬নং গঙ্গাগোবিন্দ (সুঘর) নামে আখ্যাত ও বন্দোবস্ত হয়। দত্তবংশীয়গণও সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। দশনা বন্দোবস্তকালে তরপের রামবল্লভ দত্ত ও রাধাবল্লভ দত্ত নামীয় দুইটি তালুক ইঁহারা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

দত্তপাড়ায় শ্রীশ্রী কালীমাতার বাড়ীর পুরাতন পুষ্করিণী ভরাট হইয়া যাওয়ায় ৺সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিগত ১৩৩৭ বাংলায় ইহার পুনঃ সংস্কার করেন।

এই বংশীয়গণ দত্তপাড়া গ্রামে ক্ষমা নদী (খোয়াইনদী) তীরে সন ১১৯০ বাংলায় ৺শ্রীশ্রীজগবন্ধু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেবা পূজার নিমিত্ত পূজককে এক খণ্ড জমি দান করেন।

এই বংশীয়গণ সন ১১৩৩ বাংলায় সঙ্কটরাম উদাসীন ব্রহ্মচারী নামীয় এক সন্ন্যাসীকে তাঁহার আশ্রম ইত্যাদির জন্য আড়াই হাল ভূমি দান করেন। উক্ত সন্ন্যাসীর পরলোকগমনের পর কৃষ্ণচরণ ও গোপীনাথ গোস্বামী দান কৃত ভূমে বসবাস করেন। অদ্যাপি উক্ত গোস্বামীগণের পরবর্ত্তীগণ উক্ত দানকৃত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

মুলুকরামের ষষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ শ্রীরামদত্ত, ইহার তিন পুত্রের নাম মণিরাম (নিঃ সঃ) গোবিন্দরাম, ইঁহার চতুর্থ পুরুষে বংশ লোপ হয়। তৃতীয় কাশীরাম, ইঁহার পুত্রের নাম রমাবল্লভ, তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ, ইঁহার দুই পুত্র রাধাবল্লভ (নিঃ সঃ) ও রত্নবল্লভ, তৎপুত্র রামবল্লভ। রামবল্লভের চারিপুত্রের নাম রামচরণ (নিঃ সঃ) কৃষ্ণচরণ ইঁহার পোষ্যপুত্র নবীনচন্দ্র (নিঃ সঃ), গৌরচরণ (নিঃ সঃ)। রামবল্লভের তৃতীয়পুত্র চণ্ডীচরণ তৎপুত্র শ্যামাচরণ, ইঁহার দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ সুরেন্দ্র (নিঃ সঃ)। জ্যেষ্ঠ সুরেশচন্দ্রের চারি পুত্র—ইঁহাদের নাম পরেশরঞ্জন, দ্বিতীয় শ্রীনরেশ রঞ্জন, তৃতীয় শ্রীক্ষীরেশ রঞ্জন। প্রথম পরেশরঞ্জনের পুত্র প্রদ্যোৎ।

## দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার বালিশিরা পরগণার জামসী মৌজার কাশ্যপ গোত্রীয় দত্ত বংশ।

প্রবর = কাশ্যপ—অপ্সার—নৈয়ধ্রুব।

এই বংশের পূর্ব্বপুরুষের নাম ও পূর্ব্ববাসস্থান কোথায় ছিল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। শিলং প্রবাসী রায়সাহেব শিবনাথ দত্ত এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত ( শ্রীহট্টের দন্ত চিকিৎসক ) মহাশয় এই বংশের বর্ত্তমান প্রাচীন ব্যক্তি বটেন।

কাশিমনগর পরগণার ধর্ম্মঘর মৌজার, তরফ পরগণার দত্তপাড়া মৌজার এবং বালিশিরা পরগণার জামসি মৌজার কাশ্যপ গোত্রীয় দত্তগণ এক বংশসম্ভূত কিনা জানা যায় না।

## সাতগাঁও পরগণার গৌতম গোত্রীয় চক্রপাণি দত্ত বংশ।

প্রবর=ঔর্ব্ব, চ্যবণ—ভার্গব—জামদগ্ন্য—আপ্নুবৎ।

শ্রীহট্ট জিলায় চক্রপাণিদত্ত বংশ অতি প্রাচীন বংশ। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীহট্টের হিন্দুরাজ্য পতনের প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে এ জেলায় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বংশ সম্বন্ধে সাতগাঁও আলিসারকুল নিবাসী কবি গোপীনাথ দত্ত প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে "দত্ত বংশাবলী" নামে কবিতাছন্দে একখানি কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। এই দত্ত বংশাবলীতে গোপীনাথ আপনাকে মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং চক্রদত্তের পুত্রগণ শ্রীহট্টে কি সূত্রে আগমন করেন তাহার ইতিহাস উক্ত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই গোপীনাথের কুলপঞ্জিকা অবলম্বনে সমালোচনা সহ নোয়াখালি জিলার উকিল শ্রদ্ধেয় বসন্তকুমার সেন শর্ম্মা বি. এল. মহাশয় "চক্রপাণিদত্ত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া চক্রদত্ত বংশীয়গণকে রাঢ়ীয় ও বঙ্গীয় সমাজে পরিচিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই গ্রন্থ এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত অবলম্বনে এবং আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সংক্ষেপে এই বংশের বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চক্রদত্ত গ্রন্থ প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দের চিকিৎসার্থ আনুমানিক ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া থাকিবেন। রাজানুরোধে তিনি মধ্যম পুত্র মহীমতি দত্ত ও কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ দত্তকে শ্রীহট্টে রাখিয়া তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্রসহ নিজ বাসস্থান সপ্তগ্রাম সমাজের অন্তর্গত লোধ্রবলী গ্রামে চলিয়া যান। লোধ্রবলী গ্রাম বরেন্দ্র দেশে অবস্থিত ছিল। বৈদ্যকুলাচার্য্য দুর্জ্জয়দাশ বলিয়াছেন "মালঞ্চঃ সেন হাটী ধন্বন্তরি কুলোদ্ভবাম্। তেহট্টঃ শক্তি গোত্রস্ত শ্রীখণ্ডগুপ্ত দাশয়ো লোধ্রবলীচ দত্তানাং সমাজ পরিকীর্ত্তিতা"। ( দুর্জ্জয়পঞ্জী ) প্রবীণ কুলাচার্য্য দুর্জ্জয় "লোধ্রবলী গ্রামে" দত্তগণের সমাজ ছিল বলিয়া স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্যকুলাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক তদীয় ১৫৯৭ শকাব্দের রচিত চন্দ্রপ্রভাগ্রন্থে লোধ্রবলী গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্যক শাস্ত্র প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের নাম বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। চক্রপাণি যে কেবল বাঙ্গালার গৌরব, তাহা নহে, চক্রপাণির অভ্যুদয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত। কয়েক শত বৎসর অতীত হইয়াছে, চক্রপাণি ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অমরকীর্ত্তি "চক্রদত্ত" নামধেয় গ্রন্থ অদ্যাপি জগতে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই গ্রন্থে চক্রপাণি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন :— "গৌড়াদিনাথ রসবত্যাধিকারী পাত্র নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঃ হন্তরঙ্গাৎ। ভানোরনুপ্রথিত লোধ্রবলী কুলীন শ্রীচক্রপাণি রিহকর্ত্তৃপদাধিকারী"। এই শ্লোক চক্রদত্ত গ্রন্থের শেষ শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোক। এই শ্লোকে চক্রপাণি নিজেকে গৌড়াধিপতির পাকশালার অধ্যক্ষ রাজমন্ত্রী নারায়ণের পুত্র অন্তরঙ্গ ভানুর অনুজ প্রসিদ্ধ "লোধ্রবলী কুলীন"

বলিয়াছেন। সমাজে দত্তবংশীয়গণ চিরদিনই "কুলীন" ও কুলক্রিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাচীন কুলপঞ্জিকাকারগণ লিখিয়াছেন "উত্তমৌ সেন দাশৌচ গুপ্তদত্ত তথৈবচ"। বৈদ্যজাতির কুলশাস্ত্র অধ্যয়নে আমরা অবগত হই যে, বৈদ্যজাতির মধ্যে দত্ত বংশও এককালে কৌলীন্যের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়েও কুলাচার্য্যগণ দত্তবংশের শ্রেষ্ঠতা গোপন করেন নাই। কুলাচার্য্য ভরত মল্লিক লিখিয়াছেন:—"বরং দত্তাদয়: শ্রেষ্ঠা বিজ্ঞতা চরণাধিকা। নতু সেনাদয়ো বৈদ্যা অজ্ঞতা ইতি সম্মতং। (চন্দ্রপ্রভা ১৮ পৃষ্ঠা)। অজ্ঞাত সেনাদি বংশোদ্ভব বৈদ্যগণ অপেক্ষা পরিজ্ঞাত দত্তাদি বংশীয়গণ বরং শ্রেষ্ঠ।

ফকির শাহজলাল ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দকে পরাভূত করিয়া শ্রীহট্টদেশ অধিকার করেন। ইহার প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে বৃদ্ধ চক্রপাণি পুত্রগণ সহ নৃপতি গোবিন্দের চিকিৎসার্থ শ্রীহট্ট আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। রাজা গোবিন্দ, মহীপতি দত্ত ও মুকুন্দ দত্তকে দুইখানি তাম্রপত্র প্রদান করেন। পূর্ব্বে শ্রীহট্টের পূর্ব্বভাগে গোয়ার নামে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ছিল। তাহার একদিকে জৈন্তা ও অপরদিকে হেড়ম্ব অর্থাৎ কাছাড় ছিল। বর্ত্তমানেও গোয়ার নামে একটি ক্ষুদ্র পরগণা শ্রীহট্ট সহর হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিকে বিদ্যমান আছে। রাজা গোবিন্দ মুকুন্দ দত্তকে উহা দান করেন। মুকুন্দ দত্ত গোয়ার অধিকার করিয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। গোয়ারে অবস্থিতিকালে মুকুন্দের তিন পুত্র হয়। ইঁহাদের পরবর্ত্তীগণ খাসিয়াদের উৎপাতে ব্যস্ত হইয়া গোয়ার পরিত্যাগে বাধ্য হয়েন। তন্মধ্যে গঙ্গাহরি ও স্বরূপদত্ত ইছামতি গিয়া বাস করেন; সুন্দররাম পঞ্চখণ্ড বাসী হয়েন। ইঁহাদের পরবর্ত্তীর নাম জানা যায় না।

দক্ষিণশূর তৎকালে একটি বিস্তৃত ভুভাগ ছিল। ইহার উত্তর সীমায় বরবক্রনদ (বর্ত্তমান কুশিয়ারানদী) প্রবাহিত; পূর্ব্বে দক্ষিণে ও পশ্চিমে পাহাড় ছিল; এবং দক্ষিণসীমা ত্রিপুরার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল। রাজা গৌড়-গোবিন্দ মহীপতি দত্তকে এই দক্ষিণশূর প্রদান করিলে, তিনি তদন্তর্গত হাইলহাওরের পশ্চিমে গমন করিয়া সুন্দর একটি বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং পিতৃসমাজের নামানুসারে সেই নব বসতি স্থানকে সপ্তগ্রাম নামে অভিহিত করেন। সপ্তগ্রামই বর্ত্তমানে সাতগাঁও পরগণা নামে খ্যাত হইয়াছে।

মহীপতিদত্তের পুত্র বামনের দুই পুত্র ছিলেন, ইঁহাদের নাম কল্যাণদত্ত ও কন্দর্পদত্ত। কল্যাণদত্ত সাতগায়েই স্থিতি করেন এবং কন্দর্প দত্ত চৌয়ালিশ পরগণায় গমন করেন; তদবংশীয়গণ চাড়িয়া, বড়ুয়া, নলদাড়িয়া ও খিছুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

## মহীপতি দত্তের পৌত্র কল্যাণ দত্ত।

### পরগণা—সাতগাঁও।

কল্যাণদত্তের আঠারটী পুত্রসন্তান জাত হয়; তন্মধ্যে তেরজনের বংশে বর্ত্তমানে কেহ আছেন বলিয়া জানা যায় না। কল্যাণদত্তের সময়ে ত্রিপুরারাজ দক্ষিণশূর অধিকার করেন, তাহাতে গৌড়ের গোবিন্দ প্রদত্ত অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। কল্যাণ দত্ত উপায়ান্তর বিহীন হইয়া ত্রিপুরারাজ্যের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক রাজস্ব প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া নিজ অধিকার পুন: প্রাপ্ত হয়েন।

কল্যাণদত্তের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম দিবাকর। তিনি কোনও কারণে পিতা কর্ত্তৃক পিণ্ডদানাধিকারে বঞ্চিত হন। পিতৃ বর্জ্জিত দিবাকর রোষ ও ক্ষোভে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করেন ও হাসান খাঁ নামে খ্যাত হয়েন। তিনি পিতৃগৃহ ছাড়িয়া হুগলী নামক গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই বংশে পরবর্ত্তীকালে চাঁদ খাঁ প্রভৃতি বহু ভাগ্যবানের জন্ম হয়। কল্যাণ দত্তের পুত্রগণের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা ছিলেন। তাঁহাদের অনেকের নামে

দীর্ঘিকাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কল্যাণদত্তের তৃতীয় পুত্র রঙ্গদত্তের বংশ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার চতুর্থ পুত্র ভবদত্ত (বড় দত্ত খাঁ) তৎপুত্র চন্দ্রশেখর, তৎপুত্র সানন্দ রাম। লাখাই পরগণার সজন গ্রাম নিবাসী দত্তবংশীয়গণ ইঁহারই বংশসম্ভূত বলিয়া নিজেদেরে পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা বড় দত্ত খাঁনের সন্তান বলিয়া ভবানী দত্তের বংশাবলীতেও লিখিত আছে। সাতগাঁও বাসী দত্তগণ নিজেদের বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে লাখাই দত্ত বংশীয় দত্তগণ আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন। এই সম্বন্ধে লাখাই নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র নাথ দত্ত কৃত "চক্রপাণি বংশ" নামধেয় গ্রন্থখানা দ্রষ্টব্য।

কল্যাণদত্তের পঞ্চমপুত্র শ্রীবৎস দত্ত, সাতগাঁয়ের দত্তকুলের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং প্রধান বংশ প্রবর্ত্তক। তাঁহার জীবদ্দশায় মুসলমান বাদশাহ দক্ষিণপুর হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। শ্রীবৎস দত্ত তখন ত্রিপুরার সামন্ত রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এই অভিযানে মুসলমান বাদশাহকেই বিশেষ সাহায্য করেন ও পরে পুরস্কার স্বরূপ আদমপুর, ভানুগাছ, ছয়ছিরি, ইটা এবং পুটিজুরি প্রভৃতি পরগণা সকল প্রাপ্ত হন। বাদশাহ্ তাঁহাকে "খাঁ" উপাধি দান করেন, তদবধি তিনি দত্তখাঁ নামে পরিচিত। কয়েক বৎসর পরে ত্রিপুরাধিপতি এই দত্ত খাঁর সহিত সদভাব রাখা সঙ্গত বোধে প্রধানমন্ত্রীকে দ্বিসহস্র হস্তীসহ প্রেরণ করেন। তিনি বিজয়পুরে আগমন করিয়া দত্তখাঁর নিকট আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। দত্তখাঁ পূর্ব্ব কথা স্মরণে মন্ত্রীসহ সাক্ষাৎ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু না গেলেও চলে না। বহু ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ভ্রাতা রঙ্গ দত্তের পুত্র হরিদত্তকে সাহেবানী দোলায় মন্ত্রীসকাশে প্রেরণ করেন। মন্ত্রী হরিদত্তকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং উদনার দক্ষিণ হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত আটক্রোশ পরিমাণ স্থানের অধিকার প্রদান করিলেন। এই স্থানটী বালিবহুল ছিল, তাই মন্ত্রী সেই স্থানকে "বালিহীরা" নামে খ্যাত করেন। বালিহীরাই পরে "বালিশীরা" পরগণা নামে খ্যাত হইয়াছে। হরিদত্ত "হরিনারায়ণ" নামে খ্যাত হইয়া ইহার উপস্বত্ব ভোগী হন। পরবর্ত্তীকালে হরিনারায়ণের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র চন্দ্রনারায়ণের সময়ে এই ভূমি শ্রীহট্টের নবাবের অধিকারে আসে। চন্দ্রনারায়ণ তত্রত্য স্থানের চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইঁহার বংশে বর্ত্তমানে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি বালিশিরা পরগণার ভুজপুর নামক স্থানে বসবাস করিতেছেন।

শ্রীবৎস দত্ত খাঁ ব্রাহ্মণগণকে গান্ধিজুরী গ্রাম দান করেন। এই গ্রাম তদবধি ব্রাহ্মণশাসন নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীবৎস দত্ত খাঁর দুই ভগিনী ছিলেন। রাঢ় দেশ হইতে দুইজন বৈদ্যসন্তান আনিয়া তিনি ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ দেন। এই দুই ভগিনীর গর্ভোৎপন্ন পুত্রদ্বয়ের নাম যথাক্রমে বিনোদ খাঁ ও হরিশ্চন্দ্র খাঁ। বিনোদ খাঁর প্রকৃত নাম গদাধর গুপ্ত, তিনি চৌয়ালিশ ও সায়েস্তানগরের কায়ুগুপ্ত বংশের আদিপুরুষ। এতদসম্বন্ধে সায়েস্তানগরের কায়ুগুপ্তবংশ আখ্যায়িকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র খাঁ সম্বন্ধে কোন অতীত ইতিহাস পাওয়া যায় না। তিনি কোন বংশীয় এবং তাঁহার কোনও বংশধর ছিল কিংবা আছে তাহার কোনও ঠিকানা পাওয়া যায় না।

দক্ষিণপুরের উত্তর সীমানায় বরাকনদে (কুশীয়ারানদীতে) বাহাদুরপুরের বিস্তীর্ণ খেওয়ার জন্য স্থানীয় লোকেরা সত্তরশত কৌড়ি দিয়া দত্ত খাঁনের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সত্তরশত কৌড়ির সংশ্লিষ্ট যতটুকু জলাভূমিতে উক্ত খেওয়া ছিল সেই সমস্ত স্থান নিয়া একটি পরগণা সৃষ্টি হয় এবং উহার নাম সত্তরশতি রাখা হয়। দিনারপুর সদর ঘাট পর্য্যন্ত বাহাদুরপুরের খেওয়া বিস্তৃত ছিল।

শ্রীবৎস দত্ত খাঁ তিন বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার ছয় পুত্রের উদ্ভব হয়। তিনি নিজেই স্বীয় পুত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ বিবাদের মূলচ্ছেদ করিয়া যান।

দত্ত খাঁ শাসন গ্রামে এক বাড়ী প্রস্তুত করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র শতানন্দকে তথায় স্থাপিত করেন। তাঁহার বংশধরেরা শাসন গ্রামবাসী। তিনি দ্বিতীয় পুত্র হরিদাসকে ভুনবীর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার পরবর্ত্তীগণ

ভুনবীর গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী। তাঁহার ৪র্থ পুত্র শ্রীমন্তকে ভীমসি গ্রামে যাইয়া বাস করিতে হয়। পরে শ্রীমন্ত বংশীয়গণ নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। ভীমসি গ্রামে শ্রীমন্ত রায়ের দীঘি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার বাড়ীর স্মৃতি জাগাইতেছে।

সুয়াই দত্ত প্রমুখ শ্রীবৎস দত্তের অপর পুত্রত্রয় মধ্যে দুইজন সম্ভবত: পিতার জীবিতাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সুয়াই দত্ত কামার গ্রামে জনৈক শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করায় পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যজ্য হয়েন। এজন্য ইঁহার বংশধরগণ অলম্যান গোত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শতানন্দের ছয় পুত্র, হরিদাসের এক পুত্র এবং শ্রীমন্তের পাঁচ পুত্র ছিলেন। শতানন্দ ত্রিপুরেশ্বর হইতে 'ঠাকুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মাধব 'ঠাকুর' বলিয়া গণ্য হন। কিন্তু হরিদাস জীবিত ছিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে 'ঠাকুর' বলিলে তাঁহার সম্মানের হানি হইবে বলিয়া তিনি রাজদরবারে আবেদন করেন। তাঁহার ফলে মাধবের পরিবর্ত্তে হরিদাস 'ঠাকুর' গণ্য হন। মাধব ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। দেশের কৈবর্ত্তগণ অর্থদ্বারা তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। মাধব ইহাদিগকে বশে রাখিবার জন্য তাহাদের প্রধান ব্যক্তি রজ কৈবর্ত্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জাতিচ্যুত হইলেন। 'ঠাকুর' পদবী প্রাপ্তিও আর ঘটল না। এই মাধবের পুত্রের নাম গোবিন্দদাস দত্ত তৎপুত্র কন্দর্প দত্ত। কন্দর্প দত্তের পরবর্ত্তীগণ সাতগাঁও ছাড়িয়া ভাটি দেশে চলিয়া যান।

মাধব ঠাকুর হইতে পারিলেন না দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতা যাদব সপ্তগ্রাম হইতে বালিহীরা চলিয়া আসিলেন। যাদবের পৌত্র পার্ব্বতীদাস দত্ত বালিহীরা হইতে তরপ পরগণার মিরাসী যাইয়া গৃহ জামাতারূপে তথাকার অধিবাসী হন। ইহারই অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ স্বনামখ্যাত রায়বাহাদুর ৺প্রমোদচন্দ্র দত্ত সি. আই, ই. ছিলেন। ইহার পুত্রগণ পৃথ্বীশচন্দ্র দত্ত ও ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত। এই বংশীয় শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার দত্ত ডিপুটী কমিশনার বটেন।

যাদব দেশত্যাগী হইলে তাঁহার অপর ভ্রাতা নায়ককে লইয়া তদীয় জননী বানিয়াচঙ্গের জমিদারের শরণাপন্ন হন। বৃদ্ধ ঠাকুর হরিদাস ভাবিয়া দেখিলেন ইহা তাঁহার পক্ষে যশস্কর নহে। সেই জন্য বিশেষ আড়ম্বর সহকারে বানিয়াচঙ্গ হইতে ভ্রাতৃবধূ সহকারে ভ্রাতুষ্পুত্রকে আনাইয়া তিনি 'ঠাকুর' পদবী গ্রহণ করার জন্য নায়ককে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নায়ক দুই খুল্লতাত বিদ্যমানে "ঠাকুর" পদবী গ্রহণে সম্মত হইলেন না।.........ঠাকুর হরিদাস খাঁ রাঢ় দেশীয় এক বৈদ্যের নিকট কন্যা সম্প্রদান করেন এবং উক্ত জামাতাকে শাসনগ্রামে স্থাপন করেন।

নায়কের প্রথম পুত্রের নাম শুভঙ্কর খাঁ, তিনি শ্রীহট্ট সমাজে অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলমান বাদশাহ অধীনে কোনও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শুভঙ্কর খাঁ সেনহাটী সমাজের ধন্বন্তরি গোত্র প্রভব কবিসেনের বংশধর জয়পতি সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

"সপ্তপুত্রা জয়পতে বর্ভূর্বর্তাক্করাদয়ঃ
কন্যৈকা দত্ত দৌহিত্রা পরিনীতা চ সা সুতা।
শুভঙ্করেন খানেন শ্রীহট্ট দেশ বাসিনা॥" (কণ্ঠহার ১০৮ পৃষ্ঠা)

এই শুভঙ্কর খাঁর এক কন্যা বানীবহের মাধব বংশীয় হিরণ্য সেন বিবাহ করেন।

"হিরণ্যাখ্যস্য সেনস্য তনয়ে রাঘবোঽভবৎ।
শ্রীহট্ট দেশ বাসীয় শুভঙ্কর সুতাসুতঃ॥" (কণ্ঠহার ৫৩ পৃষ্ঠা)

সেনহাটীর অরবিন্দ বংশীয় পীতাম্বর দাশের পুত্র জনার্দ্দন দাশও শুভঙ্কর খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহার বংশধরগণ ইটা পরগণার গয়ঘড় গ্রামে বাস করিতেছেন। (কণ্ঠহার ১২৫।১২৬ পৃষ্ঠা)

গোপীনাথাছ্মানন্দ শ্রীহট্ট দেশ বাসিনঃ, শুভঙ্করস্য খানস্য তনয়া তনু সম্ভবঃ॥ (কণ্ঠহার ১৯১ পৃষ্ঠা)

শুভঙ্কর খাঁর অপর কন্যার গর্ভে ত্রিপুর বংশীয় গোপীনাথের উমানন্দ গুপ্ত ও শিবানন্দ গুপ্ত নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

সায়েস্তানগর পরগণার আটগাঁও, সতরশতি পরগণার বাউরভাগ মৌজার ত্রিপুর গুপ্তগণ উক্ত উমানন্দ গুপ্তের বংশধর বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। উমানন্দ গুপ্তের এক শাখা ময়মনসিংহের সেরপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের উপাধি "পত্রনবীশ"। চৌয়ালিশ পরগণার অলহা, মুটুকপুর ও নয়াপাড়া ত্রিপুরগণ উক্ত উমানন্দ গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবানন্দ গুপ্তের বংশধর বটেন।

কবি কণ্ঠহারের উদ্ধৃত বর্ণনায় শুভঙ্কর খাঁ যশোহর সমাজে চারিটি ক্রিয়া করিয়াছিলেন। জানিতে পারা যায় এই সময় সেনহাটী সমাজের অধিনায়ক বিজয় সেন অধিকারী সমাজপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিজয় অধিকারী শুভঙ্কর খাঁর কুটুম্বগণকে সমাজে নিগৃহীত করেন। তাহাতে অনেকেই যশোহর সমাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিজয় অধিকারীর আচরণে শুভঙ্কর খাঁ সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কৌশলে বিজয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কংসারি সেনকে তাঁহার গৃহে আনয়ন করিয়া আহারের জন্য অনুরোধ করেন; কংসারি ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। প্রবাদ এই যে, অবশেষে শুভঙ্কর খাঁ বলপূর্বক কংসারিকে তাঁহার গৃহে আহার করাইয়াছিলেন। এই বিষয় স্মরণ করিয়া মহাত্মা ভরত মল্লিক তদীয় চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

অভূৎ কংসারি সেনোঽয়ং জ্ঞাতিবাক্যেন বঞ্চিতঃ।
শুভঙ্করস্য খানস্য গৃহেঽভুক্ত বলাৎ কৃতৌঃ॥ (চন্দ্রপ্রভা ১১৬ পৃষ্ঠা)

কংসারি সেন জ্ঞাতি বাক্যের দ্বারা বঞ্চিত ছিলেন, কারণ তিনি বাধ্য হইয়া শুভঙ্কর খাঁর গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন।

শুভঙ্কর খাঁ ঘটিত এই বৃত্তান্ত বঙ্গীয় এবং রাঢ়ীয় বৈদ্য সমাজের অতি স্মরণীয় ঘটনা।

শুভঙ্কর খাঁ সাতগাঁয়ের গৌতম গোত্রীয় দত্ত বংশের একজন প্রসিদ্ধ এবং যশস্বী ব্যক্তি ছিলেন। শুভঙ্কর খাঁর পুত্র হৃদয়ানন্দ পুরন্দর খাঁ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পুরন্দর খাঁর পুত্র রাঘবানন্দ, তৎপুত্র কামদেব ও রামচন্দ্র। কামদেবের পুত্র মুটুক রায়, তৎপুত্র দুর্লভ রায়, তৎপুত্র দেবীপ্রসাদ, তৎপুত্র নিহালচাঁদ, তৎপুত্রগণ গোলকচন্দ্র, ভারতচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র দত্ত। গোলকচন্দ্রের পুত্র আলিসারকুল নিবাসী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দত্ত অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী এবং শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দত্ত। উক্ত প্রফুল্লচন্দ্রের দুইপুত্র প্রমথ ও পরেশ এবং প্রমোদচন্দ্রের এক পুত্রের নাম প্রদ্যোৎকুমার। ভারতচন্দ্রের চারিপুত্রের নাম শ্রীনলিনীমোহন দত্ত, শ্রীহৃষিপদ দত্ত, মনোরঞ্জন দত্ত (মৃত) ও শ্রীঅবনীকান্ত দত্ত। উক্ত নলিনীমোহনের রমাপদ প্রভৃতি সাত পুত্র। শ্রীহৃষিপদের হরিপদ প্রভৃতি চারি পুত্র এবং অবনীকান্তের অমলেন্দু প্রভৃতি তিন পুত্র হয়। নবীনচন্দ্র দত্তের দুই পুত্র নিখিলচন্দ্র দত্ত ও নিকুঞ্জবিহারী দত্ত এবং শুভঙ্কর খাঁর অন্যান্য বংশধরগণ সুখে সম্মানে আলিসারকুল গ্রামে বাস করিতেছেন।

নায়কের দ্বিতীয় পুত্রের নাম রামানন্দ, ইঁহার মধ্যম পুত্র রমানাথ তৎপুত্র রামনাথ। রামনাথের পুত্রের নাম ধনরাম, ইঁহার তৃতীয় পুত্র গোপীনাথ। এই গোপীনাথই দত্তবংশাবলী রচয়িতা। এই বংশাবলী ৺বসন্তকুমার সেন বি. এল. কৃত চক্রপাণি দত্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় ৮১ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবি গোপীকান্তের চারি পুত্রের নাম রাধাবল্লভ, রামনারায়ণ, রামজীবন (বৈষ্ণব) এবং সুনারাম দত্ত। ইঁহাদের মধ্যে ১ম, ৩য় ও ৪র্থ নিঃসন্তান। দ্বিতীয় রামনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ তৎপুত্র রামকৃষ্ণ তৎপুত্র রাজনারায়ণ তৎপুত্র রাজগোবিন্দ। রাজগোবিন্দের দুইপুত্র রাজকুমার ও রজনীকুমার। রাজকুমারের দুইপুত্র গৌহাটী প্রবাসী শ্রীরতীশচন্দ্র ও আলিসারকুল নিবাসী শ্রীরাকেশচন্দ্র দত্ত। রজনীকুমারের একপুত্র রমনীমোহন।

কবি গোপীনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্নাথের বংশে বর্তমানে শ্রীসূর্য্যকুমার দত্ত, শ্রীবৈকুণ্ঠকুমার দত্ত, শ্রীসুধীরকুমার দত্ত, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত ও শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তাঁহাদের সন্তানাদি সহ আলিসারকুল গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীবৎস দত্ত খানের দ্বিতীয়পুত্র ঠাকুর হরিদাসের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইনি ভূনবীর মৌজার দত্তগণের আদিপুরুষ। ইঁহার পুত্র জয়চন্দ্র তৎজ্যেষ্ঠপুত্র বুদ্ধিমন্ত দত্তের প্রথম পুত্রের নাম মহেশচন্দ্র দত্ত। ইঁহার এক পৌত্র লংলায় বিবাহ করিয়া চলিয়া যান।

বুদ্ধিমন্তের দ্বিতীয় পুত্রের নাম শ্রীরাম। ইঁহার এক পৌত্র দৌলতপুর গমন করেন। অপর পৌত্র রাজারায় বংশে শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীদিগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দত্তচৌধুরীগণ বর্ত্তমান আছেন।

বুদ্ধিমন্তের চতুর্থ পুত্র শ্রীনাথ (শিবনাথ), ইঁহার দ্বিতীয়পুত্র কেশব দত্তের দুই পুত্র—তাঁহাদের নাম রতন দত্ত (রতিনন্দন) ও রঘুনাথ (রঘুনন্দন)। রতন দত্তের বংশে কালীকুমার দত্ত চৌধুরী উকিল ও ৺গিরীশকুমার দত্ত চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা দেশের এবং দশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে রতন দত্ত শাখায় শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দত্ত পেন্‌সনার, শ্রীকালীপদ দত্ত, শ্রীচিন্তাহরণ দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত, শ্রীআশুতোষ দত্ত, শ্রীপ্রকৃতিকুমার দত্ত বি এ. সাবডেপুটি কালেক্টার, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত শ্রীগুরুদাস দত্ত ও গগনচন্দ্র দত্ত, শ্রীসত্যব্রত দত্ত এম. বি, প্রভৃতি এবং রঘুনাথের বংশে শ্রীরমণীমোহন দত্ত শ্রীশচীন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত, শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত ভূনবীর গ্রামে বাস করিতেছেন।

ভীমশির দত্ত পরিবারের আদিপুরুষ শ্রীমন্ত দত্তের প্রপৌত্র তিলকরাম একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ একজন ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বংশে আলিসারকুল গ্রামে বর্ত্তমানে শ্রীরসিক চন্দ্র দত্ত, সুবোধচন্দ্র দত্ত, রণজিত দত্ত ও শ্রীরাধিকারঞ্জন দত্ত প্রভৃতি এবং ভূনবীর নিবাসী শ্রীমধুসূদন দত্ত প্রভৃতি সম্মানের সহিত বাস করিতেছেন।

শ্রীমন্ত দত্তের পুত্র গুণীচন্দ্র তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র বংশে আলিসারকুল নিবাসী শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. বি. টি. শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ সুখে সম্মানে বাস করিতেছেন।

গুণীচন্দ্রের অপর পুত্র কালাদত্ত বালিহীরা খারিজ হইলে বিজয়পুরের শিকদার নিযুক্ত হন। ইঁহার শেষ বংশধর গোবিন্দ দত্ত গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হওয়ায় পাহাড় সন্নিকটবর্ত্তী বিজয়পুর উজাড় হইয়া যায়।

শ্রীমন্ত দত্তের অপর পুত্র নীল শিকদার বংশের শিবরাম দিনারপুর জমিদারের চাকুরী গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে চলিয়া যান। তথায় বর্ত্তমানে শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীবারীন্দ্র নাথ দত্ত ও শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দত্ত লিগাও গ্রামে বাস করিতেছেন।

## মহীপতি দত্তের দ্বিতীয় পৌত্র কন্দর্প দত্ত, চৌয়ালিশ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিনোদ খাঁ ওরফে গদাধর গুপ্ত মাতুল শ্রীবৎস দত্ত খান কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মুসলমান বাদশাহ হইতে চৌয়ালিশ পরগণার অধিকারি প্রাপ্ত হন। তিনি চৌয়ালিশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাতগাঁও হইতে মহীপতি দত্তের দ্বিতীয় পৌত্র কন্দর্প দত্ত অতি বৃদ্ধ বয়সে তদীয় পুত্র সুন্দররাম সহ চৌয়ালিশ পরগণার চাড়িয়া মৌজায় আসিয়া আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। পরবর্ত্তীকালে তদীয় বংশধরগণের সহিত বিনোদ খাঁর (গদাধর গুপ্তের) সন্তানগণের চৌয়ালিশের অধিকার নিয়া বিরোধ উপস্থিত হয়; পরে এই বিবাদ মীমাংসিত হইলে বিনোদ খাঁ বংশীয়গণ দশ আনা (খালিশা বিভাগ) এবং দত্ত বংশীয়গণ ছয় আনা (তপে মজকুরি বিভাগ) আপোষে প্রাপ্ত হন। তপে মজকুরি পরবর্ত্তীকালে পরগণা চৈতন্যনগর নামে অভিহিত হয়।

নোয়াখালী জেলার ৺বসন্তকুমার সেন বি. এল মহাশয় "চক্রপাণি দত্ত" গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"চৌয়ালিশের খিত্তয়, চাড়িয়া, ষড়ুয়া ও নলদাড়িয়া মৌজার দত্তবংশীয়গণ মহীপতি দত্তের পুত্র বামনদত্তের কনিষ্ঠ

পুত্রের সন্তান।" তিনিই আবার উক্ত গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে "সাতগাঁও হইতে বড়দত্ত খাঁ চৌয়ালিশ পরগণার দত্ত বিনসনা প্রকাশিত চাড়িয়া মৌজায় আগমন করেন।" পক্ষান্তরে লাখাইর দত্তবংশীয়গণ নিজেদেরে বড়দত্ত খাঁনের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। এই স্থলে গ্রন্থকার সামান্য প্রমাদের অধীন হইয়াছিলেন।

চক্রপাণি দত্ত গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় দেখা যায় কবি গোপীনাথ দত্ত তদীয় বংশাবলীতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"সর্ব্ব অধিকারে রাজ্য করিয়া শাসন। পরম বিভবে তথা থাকয়ে বামন॥
কতকালে হইল তান পুত্র দুইজন। জ্যেষ্ঠ কল্যাণ দত্ত অতি বিচক্ষণ॥
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নাহিক স্মরণ। তিনি যাই রহিয়াছে চৌয়ালিশ ভুবন॥
সেই বংশের যত দত্ত আছে চৌয়ালিশে। চৌধুরাই করি তাঁরা অদ্যাবধি আছে॥

লাখাই নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত "চক্রপাণিবংশ" গ্রন্থে বামন দত্তের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কন্দর্প দত্ত লিখিত আছে; আমরাও তাঁহাকে এই নামেই অভিহিত করিলাম। সুতরাং বামনের কনিষ্ঠ পুত্র কন্দর্প দত্তই চৌয়ালিশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বড়দত্ত খাঁ চৌয়ালিশ পরগণার চাড়িয়া মৌজায় আসেন নাই।

এই কন্দর্প দত্তের পুত্রের নাম সুন্দররাম দত্ত, সুন্দর রামের চারিপুত্র (১) মদনরাম (২) গোপালরাম (৩) হরিশ্চন্দ্র (৪) বিনোদরাম। (১) মদনরামের পুত্র রামচন্দ্র চাড়িয়া মৌজা পরিত্যাগ করিয়া চৌয়ালিশ পরগণার নলদাড়িয়া গ্রামে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে সেখানে তাঁহার বংশধরগণ শ্রীবরদাচরণ দত্ত চৌধুরী শ্রীবিমলাচরণ দত্ত চৌধুরী, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী ও শ্রীবিপিনচন্দ্র দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি সসম্মানে বাস করিতেছেন। এই শাখার নলিনীমোহন দত্ত বর্ত্তমানে গৌহাটীতে বাস করিতেছেন।

(২) গোপালরাম দত্ত চৌধুরী চৈতন্যনগর পরিত্যাগে চৌয়ালিশের ঘড়ুয়া গ্রামে আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তথায় তাঁহার বংশে শ্রীললিতচন্দ্র, বরদাচন্দ্র ও সুরেন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরীগণ জীবিত আছেন।

এই শাখার কেশবরায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র, রামজীবন দত্ত চৌধুরী ঘড়ুয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া মনভাগ পরগণার মশূলা প্রকাশিত জানাইয়া মৌজায় যাইয়া বিবাহসূত্রে তথায় বদ্ধমূল হন। তৎপুত্র জয়গোবিন্দ, তৎপুত্র হরগোবিন্দ দত্ত চৌধুরী তৎপুত্র হরিসাধন তৎপুত্র রামগোবিন্দ, ইঁহার ছয়পুত্র রোহিনীকান্ত, রসময় উকীল, সুখময়, রমণীমোহন, রাকেশরঞ্জন, ও হিরণ রঞ্জন দত্ত চৌধুরী। প্রথম রোহিনীকান্তের দুইপুত্রের নাম রণধীর-কৃষ্ণ ও ধবিত্রকৃষ্ণ দ্বিতীয় রসময় দত্তের ছয়পুত্রের নাম যথাক্রমে রথীন্দ্র বি. এ, তারাপদ, রমাপদ, রুদ্রেন্দ্র, শ্যামাপদ ও বাণীপদ। ৪র্থ রমণীমোহনের দুইপুত্রের নাম দুর্গাপদ ও অমরেন্দ্র। ৫ম রাকেশরঞ্জন দত্ত চৌধুরীর পুত্রের নাম রমেশ। ইঁহারা সকলেই জানাইয়া মৌজার অধিবাসী।

কন্দর্প দত্ত বংশীয়গণের চৌয়ালিশের ছয় আনা অংশে অধিকার প্রাপ্তের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। উত্তরকালে সুন্দররামের কনিষ্ঠপুত্র বিনোদ রায় চৈতন্যনগর পরগণার অধিকারী হন। বিনোদ রায়ের পুত্র দেশ প্রসিদ্ধ যাদব রায় চৌধুরী। তিনি প্রথম নম্বর দত্তখণ্ডের অধিকার শ্রীহট্টের নবাব সরকার হইতে প্রাপ্ত হন। যাদব রায় চৌধুরীর ভূমির মধ্যে ৩৬০ খানা সিকিমি তালুক সৃষ্ট হয়। উক্ত তালুকসকলের তালুকদারগণ "হাজিরান তালুকদার" নামে অভিহিত হইতেন এবং যাদব রায়ের তলব মতে হাজির থাকিয়া তাঁহার আদেশ পালনে বাধ্য ছিলেন। যাদব রায়চৌধুরী হইতে চৌয়ালিশের গুপ্তবংশীয় কেহ কেহ "চৌধুরী" উপাধি ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, এতদসম্বন্ধে "চক্রপাণিদত্ত" গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমানে

দত্ত বিনসনা প্রকাশিত চাড়িয়া মৌজায় শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি যাদব রায়ের বংশধরগণ সম্মানের সহিত বাস করিতেছেন।

নলদাড়িয়া, মহাসহস্র ও চাড়িয়ার দত্ত চৌধুরীগণ সকলেই শক্তি মন্ত্রের উপাসক। পং ইটা মৌজা ঢেউপাশা নিবাসী সিদ্ধ মহাপুরুষ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণ ইঁহাদের গুরু বটেন।

যাদব রায় চৌধুরীর ভ্রাতা নন্দ রায় চৌধুরী চৌয়ালিশ পরগণার খিদুর গ্রামে যাইয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার পরবর্ত্তীগণ মধ্যে দুলাল রায় চৌধুরী একজন খ্যাতনামা মুন্সী ছিলেন। নন্দ রায়ের এক কৃতী বংশধর খিদুর গ্রামে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন, উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মৌলবীবাজার সহর হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমদিকে এই দীঘি অবস্থিত। নন্দরায় চৌধুরী বংশে শ্রীশ্রীশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি বর্ত্তমানে খিদুর গ্রামে সুখে সম্মানে বাস করিতেছেন।

কন্দর্প দত্ত বংশীয় মহেশ্বর দত্ত বানিয়াচঙ্গের জমিদার অধীনে কুরশা পরগণায় দপ্তরের অধিকার পাইয়া তথায় বদ্ধমূল হয়েন। মহেশ্বরের পুত্র জগদীশ, জগদীশের তিনপুত্র দুর্ল্লভরাম, রামভদ্র ও অনন্তরাম দত্ত চৌধুরী। ইঁহাদের মধ্যে মধ্যম ও কনিষ্ঠ নিঃসন্তান। দুর্ল্লভরাম দত্ত বংশে বর্ত্তমানে শিলং প্রবাসী শ্রীরামকুমার দত্ত প্রভৃতি জীবিত আছেন।

## সুনামগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তঃপাতি আতুয়াজান পরগণার কেশবপুর গ্রামের চক্রপাণিদত্ত বংশ

আতুয়াজান পরগণার যে গ্রামে চক্রদত্ত বংশের প্রভাকর দত্ত গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন তাহা প্রভাকরপুর নামে অদ্যাপি কথিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রভাকর দত্ত কল্যাণ দত্তের অষ্টাদশ পুত্রের অন্যতম বলিয়া সজন গ্রাম নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তদীয় "চক্রপাণি বংশ" নামীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সাতগাঁয়ের গোপীনাথের লিখিত কুলপঞ্জিকায় প্রভাকর দত্তের নাম পাওয়া যায় না।

কেশবপুর গ্রাম নিবাসী প্রভাকর দত্তের বংশধরগণ মধ্যে রাধাগোবিন্দ ও রাধামাধব দত্ত মহাশয়গণ যথাক্রমে তাঁহাদের রচিত কুলপঞ্জিকায় ও পদ্মাপুরাণে এই বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে আতুয়াজানের তদানীন্তন রাজা ছুর্ব্বার খাঁ প্রভাকর দত্তকে তদীয় মন্ত্রীপদ প্রদান করিয়া কেশবপুর গ্রামে স্থাপিত করেন।

প্রভাকরের পুত্র রুদ্রদাস, তৎপুত্র জগন্নাথ। এই জগন্নাথ নামে "জগন্নাথপুর" মৌজা স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে এখানে থানা, সবরেজিষ্ট্রী অফিস ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে।

জগন্নাথ দত্তের পুত্র শম্ভুদাস দত্ত ভবানীপুরের রাজা বিজয় সিংহের দেওয়ান ছিলেন। ইঁহার তিনপুত্র (১) কেশবদাস (২) লক্ষ্মণদাস ও (৩) রামদাস। প্রথম কেশবদাস নামেই "কেশবপুর" মৌজা নামকরণ করা হয়। তিন ভাইয়ের বংশধরগণ তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া কেশবপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

(১) কেশবদাস শাখায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যামিনীকুমার দত্ত, রাধারঞ্জন দত্ত, রাইরঞ্জন দত্ত, ও জীতেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি কেশবপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

(২) লক্ষ্মণদাসের শাখায় বর্ত্তমানে শ্রীবরদাচরণ দত্ত, শ্রীঅন্নদাচরণ দত্ত, শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীবিপুল বিহারী দত্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীঅপূর্ব্বকুমার দত্ত ও শ্রীঅবনীকুমার দত্ত প্রভৃতি কেশবপুর গ্রামে বিদ্যমান আছেন।

(৩) রামদাসের পুত্র মুকুন্দদাস, তৎপুত্র রাজেন্দ্র দাস। এই রাজেন্দ্র দাস দত্তই পুরকায়স্থ উপাধি

লাভ করেন। ইঁহার বংশে দেশবিখ্যাত রাধারমণ দত্ত একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত মধুরভাবের "কৃষ্ণ লীলাত্মক" বহু সহস্র বাউল সঙ্গীত আজ পূর্ব্ববঙ্গ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জিলাসমুহের প্রতি ঘরে প্রত্যহ গীত হইয়া থাকে। ইঁহার গানের ভনিতিতে শোনা যায়:—"ভেবে রাধারমণ বলে"। সাধারণে তাঁহাকে "রাধারমণ গোঁসাই" বলিয়া অভিহিত করে। ইনি ঢেউপাশার সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের শিষ্য। উক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য দুলালী ইলাশপুরের গুপ্ত বংশীয় তিলকচাঁদ শিরোমণি মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। ইনি সহজ ধর্ম্ম যাজন করিতেন। রাধারমণ গোঁসাইয়ের শিষ্য সংখ্যা প্রায় ১০০০০ দশ হাজারের উপর ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে এহেন পরম ভক্ত ও কবি রাধারমণ দত্তের রচিত সঙ্গীতাদি অদ্য পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। রাধারমণ গোঁসাইয়ের পুত্র শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত তদীয় পিতৃবাসস্থান কেশবপুর মৌজা পরিত্যাগ করিয়া পং চৌয়ালিশের অন্তর্গত ভুজবল মৌজায় শ্বশুরালয়ে যাইয়া তথায় বদ্ধমূল হইয়াছেন।

এই শাখায় জ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত পুলিশ বিভাগের ডিপুটি সুপার ছিলেন। ৺ভানুনারায়ণের প্রপৌত্র অভয়াচরণ দত্ত কাছাড় কালেক্টরীর দেওয়ান ছিলেন। তৎপুত্র শ্রীআশুতোষ দত্ত বি, এস, সি, ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইঁহারই ১মপুত্র শ্রীআশীষ দত্ত শিলচরে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতেছেন।

( মন্তব্য:—"চক্রপাণি বংশ" গ্রন্থে বংশাবলী সন্নিবিষ্ট থাকায় এস্থায় আর তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল না।)

## চৌতুলী পরগণার গৌতম গোত্রীয় দত্তবংশ

চৌতুলীর দত্তবংশ শ্রীহট্ট বৈদ্যসমাজে সুপরিচিত। ইঁহাদের উপাধি পুরকায়স্থ। এই বংশীয়গণের আদিপুরুষ শ্রীনারদ দত্ত রাঢ়দেশ হইতে শ্রীহট্ট জিলার চৌতুলীতে আগমন করেন। ইঁহার পিতার নাম চক্রদত্ত এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ক্রমদীশ্বর দত্ত। ৺বসন্তকুমার সেন কৃত "চক্রপাণি দত্ত" গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে দত্তবংশে চক্রপাণি নামে একাধিক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। "সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণ প্রণেতা ক্রমদীশ্বর দত্ত আপনাকে চক্রপাণির জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই চক্রপাণি দত্ত এবং তৎপুত্র ক্রমদীশ্বর দত্তের বংশধরগণ রাঢ়ীয় সমাজের চৌপীড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। উক্ত গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, এই বংশে চক্রপাণি হইতে সম্প্রতি ১২।১৩ পুরুষ চলিতেছে।

শ্রীহট্ট জিলায় সাতগাঁও পরগণায় যে গৌতম গোত্রীয় দত্তবংশ বসতি স্থাপন করেন উহা রাঢ়ীয় সমাজের সপ্তগ্রাম হইতে আগত। এই বংশীয়গণ আপনাদিগকে বৈদ্যক শাস্ত্র প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহাদের বংশে বর্ত্তমানে ২৪।২৫ পুরুষ চলিতেছে। পক্ষান্তরে চৌতুলীর দত্তবংশ চক্রপাণি হইতে ১৩।১৪ পুরুষ চলিতেছে। সুতরাং সাতগাঁয়ের দত্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ চক্রদত্ত এবং চৌতুলীর দত্তবংশের আদিপুরুষ চক্রদত্ত যে বিভিন্ন ব্যক্তি তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই বংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ চৌতুলীতে আসাকালীন স্বীয় পুরোহিত কাশ্যপ গোত্রীয় শুভঙ্কর সিদ্ধান্তরত্নকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া দেবত্র ও ব্রহ্মত্র প্রদানে চৌতুলী পরগণার কালাপুর গ্রামে স্থাপন করেন। শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ মহাত্মা ঠাকুরবাণী এই শুভঙ্কর সিদ্ধান্তরত্নের পরবর্ত্তী বটেন। ঠাকুরবাণীর অলৌকিক গুণের কথা শ্রীহট্ট জিলার প্রত্যেক হিন্দু পরিবারেরই জানা আছে। শ্রীহট্টের বহুলোক এই মহাপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধমহাপুরুষ ঠাকুরবাণীর বংশধরগণ দিনারপুর শতক, আথানগিরি চৌয়ালিশ ভুজবল এবং চৌতুলী কালাপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের উপাধি গোস্বামী। করিমগঞ্জ পাবলিক হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীনীরদবরণ গোস্বামী বি, এ, বি, টি, চৌতুলীর কালাপুরের গোস্বামী বংশেরই সন্তান। শ্রীহট্টে যে সকল গুরুকুলের বাস তাঁহাদের মধ্যে বাণীবংশই প্রধান বলিয়া কথিত হয়।

চৌতুলী পরগণার মাজডিহি গ্রাম নিবাসী দত্তবংশীয়গণের ৮ম পুরুষ মধ্যে জয়গোবিন্দ দত্ত একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। দশনা বন্দোবস্তকালে ইহার নামে চৌতুলীর ৫নং, সানন্দ নামে ৬নং, দুর্গাপ্রসাদ নামে ৮নং, কার্ত্তিকরাম নামে ৯ নং, সুনারাম নামে ১০নং ও মুটুকরাম নামে ১১ নং তালুক বন্দোবস্ত হয়।

এই বংশীয় দীপচন্দ্র দত্ত তাঁহার নিজ বাড়ীতে একটি ইষ্টকালয়ে বিষ্ণুবিগ্রহ এবং পুকুর পারে ইষ্টক মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপন ইত্যাদি বহুবিধ সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এই বংশীয় গোলাবরাম দত্ত দান দাক্ষিণ্যের দ্বারা সাধারণ্যে দাতা গোলাবরাম বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

গোলকচন্দ্র দত্ত মহাশয় নিজ কৃতিত্বগুণে অনেক ভূসম্পত্তির মালিক হন। তিনি সাধারণের সুবিধার্থে বর্ত্তমান ভৈরব বাজার হইতে মনার গাওঁ পর্য্যন্ত প্রায় একমাইল ব্যাপী একটী রাস্তা প্রস্তুত এবং নৌকা চলাচল নিমিত্ত একটি খাল কর্ত্তন করেন। এই খাল নয়াদাড়া নামে কথিত হয়।

এই বংশের চতুর্থ পুরুষ পুর্ণানন্দ দত্ত তরফ পরগণার মিরাসী গ্রামে যাইয়া তথায় বদ্ধমূল হন। তাঁহাদের বংশে বর্ত্তমানে রায় সাহেব মহেন্দ্র দত্ত, তৎপুত্র কিরণচন্দ্র দত্ত অবসর প্রাপ্ত সাব রেজিষ্ট্রার ও কুমুদচন্দ্র দত্ত বি, এ, অবসরপ্রাপ্ত একষ্ট্রা এসিষ্টেন্ট কমিশনার, দিগিন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও তৎপুত্র দীনেশচন্দ্র দত্ত আসামের পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল ও অন্যান্য প্রভৃতি বিশেষ সম্মানের সহিত বাস করিতেছেন। ইহাদের উপাধি পুরকায়স্থ।

এই বংশীয় ষষ্ঠ পুরুষ রামবল্লভ দত্ত আথানগিরি গ্রামে যাইয়া বসবাস করিতে থাকেন। তথায় তাঁহার বংশে বর্ত্তমানে শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত, শশীন্দ্রমোহন দত্ত, অবনীমোহন দত্ত ও ক্ষিতীন্দ্রমোহন দত্ত সুখে সম্মানে বাস করিতেছেন। ইহাদেরও উপাধি পুরকায়স্থ।

বর্ত্তমানে মাজডিহি গ্রামে শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত ও শ্রীঅমর দত্ত সুখে সসম্মানে বসবাস করিতেছেন।

## বংশলতা

৭। শ্রীচন্দ্র ( পূঃ পৃঃ পর )
জগতবল্লভ ( পূঃ পৃঃ পর )
গৌরীচন্দ্র ( পূঃ পৃঃ পর )
৮। জয়চন্দ্র
৮। জয়গোবিন্দ
রামজীবন
রূপরাম
৮। দ্বীপচন্দ্র
৯। শ্যামরাম
৯ স্বরূপচন্দ্র
রাজচন্দ্র ( পোষ্য )
৯। মোহনরাম
শিবরাম
মাধব
১০। কিশোর লাল চন্দ্র
মুকুল চন্দ্র
রাম মাণিক্য
দুর্গা প্রসাদ
রাম শরণ
কৃষ্ণ চন্দ্র
১০। গণেশ্বর
ব্রজবল্লভ
১০। জগতচন্দ্র
নবীনচন্দ্র
১০। হরি শরণ
নন্দ কিশোর
কান্তনাথ ( নীচে )
১১। রমেশ
রমণ
১১। সুরেশ
১২। সুভাষ
সুকেশ
১৩। সুদীপ

১০। কান্তনাথ ( উপরোক্ত )
১১। কৈলাসচন্দ্র
প্রসন্নকুমার
১২। সত্যরঞ্জন
মনোরঞ্জন
নীহার
সুমথ
সুধীর
শৈলেন
১২। সুধাংশু
সুনীল
অনিল
অমল
অজিত
অসিত
১৩। সমরেশ
১৩। সাধন
১৩। শিশির
সুভাষ
১৩। মৃণাল
মিহির
মনীষ
সমরজিৎ
সুরজিৎ
সুজিৎ

৭। দুর্লভচন্দ্র পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৮। গোলাবরাম
রামচন্দ্র
লক্ষ্মীনারায়ণ
সুবুদ্ধিনারায়ণ
৯। রামকৃষ্ণ
রাজকৃষ্ণ
হরেকৃষ্ণ
গোপালকৃষ্ণ
১০। নন্দ কিশোর
যুগল কিশোর
গৌর কিশোর
১০। রামলোচন
রামহরি
কৃষ্ণহরি
১১। সারদা
১১। নবকিশোর
১২। নরেন্দ্র কিশোর
১২। শৈলজা
শশী
যতীন্দ্র
শ্যামাচরণ
১৩। জগদীশ বি. এ.
শিবেন্দ্র
রামকৃষ্ণ
১৩। শশাঙ্ক
রমেন্দ্র
শশধর
সুকুমার
সুভাষ

৪। পদ্মানন্দ

- ৫। দণ্ডধর
  - ৬। রতিবল্লভ
    - ৭। দুর্গাপ্রসাদ
- বিশ্বেশ্বর
  - ৬। রত্নেশ্বর
    - ৭। বিনোদ
      - ৮। রাম গোবিন্দ
        - ৯। যুগল কৃষ্ণ
        - রাম শরণ
        - কমল কান্ত
          - ১০। চন্দ্রকান্ত
      - দেবী প্রসাদ
        - ৯। লাল চন্দ্র
        - গকুল চন্দ্র
      - কালিকা প্রসাদ
    - দুর্ল্লভ
    - মুটুক
    - তিলক
- রামেশ্বর
  - ৬। কৃষ্ণবল্লভ
    - ৭। গোপীবল্লভ
      - ৮। চান্দ
      - লব ও কুশ (যমজ)
  - হরবল্লভ
    - ৭। জানকীবল্লভ
      - ৮। সানন্দ
        - ৯। সদানন্দ
      - জগদীশ
        - ৯। জগন্নাথ
          - ১০। ব্রজনাথ
          - চন্দ্রনাথ
        - বৈদ্য নাথ
        - কাশী নাথ
        - রাজ কৃষ্ণ
      - শ্যাম
  - রাজবল্লভ
    - ৭। রাধা কান্ত
      - ৮। কালিকা প্রসাদ
        - ৯। কৃষ্ণ প্রসাদ
          - ১০। আনন্দ
            - অমর
        - হরি প্রসাদ
        - বিষ্ণু প্রসাদ
        - গোলক
          - ১০। গিরীশ
          - গগন
      - শিব প্রসাদ
    - খুশাল রাম
    - কার্ত্তিক রাম
    - চণ্ডী প্রসাদ
      - ৮। দেবীপ্রসাদ
        - ৯। গঙ্গা প্রসাদ
        - রামলোচন
    - মুলুক
    - অনুপ
- নন্দেশ্বর
- রাজাবল্লভ

- ৪। পূর্ণানন্দ (তরপ, মিরাসী)
  - ৫। রূপরাম
    - ৬। রামেশ্বর
      - ৭। ভবানীপ্রসাদ
        - ৮। সুন্দররাম
          - ৯। লক্ষ্মী নারায়ণ
          - ব্রজকিশোর
        - শ্যামরাম
      - রাধাপ্রসাদ
        - ৮। রামশরণ
        - মুলুকচাঁদ
          - ৯। নীলকণ্ঠ
            - ১০। নবকিশোর
          - ৯। রাজনারায়ণ
            - ১০। রাম নারায়ণ
              - ১১। রামকুমার
            - রাম চন্দ্র
            - বিশ্বেশ্বর
            - রূপ চন্দ্র
            - স্বরূপ চন্দ্র
              - ১১। ভগবান চন্দ্র
              - শচীন্দ্র চন্দ্র
              - শশীন্দ্র চন্দ্র
              - সূর্য্য কুমার
      - গঙ্গাপ্রসাদ
      - জয়প্রসাদ
        - ৮। অমুপনারায়ণ
          - দর্পনারায়ণ
            - ১০। হরি নারায়ণ
            - হরিশ চন্দ্র
            - জগত চন্দ্র
              - ১১। জ্যোতিন্দ্রমোহন
                - ১২। মুণীন্দ্র
                - চুনীলাল
                - মতিলাল
            - কৃষ্ণ চন্দ্র
            - গৌর চন্দ্র
          - ভোলানাথ
        - হরেকৃষ্ণ (পর পৃষ্ঠায়)
      - রামকৃষ্ণ
        - ৮। শ্রীকৃষ্ণ

## সতরশতি পরগণার শ্রীধরপুর প্রঃ ও বাউরভাগ মৌজার দত্ত চৌধুরী বংশ এবং পাচাউন ও তরফের লক্ষ্মীপুর মৌজার পুরকায়স্থ বংশ। পং আতুয়াজাম মৌজার ঈশাগপুরের দত্ত পুরকায়স্থ বংশ।

সাধুহাটী মৌজায় স্বনামখ্যাত রাজচন্দ্র রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রামে বর্ত্তমানে শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি জীবিত আছেন। বাউরভাগের দত্তগণও ইহাদের এক বংশ সম্ভূত।

পাচাউনের দত্ত পুরকায়স্থগণ আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

পাচাউন হইতে শিবরাম দত্ত পুরকায়স্থ নামক এক ব্যক্তি তরফের লক্ষ্মীপুরে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। ইঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র করিমগঞ্জ প্রবাসী শ্রীঅশ্বিনী কুমার দত্ত পুরকায়স্থ ও শ্রীইন্দু কুমার দত্ত পুরকায়স্থ প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন।

পং আতুয়াজান মৌজে ঈশাগপুরের দত্ত পুরকায়স্থ বংশে বর্ত্তমানে শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত উকীল শ্রীনীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবারীন্দ্রনাথ দত্ত মোক্তার সুনাম লব্ধ স্বাধীন ব্যবসা করিতেছেন। ৺দ্বারকানাথ দত্ত উকীলের ২য় পুত্র শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত পুরকায়স্থ তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরিচালনা করিয়া নিজ সততাগুণে অল্প বয়সে স্বাধীনভাবে প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইয়াছেন। এই বংশীয় শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত একজন উকীল বটেন।

# দেব প্রকরণ

সোমো রাজশ্চন্দ্র নন্দিধরাঃ কুণ্ডশ্চ রক্ষিতঃ।
দত্ত দেব করা সাধ্যে দশ পদ্ধতয়ঃ স্মৃতাঃ
সাধ্যে কুত্রাপি দৃশ্যন্তে সিদ্ধানাং গোত্র পদ্ধতিঃ।
মহৎ পরিগৃহীতত্বাল্লাগাদিত্যাবপি কচিৎ॥ "কণ্ঠহার"
সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেব করো ধরঃ।
রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
রাঢে বঙ্গে বরেন্দ্রে চ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশ।

রাঢ় বঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমে এই তিন স্থলেই অম্বষ্ট দিগের মধ্যে সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দী, কুণ্ড, চন্দ্র ও রক্ষিত এই তেরটী ঘর প্রসিদ্ধ।

দেব উপাধিধারী বৈদ্যগণের ছয় গোত্র (১) আত্রেয় ২) কৃষ্ণাত্রেয় (৩) শাণ্ডিল্য (৪) আলম্বয়ণ (৫) গৌতম (৬) কাশ্যপ।

## পং তরপের সুখর মৌজাবাসী কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় দেব মজুমদার বংশ।

প্রবর = কৃষ্ণাত্রেয়—আঙ্গিরস—বার্হস্পত্য।

প্রায় চারিশত বৎসর হইল বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম হইতে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের "হেড়ম্বরায়" নামক জনৈক ব্যক্তি শ্রীহট্ট জেলায় আগমন করিয়া লাকড়ি পাড়া তরফের প্রথম গ্রামে তৎপর সুখর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্র নারায়ণ রায় তরফের কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। তৎপর নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যাদবানন্দ পৈত্রিক কানুনগো পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রপৌত্র রঘুনাথ তরফের "কানুনগো" পদের এবং "মজুমদার" উপাধির সনন্দ নবাব সরকার হইতে প্রাপ্ত হন। সেই সময় হইতেই রঘুনাথের বংশধরগণ "মজুমদার" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। রঘুনাথ কানুনগো পদের জায়গীর স্বরূপ এক বৃহৎ ভূখণ্ড প্রাপ্ত হন। ইঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাবল্লভ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। তিনি নিজ বাড়ীতে এক "মনসা" মূর্ত্তি স্থাপন করেন। অদ্যাপিও এই মূর্ত্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন।

রমাবল্লভ ও তদীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বংশধর বর্গ সুখরে "পাঁচ ঘরিয়া মজুমদার" বলিয়া অভিহিত হন। ইঁহাদের খুল্লতাত শ্রীনাথ রায় ও কাশীনাথ রায়ের বংশধরগণ সহ সকলে "সাত ঘরিয়া মজুমদার"নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইঁহাদের সমাজ সুখর গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

রমাবল্লভের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় কানুনগো পদবী প্রাপ্ত হন। কিন্তু কোন কারণে ইহা কনিষ্ট গঙ্গা গোবিন্দের উপর ন্যস্ত হয়। গঙ্গা গোবিন্দ তখন জায়গীর ভোগের অধিকারী হন। রামশ্রী নিবাসী খোন্দকার সাহেব কোনও কারণে গঙ্গাগোবিন্দকে নিজ জায়গীর ভূমি হইতে বে-দখলী করেন। গঙ্গাগোবিন্দ নিরুপায় হইয়া তৎপ্রতিকারের জন্য মুর্শিদাবাদ গমন করেন।

গঙ্গাগোবিন্দের পত্নী রামপ্রিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। গঙ্গাগোবিন্দের অনুপস্থিতির সুযোগে খোন্দকার গঙ্গাগোবিন্দের বাসগ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থান সকল অধিকার করিতে উদ্যত হন। তখন এই বুদ্ধিমতী রমণীর চেষ্টায় খোন্দকার সাহেবের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়। গঙ্গাগোবিন্দ অনেকদিন মুর্শিদাবাদে থাকিয়া বে-দখলী সম্পত্তির দখল পাইতে সক্ষম হন। অভীষ্ট ফললাভ করিয়া তিনি এক "জয়কালী মূর্ত্তি" লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই জয়কালী মূর্ত্তি অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন।

গঙ্গাগোবিন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ পিতৃক্ষমতা প্রাপ্ত হন কিন্তু কানুনগো পদের প্রাপ্য দাবী হইতে বঞ্চিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে "রসুম" উল্লেখে নিরূপিত কতক মুদ্রা ও সরঞ্জামী খরচ বলিয়া সরকার হইতে আরো কিছু টাকা পাইতেন। কৃষ্ণগোবিন্দের পুত্র গোপালকৃষ্ণ অল্প কয়েকদিন ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুঘরের বাড়ীর বিশেষত্ব ছিল এই যে এতদঞ্চলে দলিলপত্র রেজিষ্টারী গন্য হওয়ার নিদর্শন সূচক মুসলমান তিন এবং হিন্দু তিন (সুলতানশ্রী, লস্করপুর, রামশ্রী, তুঙ্গেশ্বর, জয়পুর, সুঘর) এই ছয় দস্তখতের শেষ দস্তখত সুঘরের বাড়ীতেই হইত বলিয়া জানা যায়।

গঙ্গাগোবিন্দের পুরুষানুক্রমিক প্রাপ্ত জায়গীর ভূমি দখনা বন্দোবস্তের কালে "৬" নং তাং গঙ্গাগোবিন্দ নামে ও ৮৫১ নং তাং তস্যপুত্র রাম গোবিন্দ নামে আখ্যাত হইয়াছে। সুঘরে যে স্থানে "জয়কালীবাড়ী" আছে তাহাই ছিল মজুমদারগণের প্রথম ভদ্রাসন। কালক্রমে বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা সেই বাড়ীর অর্দ্ধেকে উক্ত "জয়কালী" স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান বাড়ীতে উঠিয়া আসেন। "৺জয়কালীবাড়ীর" বাকী অর্দ্ধেকে বিজয় রায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন; ইঁহাদের উপাধি "বৈদ্যরায়"। সুঘর মজুমদার বাড়ীতে নিত্যকর্ম্ম হিসাবে অদ্যাপি শিব, বিষ্ণু ও শক্তিপূজা চলিতেছে। মূল ভদ্রাসনাস্থ "জয়কালী" মাতারও নিত্যপূজা চলিতেছে।

মজুমদারগণের গুরুবংশীয় জনৈক কর্ত্তাঠাকুর তাঁহাদের বাড়ীতে দেহ রক্ষা করেন। তাঁহাকে বাড়ীর বহির্ভাগে সৎকার করা হয়। এই শ্মশানেই বর্ত্তমানে "বুড়াশিব" প্রতিষ্ঠাক্রমে নিত্য স্নান করান হইতেছে। সন ১৩২৫ বাংলার ভূমিকম্পে এই শিবালয় নষ্ট হয়। অতঃপর বৎসর কয়েক ৺সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার তৎপর অদ্যাপি শ্রীদিগিন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় নিত্যপূজা ইত্যাদি যথাসম্ভব চালাইয়া আসিতেছেন। তিনিই নষ্ট ভিটা পাকা করাইয়া দিয়াছেন। গঙ্গাগোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ মূর্ত্তি দত্ত পাড়ায় অবস্থিত। এই দেবসেবা পরিচালনের জন্য শম্ভুপুর মৌজাটী দেবত্র স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এই বংশীয় ৺কাশীচন্দ্র দেব মজুমদারের পুত্র শ্রীকরুণাময় দেব মজুমদার বোয়ালজুর পরগণার আদিত্যপুর মৌজায় বসবাস করিতেছেন।

সুঘরের "পাঁচঘরিয়া" মজুমদার বংশে ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার অত্যন্ত উদার প্রকৃতি ও অতিথি সেবা পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ইহারই কনিষ্ঠ পুত্র স্বনামখ্যাত শ্রীদিগিন্দ্র নাথ মজুমদার বি. এ, মহাশয় বর্ত্তমানে এবংশের একজন প্রতিভাবান পুরুষ। তিনি একদিকে যেমন সাহিত্যানুরাগী ও বাগ্মী অন্যদিকে আবার স্বধর্ম্ম নিরত বটেন।

রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকার চন্দ্রপ্রভা ও কুলদর্পণের ১৯২ পৃষ্ঠার "ঘ"পর্য্যায়ে এবং ২১৬ পৃষ্ঠার ৩১ (ক) এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে এ বংশ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। এ বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ সোনারগাঁও, মহেশ্বরদী, বিক্রমপুর, পায়জোয়ার, সুনারং, ভাওয়াল, ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের বিশিষ্ট বৈদ্য পরিবারের সঙ্গে হইয়া আসিতেছে। ইঁহারা শাক্ত মন্ত্র যাজন করেন।

## বংশলতা

১। হেড়ম্ব রায়

২। বিজয় রায় (ইঁহার সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হইবে।) — নারায়ণ রায়

৩। যাদবানন্দ মাধবানন্দ হৃদয়ানন্দ

৪। রাঘবানন্দ নিত্যানন্দ মথুরানন্দ

৫। ভবানী দাস

৬। রঘুনাথ মজুমদার শ্রীনাথ (২৩৬ পৃষ্ঠায়) হরিনাথ কাশীনাথ গোপীনাথ

৭। রমাবল্লভ রামবল্লভ (পর পৃঃ) হরবল্লভ (পর পৃঃ) বাণীবল্লভ রমাদাস রাধাবল্লভ (২৩৬ পৃঃ) ৭। রাধাকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ রাধাকান্ত নবারাম রামচন্দ্র

৮। শিবানীদাস ৮। গৌরীনন্দন

৮। রাঘবরাম গঙ্গাগোবিন্দ গোবিন্দরাম ওরফে হরিরাম ৯। শিবপ্রসাদ

৮। বিজয় নারায়ণ রাধা গোবিন্দ রামরাম জয়রাম

৯। কৃষ্ণগোবিন্দ (নীচে) রামগোবিন্দ (পর পৃষ্ঠায়)

৯। শিব প্রসাদ ভবানী প্রসাদ বিষ্ণু প্রসাদ

৯। রাম শরণ বিনোদ রাম রুদ্র রাম শ্যাম রাম রাম সুন্দর কমল রাম প্রকাশ রাম

কন্যা কন্যা

৯। রামগোবিন্দ ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
১০। নবকৃষ্ণ
প্রাণকৃষ্ণ
কমলকৃষ্ণ
১১। ঈশানচন্দ্র
১২। বিধুভূষণ
১১। মহেন্দ্রচন্দ্র
হেমচন্দ্র
অখিলচন্দ্র
১২। কুমুদনাথ পরেশনাথ প্রিয়নাথ প্রমথনাথ সীতানাথ জানকী নাথ
১২। দ্বারকা নরেন্দ্র
১২। নন্দিনী নিখিল
৩। কৃষ্ণপদ রমাপদ শ্যামাপদ দুর্গাপদ
১৩। কানু হেমু নানু মানু
১৩। বিশু
মাণিক
১৩। প্রণব হরি মাধব যাদব
৭। রামবল্লভ ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৮। রাজবল্লভ
বিজয়রাম
চান্দরাম
রামকিশোর সানন্দরাম আনন্দরাম বিনন্দরাম
৯। রামমোহন
৯। কৃষ্ণচন্দ্র
রামচন্দ্র
৯। ভবানীচরণ
১০। কাশীনাথ
১০। শিবচরণ কালীচরণ গৌরচরণ
১১। তারানাথ
১১। পার্ব্বতীচরণ
দুর্গাচরণ
শরচ্চন্দ্র
১২। মোহিনী অবনী প্রবোধ প্রভাত
১২। রজনী
যামিনী
১২। যতীন্দ্র অপূর্ব্ব
১৩। ননী
১৩। মাখন লালু
১৩। মণি গোপাল নেপু ভানু কানু
৭। হরবল্লভ ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৮। রামচন্দ্র
শিবনারায়ণ
হরিহর
৯। রাধাকৃষ্ণ
৯। রাজকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ
৯। শ্যামরাম যুগলকিশোর
১০। শ্রীকৃষ্ণ
১০। রাজ গোবিন্দ
রাজচন্দ্র রাজপ্রসাদ
১০। হরিশরণ হরগোবিন্দ নীলকণ্ঠ
১১। কালীকৃষ্ণ
১২। কামিনীমোহন
শশীমোহন
১১। গোলকচন্দ্র মহেন্দ্রচন্দ্র
১৩। সুরেশচন্দ্র

## সুঘরের বৈদ্য রায় শাখা—গোত্র কৃষ্ণাত্রেয়।

সুঘর গ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় দুই শাখা দেব বংশীয়গণ বাস করিতেছেন। ইঁহাদের একটী শাখা বৈদ্যরায় ও অপর শাখা মজুমদার উপাধিতে পরিচিত। মজুমদার শাখার বংশ বিবরণ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বৈদ্যরায় শাখার বংশ বিবরণ যাহা রায় সাহেব প্রমোদচন্দ্র দেবরায় হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এখানে সন্নিবিষ্ট করা যাইতেছে।

প্রবাদ এই যে নবাব সরকারের প্রতিনিধি বা কর্ম্মচারীর অবস্থান হেতু জিলা নছরপুর যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন তথাকার নবাব প্রতিনিধি বা কর্ম্মচারী পীড়িত হইলে তাঁহার চিকিৎসার্থ যে কবিরাজকে মুর্শিদাবাদ হইতে আনয়ন করা হয় তিনিই কবিরাজ হেড়ম্ব রায় দেব। তিনি প্রথমে আসিয়া লাকুড়ি পাড়াতে অস্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ইঁহার সম্বন্ধে বৈদ্যজাতির ইতিহাস ও রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা কুলদর্পণ গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

হেড়ম্ব রায়ের ১ম পুত্র বিজয় রায় সুঘরে থাকিয়া পিতার কবিরাজী ব্যবসা অনুসরণ করেন। বিজয় রায় হইতে মহেশ্বর রায় পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষ সকলেই কবিরাজ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মরায় ও মহেশ্বর রায় বিশেষ প্রতিপত্তি ও যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইহাদের বাড়ীর নাম "বৈদ্যের বাড়ী" বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সুঘরে "বৈদ্যের বাজার" বলিয়া এক বাজার অদ্যাপি চলিতেছে। মহেশ্বর রায়ের পরবর্ত্তী তিন পুরুষ কবিরাজ ছিলেন। চতুর্থ পুরুষ শ্রীচন্দ্র নবাব সরকারে তরফ পরগণার তহশিলদার ছিলেন। তাঁহার পুত্র হরিশচন্দ্রও কবিরাজ ছিলেন। তৎপর ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রও কবিরাজী ব্যবসা করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। বিজয় রায়ের বংশধরগণ ও নারায়ণ রায়ের বংশধরগণ মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বাস করেন। নারায়ণ রায়ের বংশধরগণ বাড়ীর অর্দ্ধাংশ বিজয় রায়ের সন্তান ধর্ম্মরায়কে দিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহাদের অর্দ্ধাংশে ৺কালীবাড়ী স্থাপন ক্রমে গ্রামের পূর্ব্বদিকে নতুনবাড়ী করিয়া তথায় চলিয়া যান। অপর অর্দ্ধাংশে বৈদ্যবাড়ীর বিজয় রায়ের শাখা অদ্যাপি বাস করিতেছেন। পুরাতন ও নূতন বাড়ীর ভাগ নিয়া উভয়পক্ষে বহু মামলা মোকদ্দমা হয়। সেই অবধি উভয়পক্ষ পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই আসিতেছেন। এই শাখায় ৺রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব রায় কাছাড়ের দেওয়ান এবং রায়সাহেব প্রমোদচন্দ্র দেব রায় বি. এ. আবগারী বিভাগের স্পেসিয়েল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

## বংশলতা
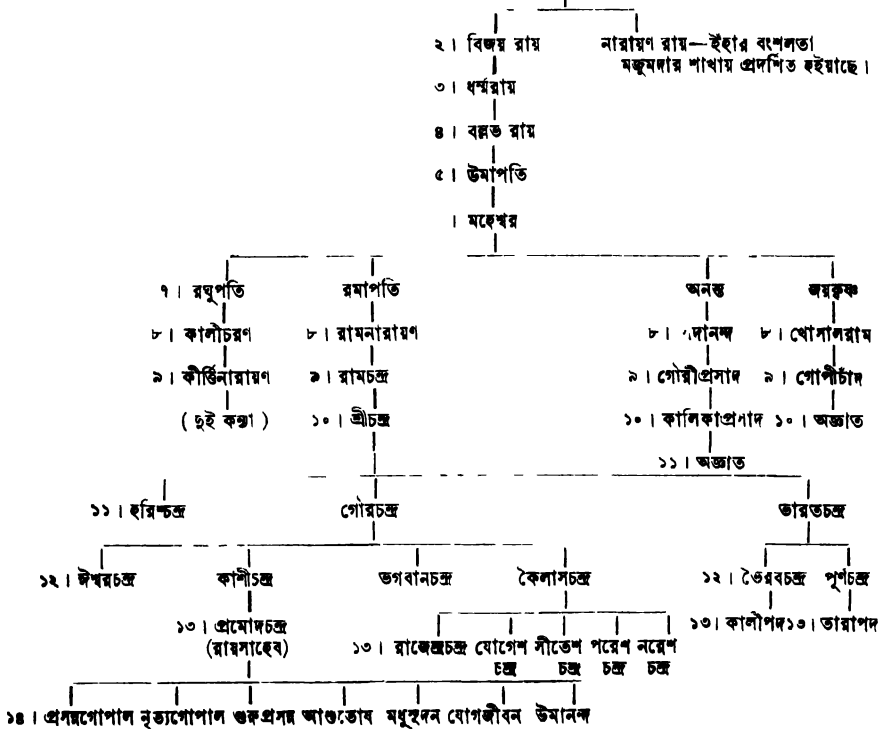
কিম্বদন্তী যে এই দেবরায় বংশীয় এক ব্যক্তি চান্দপুর গ্রামে যাইয়া বসবাস করিতে থাকেন। ইঁহার বংশধরদের মধ্যে শিলং প্রবাসী শ্রীসুধেন্দুমোহন দেবরায় জীবিত আছেন।
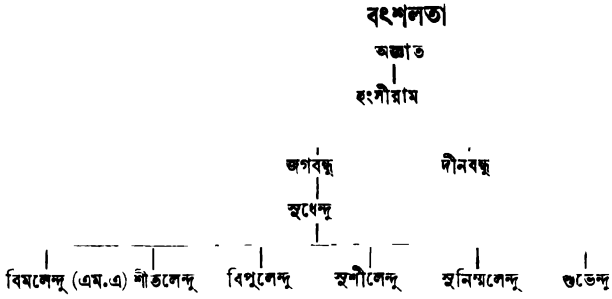
## মোরাপুরের দেব চৌধুরী বংশ।

গোত্র = কৃষ্ণাত্রেয়। প্রবর — কৃষ্ণাত্রেয় — আঙ্গিরস — বার্হস্পত্য।

এই বংশীয় জয়নারায়ণ দেব চৌধুরী উকিল ও বিরজানাথ দেব চৌধুরী মোক্তার মহাশয়গণের নাম সর্ব্বজন বিদিত। এই বংশীয়গণ মোরাপুর সমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে এই বংশীয় শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চৌধুরী, সূর্য্যকুমার চৌধুরীর পুত্র শ্রীশচীন্দ্রকুমার চৌধুরী উকিল, শ্রীনগেন্দ্রকুমার চৌধুরী বি. এল., শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী, শিলং প্রবাসী শ্রীঅমূল্যকুমার চৌধুরী প্রভৃতি জীবিত আছেন। ইঁহারা কায়স্থ ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়।

## ছোটলিখা ও পঞ্চখণ্ড, লাউতা নিবাসী দেব পুরকায়স্থ বংশ।

গোত্র—কৃষ্ণাত্রেয়।

শ্রীবিনোদচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ বি এ ও দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ প্রভৃতি লাউতা মৌজায় ও শ্রীউপেন্দ্রকুমার দেব পুরকায়স্থ বি.এ. প্রভৃতি ছোটলিখা মৌজায় বাস করিতেছেন। ইঁহারা কায়স্থ ভাবাপন্ন বলিয়া অনুমান করা যায়।

## পরগণা বেজুড়া মৌং সুরমা ও পরগণা উচাইল মৌং ব্রাহ্মণডুরা নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় দেব চৌধুরী বংশ।

প্রবর=কাশ্যপ — অপসার — নৈধ্রুব।

রাঢ় হইতে বৈদ্যবংশীয় জনাৰ্দ্দন রায় নামীয় জনৈক ব্যক্তি পরগণা বেজুড়ার বাঘাসুরা গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ইঁহার পুত্রের নাম কমললোচন, তৎপুত্র সন্তোষ ও তৎপুত্রের নাম শ্রীমন্ত রায়।

(দেব বংশীয়গণ বিক্রমপুর সমাজে বাস করিতেছেন। বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রথমভাগ ৩০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে সামাজিক উপদ্রবে দেব বংশীয়গণের কোন কোন শাখা স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হন; কেহ কেহ শ্রীহট্ট প্রভৃতি দূরদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন।)

উক্ত শ্রীমন্ত রায় নবাব হইতে ভূমির বন্দোবস্ত ও চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের নাম যথাক্রমে চণ্ডীচরণ রায়, ধন রায় রাম রায়, তিলক রায় ও সুন্দর রায়। উক্ত পঞ্চ সাহাদর হইতে এবংশের বিস্তার হয়। ইহাদের মধ্যে চণ্ডীচরণ রায় বাঘাসুরা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পং উচাইলের ব্রাহ্মণডুরা গ্রামে এবং ধনরায়, রামরায় ও সুন্দর রায় এই তিনজনও বাঘাসুরা গ্রাম ছাড়িয়া সুরমা গ্রামে যাইয়া বসবাস করেন। বাঘাসুরা গ্রামে সুন্দর রায়ের খনিত দীঘি অত্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিলক রায় বাঘাসুরা গ্রামেই স্থিতি করেন। বাঘাসুরা গ্রামে উক্ত তিলক রায়ের পুত্র কালিকাপ্রসাদ তৎপুত্র দুর্গাপ্রসাদ পং বেজুড়ার অন্তঃপাতী পিয়াইন গ্রামে যাইয়া জনৈক মুসলমানের কন্যা বিবাহ করিয়া তথায়ই বসবাস করেন। ইনি হইতেই পিয়াইনের মুসলমান চৌধুরী বংশের উৎপত্তি। এইরূপে তিলক রায়ের শেষ চিহ্ন বাঘাসুরা গ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ধনরায়ের ও রামরায়ের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল মাত্র সুন্দর রায়ের বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত সুরমা গ্রামে বসবাস করিতেছেন। সুরমা গ্রামের সুন্দর রায়ের প্রপৌত্রগণ মধ্যে খুসালরাম, কাঁচারাম, জগতরাম, ও বৃদ্ধ প্রপৌত্র গঙ্গারাম ও গোবিন্দরামের নামে, দখনা বন্দোবস্ত কালে কতকগুলি ত'লুক বন্দোবস্ত হয়।

সুরমা গ্রামে চৌধুরী বংশে বহু কৃতী পুরুষের উদ্ভব হয়—তন্মধ্যে কয়েক ব্যক্তির নাম এথায় সন্নিবেশিত হইল। জগমোহন রায় লস্করপুর মোনসেফীতে একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী হবিগঞ্জ ফৌজদারী আদালতে নাজির ছিলেন। ইহার তিন পুত্র যথাক্রমে রোহিণীকুমার, শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্র শ্রীহট্ট জজ আদালতের উকিল বটেন। এই বংশোদ্ভব ৺নন্দকিশোর চৌধুরী বাংলা, আরবী, পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী মহাশয় হবিগঞ্জ মহকুমায় বিশিষ্ট উকিল ছিলেন। তিনি সততা ও ন্যায় পরায়ণতার নিমিত্ত সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের তথা ভারতবর্ষের কৃতী সন্তান বাগ্মীশ্রেষ্ঠ ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ও পরবর্ত্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যখন হবিগঞ্জে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহারা ইহারই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই সহযোগিতায় হবিগঞ্জে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় হবিগঞ্জ জাতীয় ভাণ্ডার, কোঃ অঃ টাউন ব্যাঙ্ক (Bank) প্রভৃতি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। পঁচিশ বৎসর কাল ওকালতি ব্যবসা করার পর তিনি নিজ গ্রামে চলিয়া আসেন। হবিগঞ্জ লোকেল বোর্ডে কতক টাকা দান করিলে জগদীশপুর গ্রামস্থিত ডাক্তারখানা তাঁহার মৃতপুত্র "নলিনী মোহনের" নামে জগদীশ পুরস্থ ডাক্তারখানার নামকরণ হয়। তিনি এই ডাক্তারখানার সেক্রেটারীও ছিলেন। কৃষ্ণকিশোর চৌধুরীর সংযোগিতায় জগদীশপুর গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত ইহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সন ১৩৪৮ বাংলার ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীযতীন্দ্রমোহন ও শ্রীপবিত্রমোহন নামীয় দুইপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি ত্রিপুরা জেলার চুন্টা গ্রামের প্রসিদ্ধ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ৺অন্নদাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন।

এই বংশের নবীনচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীত্রৈলক্যনাথ চৌধুরী মাষ্টার এবং অন্যান্য প্রভৃতি সুখে সম্মানে সুরমা গ্রামে বাস করিতেছেন। সুরমা গ্রামে অতি প্রাচীনকাল হইতে একটি শিবালয় ও একটি আখড়ায় ৺শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউ বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। ৺শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবাপূজা পরিচালনার্থ এই বংশের দেবোত্তর ভূমি দান করা আছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে চণ্ডীচরণ রায় বাঘাসুরা গ্রাম পরিত্যাগে উচাইল পরগণার ব্রহ্মণডুরা গ্রামে যাইয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে তথায় চণ্ডীচরণ রায়ের চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র ও রামমোহন রায় নামে "কৃষ্ণ-মোহন" তালুক সৃষ্টি হয়।

এই শাখায় ৺কামিনীকুমার চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ৺করুণাকুমার চৌধুরী পালোয়ান ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মত শক্তিশালী ব্যক্তি এতদ্দেশে বিরল ছিল। তিনি বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সঙ্গে ১৯০৫ ইং স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি কবিও ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু কবিতা রহিয়া গিয়াছে। উক্ত করুণা চৌধুরীর পুত্রগণ, কর্ণাট চৌধুরীর পুত্রগণ, ক্ষীরোদ চৌধুরীর পুত্রগণ, প্রসন্ন চৌধুরীর পুত্রগণ, কুমুদ চৌধুরীর পুত্রগণ ও কিরণ চৌধুরী প্রভৃতি তাঁহাদের পুত্রগণ নিয়া ব্রাহ্মণড়ুয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের অভিজাত বৈদ্যসমাজের সঙ্গে পূর্ব্বাবধি এ বংশের আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে।

## বংশলতা

৯। রঘুনাথ ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
১০। কামিনীকুমার
১১। করুণাকুমার কন্দর্পকুমার কুসুমকুমার কর্ণাটকুমার কুমুদকুমার কিরণকুমার
১২। অমিতাভ সবিতাভ
১২। অশোক
১২। ধ্রুবেশকুমার সন্তোষকুমার
১২। মোহিত অসীম নির্ঝর

৫। সুন্দর রায় সাং সুরমা পং বেজুড়া ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )
৬। সহদেব রায়
৭। আনন্দ কাশী বাসুদেব অর্জ্জুন আদিত্য মাধব মোহন ( পর পৃষ্ঠায় )
৮। সীতারাম ৮। রত্নবল্লভ
৮। মুক্তা রাধা খুসাল
৯। চান্দরায়
৯। জিত শম্ভু
৯। তিলক (নীচে)
৯। নীলকণ্ঠ গোপাল (পর পৃষ্ঠায়)
১০। দ্বারকানাথ ঈশ্বরচন্দ্র জয়চন্দ্র রাজচন্দ্র
১০। কমল রামদুলাল কাশীনাথ
১১। গুরুদয়াল ঈশানচন্দ্র

৯। তিলক ( উপরোক্ত )
১০। বৈদ্যনাথ কেবলকৃষ্ণ রামপ্রসাদ সুনারায়
১১। রাধানাথ লক্ষ্মীনারাণ ১১। শ্যামসুন্দর প্রাণকৃষ্ণ চন্দ্রকুমার নবীন ঈশান চন্দ্র ১১। রামমোহন রাজবল্লভ রামলোচন
(পর পৃষ্ঠায়) ১২। মদনমোহন
১২। কুঞ্জমোহন
১২। সারদা সুরেন্দ্র অমর রোহিনী
১২। শরৎ ভারত
১৩। নিরঞ্জন
১৩। মোহিনীমোহন শশীমোহন উপেন্দ্রমোহন হরেন্দ্রমোহন
১২। মহেন্দ্র রজনী যামিনী অশ্বিনী
১৩। সরোজ সুবোধ প্রবোধ ১৩। সুকুমার বিনয়ভূষণ

১১। নবীনচন্দ্র (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
১২। বিপিনচন্দ্র ত্রৈলোক্যনাথ সতীশচন্দ্র রমেশচন্দ্র
১৩। সুধীর গোপাল রবীন্দ্র রমেন্দ্র
১৩। মণিলাল চুনীলাল ফণীভূষণ নারায়ণ
৯। গোপাল রায় (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
১০। নবকিশোর নন্দকিশোর
১১। তারাকিশোর হরকিশোর
১১। আনন্দ কৃষ্ণকিশোর যোগেশ শ্রীশ গিরীশ
১২। হেমেন্দ্র নরেন্দ্র
১২। সুরেন্দ্র নলিনী যতীন্দ্রমোহন পবীন্দ্র
১৩। সুধীন্দ্র বেণু ভানু অনু
১৩। সুশীল সুনীল
১৩। বীরেন্দ্র বিজয়
১৩। শঙ্কর তপন
৭। মোহন রায় (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পব)
৮। কাঞ্চন দুর্ল্লভ জগৎ গকুল
৯। সানন্দ
৯। গঙ্গারায়
৯। পলটা জয় বাম নারায়ং
৯। রুপা গোবিন্দ
১০। আনন্দ বিনন্দ
১০। শিবচরণ দুর্গাচরণ রাজনারায়ন
১০। স্বরূপ কৃষ্ণ দেবী
১০। জগমোহন বিষ্ণুপ্রসাদ (নীচে)
১১। কালীনাথ দীননাথ গোলকনাথ কানুরায়
১১। লক্ষ্মী নারায়ণ কালী কুমার কালী নারায়ণ
১১। গোপালকৃষ্ণ শিবগতি রামগতি
১২। তারকনাথ
১২। বিপ্রচরণ
১১। পূর্ণ রায় দাগন রায় চন্দ্র রায়
১২। প্রকাশ পূর্ণচন্দ্র (ব্রাহ্মভুর: পোষ্য নাম মোহিনী)
১০। স্বরূপ (উপরোক্ত)
১১। প্রাণকৃষ্ণ ভোলানাথ হরেকৃষ্ণ
১২। কান্ত রায় জয় রায়
১২। কৈলাস রায় ঈশ্বর রায়
১৩। গোপেন্দ্র ধীরেন্দ্র রোহিণী
১৪। ধনু বেনু ভানু তাপস মণিলাল ফণীভূষণ ননীভূষণ মাখনলাল

# ভাটেরার দেব চৌধুরী বংশ

ভাটেরার দেব চৌধুরীগণ শ্রীহট্ট বৈদ্যসমাজে সুপরিচিত। তাঁহারা পুর্ব্বাবধি শ্রীহট্টের অভিজাত বৈদ্যগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে উল্লেখ আছে যে ভাটেরায় এক সময়ে ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয়। তাহাতে চৌধুরী বংশীয় একটি শিশু ব্যতীত এই বংশীয় অপর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এজন্য তাঁহাদের গোত্রাদি পূর্ব্বে কি ছিল এবং তাঁহাদের বংশের পূর্ব্ব বিবরণই বা কি তাহা বিস্মৃতির অন্ধকারময় গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে। ইহাতে এই বুঝা যায় যে তাঁহারা যে বর্ত্তমানে অলম্যান গোত্র ব্যবহারে দৈব এবং পিতৃ ক্রিয়াদি করিয়া আসিতেছেন, ইহা তাঁহাদের আদিগোত্র কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

ভাটেরার তাম্রফলকে খরবান দেব বংশীয় রাজগণের নাম উল্লেখ আছে। সুতরাং সেই পুরাকালবর্ত্তী বংশের সহিত বর্ত্তমান দেব বংশের সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ ইঁহারা রাজ বংশীয় বলিয়াই দেব পদবী বিশিষ্ট। তাম্রফলকে কেশব ও ঈশান দেবের নাম লিখিত আছে। ঐ তাম্রফলকে বৈদ্যবংশীয় রাজমন্ত্রী বনমালী করেরও নাম লিখা আছে। ( বৈদ্যবংশ প্রদীপ শ্রীবনমালী করোভবৎ। ) উক্ত তাম্রফলকের কাল ১৭ সম্বৎ বলিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্থির করিয়াছেন।

ভাটেরার দেব চৌধুরী বংশের নাম ও কীর্ত্তি না জানেন এমন লোক শ্রীহট্ট জিলায় বিরল। যে সমস্ত মহানুভবগণের সহিত ইঁহারা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কেহই বৈদ্যাচারহীন কি কায়স্থ সংসর্গী অথবা কন্যাদায় গ্রস্ত দরিদ্র পিতা ছিলেন না। তাঁহারা দেশ ও সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন ও আছেন। যদি এই দেব চৌধুরীগণ বৈদ্যবংশীয় না হইতেন তবে সমাজের বিশিষ্ট ও ধনাঢ্য বৈদ্যগণ ইঁহাদিগকে কখনও কন্যাদান করিতেন না। সুতরাং ইঁহারা যে পুর্ব্বাপর বৈদ্যসমাজ ভুক্ত তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখা যায় না।

এই বংশীয় ব্রজকিশোর, সদানন্দ ও রাজনারায়ণ চৌধুরী বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। ব্রজকিশোরের তিন পুত্র—কাশীচন্দ্র, তারিণীচন্দ্র ও জগৎচন্দ্র। ইঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। প্রথম কাশীচন্দ্রের দুই পুত্র মহেন্দ্র ও উমেশচন্দ্র। কনিষ্ঠ উমেশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কলিকাতা বাসী। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রের তিনপুত্র, ১ম শ্রীমনোরঞ্জন, সন্ন্যাসাশ্রমের নাম স্বামী অব্যক্তানন্দ, তিনি বিলাতের রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ। দ্বিতীয় শ্রীমোহিতরঞ্জন, ইহার পুত্রদ্বয়ের নাম শ্রীমিহিররঞ্জন ও শ্রীদিলীপরঞ্জন। তৃতীয় শ্রীসুধাংশু রঞ্জন চৌধুরী। ব্রজকিশোর চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সদানন্দ চৌধুরী, সাধারণ্যে তিনি মুন্সী বলিয়া পরিচিত; তিনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত জমিদার মুরারীচাঁদ রায়ের আমমোক্তার ছিলেন। তিনি স্বীয় ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক জোড়ে নৌকা পূজা করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত রাজনারায়ণ চৌধুরীর পুত্র শ্রীনগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বি. এ; ইঁহার চারিপুত্রের নাম শ্রীসুব্রত চৌধুরী, শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী, শ্রীদেবব্রত চৌধুরী ও শ্রীশুভব্রত চৌধুরী। এই বংশীয় দুর্গাচরণ চৌধুরী উকিল ছিলেন, ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী বি. এল।

---

* ত্রিপুরার বরাইল গ্রামে অলম্যান গোত্র দেব পদ্ধতির বৈদ্যবংশ বিদ্যমান আছেন বলিয়া কুলদর্পণের ২১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

# করবংশ প্রকরণ

সেন রাজগণের সমকালে বঙ্গীয় কর বংশীয়গণ বদ্ধমূল হইতেছিলেন। বৌদ্ধরাজগণের সময়েও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশীয় লক্ষ্মীকর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রবর্ত্তিত কৌলিন্যের নববিধান করবংশীয়গণ গ্রহণ করেন নাই। মহাত্মা ভরতমল্লিক তদীয় চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে কেবলমাত্র ধর্ম্মকরের নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"করবংশে ধর্ম্মকরো যো রাজা পরিকীর্ত্তিতঃ। স বঙ্গদেশে বিখ্যাত স্তদ বংশ্যা বহু দেশ গাঃ॥

অসান্নিধ্যাদবিজ্ঞাতা অমী ন লিখিতা অতঃ। নাপরাধ্যো মমাস্ত্যেবতেভ্যোপাস্ত নমো মম॥

ইতি ভরত সেন কৃতয়াং বৈদ্যকুল পঞ্জিকায়াং— চন্দ্রপ্রভায়াং—করবংশ লেখ পরিহারঃ॥ চন্দ্রপ্রভা ৪৪৯ পৃষ্ঠা

দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বিবরণে লিখিত আছে—

করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরো শর্ম্মা চ গৌতমঃ। (সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট ৩৮৫ পৃষ্ঠা।)

ভরদ্বাজ গোত্র প্রভব কর বংশীয়গণ উৎকল দেশে ব্রাহ্মণ সমাজে পরিগণিত। উৎকলে নিম্নলিখিত কারিকাটী প্রচারিত আছে। "করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ। মৌদ্গল্য দাশ শর্ম্মা চ গুপ্ত শর্ম্মা চ কাশ্যপঃ॥

ধন্বন্তরি সেন শর্ম্মা দত্ত শর্ম্মা পরাশরঃ। শাণ্ডিল্যশ্চ চন্দ্র শর্ম্মা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণো ইমে॥"

উৎকল দেশে কর বংশীয়গণ বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্গত।

(সম্বন্ধ নির্ণয় ও জাতিতত্ত্ব বারিধি ১ম ভাগ ২য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।)

## মাধব কর

প্রসিদ্ধ নিদান গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা মহামহোপাধ্যায় মাধব কর এবং মেদিনী কর নামধেয় কোষকর্ত্তা এই করবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদ্যজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। মাধব কর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কিংবা একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মহাত্মা চক্রপাণি দত্ত, বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠদত্ত মাধব কর প্রণীত নিদান গ্রন্থের টীকা প্রয়োগ করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। স্বনাম ধন্য আভিধানিক মহাত্মা মেদিনী কর ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মহাত্মা মাধব কর ও মেদিনী কর উভয়েই বৈদ্যজাতির গৌরব মুকুট ছিলেন। মেদিনী করের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন কিনা আমরা জানিতে পারি নাই। মেদিনী করের পিতার নাম প্রাণ কর।

বঙ্গীয় সমাজে করবংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। বিক্রমপুর সমাজে কয়র্গা, বৌলাসার, বাঘিয়া, সাতগাঁও ও মইজকাছাগ্রামে করবংশের বহু শাখা বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরান্তর্গত আটগাঁও গ্রামে করবংশের একটি শাখা বিদ্যমান আছে। ফরিদপুর জেলার অধীন মামুদপুর, রামভদ্রপুর ও মস্তকাপুর প্রভৃতি স্থানে কর বংশীয়গণ বিদ্যমান আছেন। বর্ত্তমানে মামুদপুরের কর চৌধুরী বংশ ধনগৌরবে ও কুলক্রিয়া দ্বারা বঙ্গজ সমাজে সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মামুদপুর হইতে কর চৌধুরী বংশের একশাখা ত্রিপুরার অন্তর্গত বাজেয়াপ্তি গ্রামে বাস করিতেছেন। বিক্রমপুর সমাজের প্রসিদ্ধ বুরুণ ও মহীপতি বংশ কর বংশ দ্বারা স্থাপিত।

শ্রীহট্টসমাজ বঙ্গীয় সমাজের একটি শাখা বিশেষ। এই সমাজে তরফের সাতকাপন, গয়াসনগরের ভীমশী, পুটিজুরী পরগণার আমদপুর, সন্তোষপুর, যাদবপুর ও লংলা পরগণার কয়গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় করবংশ, চৌয়াল্লিশ পরগণার ভুজবল গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় কর, তরফের সাটিয়াজুরি গ্রামে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় কর, ঢাকা দক্ষিণ পরগণার পুরকায়স্থ পাড়ায়, পাথারিয়া পরগণার কাঁঠালতলি মৌজা এবং দুলালী দাশপাড়া মৌজায় মৌদগল্য গোত্রীয় কর বংশ বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা পূর্ব্বাপর শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ও মহেশ্বরদীর বৈদ্যগণের সহিত ক্রিয়াদি করিয়া আসিতেছেন।

কর বংশীয়গণ শ্রীহট্ট জিলাতে আরও থাকিতে পারেন কিন্তু আমরা তাহাদের খবর পাই নাই। নিম্নে উপরোক্ত কর বংশীয়গণের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

## ভরদ্বাজ গোত্র কর বংশ।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জিলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চিকিৎসা ব্যপদেশে বহু বৈদ্যসন্তান আগমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব কর বংশের আদিপুরুষ তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থান হুগলী জেলা হইতে শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। ইঁহার নাম জানা যায় না। তরফের হাসারগায়ের আদিত্য, দাশ-পাড়ার দস্তিদার এবং দত্তপাড়ার দত্তবংশীয়গণ প্রায় ইঁহার সমসাময়িক ভাবে শ্রীহট্টে আগমন করেন।

চিকিৎসা ব্যবসায়ী আদি করের একভাই তরফের সাতকাপন মৌজায় গমন করেন এবং তথা হইতে তদ্বংশীয় মধুসূদন কর নামক এক ব্যক্তি দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তঃপাতি সাতগাও পরগণাস্থিত ভীমশী মৌজায় যাইয়া তথায় বদ্ধমূল হয়েন। কাহারও কাহারও মতে মধুসূদন কর পুটিজুরি পরগণার স্নানঘাট হইতে ভীমশীতে আসিয়াছিলেন। এ বিষয়ে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ব বর্ণিত আদি কর পুটিজুরি পরগণার স্নানঘাট মৌজায় আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এই কর বংশীয়গণ আপনাদিগকে স্বনামধন্য আভিধানিক মেদিনী কর বংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে উল্লেখ আছে যে সাতকাপনের করবংশে পূর্ব্বে দুর্য্যোধন কর নামে এক ব্যক্তির উদ্ভব হয়; তিনি সেই সময়ে তদঞ্চলে সমাজপতি ছিলেন। সাতকাপনের করবংশীয় নবীনচন্দ্র কর বি, এল, মহাশয় মৌলবীবাজারে ওকালতি করিতেন। তথায় তাঁহার পুত্র নিখিলচন্দ্র কর বাস করিতেছেন। সাতকাপনে বর্ত্তমানে শ্রীঈশানচন্দ্র কর প্রভৃতি বাস করিতেছেন। ইহাদের সঙ্গে পুটিজুরীর এবং ভীমশীর কর বংশীয়গণের কোনও অশৌচ বর্ত্তমানে রক্ষা হইয়া আসিতেছে না।

পুটিজুরীর কর বংশ শ্রীহট্ট বৈদ্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বংশীয়গণ নবাব দরবার হইতে রায়, চৌধুরী ও পুরকায়স্থ পদবী লাভ করিয়াছিলেন। এই পরগণার সন্তোষপুর নিবাসী শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ করচৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে তিনি নিজবংশ বিবরণ যাহা পাইয়াছেন তাহাতে দেখা যায় বলদেব কর মহাশয় পুটিজুরি পরগণায় স্নানঘাট নামক গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার পরবর্ত্তী দুই তিন পুরুষ পর বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় স্নানঘাট মৌজায় বাড়ীতে স্থানাভাব হেতু তথা হইতে আমদপুর নামক গ্রামে তাঁহারা নূতন এক বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই বাড়ীতে বর্ত্তমানে রায় সাহেব রজনীমোহন করের পুত্র শ্রীরবীন্দ্রমোহন কর মহাশয় বাস করিতেছেন। উক্ত আহাম্মদপুর গ্রামের বাড়ীতেও স্থানাভাব হেতু ঐ পরগণার সন্তোষপুর গ্রামে খুব বড় এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া প্রায় এগার পুরুষ পূর্ব্বে চৌধুরী ও পুরকায়স্থ বংশীয়গণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এই সন্তোষপুরের বাড়ী হইতে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে গিরীশচন্দ্র কর পুরকায়স্থ দারোগা মহাশয় পুটিজুরি পরগণার যাদবপুর নামক গ্রামে এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় চলিয়া গিয়াছিলেন। এই বাড়ীতে বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীশচন্দ্র কর পুরকায়স্থ ও শ্রীসুরেশচন্দ্র কর পুরকায়স্থ বি, এ, বি, টি, মহাশয়গণ বাস করিতেছেন। এই বংশীয়গণ পুটিজুরিতে স্থায়ীভাবে নানা সদ্ অনুষ্ঠান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদের জায়গায় হিন্দুগণের দেবগৃহ, মহাশ্মশান, বাজার, মসজিদ, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, পোষ্টাফিস, ফরেষ্ট অফিস প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এই বংশের হরিশঙ্কর কর পুরকায়স্থ তমলুকের দেওয়ান ছিলেন। চট্টগ্রাম জিলার একটি অংশকে তমলুক বলা হইত। তদ্ব্যতীত সন্তোষপুর নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী এবং আহাম্মদপুরের গঙ্গারাম রায় ও সাহেবরাম রায় মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে চাকুরী করিতেন।

## ভীমশী মৌজার :কর বংশ

সাতকাপন ও পুটিজুরীর করবংশীয় দুর্গাচরণ করের পুত্র মধুসূদন কর অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হইয়া ত্রিপুরার রাজ সরকারে নায়েবের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস নিমিত্ত নবাব সরকার হইতে সাতগাঁও পরগণার ভীমশী, পাত্রীকুল, বৌনাশির, গন্ধর্ব্বপুর প্রঃ ব্রাহ্মণবন্দ প্রভৃতি মৌজা সকল বন্দোবস্ত ক্রমে তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব গয়াসউদ্দীন নামে "গয়াসনগর" নামকরণে একটি খারিজা পরগণার সৃষ্টি করেন। মধুসূদন উক্ত খারিজা পরগণার অন্তর্গত ভীমশী মৌজায় প্রতিষ্ঠিত হন। কিছুকাল পর মধুসূদন কাশ্যপ গোত্রীয় রামদেব ভট্টাচার্য্যকে আপন পুরোহিত মনোনীত করিয়া তাঁহার বাসস্থানের জন্য গন্ধর্ব্বপুর মৌজা হইতে ব্রহ্মোত্তর দান করেন। কালক্রমে মধুসূদনের দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে জয়গোবিন্দ ও বনমালী কর এবং দৈবকী ও সত্যভামা।

মধুসূদন পাবনা জেলার ভুইয়াগাতি গ্রাম হইতে শক্তি গোত্রীয় রতিরাম সেনকে আনিয়া তাহার দুই কন্যাকে (একের মৃত্যুর পরে অন্যকে) তাহার নিকট বিবাহ দেন এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপ গয়াসনগর পরগণার চারিপণ অংশ প্রদান করেন। দখনা বন্দোবস্ত কালে উক্ত ভূ'ম গয়াসনগর পরগণার ৫২২৪৫।৫নং আনন্দরাম তালুক নামে অভিহিত হয়। বর্ত্তমানে রতিরাম সেনের বংশধর শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সেন ও শ্রীমহেন্দ্র কুমার সেন গয়াসনগরে স্বীয় বাসস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণ গয়াসনগর পরগণার বারপণের মালিক হন। মধুসূদনের কনিষ্ঠ পুত্র বনমালী কর ঢাকা জিলার অন্তর্গত সোনারগাঁ হইতে আত্রেয় গোত্রীয় গোপীচরণ দাশগুপ্তের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দাশগুপ্তকে আনিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ দেন। এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপ গয়াসনগর পরগণা হইতে কতক ভূমি দান করিয়া জামাতাকে ভীমশী মৌজায় স্থাপন করেন। উক্ত যৌতুক প্রাপ্ত ভূম্যাদি দখনা বন্দোবস্তকালে গয়াসনগর পরগণায় ৫২২৫২।১২নং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র রাজবল্লভ নামে একটি তালুক বন্দোবস্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশধর শ্রীহেমেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত গয়াসনগর পরগণায় বসবাস করিতেছেন।

জয়গোবিন্দের চারিপুত্র, রমানাথ, রামকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, গঙ্গাপ্রসাদ। ইঁহাদের সময় দখনা বন্দোবস্ত কালে ইঁহারা ভাইদের নামে যথাক্রমে গয়াসনগর পরগণায় ৫২২৪১।১নং রমানাথ, ৫২২৪২।২নং রামকৃষ্ণ, ৫২২৪৩।৩নং হরেকৃষ্ণ, ৫২২৪৪।৪নং গঙ্গাপ্রসাদ তালুক বন্দোবস্ত হয়। গৃহদেবতা ও বাসুদেবের সেবাপূজায় নিমিত্ত যে ভূমি পূজকদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দান করা হইয়াছিল তাহা গয়াসনগর পরগণার ১নং পাট্টা বাসুদেব নামে অভিহিত হয়।

কনিষ্ঠ গঙ্গাপ্রসাদ অবিবাহিত অবস্থায় সন্ন্যাসী হইয়া দেশান্তরে গমন করেন। তৃতীয় হরেকৃষ্ণ কর চৌধুরীর পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ অপুত্রক, তাঁহার একমাত্র কন্যা জয়তারাকে সাইস্তানগর পরগণার মাসকান্দি মৌজা হইতে কায়ু বংশীয় তিলকচাঁদ গুপ্ত চৌধুরীকে গৃহজামাতারূপে আনিয়া তাঁহার নিকট বিবাহ দেন। তিলকচাঁদের পুত্র পরম বৈষ্ণব মুরারীচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী দৌহিত্র সুত্রে হরেকৃষ্ণ তালুকের মালিক হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি পুত্রহীন হন ও ছয়টি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জয়গোবিন্দের পৌত্র রঘুনাথ করের বংশধর শ্রীবিমলাচরণ ও বরদাচরণ কর চৌধুরী এবং শ্রীঅক্ষয় কুমার কর চৌধুরী মহাশয়গণ তাঁহাদের পুত্রাদি নিয়া ভীমশী মৌজায় বাস করিতেছেন।

## ভীমশী কর বংশের বংশ তালিকা।
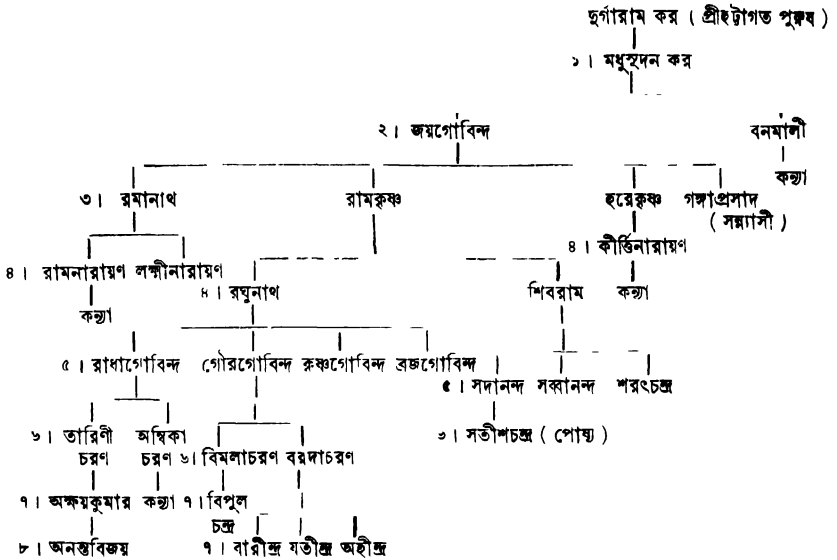
## পুটিজুরি পরগণার আহাম্মদপুর সন্তোষপুর ও যাদবপুর গ্রামের কর বংশীয়গণের বংশলতা
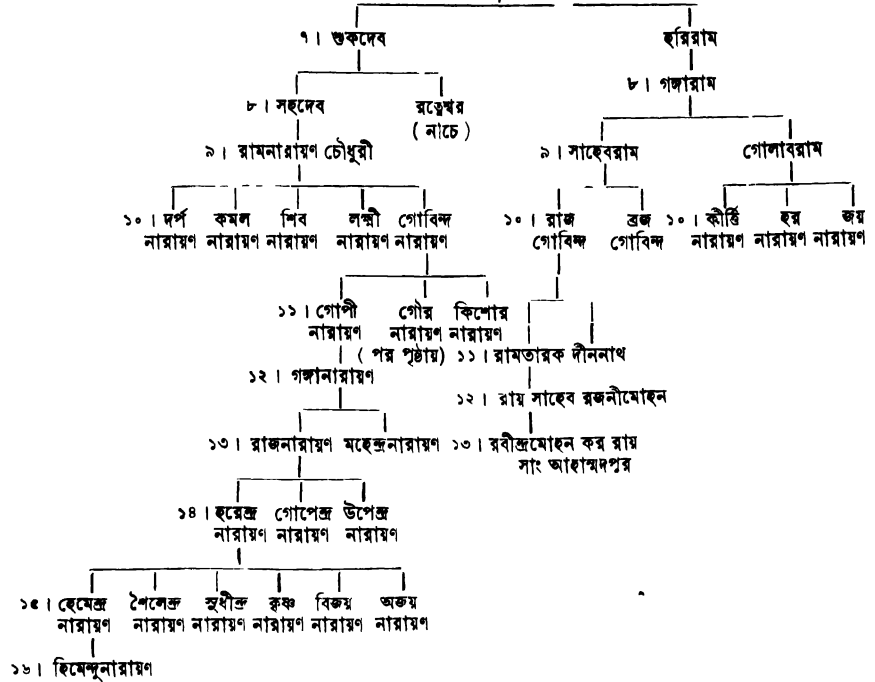
৬। শিবানন্দ (পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় পর)
৭। শুকদেব
হরিরাম
৮। গঙ্গারাম
৮। সহদেব
রত্নেশ্বর (নাচে)
৯। রামনারায়ণ চৌধুরী
৯। সাহেবরাম
গোলাবরাম
১০। দর্প নারায়ণ
কমল নারায়ণ
শিব নারায়ণ
লক্ষ্মী নারায়ণ
গোবিন্দ নারায়ণ
১০। রাজ গোবিন্দ
ব্রজ গোবিন্দ
১০। কীর্ত্তি নারায়ণ
হর নারায়ণ
জয় নারায়ণ
১১। গোপী নারায়ণ
গৌর নারায়ণ
কিশোর নারায়ণ
(পর পৃষ্ঠায়)
১১। রামতারক দীননাথ
১২। গঙ্গানারায়ণ
১২। রায় সাহেব রজনীমোহন
১৩। রাজনারায়ণ মহেন্দ্রনারায়ণ
১৩। রবীন্দ্রমোহন কর রায় সাং আহাম্মদপুর
১৪। হরেন্দ্র নারায়ণ
গোপেন্দ্র নারায়ণ
উপেন্দ্র নারায়ণ
১৫। হেমেন্দ্র নারায়ণ
শৈলেন্দ্র নারায়ণ
সুধীন্দ্র নারায়ণ
কৃষ্ণ নারায়ণ
বিজয় নারায়ণ
অজয় নারায়ণ
১৬। হিমেন্দুনারায়ণ
৮। রত্নেশ্বর (উপরোক্ত)
৯। কৃষ্ণেশ্বর কর (পুরকায়স্থ)
১০। কাশীশ্বর
১১। কালীশঙ্কর
গৌরীশঙ্কর
হরিশঙ্কর
১২। হরকিশোর
১২। কালীকিঙ্কর কালীশরণ
১২। উমা শঙ্কর
রাম শঙ্কর
শিব শঙ্কর
তারা শঙ্কর
ভবানী শঙ্কর
ব্রজ মোহন
১৩। কালী রতন (কালীকৃষ্ণ)
গিরীশচন্দ্র
কালী কমল
কালী কুমার
১৩। পার্ব্বতী শঙ্কর
দুর্গা শঙ্কর
গিরীজাশঙ্কর
১৩। জীতেন্দ্রমোহন
জ্ঞানেন্দ্রমোহন
কন্যা
১৪। ক্ষিতীশ চন্দ্র
১৪। শুভেন্দুশঙ্কর
১৪। রবীন্দ্রমোহন
১৪। পবিত্র শঙ্কর
দক্ষিণা শঙ্কর
১৪। শ্রীশচন্দ্র সুরেশচন্দ্র নরেশচন্দ্র
১৫। অরবিন্দ
১৫। শিশির
১৫। আশুতোষ
১৫। অজিত
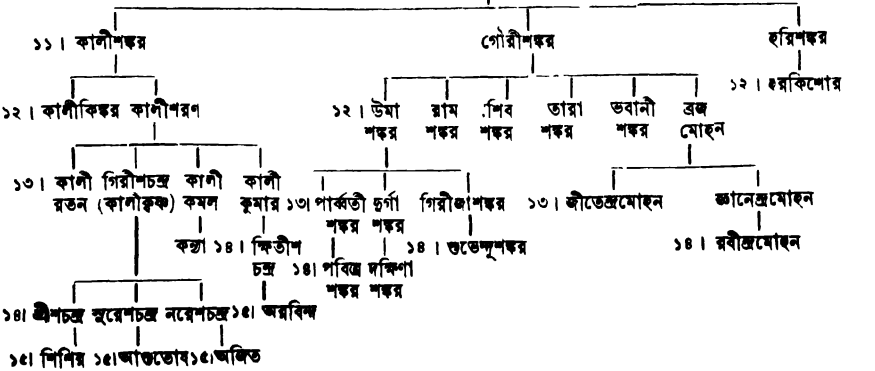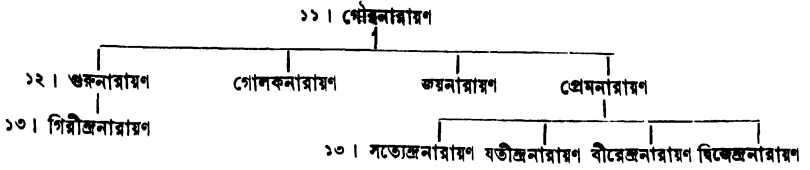
## পুটিজুরী পরগণার শুকচর মৌজার ভরদ্বাজ গোত্রীয় কর বংশ।

এই বংশীয়গণের আদি বাসস্থান এবং আদি পুরুষের নাম আমরা পাই নাই। শ্রীহট্টের বিখ্যাত উকিল রুক্মিণী মোহন কর এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীহট্টের উকিল শ্রীললিত মোহন কর।

## লংলা পরগণার কর গ্রামের ভরদ্বাজ গোত্রীয় কর বংশ।

তিন প্রবর—(ভরদ্বাজ—ভার্গব—চ্যবন।)

এই বংশের কোন প্রাচীন ইতিহাস কিংবা বংশাবলী আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তবে ইঁহারা যে ভরদ্বাজ গোত্র প্রভব কর বংশ তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। এ বংশে বর্ত্তমানে করিমগঞ্জ প্রবাসী শ্রীললিত মোহন কর মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বটেন। কর বংশীয়গণের বসতি হেতু তাঁহাদের গ্রামের নাম করগ্রাম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

## পং চৌয়াল্লিশ মৌজে ভুজবলের কর পুরকায়স্থ বংশ।

(তিন প্রবর=কাশ্যপ—অপসার—নৈধ্রুব।)

এই কাশ্যপ গোত্রীয় কর বংশ শ্রীহট্ট সমাজে সুপরিচিত। যখন শ্রীহট্ট জিলায় কয়েকজন মাত্র বি. এ, এম এ, উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন, সেই সময় স্বনামখ্যাত মহেন্দ্র নাথ দে এবং এই বংশীয় নীতিমান ও ধার্ম্মিক কৈলাস চন্দ্র কর পুরকায়স্থ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺সতীশ চন্দ্র কর বিশেষ যোগ্যতার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সতীশ চন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় আসামে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সতীশ চন্দ্র শ্রীহট্ট জিলার এম, এস, সি পাশের দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাহার প্রতিভার কথা জিলাময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সতীশ চন্দ্র ময়মনসিংহ কলেজের অধ্যাপক থাকা অবস্থায় দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা স্ত্রী ও পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ পিতাকে বর্ত্তমান রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্বোক্ত কৈলাশ চন্দ্র কর পুরকায়স্থ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাদুর ৺ঈশান চন্দ্র কর পুরকায়স্থ বি, এল, মহাশয় একজন সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কলাবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মৌলবী বাজারে সরকারী উকিল থাকাকালে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ বাদক ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র কর পুরকায়স্থ এবং কনিষ্ঠ পুত্র শৈলেশ চন্দ্র কর পুরকায়স্থ বি, এল, মৌলবী বাজারের খ্যাতনামা সরকারী উকিল। শ্রীশৈলেশ কর তাহার পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে মৌলবী বাজারে "ঈশানচন্দ্র লাইব্রেরী" নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই বংশীয় রসিক মোহন কর পুরকায়স্থ মহাশয় একজন শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি বটেন। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত এই বংশীয় আর কাহারও বিষয়ে খবর আমরা পাই নাই।

## বংশলতা।

গদাধর কর (ভুজবল)

যদুনাথ কর

চূড়ামণি কর

১। রতিরাম কর পুরকায়স্থ

২। বাণেশ্বর (নীচে) জীবনরাম রাজবল্লভ প্রাণবল্লভ গণেশ্বর

৩। গোপালরাম (পর পৃঃ) সুনারাম ৩। কুমুদরাম অজ্ঞাত ৩। পঞ্চারাম

৪। কাচারাম ৪। গোবিন্দরাম

৪। আনন্দরাম শ্রীচন্দ্ররাম

৫। মুকুন্দরাম তিলকরাম লালচাঁদ

৫। হরেকৃষ্ণ ৫। নীলকণ্ঠ

৬। ভৈরবচন্দ্র দুর্গাচরণ তারিনীচরণ

৬। গৌর কিশোর ব্রজ কিশোর রাজ কিশোর

৭। কুলচন্দ্র ৭। কামিনী কুমার

৬। লালচন্দ্র কার্ত্তিকচন্দ্র

৭। বৈকুণ্ঠনাথ

৭। শরৎচন্দ্র

৭। মথুরচন্দ্র ব্রজনাথ

৮। রসিকমোহন

৮। শশীমোহন আনন্দমোহন ললিতমোহন
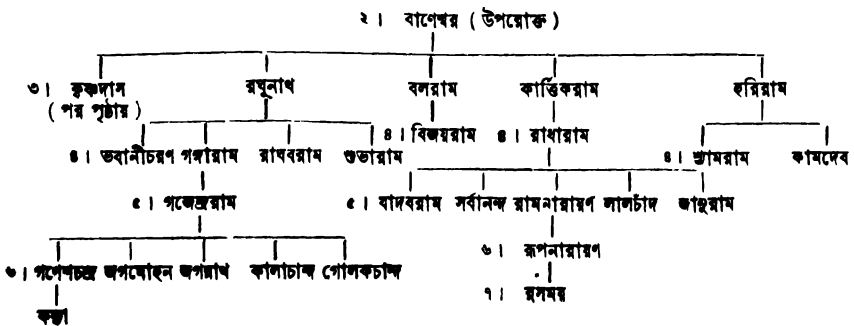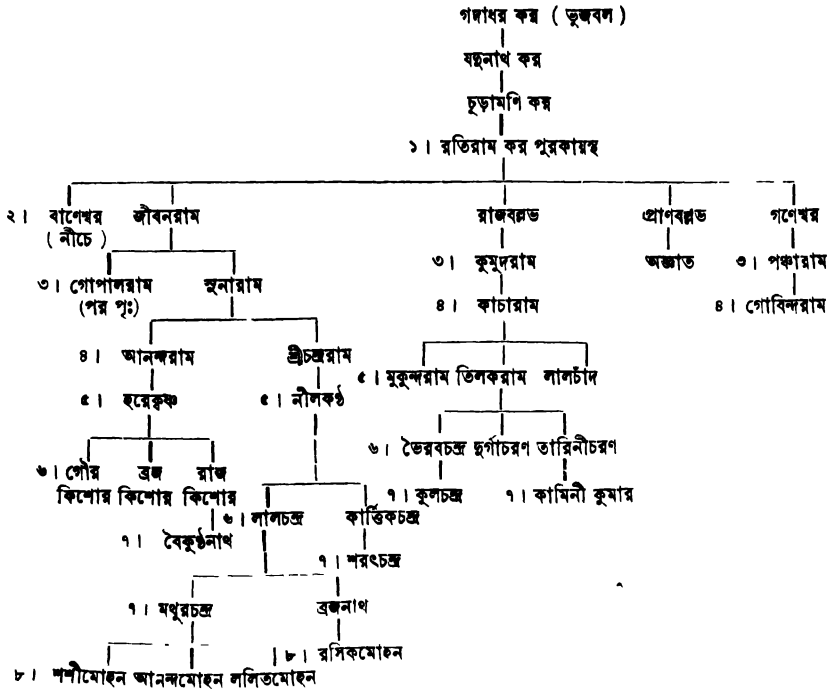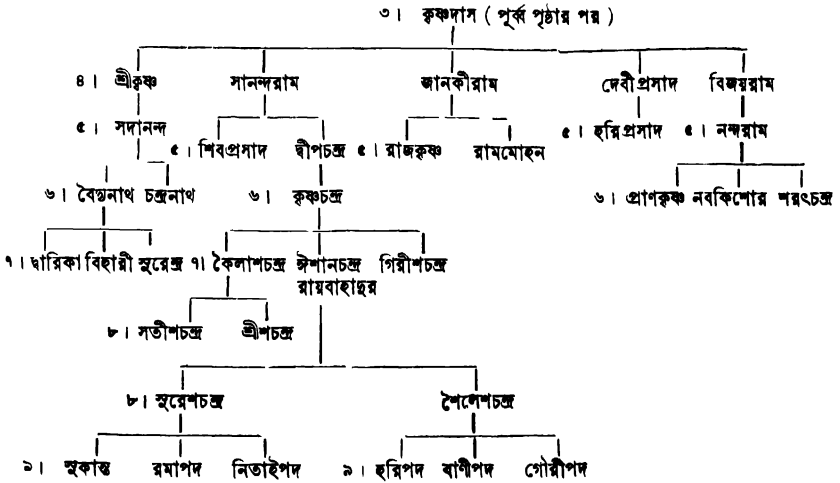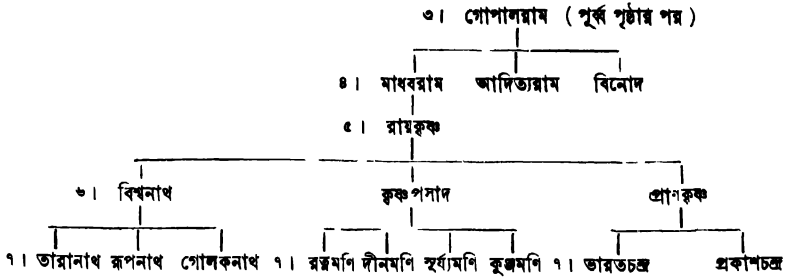
## পরগণা তরফের সাটিয়াজুরি গ্রামের কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় কর বংশ।

এ বংশের আদি পুরুষ রামানন্দ কর জাতীয় কবিরাজী ব্যবসা উপলক্ষে সাটিয়াজুরি গ্রামে আগমন করেন। ইঁহার পূর্ব্ব বাসস্থান রাঢ় দেশে ছিল বলিয়া কথিত হয়। রামানন্দ কর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত এ বংশের এগার পুরুষ চলিতেছে। অনুমানিক ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কিংবা পরে রামানন্দ কর শ্রীহট্ট জিলায় আসিয়া থাকিবেন।

এই বংশীয়গণ তাঁহাদের গ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি পোষ্টাফিশ স্থাপন করিয়াছেন। এই বংশীয় কৃষ্ণজীবন করের পরবর্ত্তী ভৈরব চন্দ্র কর বাংলা, ফারসী ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া মুনসেফের কার্য্য করেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র কামিনী কুমার কর হবিগঞ্জ মুনসেফীর উকিল ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র কুমার কর, বি. এ, বি. এল. সব জজ ছিলেন। উক্ত সবজজের পত্নী হেমপ্রভা কর "বামাবোধিনী" পত্রিকাতে প্রায়ই

সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতেন। এই বংশের শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার কর ডিপুটী কালেকটার, শ্রীকামিনী কুমার কর ত্রিপুরা রাজ্যের সার্ভে সুপারিন্টেনডেন্ট ও শ্রীপরিমল কর সিভিল সার্জ্জন বটেন। বর্ত্তমানে এই বংশে মোহিনী মোহন কর, গিরীন্দ্র চন্দ্র কর, সুবর্ণ, সুধীর, বিনয়, নির্ম্মল, অনিন্দ্যকুমার, ডাক্তার প্রফুল্লকুমার ও সুপ্রিয় কুমার কর এম.এ., বি.এল. প্রভৃতি জীবিত আছেন।

## পং তরফের সাটিয়াজুরির কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র প্রভব কর বংশলতা

- রামানন্দ কর (কবিরাজ, রাঢ় দেশ হইতে আগত বলিয়া জানা যায়)
  - ১। জানকীনাথ
    - ২। লক্ষ্মীনাথ
      - ৩। রঘুনাথ
        - ৪। রামচন্দ্র
          - ৫। রমাবল্লভ
            - ৬। রাজকৃষ্ণ
              - ৭। রামকৃষ্ণ
                - ৮। জয়কৃষ্ণ
                - কালীকৃষ্ণ
                  - ৯। কামিনীকৃষ্ণ
                    - ১০ ব্যোমকেশ
                    - নির্ম্মল
                  - যামিনীকৃষ্ণ
                    - ১০। যোগীন্দ্র
                    - যতীন্দ্র
              - রায়কৃষ্ণ
                - ৮। রুক্মিণী
                  - কন্যা
              - রাজকিশোর
              - গৌরকিশোর
                - ৮। তারাকিশোর
              - হরগোবিন্দ
            - হরবল্লভ
      - গোবিন্দরাম
        - ৪। গোপীনাথ
          - ৫। কৃষ্ণপ্রসাদ
            - ৬। কৃষ্ণজীবন (পর পৃঃ)
            - জীবনকৃষ্ণ
              - ৭। কালীশঙ্কর
                - কন্যা
            - রাধাকৃষ্ণ
              - ৭। গোলকচন্দ্র
                - ৮। গগনচন্দ্র
                - প্রসন্নকুমার
                  - ৯। প্রফুল্ল
                  - শৈলেন্দ্র
                  - বীরেন্দ্র
                  - সুকুমার
                - মথুরচন্দ্র
                  - ৯। জিতেন্দ্র
                  - সুকোমল
                  - সুচারু
                  - সুশোভন
                - কৈলাশচন্দ্র
                  - ৮। অনিল
                  - ইন্দুপ্রকাশ
                  - ইন্দুবিকাশ
              - ভারতচন্দ্র (নীচে)
          - প্রাণবল্লভ
            - ৬। শ্রীবল্লভ
            - হরিবল্লভ
    - গোপীনাথ
      - ৩। হরিনাথ
        - ৪। জয়গোপাল (পর পৃষ্ঠায়)

৪। জয়গোপাল ( পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর )

৫। দুর্গারাম বিজয়রাম সীতারাম তিলকরাম

৬। সর্ব্বানন্দ ৬। রমাপতি

৬। রামচরণ কৃষ্ণচরণ ৬। চণ্ডীচরণ গঙ্গাপ্রসাদ

৭। ঈশানচন্দ্র (পর পৃঃ) কন্যা ৭। শিবগতি ঈশ্বরচন্দ্র

৭। অভয়াচরণ শ্যামাচরণ কন্যা

৮। সারদা চরণ ৭। তারিণী চরণ পার্বতী চরণ গৌরী চরণ ভবানী চরণ হরিচরণ ৮। হেমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র

৮। শরৎচন্দ্র গিরীশচন্দ্র

৮। সতীশচন্দ্র ৯। সীতাংশু

৯। মোহিনীমোহন

৯। সরোজ সুকুমার সুশীল শিশির সুধীর

১০। মনোজ কৃষ্ণচন্দ্র

৯। বিমলা শৈলেন্দ্র

১০। ভাস্কর—অজ্ঞাত

১০। সুনীল

১০। বিবেকানন্দ সুদর্শন নরেন্দ্র

## মৌদগল্য গোত্রীয় কর—পুরকায়স্থ পাড়া পং ঢাকাদক্ষিণ।

ঢাকাদক্ষিণ পরগণার পুরকায়স্থ পাড়া নিবাসী মৌদগল্য গোত্রীয় কর বংশ শ্রীহট্ট সমাজে সুপরিচিত। বর্ত্তমানে এই বংশে শ্রীরামচন্দ্র কর পুরকায়স্থ উকিল, শ্রীরমেশ চন্দ্র কর পুরকায়স্থ স্বাধীন ব্যবসায়ী ও শ্রীরাকেশ চন্দ্র কর পুরকায়স্থ উকিল, শ্রীহিমাংশু জ্যোতি কর পুরকায়স্থ এম. বি. শ্রীরণধীর কৃষ্ণ কর পুরকায়স্থ এম. কম, শ্রীশশাঙ্ক শেখর কর পুরকায়স্থ মোনসেফ, শ্রীঅরবিন্দ কর, এম. এ, বি. এল শ্রীপশীভূষণ কর পুরকায়স্থ মোক্তার প্রভৃতি সসম্মানে পুরকায়স্থ পাড়া মৌজায় বাস করিতেছেন। এই বংশীয় এক শাখা পং পাথারিয়ার অন্তর্গত কাঠালতলী মৌজায় বাস করিতেছেন। তথায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি বর্ত্তমানে আছেন।

অপর শাখায় পরগণা দুলালী মৌজে দাশ পাড়া নিবাসী শ্রীনরেন্দ্র কিশোর কর ডাক্তার প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন। অপর আর এক শাখা জাঙ্গাইল গ্রামে বাস করিতেছেন।

## জাঙ্গাইল কর বংশ তালিকা—মৌদগল্য গোত্র।
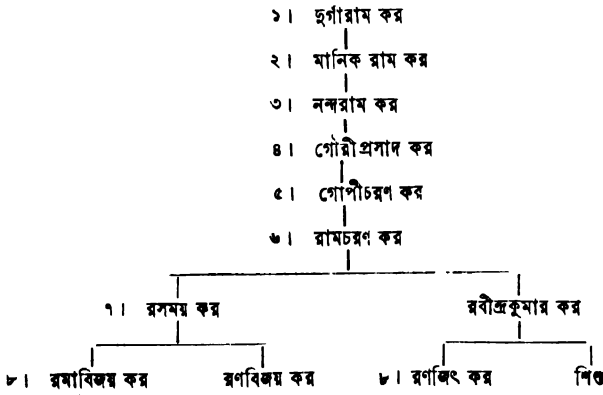
## বেজুড়া পরগণার পিয়াইন গ্রামের কর বংশ।

এই গ্রামের কর বংশীয়গণের কোনও বংশাবলী কিম্বা অতীত ইতিহাস আমাদের হস্তগত হয় নাই। কেজুরিছড়া চা বাগানের ডাক্তার রোহিণী কর প্রভৃতি এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

# ধর প্রকরণ

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকোবিদ্ পঞ্চরত্নের নাম শিক্ষিত পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। ধর বংশীয় উমাপতি ধর এই পঞ্চরত্নের অন্যতম। জয়দেব, হলায়ুধ, শরণ দত্ত, উমাপতি ধর ও ধোয়ী কবিরাজ এই পাঁচজনের সমবায়েই লক্ষণ সেনের সভার পঞ্চরত্ন গঠিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শরণ দত্ত, উমাপতি ধর ও ধোয়ীকবিরাজ বৈদ্যবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। (জয়দেব তদীয় গীতগোবিন্দে লিখিয়াছেন:—বাচঃপল্লবয়ত্যুমাপতি ধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে। শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধনঃ স্পর্দ্ধীকোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ীকবিক্ষ্মাপতিঃ॥

ইঁহারা তিনজন মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সহিত সুরধুনী সন্নিহিত রাঢ়দেশে গমন করেন। মহাত্মা উমাপতি ধর বংশে বীজীপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। উমাপতি ধরোবীজীধরবংশে চ বিশ্রুতঃ। (চন্দ্রপ্রভা)

কালক্রমে উমাপতির সন্তানগণ নানাদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

মহাত্মা ত্রিপুর ধর বঙ্গদেশে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিপুর ধরের বংশে প্রখ্যাতনামা বাপীধর জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত মহাত্মা সদ্বৈদ্য সমাজে ক্রিয়া করিয়া সাতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। বাপীধর সম্বন্ধে একটি কারিকা শ্রুত হওয়া যায়; তাহা এখানে লিখিত হইল। যথা:—"যে না খেয়েছে বাপী ধরের ভাত, সে বৈদ্য কিনা সন্দেহ আছে তাত॥" ধন্বন্তরি বংশীয় উচলিসেন, ত্রিপুর বংশীয় গোণ্ড গুপ্ত এবং কায়ু গুপ্ত বংশীয় সারঙ্গগুপ্ত বাপীধরের কন্যা বিবাহ করেন। তৎপরে সারঙ্গ গুপ্ত বঙ্গদেশে আশ্রয় করেন।

শ্রীহট্ট জিলার আতুয়াজানের পাইলগাঁয়ে, দুলালী পরগণার বৈষ্ণবের দেওয়ালে, বনভাগ পরগণার জানাইয়া মৌজায়, সতরপতি পরগণার বাউরভাগ মৌজায়, দিনার পুর পরগণার লিগাঁও ও দেওতৈল মৌজায় গৌতমগোত্র ধর বংশ বিদ্যমান আছেন। ইন্দেশ্বর পরগণার থলাগায়ে, চাপঘাট পরগণার উত্তরগোল মৌজায় গর্গ গোত্র ধর বংশ আছেন। জোয়ানসাহী পরগণার ইকরাম মৌজার পরাশর গোত্র ধর এবং তরফের এরালিয়া মৌজায়ও ধর বংশীয়গণ বাস করিতেছেন। আরোও ধর বংশীয়গণ বিদ্যমান থাকিতে পারেন। আমরা তাহাদের খবর পাই নাই।

পূর্ব্ব বর্ণিত গ্রাম সকলের ধর বংশীয়গণের নিকট হইতে তাঁহাদের নিজ নিজ বংশের অতীত ইতিহাস. কিংবা বংশাবলী আমরা পাই নাই। ইঁহারা বৈদ্য কি কায়স্থ ভাবাপন্ন তাহাও জানিনা। তবে বিশিষ্ট ধর বংশীয়গণের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম। আশাকরি বিনা অনুমতিতে যাহাদের বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম তাহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

১। অধুনা প্রকাশিত "পাইলগাঁও ধর বংশাবলী" গ্রন্থের ১ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কানাই ধর বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার একটি থানা ও গ্রাম রূপে গণ্য প্রাচীন মঙ্গলকোট সহরের অধিবাসী চিত্রগুপ্ত ধরের পুত্র এবং গৌতমগোত্র। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জিলার আতুয়াজান পরগণার পাইলগাঁয়ে আসিয়া বদ্ধমূল হয়েন। মঙ্গলকোট বৈদ্য সমাজ বৈদ্যগণের পঞ্চকুট সমাজের শাখা বীরভূমী জেলার অন্তর্গত কানাইধরের পূর্ব্ব বাসস্থানদৃষ্টে মনে হয় যে তিনি মঙ্গলকোটের সদবৈদ্য সমাজভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তদ্বংশীয়গণ বৈদ্য কিংবা কায়স্থ তাহা পাইলগাঁয়ের বংশাবলীতে লিখা নাই। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী। এইবংশে দেশবরেণ্য শ্রীব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী এম, এ, বি-এল জমিদার মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

২। এই পাইলগাঁয়ের ধর চৌধুরী বংশীয় ভরত বৈষ্ণবের অলৌকিক গুণে মুগ্ধ হইয়া ভুলালী ইলাসপুরের গুপ্তবংশীয় জমিদার জগদীশ রায় তাঁহার জমিদারী কাদিপুর মৌজা হইতে বিস্তৃত একখণ্ড ভূমিদান করিয়া তাহাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভূমিখণ্ড বৈষ্ণবের দেওয়াল নামে অভিহিত হয়। শ্রীহট্টের আমিন নবাব আহাম্মদ মাজিরের দস্তখতি একখানি সনন্দ পাঠে জানা যায় যে ভরত বৈষ্ণবের পুত্র শোভাচান্দ। উক্ত শোভাচান্দের ১১৯৩ বাংলায় মৃত্যু হইলে তৎপুত্র গৌরচান্দ বৈষ্ণব এ দানকৃত ভূম্যাদির অধিকারী হয়েন। বৈষ্ণবের দেওয়ালে একটি প্রাচীন দীঘির পারে শোভারামের পাট অবস্থিত। ভরতবৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত তদ্‌পরবর্ত্তীগণ বৈষ্ণবাচারী মন্ত্রগুরুরূপে বৈষ্ণবের দেওয়ালে বাস করিতেছেন। নামে রুচী, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবনই হইল তাঁহাদের ধর্ম্ম। তাঁহাদের বাড়ীতে নিত্যসেবা পুজা তাঁহারাই সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা সকল সময়ই তিলকমালা সেবন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উপাধি অধিকারী ( গোস্বামী )। বর্ত্তমানে শ্রীনলিনীমোহন অধিকারী মহাশয় ভ্রাতৃগণসহ মন্ত্রগুরুরূপে গুরুতা ব্যবসা করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

ইঁহারা সদ্‌বৈদ্যগণের সহিত ক্রিয়াদি করিয়া আসিতেছেন।

৩। বনভাগ পরগণার জানাইয়া মৌজার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীবরদানাথ ধর চৌধুরী। ( ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বনাথ রায় নামে বিশ্বনাথ থানা ইত্যাদি স্থাপিত হয়। ) দিনারপুর পরগণার লিগাঁও ও দেওতৈল মৌং ধর চৌধুরীগণও সতরসতি পরগণার বাউরভাগ মৌজার ধর বংশীয়গণের গৌতম গোত্র বটে। তবে ইঁহারা পাইলগাও ধরবংশীয়গণের জ্ঞাতি কিনা জানা যায় না।

৪। চাপাঘাট উত্তরগোলের শ্রীভুবনচন্দ্র ধর চৌধুরী প্রভৃতি জমিদার ও ইন্দেশ্বর খলাগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীসুন্দরীমোহন ধর এম, এ, বি-এল প্রভৃতি গর্গগোত্রের ধর বংশ।

৫। পং জুয়ানসাহী মৌং ইকৃরামের ধর চৌধুরীগণের গোত্র হয়েছে পরাশর। ইঁহারা নিজেদেরে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

৬। কথিত আছে, পং তরফের পৈলগ্রাম সন্নিকট এরালিয়া গ্রামের ধরবংশীয়গণও বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের কি গোত্র জানা যায় নাই। তবে কাশ্যপ গোত্র বলিয়াই মনে হয়। এই বংশে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার শ্রীরাধারঞ্জন ধর এম, এ, বি-এল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

---

শ্রীহট্টীয় সোম, নন্দী, নাগ ও আদিত্য বংশীয় কাহারও নিকট হইতে মৌখিক কিংবা লিখিত কোনও প্রকার বর্ণনা না পাওয়ায় এই গ্রন্থে তাঁহাদের বিষয় কিছুই লিখিবদ্ধ করিতে পারা গেল না।

**সমাপ্ত**

১। রাজা কালিদাস পাল ( ১৬২ পৃঃ বংশ বিবরণী দ্রষ্টব্য )
২। রাজা হরধন
৩। রাজা হরপ্রসাদ
৪। রাজা রতিরাম রাজা বিশ্বনাথ রাজা বারানসী পাল ( ইনি একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। উহা বারপালের দীঘি বলিয়া কথিত হয়।
৫। রাজা গৌরকিশোর
৬। রাজা গঙ্গাধর
৭। রাজা রত্নেশ্বর
রাজা রাজেশ্বর
রাজা রামেশ্বর রাজা রামজীবন
৮। তারানাথ
৮। কামেশ্বর ( দীঘিরপার )
৯। যাদবরাম
৯। কেশবরাম
১০। গদাধর ( ঘুজাদিয়া )
শম্ভুলাল ( দীঘিরপার )
কীর্ত্তিপাল
জয়পাল
প্রতাপচন্দ্র ইনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধর চৌধুরীগণ বাহাদুরপুরে বাস করিতেছেন।
১০। কৃষ্ণরাম
১১। গঙ্গাধর
১১। সদানন্দ
১১। হরিশ্চন্দ্র
১২। রাধাকৃষ্ণ
১২। রূপেশ্বর
১২। জগজীবন
১৩। গণেশ
১৩। রামকৃষ্ণ
১৩। বিজয়রাম
১৪। রামচন্দ্র
১৪। রামধন
১৪। হরলাল
১৫। রত্নেশ্বর
রামভদ্র
১৫। নরহরি
১৫। রামগোবিন্দ
১৬। রুদ্রেশ্বর
১৬। রামরাম
১৬। হরিরাম
১৬। রমানাথ
১৭। রামেশ্বর
১৭। রুদ্রনাথ
১৭। শ্রীহরি
১৭। গোবিন্দ
১৮। রঘুনন্দন
১৮। রঘুনাথ
১৮। ঘনশ্যাম
১৮। রামনারাইন
১৯। রামশরণ
১৯। জয়হরি
১৯। হরেকৃষ্ণ
১৯। রঘুনাথ
২০। সম্পাদ
২০। মায়ারাম (পর পৃঃ)
২০। গৌরীবল্লভ
২০। পীতাম্বর
২১। রমাবল্লভ
২১। কৃষ্ণজীবন
যুগলকিশোর
প্রাণকৃষ্ণ
২১। চণ্ডীপ্রসাদ (২৫৯ পৃঃ)
কালিকাপ্রসাদ
২২। কৃষ্ণবল্লভ (পর পৃঃ)
২২। ঈশ্বর কালীকিশোর
২২। ঈশান
২২। জানকী যামিনী
২২ বিষ্ণুপ্রসাদ
২৩। নির্ম্মল সুবিমল পরিমল
২৩। সুবোধ
২৩। নবকিশোর চন্দ্রকিশোর
২৪। নরেশ ধীরেশ
২৪। শ্রীশচন্দ্র সুরেশ পরেশ
২৩। ক্ষীরোদ সুধীর যজ্ঞেশ
২৫। নীলকমল নীহার
২৫। বেণীমাধব
২৫। প্রদীপ
২৫। শ্রীপদ সুবিনয়

২২। কৃষ্ণবল্লভ (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
২৩। হরগোবিন্দ
ভৈরবচন্দ্র
চন্দ্রনাথ
২৪। তারক
লাবণ্য
শ্রীশচন্দ্র
অপূর্ব্ব
২৪। উপেন্দ্র
যোগেশ
উমেশ
২৫। ক্ষীরোদ
রজনী
২৫। শিশির
সতীশ
২৫। অরবিন্দ
২৫। সবিতা
বিজেতা
২৫। জ্যোতির্ম্ময়

২০। মায়ারাম (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)
২১। রামচরণ
২২। রাধানাথ
ব্রজনাথ (পরপৃষ্ঠায়)
২৩। দীননাথ (নীচে)
রামদুলাল
ঈশ্বরচন্দ্র
নয়ানচন্দ্র
ইন্দ্রকুমার
২৪। হৃদয়বিহারী
সুধীর
২৪। বিম্বিত
২৪। নরেশ নৃপেশ নরেন্দ্র
২৪। বিনোদ বিরাজ
মাখন
২৫। গোপাল নেপাল রাখাল
২৫। বেণীমাধব বিভাস অশোক
২৫। নীটু
২৫। নীলু পিন্টু নিশির
২৫। বিপ্রদাস
২৫। মনোজ দীপঙ্কর
২৫। বিজন মাণিক অজিত স্বপন

২৩। দীননাথ (উপরোক্ত)
২৪। নিবারণ
বিপিন
বিপুল
বিনয়
বিজেন্দ্র
২৫। ননী
নিখিল
২৫। বিমান বিশ্বরঞ্জন
২৫। দেবল দিলীপ
২৫। অরুণ অজাত
২৫। বিন্দু বিকাশ
বিজয় কালী মতি মিহির হীরা পান্না চিন্ময়
২৫। বীরেশ্বর বিমান বাগেশ্বর
২৬। বিশু আশিস অতীন
২৬। বিনায়ক বাসব
২৬। কিশোর অলোক

যদিও গ্রন্থ ছাপার পর উপরোক্ত চুম্বক বংশাবলী সাং যুদাদিয়া নিবাসী শ্রীবিদিতচন্দ্র পাল চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।